GIFT

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীঃ আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চা।

(Abul Hasan Ali An-Nadwi: Contribution to Arabic Language, Literature and Journalism.)

University of Dhaka

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ-ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

465927

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবু জামাল মোঃ কুতুবুল ইসলাম নো'মানী

সহযোগী অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Library

465927

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

পিএইচ-ডি গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৮৩/২০০৯-১০

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

জুলাই-২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

RB
B
297.092
ALA

Nayim

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

Syed Abul Hasan Ali An-Nadwi

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীঃ আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চা

465927

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

Dr. A J M Qutubul Islam Numani
Associate Professor
Dept. of Arabic, University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.

الدكتور أ ج م قطب الإسلام نعماني
الأستاذ المشارك
قسم العربية، جامعة داكا
داكا-١٠٠٠، بنغلاديش

Ref. No. .... Date ....

প্রত্যয়ণ পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ-ডি গবেষক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম **"আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ঃ আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করেছে। অভিসন্দর্ভটি মৌলিক, অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং গবেষকের একক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতঃপূর্বে পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

পিএইচ-ডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত সন্তোষজনক। আমি গবেষণা অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত ভাল ভাবে পড়েছি ও দেখেছি এবং পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. আবু জামাল মোঃ কুতুবুল ইসলাম নো'মানী)
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Tel: 9661920-73 Ext: 6117 Fax: 880-2-9615277 Mob: 01819116900 Email: ajamal@yahoo.com

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **"আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ঃ আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চা"** শীর্ষক থিসিসটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতঃপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত থিসিসটি আমি সম্পূর্ণরূপে বা এর কোন অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশনার জন্য বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করিনি।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)

পিএইচ-ডি গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৮৩/২০০৯-১০

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি প্রথমে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি ও তাঁর দরবারে জানায় লক্ষ কোটি কৃতজ্ঞতা যার অসীম অনুগ্রহ ও কৃপায় এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে পেরেছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক, নবীকুল শিরোমণি, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি। আমি সেই সাথে করুণাময় মহান আল্লাহর দরবারে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.)-এর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি যিনি বিংশ শতাব্দীর রাহবার, ইসলামের পথে আহ্বানকারী, যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও ইসলামি চিন্তা-চেতনার প্রচার-প্রসার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ।

আমি গভীর শদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু জামাল মোঃ কুতুবুল ইসলাম নো'মানী এর প্রতি। তিনি আমার গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন ও বই-পত্র, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তিনি সব সময় গবেষণার খোজ খবর নিতেন। অনেক সময় তিনি নিজেই আমাকে ফোন করে কাছে ডেকে নিয়ে পরামর্শ দিতেন। আবার কখনোও ফোনেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় আমাকে কাছে ডেকে আমার উপস্থিতিতে গবেষণার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ করতেন। আমার গবেষণার পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করতে তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন- বিয়োজন এবং মানোন্নয়নের জন্য সুচিন্তিত দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার অভিসন্দর্ভটিকে ত্রুটিমুক্ত, সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য করার জন্য তিনি শ্রম ও সময় দিয়েছেন। গবেষণা কাজের জন্য যখনই আমি তাঁর নিকট গিয়েছি, তিনি কখনো বিরক্তবোধ করেননি; বরং শত কর্ম-ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমার গবেষণা কাজের উন্নয়নের জন্য অকৃপণভাবে সহযোগিতা, উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। তিনি আমার অনেক অস্বচ্ছ উপস্থাপনা ও অজ্ঞাত ধারণাকে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করেছেন। এ গবেষণাকর্ম সফলভাবে সম্পাদন করতে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে কৃতার্থ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণা কাজে অনেকেই উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় আরবী বিভাগের স্বনামধন্য চেয়ারম্যান, বিদগ্ধ পণ্ডিত, প্রাবন্ধিক ও প্রখ্যাত শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যার এর প্রতি, যিনি উল্লেখিত বিষয়ে গবেষণা করার জন্য প্রাথমিকভাবে আমাকে উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করেছেন তাঁর কাছে আমি ঋণী। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অধ্যাপক ড. ফখরুদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, প্রভাষক মোঃ নুরে আলম, প্রভাষক মোঃ শাওন এর প্রতি যারা আমাকে গবেষণা কাজে দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর, বহু ভাষাবিদ, লেখক, গবেষক, বিশিষ্ট অনুবাদক, সৌদি এ্যামবাসীর মিলিটারী এটাচীর প্রধান অনুবাদক, বিদগ্ধ পণ্ডিত, হাফিজ মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী এর প্রতি, যিনি আমার গবেষণা কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা, দিক-নির্দেশনা ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাঁর কাছে ঋণী। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাড্ডাস্থ মাকতাবাতুল আয্‌হার লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী মাওলানা ওবায়েদ এর প্রতি যিনি আমাকে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক গ্রন্থ এনে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, বিদগ্ধ পণ্ডিত, ড. মুসলেউদ্দিন এর প্রতি তিনি আমাকে অসংখ্য বই, তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মিরপুরস্থ দারুর রাশাদ মাদরাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল, আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শিষ্য ও খলিফা, বিশিষ্ট লেখক, মাওলানা সালমান সাহেব এবং অত্র মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষা সচিব, বিশিষ্ট লেখক মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেবের প্রতি তারা আমাকে মাদরাসার লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে গবেষণা কাজে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করে দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমার চাচাত ছোট ভাই মাওলানা মোঃ মাহবুবুর রহমান তাঁর প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক ভাবে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন, আমার পিতা মোঃ আবদুল আজিজ মন্ডল, মাতা জহুরা বিবি, শাশুড়ী সালমা শহীদ, ছোট বোন রুপালী আখতার ও ডাঃ সোনালী আখতার এবং ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের বিশিষ্ট ইংরেজী শিক্ষক, আমার সহধর্মিনী মাহমুদা বারী। তাঁদের সকলের প্রতি জানাচ্ছি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে আমার প্রথম মেয়ে মাজদুদা আলম নাফহাত তার প্রাপ্য আদর, স্নেহ ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি তার উজ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছি।

আরো যাঁরা আমার গবেষণার কাজে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের ইহ-পরকালীন মঙ্গল ও কল্যাণ করুন। আমীন!

গবেষক

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

(স.)	ঃ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রা.)	ঃ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু
(আ.)	ঃ 'আলাইহিস সালাম
(র.)	ঃ রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
হি.	ঃ হিজরী
খৃ.	ঃ খৃষ্টাব্দ
তা. বি.	ঃ তারিখ বিহীন
খ.	ঃ খণ্ড
পৃ.	ঃ পৃষ্ঠা
সং	ঃ সংস্করণ
দ্র.	ঃ দ্রষ্টব্য
অনু.	ঃ অনূদিত
অনু.	ঃ অনুবাদ
কি. মি.	ঃ কিলোমিটার
মৃ.	ঃ মৃত্যু
p	ঃ page
p p	ঃ pages
Vol	ঃ Volume
Op.cit	ঃ Opera. Citra.
Sm.	ঃ Sallallahu Alaihi Wasallam

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

- প্রত্যয়ণ পত্র ৪
- ঘোষণা পত্র ৫
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৬
- সংকেত সূচী ৯
- সূচীপত্র ১০

১ম অধ্যায়ঃ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীঃ জীবন ধারা ও মানসগঠন। ২৭ - ১৩২

১ম পরিচ্ছেদঃ ভূমিকা, জন্ম, প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ, কর্মজীবনে প্রবেশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা। ৩৪ - ৬০

- ভূমিকা ৩৪
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মানসগঠন। ৩৭
- জন্ম ও বংশ পরিচয় ৪২
- শিক্ষা জীবন ৪৮
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিশিষ্ট শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্য থেকে কয়েকজন ৪৯
  - মাওলানা আহমাদ 'আলী লাহোরী (১৮৮৬-১৯৬২) ৪৯
  - হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির রায়পুরী (র.) (১৮৭৩ - ১৯৬২ খৃ.) ৫০
  - মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (র.) (১৮৭৯-১৯৫৭খৃ.) ৫১
  - 'আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (র.) (মৃত্যু ১৯৫৩ খৃ.) ৫২
- বিবাহ ও পারিবারিক জীবন ৫২
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ৫৩
  - ইসলাম ও জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ ৫৩
  - ক্ষমাশীলতা ও উদারতা ৫৪
  - একনিষ্ঠতার মূর্ত প্রতীক ৫৪
  - আত্মত্যাগী ৫৪
  - বিনয়-নম্রতা ৫৫
  - অতিথিপরায়ণতা ৫৫
  - পরিচ্ছন্ন ও আড়াম্বরহীন জীবন যাপন ৫৬
  - মানবতাবাদী ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

- কুরআন প্রেমিক ৫৭
- কৃতজ্ঞপরায়ণ ৫৭
- বিভিন্ন বিষয়ে ইল্‌মের অধিকারী ৫৭
- শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ৫৮
- ধর্মনিষ্ঠতা ৫৯
- বহুমুখী গুণাবলীর আধার ৫৯

২য় পরিচ্ছেদঃ আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর কর্মময় জীবন,তার ইসলামি জ্ঞান বিস্তার, আধ্যাত্মিকতা চর্চা, দীনের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন দেশ সফর ও দীন প্রতিষ্ঠায় নানামুখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তাবলীগ জামাতের সাথে সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা। ৬১-১০৮

- শিক্ষকতা ৬১
- তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট কয়েকজন ৬১
- তাবলীগ বা দা'ওয়াতী কার্যক্রম ৬২
- আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার, প্রচার-প্রসার ও ইসলামি দাওয়াতের পয়গাম নিয়ে স্বদেশ ও বহির্বিশ্বে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী। ৬৫
  - সৌদি আরব ভ্রমণ (১৯৪৭) ৬৫
  - মিসর ভ্রমণ (১৯৫১) ৬৫
  - সুদান ভ্রমণ (১৯৫১) ৬৫
  - সিরিয়া ভ্রমণ (১৯৫১) ৬৬
  - মক্কা ভ্রমণ (১৯৫১) ৬৬
  - সিরিয়া ভ্রমণ (১৯৫৬) ৬৬
  - লেবানন ভ্রমণ (১৯৫৬) ৬৬
  - তুরস্ক ভ্রমণ (১৯৫৬) ৬৬
  - বাগদাদ ভ্রমণ (১৯৫৬) ৬৭
  - পাকিস্তান ভ্রমণ (১৯৫৩) ৬৭
  - মিসরে তাবলীগের প্রচার ও প্রসার (১৯৫৬) ৬৭
  - সুদান ভ্রমণ (১৯৫৭) ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

- মায়ানমার ভ্রমণ (১৯৬০) ৬৮
- কুয়েত ভ্রমণ (১৯৬২) ৬৮
- আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডান ভ্রমণ (১৯৭৩) ৬৮
- ইউরোপের বিভিন্ন শহর ভ্রমণ (১৯৬৩) ৬৮
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পাসপোর্ট আটক (১৯৬৬) ৬৯
- 'নাদিউল ওয়াহদাতার রিয়াদি' সম্মেলনে যোগদান (১৯৭৬) ৬৯
- ইউরোপ সফর (১৯৬৯) ৬৯
- নাদওয়ার মেহমানখানায় (১৯৬৯) ৬৯
- 'মাদরাসা-ই ছানুবিয়া'য় বক্তব্য (১৯৬৯) ৭০
- 'All India Muslim Personal Law Board' প্রতিষ্ঠা (১৯৭২) ৭০
- ভাষার গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের নির্দেশনা (১৯৭৩) ৭০
- আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া, ও ইরাক সফর (১৯৭৩) ৭১
- আরব ও ইরান সম্পর্কে বক্তব্য (১৯৭৪) ৭১
- দুবাই পাবলিক লাইব্রেরীতে বক্তব্য (১৯৭৪) ৭১
- মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য প্রদান (১৯৭৫) ৭২
- আল্লাহর যাত-সিফাত ও রিসালাতের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য (১৯৭৬) ৭১
- আমেরিকা সফর (১৯৭৭) ৭২
- তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ (১৯৭৭) ৭২
- পাকিস্তান সফর ও দিকনির্দেশনা প্রদান (১৯৭৮) ৭৩
- 'শাম-এ হামদর্দ' সম্মেলনে যোগদান (১৯৭৮) ৭৩
- ইসলামের জন্য ক্ষমতা ও রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন (১৯৭৮) ৭৪
- 'দারুল 'উলূম হাক্কানিয়া'য় বক্তব্য প্রদান (১৯৭৮) ৭৫
- 'জামে'আ-এ তা'লীমাত-এ ইসলামিয়্যা'র বক্তব্য প্রদান (১৯৭৮) ৭৫
- আন্তর্জাতিক সীরাতুন্নবী (স.) সম্মেলনে যোগদান (১৯৭৯) ৭৫
- বাদশাহ ফয়সল পুরস্কার (১৯৮০) ৭৫
- দারুল 'উলূম দেওবন্দের শতবর্ষ উদযাপন (১৯৮০) ৭৬
- দীন সংরক্ষণে প্রাণবন্ত ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা (১৯৭৮) ৭৬
- 'আল্লামা ইকবাল ইউনিভার্সিটিতে বক্তব্য প্রদান (১৯৭৮) ৭৬
- স্বাগতম হিজরী ১৫শ শতক (১৯৮০) ৭৭
- মুসলমানদের জীবনে হাদীসের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য (১৯৮১) ৭৭
- সম্মানজনক 'ডক্টর অব লিটরেচার' ডিগ্রী লাভ (১৯৮১) ৭৮
- কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য প্রদান (১৯৮১) ৭৮
- আযমগড় সেমিনারে যোগদান (১৯৮২) ৭৯
- শ্রীলংকা সফর (১৯৮২) ৭৯
- আলজিরিয়া সফর (১৯৮২) ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

	পৃষ্ঠা
■ লন্ডন ভ্রমণ (১৯৮৩)	৮০
■ উপসাগরীয় অঞ্চল ভ্রমণ (১৯৮৩)	৮০
■ বাংলাদেশ ভ্রমণ (১৯৮৪)	৮০
■ ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন একাডেমির সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৪)	৮১
■ রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি প্রতিষ্ঠা (১৯৮৪)	৮১
■ ইয়েমেন সফর (১৯৮৪)	৮২
■ পাকিস্তান সফর (১৯৮৪)	৮২
■ মুসলমানদের জন্য পৃথক পারিবারিক আইন প্রনয়নের আন্দোলন (১৯৮৫)	৮২
■ তুরস্কের বিভিন্ন স্থান সফর (১৯৮৬)	৮৩
■ করাচীর হোটেল মটরপোলে 'শুকর' শিরোনামে বক্তব্য (১৯৮৬)	৮৪
■ আলজেরিয়ায় 'আল-ইসলামু ওয়াল 'উলূমুল ইনছানিয়াভি' শিরোনামে বক্তব্য (১৯৮৬)	৮৪
■ আন্তর্জাতিক খতমে নুবুওয়ত সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৬)	৮৪
■ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৭)	৮৫
■ মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ (১৯৮৭)	৮৫
■ লন্ডন ভ্রমণ (১৯৮৭)	৮৬
■ 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামির'তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৭)	৮৬
■ বানারসে 'শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়া (র.)-এর উপর আয়োজিত সেমিনারে যোগদান (১৯৮৭)	৮৭
■ 'আলিম সমাজের মর্যাদা সম্পর্কে ভাষণ (১৯৮৮)	৮৮
■ 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি'র বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৮)	৮৮
■ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৮৮)	৮৮
■ আবুধাবী ভ্রমণ (১৯৮৮)	৮৮
■ হায়দ্রাবাদে 'মানবতার বার্তা' বিষয়ে সম্মেলন (১৯৮৮)	৮৯
■ কানপুরে 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (১৯৮৯)	৮৯
■ মাওলানা আযাদ-এর স্মরণে সভা (১৯৯০)	৮৯
■ দিল্লীর 'কনস্টিটিউশন ক্লাবে সম্মেলন (১৯৯০)	৯০
■ 'দারুল 'উলূম সাবীলুর রাশাদ'-এ সম্মেলন (১৯৯০)	৯০
■ গুন্না সঙ্গতাহা অডিটোরিয়ামে সেমিনার (১৯৯০)	৯০
■ দিল্লীর গালিব একাডেমিতে সেমিনার (১৯৯০)	৯১
■ ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের সমালোচনা ও বাদশাহ ফাহাদকে চিঠি (১৯৯০)	৯১
■ 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামির সম্মেলন' (১৯৯০)	৯১
■ 'Muslim Intelectual Forum'-এ দুটি বক্তব্য (১৯৯০)	৯২
■ 'হামদ ও মুনাজাত' বিষয়ে সেমিনার (১৯৯০)	৯২

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

- জামে'আ সলফীয়্যা প্রবন্ধ পাঠ (১৯৯০) ৯২
- 'শুহাদা-এ ইসলাম' সম্মেলনে যোগদান (১৯৯১) ৯৩
- 'Centre for Islamic Studies'ও ইউরোপ ভ্রমণ (১৯৯১) ৯৩
- 'আঞ্জুমান-এ সাবাব-এ ইসলাম'-এর সম্মেলনে যোগদান (১৯৯২) ৯৩
- 'আঞ্জুমান-এ তা'লীমাত-এ দীন'-এর আলোচনা সভা (১৯৯২) ৯৪
- ইসলাহুম মু'আশিরুহ সেমিনারে যোগদান (১৯৯২) ৯৪
- ইত্তিহাদ-এ মিল্লাত সম্মেলন (১৯৯২) ৯৪
- অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের সেমিনারে যোগদান (১৯৯২) ৯৪
- 'কুতুবখানা-এ শিবলী' সেমিনারে যোগদান ৯৫
- কায়ছার বাগের সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৩) ৯৫
- 'শাবাব-এ ইসলাম'-এর সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৩) ৯৫
- শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ (১৯৯৩) ৯৬
- জয়পুরস্থ 'জামি'আ হেমায়েত'-এ (১৯৯৩) ৯৬
- 'কাফিলা মহল্লায় বক্তব্য প্রদান' (১৯৯৩) ৯৬
- সমরকন্দে ইমাম বুখারী (র.)-এর স্মারক চিহ্ন স্থাপন (১৯৯৩) ৯৭
- বাংলাদেশের 'দারুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা'র সেমিনারের যোগদান (১৯৯৪) ৯৭
- 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য প্রদান (১৯৯৪) ৯৭
- জামি'আ সলফীয়্যা বানারশে বক্তব্য প্রদান (১৯৯৪) ৯৭
- যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার (১৯৯৪) ৯৮
- সায়্যিদ কুতুবের (র.) তাফসীরের প্রভাব (১৯৯৫) ৯৮
- কম্পিউটার সেন্টার উদ্বোধন (১৯৯৫) ৯৮
- কাতারের ওয়াকৃফ মন্ত্রণালয়ে বক্তব্য প্রদান (১৯৯৫) ৯৯
- 'All- India Muslim Personal Law Board'-এর সম্মেলন উদ্বোধন (১৯৯৫) ৯৯
- মাদরাসা সংরক্ষণ বিষয়ে বক্তব্য (১৯৯৫) ১০০
- পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সর্তক থাকার পরামর্শ (১৯৯৫) ১০০
- মাদরাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন (১৯৯৬) ১০০
- ইস্তাম্বুলে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৬) ১০১
- জামিয়াতুল হুদা মাদরাসার উদ্বোধন (১৯৯৬) ১০১
- দারুল 'উলূম সাবিলুস-সালাম-এর সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৬) ১০২
- বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিতরে প্রবেশ (১৯৯৬) ১০২
- লক্ষ্ণৌর উর্দু একাডেমিতে সেমিনার (১৯৯৭) ১০৩
- পরিচ্ছন্ন সাহিত্য সৃষ্টির গুরুত্বারোপ (১৯৯৭) ১০৩
- কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সম্মেলন (১৯৯৭) ১০৩
- 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলনে অংশগ্রহণ (১৯৯৮) ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

- মিডিয়ার গুরুত্ব, উগ্রশারিতা ও ক্ষতিকর দিক (১৯৯৮) ১০৪
- জিহাদের প্রয়োজনীয়তা (১৯৯৮) ১০৪
- 'আযম এডুকেশন ট্রাস্টে' বক্তব্য (১৯৯৮) ১০৪
- আম্মানে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামির, সদর দপ্তরের উদ্বোধন (১৯৯৮) ১০৫
- আমীর হাসানের আমন্ত্রণে (১৯৯৮) ১০৫
- মাদ্রাজ ভ্রমণ (১৯৯৮) ১০৫
- খতমে নুবুওয়ত সম্মেলনের উদ্বোধন (১৯৯৮) ১০৬
- 'বন্দে মাতারম'-র বিরুদ্ধে অবস্থান (১৯৯৮) ১০৬
- দুবাই আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ (১৯৯৯) ১০৭
- সাবিলুর রাশাদ মাদরাসায় সেমিনার (১৯৯৯) ১০৭
- বস্তুবাদ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহারের প্রতি গুরুত্বারোপ (১৯৯৯) ১০৮
- লক্ষ্ণৌতে তাবলীগের সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৯) ১০৮
- দার-এ 'আরাফাত রায়বেরেলীতে জীবনের শেষ বক্তব্য প্রদান (১৯৯৯) ১০৯

৩য় পরিচ্ছেদঃ 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা'সহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গৃহীত পদক্ষেপ ও দেশ-বিদেশে দীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা। ১০৯-১২১

- সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে সাহিত্য ও দীনী সংস্কার আন্দোলন ১০৯
- ৮৫ বৎসরের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নাদওয়ার বিশেষ শিক্ষা সম্মেলন ১১০
- দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ১১২
- পায়াম-এ 'ইনসানিয়াত আন্দোলনের সূচনা ১১৪
- 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' নামক শিক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠা ১১৭
- রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি নামক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্থা স্থাপন ১১৮
- মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গঠন ১১৯
- দীনী তা'লীমী কাউন্সিল গঠন ১২০
- দারুল মুসান্নিফীন বা শিবলী একাডেমী প্রতিষ্ঠা ১২১
- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টারের উদ্বোধন ১২২

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকাল ও বিশ্বব্যাপী শোক। ১২৩-১৩২
➡ ইনতিকাল ও কাফন-দাফন ১২৩
- ইনতিকাল পরবর্তী অবস্থা ১২৩
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকালে বিশ্বব্যাপী শোকপ্রকাশ ১২৪
- শোকবার্তা প্রেরণ ১২৫
- বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত ১৩২

২য় অধ্যায়ঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অবদান। ১৩৩ - ২৩৭

১ম পরিচ্ছেদঃ ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি, ভাষা শিক্ষার তাগিদ ও বিশ্বব্যাপী আরবী ভাষার উন্নয়নে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দক্ষতা ও অবদান মূল্যায়ন করা। ১৩৯ - ১৫৫
➡ ভূমিকা ১৩৯
➡ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ ১৩৯
➡ উনবিংশ শতাব্দীতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থান ১৪১
➡ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ ১৪৩
➡ বিনাবেতনে আরবী পত্রিকায় কাজ করা ১৪৩
➡ আরবী ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষাদানের এক নতুন পদ্ধতির অনুসরণ ১৪৪
➡ আরবী ভাষা শিক্ষায় নতুন সিলেবাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ১৪৫
➡ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সিলেবাসের সংস্কারের সূচনা ১৪৭
➡ প্রবন্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে আরবী ভাষার প্রচার ও প্রসার ১৪৮
➡ আরবী ভাষার উন্নয়নে আরবী ভাষায় প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৪৮
- দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৪৯
- আরবী সাহিত্যের নতুন পয়গাম নিয়ে মক্কা, মিসর, কাসাব্লাঙ্কা, রিয়াদ ও মদীনা ভ্রমণ। ১৪৯
- বাঙ্গালোর ভ্রমণ ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

➡ আরবী ভাষার সম্প্রসারণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ। ১৫১
- আরবী ভাষার উন্নয়নে হায়দ্রাবাদে সেমিনার ১৫১
- আরবী ভাষার সম্প্রসারণে সাহিত্য সংগঠন স্থাপন ও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণঅ ১৫১
- রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি ১৫২
- 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'র কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা সফর। ১৫৪

২য় পরিচ্ছেদঃ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায় প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ সাহিত্যের উপস্থাপনায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অবদান পর্যালোচনা করা। ১৫৬ - ১৭০

➡ প্রবন্ধ ১৫৬
- প্রবন্ধের প্রকারভেদ ১৫৬
  - ১.আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ (Subjective/الذاتي) ১৫৬
  - ২. বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ (Objective/الموضوعي) ১৫৭
    - ইসলামি ধারার প্রবন্ধ সাহিত্য ১৫৭

➡ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় প্রবন্ধ উপস্থাপন। ১৫৮
- কাদিয়ানী বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৫৮
- তুরস্কে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬০
- সিরিয়ায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬০
- দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬০
- মক্কাস্থ রাবেতার ভবনে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬১
- ভারতের আযমগড়ে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬১
- শ্রীলংকায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

- আলজেরিয়ায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬২
- কুয়েতে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬২
- দেওবন্দে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬৩
- মালয়েশিয়ায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬৩
- মক্কাতে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬৪
- বানারসের আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬৫
- আবুধাবীতে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬৬
- তুরস্কের আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬৬
- বোম্বে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬৬
- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন ১৬৭
- অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের সেমিনারে যোগদান ১৬৭
- পাটনা ভ্রমণ ১৬৮
- ইস্তাম্বুল ভ্রমণ ১৬৮
- তাসখন্দ ভ্রমণ ১৬৮
- মক্কা, মিসর, কাসাব্লাঙ্কা, রিয়াদ ও মদীনা ভ্রমণ ১৬৯
- কাতার ভ্রমণ ১৬৯
- ইস্তাম্বুল ভ্রমণ ১৭০
- আম্মান ভ্রমণ ১৭১

৩য় পরিচ্ছেদঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে আরবী ভাষায় সাহিত্য প্রণয়নে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপস্থাপনা সমূহ আলোচনা ও পর্যালোচন করা। ১৭১ - ২৩৭

- ভূমিকা ১৭১
- সাহিত্যের সংজ্ঞা ১৭২
- ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা ১৭৫
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দৃষ্টিতে ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। ১৭৫
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দৃষ্টিতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা। ১৭৮
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক ইসলামী সাহিত্যের সংস্কার আন্দোলনের সূচনা। ১৭৯
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক ইসলামী সাহিত্যের রূপরেখা প্রণয়ন ও প্রচার-প্রসার। ১৭৯
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইসলামি সাহিত্যের সূচনা। ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

➡ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা। ১৮৪

● আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় রচিত ইসলামি দাওয়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা। ১৮৫

- আল 'আকিদাতু ওয়াল 'ইবাদাতু ওয়া-ছুছুলুক (العقيدة والعبادة والسلوك) ১৮৫
- কাদিয়ানিয়াত (قاد يانيت) ১৮৫
- নাফাহাতুল ঈমান (نفحات الإيمان) ১৮৭
- আন্-নাবিয়্যুল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল (النبي الخاتم والدين الكامل) ১৮৭
- রাওয়াই'য়ু ইকবাল (روائع إقبال) ১৮৭
- মানহাজুন আফদালু ফিল ইসলাহি (منهج أفضل في الإصلاح) ১৮৮
- কায়ফা দাখালাল' আরাবু আততারীখা? (كيف دخل العرب التاريخ ؟) ১৮৮
- তাদহীয়্যাতু শাবাবিল 'আরাবি কানতরাতুন ইলা সা'আদাতিল বাশারিয়্যা (تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية) ১৮৯
- আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফুনা আনফুসাহুম (العرب يكتشفون أنفسهم) ১৯০
- আহদীসুন সারীহাতুন মা'আ ইখওয়ানিনাল 'আরাব ওয়াল মুসলিমীন (أحاديث صريحة مع إخواننا العرب و المسلمين) ১৯০
- আল-মদ ওয়াল জযর ফীত তারীখিল ইসলামি (المد والجزر في التا ريخ الإسلامي) ১৯১
- মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলামি (مسئولية الأمة الإسلا مية أمام الأمم والعالم) ১৯১
- আল ইসলাম ওয়াল গারব (الإسلام و الغرب) ১৯২
- আল-ফাতহু লিল 'আরাবিল মুসলিমীন (الفتح للعرب المسلمين) ১৯৩
- 'রাওয়া'ই মিন আদাবিদ দা'ওয়াত ফিল কুর'আন ওয়াস্ সীরাত (روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة) ১৯৪
- আদ্দা'ওয়াতু ইলাল্লাহি হিমায়াতুল মুজতামি' মিনাল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সিয়ানাতুদ্ দীন মিনাত তাহরীফি (الدعوة إلى الله حماية المجتمع من الجاهلية وصيانة الدين من التحريف) ১৯৫
- মাযা খাছিরাল 'আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমীন (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) ১৯৭
- আলমুসলিমুনা ফিল হিন্দ 'المسلمون فى الهند' ২০০

● কুরআন মাজীদ ও এর তাফসীর বিষয়ক রচনাবলী। ২০২

- আস-সিরা' বাইনাল ঈমান ওয়াল মাদ্দিয়াহ (الصراع بين الإيمان و المادية) ২০২
- দীন-এ হক ওয়া দা'ওয়াত-এ ইসলাম (دين حق ودعوت إسلام) ২০২
- 'আল-মদ্খালু ইলাদ্ দিরাসাতিল কুর'আনিয়্যা' (المدخل إلى الدراسات القرآنية) ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

● হাদীস বিষয়ক রচনাবলী ২০৪

■ আন নুবুওয়াত ওয়াল আম্বিয়া'উ ফী-দও'ইল কুর'আন (النبوة و الأنبياء في ضوء القرآن) ২০৪

■ নাযরাত 'আলাল জামি'ইস্ সহীহি লিল্ ইমামিল বুখারী ওয়া মায়্যিযাতু আবওয়াবিহী ওয়া তারাজিমিহী ২০৬

■ দাওরুল হাদীস ফী তাক্বীনিল মুনাখিল ইসলামি ওয়া সিয়ানাতিহি (دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي و صيانته) ২০৭

■ নাযরাত 'আলাল জামি'ইস্ সহীহি লিল্ ইমামিল বুখারী ওয়া মায়্যিযাতু আবওয়াবিহী ওয়া তারাজিমিহী (২য় খন্ড) ২০৮

■ আল-মাদ্খালু ইলাদ্ দিরাসাতিল হাদীসিন্ নাবাউয়্যিাহ (المدخل إلى دراسات الحديث النبوية) ২০৯

■ 'আছিফা (عاصفة) ২০৯

■ আন্নাবিয়্যুল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল (النبي الخاتم والدين الكامل) ২১১

● নীতিমূলক সাহিত্য ২১২

■ আস্-সিরাযু বাইনাল ফিকরাতিল ইসলামিয়্যাতি ওয়াল-ফিকরাতিল আরাবিয়্যাতি ফিল্-আকতারিল ইসলামিয়্যাতি ('الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة العربية في الأقطار الإسلامية') ২১২

■ ইসমা'ঈ ইয়া মিসর (إسمعي يا مصر) ২১৩

● সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্য ২১৩

■ আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা (السيرة النبوية) ২১৩

■ সীরাতু খাতামুন নাবিয়্যিন (Sirat Khatiman-Nabiyin) 214

■ সালাহুদ্দীন আয়্যুবী (صلاح الدين الأيوبى) ২১৫

■ আল ইমামুল্লাযী লাম ইউওয়াফ্ফা হক্কুহু মিনাল ইনসাফি ওয়াল ই'তিরাফি (الإمام الذى لم يوف حقه من الإنصاف والاعتراف) ২১৫

■ আল হাদারাতুল গারবিয়্যাতুল ওয়াফিদাতু ওয়া আছারুহা ফিল জীলিল মুছাক্কাফি (الحضارة الغربية الوافدة وأثرها في الجيل المثقف) ২১৬

■ 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' (إذا هبت ريح الإيمان) ২১৭

■ রাওয়াই'যু ইকবাল (روائع إقبال) ২১৯

● ইসলামি সাহিত্য ২২০

■ 'আল-ইসলাম আছারুহু ফিল হাদারাহ ওয়া ফাদলুহু 'আলাল-ইনসানিয়্যা'(الإسلام أثره في الحضارة و فضله على الإنسانية) ২২০

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

- আহাদিছু সারিহাতুন ফি আমেরিকা (أحاديث صريحة في أمريكا) ২২১
- আল ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশ্‌তাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলিমীনা (الإسلاميات بين كتابات المستشرقين و الباحثين المسلمين) ২২২
- ইলাল ইসলামি মিন জাদীদ (إلى الإسلام من جديد) ২২৩
- কিস্‌সাতু কিতাবিন ইয়াহকীহা মু'আল্লিফুহু (قصة كتاب يحكيها مؤلفه) ২২৩
- আল 'আরাবু ইয়াক্‌তাশিফুনা আনফুসাহুম (العرب يكتشفون أنفسهم) ২২৪
- কারিছাতুল 'আলামিল 'আরবী (كارثة العالم العربى) ২২৫
- ইসমা'ঈ ইয়া ঈরান (إسمعى يا إيران) ২২৫

- আরবী ভাষা ও ইসলামি সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী ২২৬
  - মুখতারাতুম মিন আদাবিল 'আরাবী (مختارات من أدب العرب) ২২৬
  - আদ্‌-দাওরুল ইসলামিল জযরামী ফী মাজালিল 'উলূমিল ইনসানিয়্যাত (الدورالإسلامي الجزرمي في مجال العلوم الإنسانية) ২২৮

- রাজনৈতিক তাফসীর বিষয়ক রচনাবলী ২২৯
  - আত তাফসীরুস সিয়াসী লিল্‌-ইসলাম ফী মিরআতি কিতাবাতি আল-উসতায আবী আ'লা মওদূদী ওয়া আশ্‌ শাহীদ সায়্যিদ কুতুব (التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات الأستاذ ابي الأعلى المودودى و الشهيد سيد قطب) ২২৯

- ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক রচনাবলী ২৩০
  - দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক (من نهر كابل إلي نهر اليرموك) ২৩০

- পত্র সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী ২৩১
  - রাসায়িলুল আ'লাম (رسائل الأعلام) ২৩১

- শিশু সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী ২৩২
  - আল কেরাআতুর্‌ রাশিদা (القراءة الراشدة) ২৩২
  - কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল আতফাল (প্রথম খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال) ২৩৩
  - কাসসুন নাবিয়্যীন লিল্‌ আতফাল (দ্বিতীয় খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال) ২৩৪
  - কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্‌ আত্‌ফাল (তৃতীয় খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال) ২৩৫
  - কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্‌ আত্‌ফাল (চতুর্থ খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال) ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

৩য় অধ্যায়ঃ
আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর উর্দু ভাষায় সাহিত্য সাধনা। ২৩৮ - ৩০২

১ম পরিচ্ছেদঃ উর্দু ভাষায় সাহিত্য রচনায় আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান আলোচনা ও পর্যালোচনা করা। ২৪২-৩০২

➡ সাহিত্যকে সমাজ সংস্কার, মানসগঠন ও গঠনতান্ত্রিক কাজে ব্যবহারের নির্দেশনা। ২৪২

➡ সাহিত্য চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা ২৪৩

➡ আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত সাহিত্যের আলোচনা ও পর্যালোচনা। ২৪৫

- আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত ইসলামি দাওয়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা। ২৪৫
  - ইসলাম আওর মাগরিব (إسلام اور مغرب) ২৪৫
  - আসার-এ হাযের মেঁ দীন কী তাফহীম ওয়া তাশরীহ (عصرحاضر میں دین کی تفہیم و تشریح) ২৪৬
  - Qur'anic Teachings 247
  - কুরআনী ইবাদত' (قرآنی عبادت) ২৪৭

- ফিক্‌হ ও 'আকাইদ বিষয়ক রচনাবলী ২৪৮
  - আরকান-এ আরবা'আ (ارکان اربع) ২৪৮
  - ইসলাম কা তা'আরুফ (إسلام کاتعارف) ২৪৯
  - উরুব্বা আমেরিকা ওয়া ইসরাঈল (أوربا أمریکا و اسرائیل) ২৫০
  - দীন-এ ইসলাম আওর আওয়ালিন মুসলমানূঁ কী দু মুতাযাদ্ তাসবীরেঁ (دین إسلام اور اولین مسلما نوکی دو متضاد تصوریی) ২৫১
  - ইসলাম এক দীন-এ মুকাম্মাল দীন-এ মুস্তাকাল তাহযীব (إسلام ایك دین مکمل دین مستقل) ২৫৩
  - মাযহাব ও তামাদ্দুন (مذہب وتمدن) ২৫৩
  - নয়া তূফান আওর উস কা মুকাবালা (نیاطوفا ن اور اس کا مقابلہ) ২৫৪
  - তুহ্‌ফা-এ কাশ্মীর (تحفۂ کشمیر) ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

- সূফীতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলী ২৫৭
  - তাসাউফ কেয়া হায় ? (تصوف کیاهی) ২৫৭
  - সুহবতে বা আহলে দিল (صحبتی بأهل دل) ২৫৮
  - তাযকীয়্যা ওয়া ইহ্সান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক (تزکیه و إحسان یا تصوف و سلوك) ২৫৯
  - রাব্বানিয়্যাতুন লা রাহবানিয়্যাতুন (ربانية لا رهبانية) ২৫৯
  - সাওয়ানেহ হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র.)(سوانح حضرة مولانا عبد القادر رائپوری) ২৬০
  - তাযকেরায়ে হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র.) ২৬১

- নীতি ও ইসলামি দর্শন সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত রচনাবলী ২৬২
  - পাজা সুরাগ-এ যিন্দিগী (پاجا سراغ زندگی) ২৬২
  - পুরানে চেরাগ (১ম খণ্ড) (پرانی چراغ) ২৬৩
  - পুরানে চেরাগ (২য় খণ্ড) (پرانی چراغ) ২৬৪
  - পুরানে চেরাগ (৩য় খণ্ড) (پرانی چراغ) ২৬৫
  - সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (১ম খণ্ড) (سیرت سید احمد شهید) ২৬৬
  - সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (২য় খণ্ড) (سیرت سید احمد شهید) ২৬৭
  - Shaikh Ul Islam Ibn Taimiyah Life and Achievements 267
  - ইসলাম কে মু'আশারাতী ওয়া খান্দানী নিযাম আওর মিল্লী তাখাস্সুস কী হেফাযত মেঁ খাওয়াতীন কা কেরদার ২৬৮
  - The Minaret Speaks 269
  - আল-মুরতাদা কাররামাল্লাহু (المرتضى كرم الله وجهه) ২৬৯
  - হায়াত-এ 'আবদুল হাই র. (حیات عبد الحی . رح) ২৭০
  - বাসা'ইর (بصا ئر) ২৭১
  - যিক্রে খায়র (ذکر خیر) ২৭১
  - কারওয়ান-এ ঈমান ওয়া 'আযীমত (کاروان ایمان وعزیمت) ২৭২
  - কারওয়ান-এ মদীনা (کاروان مدینه) ২৭৩

- সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলী ২৭৩
  - তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (১ম খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت) ২৭৩
  - তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (২য় খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت) ২৭৪
  - তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (৩য় খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت) ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

- তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (৪র্থ খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت) ২৭৬
- তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (৫ম খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت) ২৭৭
- হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নযর মেঁ (هندوستانی مسلمان ایك نظر میں) ২৭৮
- নায়ি দুনিয়া (আমরীকা) মেঁ ছাফ ছাফ বাতেঁ (نئی دنیا امریکه میں صاف صاف باتیں) ২৭৯
- 'আলম-এ 'আরবী কা আলামিয়্যাহ (عالم عربي كا عالميه) ২৮০
- হাদীস-এ পাকিস্তান (حدیث پاکستان) ২৮০
- তুহ্ফা-এ দাক্কিন (تحفهٔ دکن) ২৮১
- 'প্রাচ্যের উপহার' ২৮১
- তুহ্ফা-এ দীন ওয়া দানেশ (تحفهٔ دین و دانش) ২৮৩
- খুলাফা-এ আরবা'আ (خلفاۓ اربعه) ২৮৩
- নুবুওয়ত কা আসলী কারনামা (نبوة کا اصلی کارنامه) ২৮৪
- মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল (مسلمانان هندکی لۓ صحیح راه عمل) ২৮৫
- পন্দ্রবী সদী হিজরী মাযী ওয়া হালকে আয়না মেঁঃ এক তাবসিরাহ, এক জা'ইযা এক পয়গাম ২৮৬
- নিশান-এ রাহ (نشان راه) ২৮৭
- ইসলাহিয়াত (اصلاحیات) ২৮৮
- হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.) আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত ২৮৯

● ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক রচনাবলী ২৯১

- দু' হাফতে মাগরিব-এ আক্ছা মারাকেশ মেঁ (دو هفتی مغرب اقصی مراکش میں) ২৯১
- তুহ্ফা-এ ইনসানিয়াত (تحفهٔ انسانیت) ২৯১
- মাকাতীব-এ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.) (مکاتیب حضرت مولانا محمد إلیاس رح) ২৯২
- হেজায-এ মুকাদ্দাস আওর জাযীরাতুল আরব' (حجاز مقدس اور جزیرة العرب) ২৯৩
- স্টোরিজ ফোর্ম ইসলামিক হিস্ট্রি (Stories From Islamic History) 295

● আত্মজীবনী বিষয়ক রচনাবলী ২৯৫

- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (প্রথম খণ্ড) (کاروان زندگی) ২৯৫
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (২য় খণ্ড) (کاروان زندگی) ২৯৬
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (তৃতীয় খণ্ড) (کاروان زندگی) ২৯৬

পৃষ্ঠা

- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (চতুর্থ খণ্ড) (کاروان زندگی) ২৯৭
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (৫ম খণ্ড) (کاروان زندگی) ২৯৮
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (৬ষ্ঠ খণ্ড) (کاروان زندگی) ২৯৯
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (সপ্তম খণ্ড) (کاروان زندگی) ৩০১

৪র্থ অধ্যায়ঃ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা। ৩০৩ - ৩৫৮

১ম পরিচ্ছেদঃ সাংবাদিকতা চর্চায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দুরদর্শিতা, নিখুঁত রূপরেখা প্রণয়ন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তা চেতনা ও গৃহীত বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃঢ় পদক্ষেপসহ তার মূল্যবান অবদানসমূহ ব্যাখ্যা করা। ৩০৬ -৩৫৮

- ভূমিকা ৩০৬
- সংবাদ, সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা চর্চা ৩০৬
  - সংবাদ ৩০৭
  - সাংবাদিক ৩০৯
  - সাংবাদিকতা চর্চা ৩১০
- সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্র বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমধারা ৩১২
- ইসলামি ধারার সাংবাদিকতার সূচনা ও ক্রমবিকাশ ৩১৩
- সাহিত্য ও সাংবাদিকতা এক বৃন্তে গাথা ৩১৬
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা আরম্ভ ৩১৮
- বিনাবেতনে আরবী পত্রিকায় কাজ করা ৩১৯
- কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৩১৯
- বিশ্বব্যাপী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অসংখ্য সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও অসংখ্য সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতাসহ বক্তব্য প্রদান, প্রবন্ধ পাঠ ও তা পত্রিকায় প্রকাশ। ৩২০
  - সৌদি সরকারকে পত্র প্রেরণ ৩২০
  - 'তা'মীর-এ হায়াত' নামক পত্রিকায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চালু ৩২১
  - লক্ষ্ণৌতে সাধারণ সভার আয়োজন (১৯৪৮) ৩২১
  - তাবলীগ জামা'আতের সমাবেশে যোগদান ৩২২

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

- 'নেদা-এ মিল্লাত' পত্রিকায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর একটি সাক্ষাতকার ৩২২
- আরব বিশ্বের নেতৃত্বকে উজ্জীবিত করতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর 'আর-রিসালা' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ ৩২৩
- তুর্কী পত্রিকায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর প্রবন্ধ প্রকাশ ৩২৩
- লন্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ ৩২৪
- ভারতের পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ ৩২৪
- সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রবন্ধ পাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশ ৩২৪
- 'মুসলমানান-এ হিন্দ সে সাফ সাফ বাতেঁ' শিরোনামে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ ৩২৫

আরব জাতীয়তাবাদের প্লাবন ও দীনী মূল্যবোধের দাবী প্রেক্ষিত আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা। ৩২৬

- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে পশ্চিমাদের আশংকা ৩২৬
- পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের কৌশলপূর্ণ ধৃষ্টতা ৩২৭
- আরব জাতীয়তাবাদের মুখোশ উন্মোচনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা ৩২৮
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চার প্রত্যক্ষ ফল মিসরের রাজতন্ত্রের অবসান ৩২৯
- সাংবাদিকতা চর্চার প্রাণ পুরুষ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরব জাতীয়তাবদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ৩৩০
- সাংবাদিকতা চর্চার সাহসী পুরুষ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাহসী প্রচেষ্টা ৩৩১
- সত্য ও সাহসী সাংবাদিকতা চর্চাকারী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ৩৩১

সমাজতন্ত্র, আরব জাতীয়তাবাদ ও মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরোধিতা প্রেক্ষিত আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা। ৩৩২

- মুসলিম জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক পরাধীনতা ও তা দূরীকরণে সাংবাদিকতা চর্চার প্রয়োজনীয়তা ৩৩৪

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অগ্রগতিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা। ৩৩৫

উপসংহার ৩৩৯

গ্রন্থপঞ্জি ৩৪৪

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায়ঃ
আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীঃ
জীবন ধারা ও মানসগঠন।

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায়ঃ
আবুল হাসান আলী আন্-নদভীঃ জীবন ধারা ও মানসগঠন।

১ম পরিচ্ছেদঃ ভূমিকা, জন্ম, প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ, কর্মজীবনে প্রবেশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা

- ভূমিকা
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মানসগঠন
- জন্ম ও বংশ পরিচয়
- শিক্ষা জীবন
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিশিষ্ট শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্য থেকে কয়েকজন
    - মাওলানা আহমাদ 'আলী লাহোরী (১৮৮৬-১৯৬২)
    - হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির রায়পুরী (র.) (১৮৭৩ - ১৯৬২ খৃ.)
    - মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (র.) (১৮৭৯-১৯৫৭খৃ.)
    - 'আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (র.) (মৃত্যু ১৯৫৩ খৃ.)
- বিবাহ ও পারিবারিক জীবন
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী
    - ইসলাম ও জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ
    - ক্ষমাশীলতা ও উদারতা
    - একনিষ্ঠতার মূর্ত প্রতীক
    - আত্মত্যাগী
    - বিনয়-নম্রতা
    - অতিথিপরায়ণতা
    - পরিচ্ছন্ন ও আড়াম্বরহীন জীবন যাপন
    - মানবতাবাদী
    - কুরআন প্রেমিক
    - কৃতজ্ঞপরায়ণ
    - বিভিন্ন বিষয়ে ইল্মের অধিকারী
    - শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
    - ধর্মনিষ্ঠতা
    - বহুমুখী গুণাবলীর আধার

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর কর্মময় জীবন,তার ইসলামি জ্ঞান বিস্তার, আধ্যাত্মিকতা চর্চা, দীনের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন দেশ সফর ও দীন প্রতিষ্ঠায় নানামুখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তাবলীগ জামাতের সাথে সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা।

- শিক্ষকতা
- তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট কয়েকজন
- তাবলীগ বা দা'ওয়াতী কার্যক্রম

- আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার, প্রচার-প্রসার ও ইসলামি দাওয়াতের পয়গাম নিয়ে স্বদেশ ও বহির্বিশ্বে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী
    - সৌদি আরব ভ্রমণ (১৯৪৭)
    - মিসর ভ্রমণ (১৯৫১)
    - সুদান ভ্রমণ (১৯৫১)
    - সিরিয়া ভ্রমণ (১৯৫১)
    - মক্কা ভ্রমণ (১৯৫১)
    - সিরিয়া ভ্রমণ (১৯৫৬)
    - লেবানন ভ্রমণ (১৯৫৬)
    - তুরস্ক ভ্রমণ (১৯৫৬)
    - বাগদাদ ভ্রমণ (১৯৫৬)
    - পাকিস্তান ভ্রমণ (১৯৫৩)
    - মিসরে তাবলীগের প্রচার ও প্রসার (১৯৫৬)
    - সুদান ভ্রমণ (১৯৫৭)
    - মায়ানমার ভ্রমণ (১৯৬০)
    - কুয়েত ভ্রমণ (১৯৬২)
    - আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডান ভ্রমণ (১৯৭৩)
    - ইউরোপের বিভিন্ন শহর ভ্রমণ (১৯৬৩)
    - আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পাসপোর্ট আটক (১৯৬৬)
    - 'নাদিউল ওয়াহদাতার রিয়াদি' সম্মেলনে যোগদান (১৯৭৬)
    - ইউরোপ সফর (১৯৬৯)
    - নাদওয়ার মেহমানখানায় (১৯৬৯)
    - 'মাদরাসা-ই ছানুবিয়া'য় বক্তব্য (১৯৬৯)
    - 'All India Muslim Personal Law Board' প্রতিষ্ঠা (১৯৭২)

Dhaka University Institutional Repository

- ভাবার গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের নির্দেশনা (১৯৭৩)
- আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া, ও ইরাক সফর (১৯৭৩)
- আরব ও ইরান সম্পর্কে বক্তব্য (১৯৭৪)
- দুবাই পাবলিক লাইব্রেরীতে বক্তব্য (১৯৭৪)
- মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য প্রদান (১৯৭৫)
- আল্লাহর যাত-সিফাত ও রিসালাতের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য (১৯৭৬)
- আমেরিকা সফর (১৯৭৭)
- তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ (১৯৭৭)
- পাকিস্তান সফর ও দিকনির্দেশনা প্রদান (১৯৭৮)
- 'শাম-এ হামদর্দ' সম্মেলনে যোগদান (১৯৭৮)
- ইসলামের জন্য ক্ষমতা ও রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন (১৯৭৮)
- 'দারুল 'উলূম হাক্কানিয়া'য় বক্তব্য প্রদান (১৯৭৮)
- 'জামে'আ-এ তা'লীমাত-এ ইসলামিয়্যা'র বক্তব্য প্রদান (১৯৭৮)
- আন্তর্জাতিক সীরাতুন্নবী (স.) সম্মেলনে যোগদান (১৯৭৯)
- বাদশাহ ফয়সল পুরস্কার (১৯৮০)
- দারুল 'উলূম দেওবন্দের শতবর্ষ উদযাপন (১৯৮০)
- দীন সংরক্ষণে প্রাণবন্ত ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা (১৯৭৮)
- 'আল্লামা ইকবাল ইউনিভার্সিটিতে বক্তব্য প্রদান (১৯৭৮)
- স্বাগতম হিজরী ১৫শ শতক (১৯৮০)
- মুসলমানদের জীবনে হাদীসের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য (১৯৮১)
- সম্মানজনক 'ডক্টর অব লিটরেচার' ডিগ্রী লাভ (১৯৮১)
- কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য প্রদান (১৯৮১)
- আযমগড় সেমিনারে যোগদান (১৯৮২)
- শ্রীলংকা সফর (১৯৮২)
- আলজিরিয়া সফর (১৯৮২)
- লন্ডন ভ্রমণ (১৯৮৩)
- উপসাগরীয় অঞ্চল ভ্রমণ (১৯৮৩)
- বাংলাদেশ ভ্রমণ (১৯৮৪)
- ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন একাডেমির সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৪)
- রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি প্রতিষ্ঠা (১৯৮৪)
- ইয়েমেন সফর (১৯৮৪)
- পাকিস্তান সফর (১৯৮৪)
- মুসলমানদের জন্য পৃথক পারিবারিক আইন প্রনয়নের আন্দোলন (১৯৮৫)
- তুরস্কের বিভিন্ন স্থান সফর (১৯৮৬)

- করাচীর হোটেল মটরপোলে 'শুকর' শিরোনামে বক্তব্য (১৯৮৬)
- আলজেরিয়ায় 'আল-ইসলামু ওয়াল 'উলূমুল ইনছানিয়াতি' শিরোনামে বক্তব্য (১৯৮৬)
- আন্তর্জাতিক খতমে নুবুওয়ত সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৬)
- আন্তর্জাতিক ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৭)
- মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ (১৯৮৭)
- লন্ডন ভ্রমণ (১৯৮৭)
- 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামির' তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৭)
- বানারসে 'শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (র.)-এর উপর আয়োজিত সেমিনারে যোগদান (১৯৮৭)
- 'আলিম সমাজের মর্যাদা সম্পর্কে ভাষণ (১৯৮৮)
- 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি'র বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৮)
- মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৮৮)
- আবুধাবী ভ্রমণ (১৯৮৮)
- হায়দ্রাবাদে 'মানবতার বার্তা' বিষয়ে সম্মেলন (১৯৮৮)
- কানপুরে 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (১৯৮৯)
- মাওলানা আযাদ-এর স্মরণে সভা (১৯৯০)
- দিল্লীর 'কনস্টিটিউশন ক্লাবে সম্মেলন (১৯৯০)
- 'দারুল 'উলূম সাবীলুর রাশাদ'-এ সম্মেলন (১৯৯০)
- গুন্না সঙ্গতাহা অডিটোরিয়ামে সেমিনার (১৯৯০)
- দিল্লীর গালিব একাডেমিতে সেমিনার (১৯৯০)
- ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের সমালোচনা ও বাদশাহ ফাহাদকে চিঠি (১৯৯০)
- 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামির সম্মেলন' (১৯৯০)
- 'Muslim Intelectual Forum'-এ দুটি বক্তব্য (১৯৯০)
- 'হামদ ও মুনাজাত' বিষয়ে সেমিনার (১৯৯০)
- জামে'আ সলফীয়্যা প্রবন্ধ পাঠ (১৯৯০)
- 'শুহাদা-এ ইসলাম' সম্মেলনে যোগদান (১৯৯১)
- 'Centre for Islamic Studies'ও ইউরোপ ভ্রমণ (১৯৯১)
- 'আঞ্জুমান-এ সাবাব-এ ইসলাম'-এর সম্মেলনে যোগদান (১৯৯২)
- 'আঞ্জুমান-এ তা'লীমাত-এ দীন'-এর আলোচনা সভা (১৯৯২)
- ইসলাহুম মু'আশিরুহ সেমিনারে যোগদান (১৯৯২)
- ইত্তিহাদ-এ মিল্লাত সম্মেলন (১৯৯২)
- অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের সেমিনারে যোগদান (১৯৯২)
- 'কুতুবখানা-এ শিবলী' সেমিনারে যোগদান
- কায়ছার বাগের সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

- 'শাবাব-এ ইসলাম'-এর সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৩)
- শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ (১৯৯৩)
- জয়পুরস্থ 'জামি'আ হেমায়েত'-এ (১৯৯৩)
- 'কাফিলা মহল্লায় বক্তব্য প্রদান' (১৯৯৩)
- সমরকন্দে ইমাম বুখারী (র.)-এর স্মারক চিহ্ন স্থাপন (১৯৯৩)
- বাংলাদেশের 'দারুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা'র সেমিনারের যোগদান (১৯৯৪)
- 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য প্রদান (১৯৯৪)
- জামি'আ সলফীয়্যা বানারশে বক্তব্য প্রদান (১৯৯৪)
- যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার (১৯৯৪)
- সায়্যিদ কুতুবের (র.) তাফসীরের প্রভাব (১৯৯৫)
- কম্পিউটার সেন্টার উদ্বোধন (১৯৯৫)
- কাতারের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ে বক্তব্য প্রদান (১৯৯৫)
- 'All- India Muslim Personal Law Board'-এর সম্মেলন উদ্বোধন (১৯৯৫)
- মাদরাসা সংরক্ষণ বিষয়ে বক্তব্য (১৯৯৫)
- পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সর্তক থাকার পরামর্শ (১৯৯৫)
- মাদরাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন (১৯৯৬)
- ইস্তাম্বুলে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৬)
- জামিয়াতুল হুদা মাদরাসার উদ্বোধন (১৯৯৬)
- দারুল 'উলুম সাবিলুস-সালাম-এর সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৬)
- বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিতরে প্রবেশ (১৯৯৬)
- লক্ষ্ণৌর উর্দু একাডেমিতে সেমিনার (১৯৯৭)
- পরিচ্ছন্ন সাহিত্য সৃষ্টির গুরুত্বারোপ (১৯৯৭)
- কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সম্মেলন (১৯৯৭)
- 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলনে অংশগ্রহণ (১৯৯৮)
- মিডিয়ার গুরুত্ব, উগ্রশারিতা ও ক্ষতিকর দিক (১৯৯৮)
- জিহাদের প্রয়োজনীয়তা (১৯৯৮)
- 'আযম এডুকেশন ট্রাস্টে' বক্তব্য (১৯৯৮)
- আম্মানে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামির, সদর দপ্তরের উদ্বোধন (১৯৯৮)
- আমীর হাসানের আমন্ত্রণে (১৯৯৮)
- মাদ্রাজ ভ্রমণ (১৯৯৮)
- খতমে নুবুওয়ত সম্মেলনের উদ্বোধন (১৯৯৮)
- 'বন্দে মাতারম'-র বিরুদ্ধে অবস্থান (১৯৯৮)
- দুবাই আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ (১৯৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

- সাবিলুর রাশাদ মাদরাসায় সেমিনার (১৯৯৯)
- বস্তুবাদ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহারের প্রতি গুরুত্বারোপ (১৯৯৯)
- লক্ষৌতে তাবলীগের সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৯)
- দার-এ 'আরাফাত রায়বেরেলীতে জীবনের শেষ বক্তব্য প্রদান (১৯৯৯)

৩য় পরিচ্ছেদঃ 'দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা'সহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গৃহীত পদক্ষেপ ও দেশ-বিদেশে দীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা।

- সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে সাহিত্য ও দীনী সংস্কার আন্দোলন
- ৮৫ বৎসরের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নাদওয়ার বিশেষ শিক্ষা সম্মেলন
- দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন
- পায়াম-এ 'ইনসানিয়াত আন্দোলনের সূচনা
- 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' নামক শিক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠা
- রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি নামক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্থা স্থাপন
- মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গঠন
- দীনী তা'লীমী কাউন্সিল গঠন
- দারুল মুসান্নিফীন বা শিবলী একাডেমী প্রতিষ্ঠা
- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টারের উদ্বোধন

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকাল ও বিশ্বব্যাপী শোক।

- ইনতিকাল ও কাফন-দাফন
  - ইনতিকাল পরবর্তী অবস্থা
  - আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকালে বিশ্বব্যাপী শোকপ্রকাশ
  - শোকবার্তা প্রেরণ
  - বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদঃ ভূমিকা, জন্ম, প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ, কর্মজীবনে প্রবেশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সকল সংস্কারক ব্যক্তিত্বের আগমনে ভারতীয় উপমহাদেশ ধন্য হয়েছে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। ভারতীয় উপ-মহাদেশে মানুষ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধকে ছেড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, যখন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধ বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছে, ঠিক তখনই এ ভূখণ্ডে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ন্যায় মহান সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ছিলেন বালাকোটের শহীদ সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ খান্দানের অধস্তন পুরুষ ও একাধারে যুগের শ্রেষ্ট 'আলিম, সুসাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, পত্রিকার সম্পাদক, সমাজ সংস্কারক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধর্ম প্রচারক। তিনি মানব জাতির সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে সুন্দর, সুশৃংখল ও সমৃদ্ধশালী করার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে সংস্কার কার্য পরিচালনা করেছেন।

আধুনিক কালের ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষানীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও তথাকথিক ধর্মহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রপতিদের রাষ্ট্রনীতি মানব সমাজের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে নাই; বরং মানব সমাজকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক বিপ্লবের এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্নমুখী হামলার ফলে পুরো মুসলিম জাহানে বিপর্যয় ও স্থবিরতার যে ছাপ ফুটে উঠেছে তা স্বমূলে দূর করতে তিনি দৃঢ় হস্তে কলম ধরেছেন। বিশেষ করে হিমালয়ান উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর মুসলমানদের অবস্থা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে মুসলমানদের যে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গির যে পশ্চাদপদতা, সংস্কৃতিক যে অবক্ষয়, ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে নিরবতা, সেক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে নতুন জীবনদৃষ্টি নির্মানে তিনি পথিকৃতের ভূমিক পালন করেছেন। তৎকালীন 'আলিম 'উলামা এবং সমাজসেবীগণ সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে যখন চরম হিমশিম খাচ্ছিল, ঠিক তখনই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে ভরতীয় উপমহাদেশে নানামুখী বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

তিনি তাঁর বিভিন্নমুখী উদ্যোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের জীবন ও মানসে যে শ্রেয়-চেতনা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন সে ব্যাপারে তিনি পরিপূর্ণ সফলও হয়েছেন। তিনি তার সমগ্র জীবনের পুরো সময় অনগ্রসর মুসলিম জাতির সার্বিক উন্নতির জন্য ব্যয় করেছেন। সেই সাথে মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহজিব-তমুদ্দুন, ভাষা ও ইসলামি সাহিত্যে উজ্জিবীত করতে শুধুমাত্র তার জন্মস্থান ভারতেই নয়, তিনি তার মিশন ও ভিশন নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশও ভ্রমণ করেছেন। সমসাময়িক যুগে মুসলমানদের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম

প্রচার ও সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে দৈন্যতা দূর করে আদর্শবাদী সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন এক ইস্পাত কঠিন মাইল ফলক।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অধ্যাপনা ও বক্তৃতা প্রদানে পারদর্শী ছিলেন, তেমনি পারদর্শী ছিলেন গ্রন্থ রচনায়। তিনি অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে আরবী ও উর্দু বই-পুস্তক রচনা করে জাতিকে ইসলামি সাহিত্যের এক ভাণ্ডার উপহার দেন। ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অবদান অনস্বীকার্য। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে উন্নত চেতনাবোধ জাগ্রত করে মুসলিম জাতির ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সুশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রায় দু'শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। ধর্ম ও সমাজ মানুষের মৌলিক বিষয় যা এড়িয়ে চলা যায় না। তাই ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করে আধুনিক মুসলিম বিশ্বের যদি পুনর্গঠন করা যায় তা হলে সে সমাজ ব্যবস্থার স্থায়ীত্ব হয়ে দৃঢ় ও টেকসই। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এমন চিন্তাধারার আলোকে সমাজ বিনির্মানে প্রত্যাশী ছিলেন। তাই তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহে আদর্শবাদী সুশীল সমাজ গঠনের রূপরেখা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

সাহিত্যের এমন কোন দিক নেই যেখানে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কলম ধরেননি। ইসলামি সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যেখানে স্পর্শ করেননি। ইসলামি চিন্তাচেতনার আলোকে সাহিত্য সংস্কার করার প্রয়াস চালিয়ে সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছেন। তিনি প্রবন্ধ, কলাম ও বহুমাত্রিক সাহিত্য চর্চায় কৃতীত্ব ও অবদান রেখে মানুষের মাঝে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার কাজে ব্রতী হয়েছেন। তিনি কুর'আন বিষয়ক, হাদীস বিষয়ক, ফিক্হও 'আকাইদ বিষয়ক, সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ, ইতিহাস, এমনকি শিশু সাহিত্য বিষয়ক রচনায় সফলতা লাভ করেছিলেন। আরবী ও উর্দু ভাষায় তাঁর বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকা দেশ-বিদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেই ত্রিশের দশকেই তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই দক্ষতা, যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিয়েছেন। তারপর বিগত প্রায় পৌণে একশতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে একের পর এক লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। তাঁর অধিকাংশ রচনা ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, হিন্দি, তুর্কী, বাংলা, তামিল, মালয়ী, গুজরাটীসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য এই মহান সাহিত্যিককে ১৯৮১ সালে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে সাহিত্যে সম্মানসূচক পিএইচ-ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী শুধুমাত্র সাহিত্যেই নয় তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। আধুনিক যুগে সংবাদপত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম। একটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাঠক কেবলমাত্র স্বদেশী নয়, বরং বহির্বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা এমনকি খেলাধুলা ও বিনোদন উপভোগ করতে পারে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা এখন সর্বজন বিধিত সবার কাছে সাদরে গৃহীত একটি জ্ঞান চর্চার সহজ ও আনন্দদায়ক মাধ্যম। বলা যেতে পারে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য এক বৃন্তে গাঁথা দুটি ফুল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে, মুসলিম জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক পরাধীনতা ও তা দূরীকরণে সাংবাদিকতা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অগ্রগতিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। তাই সাংবাদিকতা চর্চায় উৎকর্ষ সাধনে তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে যে বিশেষ অবদান রেখেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। তিনি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা আদ্-দিয়া এবং ১৯৪০ সালে প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা 'আন্-নাদওয়া', এছাড়াও আরবী পত্রিকা 'বা'ছুল ইসলামি', 'আর্-রায়েদ' প্রকাশ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কয়েকটি পত্রিকার

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি নিজেই ১৯৪৮ সালে 'তামীরে হায়াত' নামে উর্দু পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এছাড়াও তিনি স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন।

বর্তমান যুগে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ইসলাম ও মুসলিম জাতির সংরক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়ে সংস্কার মিশন পরিচালনা করেছেন। তাঁর সংস্কার কার্যের পরিধি কেবল ভারতীয় উপ-মহাদেশের মধ্যেই সীমিত ছিল না; বরং মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আফ্রিকাতেও বিস্তার লাভ করে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি তার সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁকে কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে পায় নোবেল পুরস্কার তুল্য মুসলিম বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান 'বাদশা ফয়সাল' পুরস্কার, ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক পুরস্কার এবং ২০০০ খৃষ্টাব্দে মরণোত্তর শাহ ওলীউল্লাহ পুরস্কারেও তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি একাধারে রাবেতায় আলমে ইসলামি এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল-উলামা'-এর রেকটর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতি, অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং কয়েকটি পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদক ছিলেন। বলা যেতে পারে তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত ছিলেন। তাঁর বিস্তৃত কর্মময় জীবন এখন ইতিহাসের অন্তর্গত। এ সূর্যস্নাত মহাপুরুষ ইতিহাসের পাতায় পাতায় এবং মানব মনে জন্ম থেকে প্রজন্মে বার বার স্মরিত ও উচ্চারিত হতে থাকবে।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদীন, প্রকৃত সাধক, প্রথিতযশা ইসলামি চিন্তাবিদ, খ্যাতিমান ঐতিহাসিক, ক্ষুরধার ও ধীমান লেখক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিজ্ঞ গবেষক, সফল শিক্ষাবিদ, সুজ্ঞান সম্পন্ন দার্শনিক, দাওয়াতী কাফেলার অগ্রনায়ক, সাংবাদিক, সম্পাদক, পরিব্রাজক, সংগঠক, পরিচালক ও বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন, পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক জীবন্ত বিশ্বকোষ। কয়েকটি সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বহু লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যা করা সম্ভব নয় তা তিনি মানবকল্যাণে এককভাবে সম্পন্ন করেছেন। এক কথায় তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান ছিলেন। তাঁর ছিয়াশি বছরের বর্ণাঢ্য জীবন ছিল নানা বৈচিত্রে ভরপুর। তাঁর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অবদানের উপর পৃথিবীর কয়েকটি ইউনিভার্সিটিতে পিএইচ-ডি করা হয়েছে। সমসাময়িক উলামা মাশায়েখ তাঁকে 'রাজুলুন মাউহুব', 'মাজমাউল কামালাত' 'আয়াতুন মিন আয়াতিল্লাহু মুওফ্ফাক মিনাল্লাহ' ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করেছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ পেলেও আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর জীবনী ও কর্ম সম্পর্কে তেমন কোন গবেষণা বাংলা ভাষায় হয় নাই। এমন একজন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ক্ষণজন্মা বিখ্যাত মনীষীর কর্ম ও জীবনকথা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরার প্রবল আকাঙ্খা থেকে

"আবুল হাসান আলী আন্-নদভীঃ আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চা।"

শিরোনামে গবেষণার অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করেছি।

আমি বাংলা ভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য বোধগম্য ও উপভোগ্য করে উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমার অভিসন্দর্ভটি নিম্নরূপ অবয়বে সাজিয়েছি। এ অভিসন্দর্ভটিতে ভূমিকা ও গ্রন্থপঞ্জি ছাড়া ৪টি অধ্যায় রয়েছে। প্রায় সব অধ্যায়গুলোর অধীনে একাধিক পরিচ্ছেদ ও উপ-শিরোনাম যথাযথভাবে যুক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর জীবন ধারা ও মানসগঠন, তাঁর সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থা এবং কি পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ এবং তাঁর সমগ্রকর্ম জীবন সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অবদান বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর ৪র্থ অধ্যায়ে সাংবাদিকতা চর্চায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অবদান সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মানসগঠন

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দেশ ও জাতিসমূহের বিজ্ঞানের নব-নব উদ্ভাবন, প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধন, সমাজের গতি-প্রকৃতি ও মেধাগত উন্নতি, নীতি-নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, সামাজিক, সংস্কৃতিক বিপ্লবের ফল ও প্রভাব মুসলিম সমাজে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অধিকন্তু প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় প্রবণ কাজের প্রাধান্য দান, আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে অবস্থান, ভোগবিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের প্রবণতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্যান-ধারণা ও চেতনা ইউরোপীয় দেশ ও জাতিসমূহের মধ্যে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সাথে গীর্জা অধিপতি পাদরীদের লাগামহীন ভোগবিলাসিতা এবং ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকদের বাড়াবাড়ির প্রতি ইউরোপীয়দের অনাস্থা, অনীহা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ধর্মীয় মহলের ভোগবিলাসিতা ও স্থবিরতা এবং গীর্জা অধিপতি ও পাদরীদের স্বল্প বুদ্ধিমত্তা ও লোমহর্ষক যুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে ধর্মের বিরুদ্ধে জনরোষের সৃষ্টি হয়। ফলে ইউরোপীয় দেশসমূহের সরকার ও গীর্জার মধ্যকার টানাপোড়েনের ভারসাম্যহীনতা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাতিয় জীবনে বিভাজন ও বিভেদ তৈরী করে। এর ফলশ্রুতিতে সামাজিক ও জাতিয় জীবনে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে স্পষ্টত বিভেদ ও পার্থক্যের রেখা সূচিত হয়। পাদরীদের ভোগবিলাসিতা, স্বল্প বুদ্ধিমত্তা, অপরিপক্ক প্রগতিবাদীদের পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামী ধর্মের শেষ অংশটুকু পর্যন্ত ধুলিস্যাৎ করে দেয় এবং ধর্মের আশীর্বাদ ও কল্যাণ থেকে মানবজাতিকে বঞ্চিত করা হয়।[১]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই অপসংস্কৃতি ইউরোপ থেকে গ্রীস হয়ে রোমের মধ্যদিয়ে মুসলিম-অমুসলিম দেশ সমূহের সকল জনগণের নাগালের মধ্যে অবাধে চলে আসে। ফলে ইউরোপের এই সামাজিক সংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাব ও ফল অন্যান্য জাতি গোষ্টির পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বকে খুব দ্রুত প্রভাবিত করে।[২] ফলে মুসলিম সমাজ তাদের সামাজিক, সংস্কৃতিক স্বকীয়তা, মান-মর্যাদা, শক্তি-সামর্থ ও ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে বস্তুগত দুর্বলতা, আমোদ-প্রমোদ ও ভোগবিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে পরে। ফলে মুসলিম সমাজ তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হারাতে বসে। ধর্মবিমুখ পাশ্চাত্য ও ইউরোপের অনুসারীরা মুসলমানদের স্থান দখল করে অনৈসলামিক কৃষ্টি-কালচার ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রচার ও বিকাশে মহা তৎপরতার সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৩]

অন্যদিকে ধর্মহীন ও ধর্মবিমুখ লক্ষ্যহীন মানবজাতি জীবনের সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত থাকায় উগ্র জাতীয়তাবাদ জীবনের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদী শাসন ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতির কারণে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের উপর ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তার এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে অর্থ, অস্ত্র ও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। অভ্যন্তরীণ জাতীয়তাবাদের সীমারেখা সমগ্র পাশ্চাত্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ করে নতুন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। এ মানবতা হন্তা জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র সীমা রেখার উর্ধ্বেও যে মানুষ উঠতে পারে তার আশা ও কল্পনাও মানুষের মন-মানসিকতা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর সেই সাথে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ বপন করে সমগ্র বিশ্বকে এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত করে। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বিমুখ অনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা,

---

[১] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?, অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ২০০২ খৃ.), পৃ. ৩০৫।

[২] দর্শন ও প্রগতি, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০ বর্ষঃ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৫৬।

[৩] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?, অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, পৃ. ৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের গবেষণা ও মরণাস্ত্র আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্রমোন্নতির সুযোগ-সুবিধাকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরিতার্থ করার জন্য কাজে লাগায়। ফলে শিক্ষা-গবেষণা, চিকিৎসা, আর্তমানবতার সেবা, দারিদ্র দূরিকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক জনকল্যাণের খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিবর্তে বাজেটে বড় অংকের বরাদ্দ আসে অত্যাধুনিক মরণাস্ত্র তৈরীর জন্য যা মানবতার জন্য কখনোই সুখকর ও কল্যাণকর নয়।

তাছাড়াও ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং ধর্মীয় শিক্ষা, আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতার মধ্যে কোনরূপ ভারসাম্য বজায় থাকেনি। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মানুষ পাখীর মত আকাশে উড়তে আর মাছের মত পানিতে সাঁতার কাটতে শিখেছে বটে, কিন্তু যমীনের বুকে মানুষের মত মানুষ হয়ে চলা-ফেরা করে মানুষের মত বাঁচতে ভুলে গেছে। বিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে আদর্শহীন, মহৎ চারিত্রিক গুনাবলী শুন্য ও ধর্মহীন নৈতিকতা বর্জিত মানুষের কাছে অনিয়ন্ত্রিত বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রযুক্তি, শাণিত ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র, পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার মত মরণাস্ত্র বন্টন করা হয়েছে, যা দিয়ে সে নিজেকে যেমন ক্ষত-বিক্ষত করছে; তেমনি ক্ষত-বিক্ষত ও তাণ্ডব চালিয়ে ধ্বংস করছে বিশ্বকে। এমন চরম নাজুক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় এমন কোন শক্তিশালী জাতি, গোষ্ঠী, দল কিংবা সম্প্রদায় ছিল না যারা পাশ্চাত্য জাতির সাথে 'আকীদা-বিশ্বাস, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তাদের জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, প্রগতিবাদী দর্শন ও বস্তুবাদী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর ভাবে বিরোধিতা করবে।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার জীবন-দর্শন দৃশ্যত পাশ্চাত্য জাতি থেকে পৃথক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় সমাজ দর্শন থেকেও মারাত্মক বিপৎজনক ছিল। তারা পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় সভ্যতার জীবন দর্শনকে যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করার ক্ষেত্রে তাদেরকেও ছাড়িয়ে যায়। পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় জাতিসমূহ যে ভাবে ধর্মহীনতা, ধর্মদ্রোহিতা, স্বাধীনতা, বস্তুবাদ ও বৈষয়িক সফলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তাতে সমাজতান্ত্রিক বলয় মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তারা আরো দ্রুত গতিতে ধর্মহীনতা, ধর্মদ্রোহিতা ও বস্তুবাদের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে পৌছে বিশ্বের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব অন্যদের হাতে যাওয়ার পূর্বেই নিজেদের হাতে কব্জা করতে তৎপর হয়েছিল। সে সময় পৃথিবীর প্রায় সর্ব শ্রেণীর মানুষ বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থার ধারক, বাহক, সমর্থক ও অন্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে রাজনৈতিক মত পার্থক্য, সংঘাত-সংঘর্ষ, যুদ্ধ ও অস্থিতিশীল অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা মূলতঃ বস্তুবাদী দর্শনের ফলে সৃষ্ট বৈষয়িক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে। এটা বস্তুবাদের প্রত্যক্ষ ফল যা বিশ্ববাসী মহা কষ্টে সহ্য করছে। এক রাষ্ট্র চায় না অন্য রাষ্ট্র জীবন সমস্যার সমাধান করে সুফল লাভ করে বিশ্বে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হোক। পাশ্চাত্য ও ইউরোপ চায় না বড় বড় রাষ্ট্রগুলো এশিয়া ও প্রাচ্যের কর্তৃত্বে থাকুক। তাছাড়া পাশ্চাত্য ও ইউরোপ চায় না এশিয়া ও প্রাচ্যের আওতাভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অধীন বিভিন্ন প্রকারের মহা মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের প্রভাব প্রতিপত্তির সাহায্যে এশিয়া ও প্রাচ্যবাসী বৈষয়িক কর্তৃত্ব ও স্বার্থ দ্বারা লাভবান হয়ে আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপন করুক।

এরই মধ্যে এশিয়া ও প্রাচ্যের অধিবাসীরা পাশ্চাত্য, ইউরোপীয় ও সমাজতান্ত্রিক বলয়ের জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, প্রগতিবাদী জীবন-দর্শন ও বস্তুবাদী জীবন ব্যবস্থায় প্রভাবিত হয়ে ধর্মহীন সভ্যতা-সংস্কৃতি, তথাকথিত নীতি-নৈতিকতা, সামাজিক দর্শন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করতে শুরু করে। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এইসব তথাকথিত নীতি-নৈতিকতা ও আচার-আচরণ এমনভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে যেমন ভাবে তামার তারের মধ্যে দ্রুত বেগে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। তবে এশীয় ও প্রাচ্যের অধিবাসীদের জীবনাদর্শ পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ থেকে খুব একটা বেশি ভিন্নতর নয়। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, প্রাচ্যের অধিবাসীরা রাজনৈতিক সচেতনতা ও অধিকার আদায় করতে চায় জাতিয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে। তাই তারা এখন বিদেশী হুকুমতের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মানতে একদম নারাজ। কিন্তু তখনও মুসলমানগণ পাশ্চাত্যের সভ্যতা-

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি, নীতি-আদর্শ ও জীবন দর্শনের অনুসরণ অনুকরণ করে চলছে। সে সময়ে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হলেও মানুষের মৌলিক ও মানবিক গুণাবলীর উন্নতি ও বিকাশের পরিবর্তে মানবিক ও নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অনাচার, অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও অসামঞ্জস্যতার বিকাশ ঘটে। তাছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধনী দেশগুলো সমগ্র বিশ্বকে উন্নত রাষ্ট্র, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ও অনুন্নত রাষ্ট্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে অসমতার ও শ্রেণী বিভাজনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে।

এভাবেই ধর্ম ও আদর্শহীন জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রভাবে ধর্মীয় ভাবাপন্ন আদর্শ নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন জনগণ আস্তে আস্তে ধর্মীয় অনুভূতি থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে। আল্লাহ ও রাসুলের সন্তুষ্টির কামনার স্থলে ধর্মপ্রাণ জনমনে জাগতিক কামনার ব্যাধি বাসা বাঁধে। ফলে মুসলিম জাতি এমন এক জাতিতে রূপান্তরিত হতে থাকে যাদের নিকট আল্লাহ-রসুলের সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তির চেয়ে ইহলৌকিক জীবনের গুরুত্ব ও আকর্ষণ বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রভাবে পারলৌকিক জীবনের ধারণা ও বিশ্বাস দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে হতে মুসলমানদের দৃষ্টিতে ইহলৌকিক জীবনই প্রকৃত উৎকৃষ্ট জীবন বলে প্রতিয়মান হতে থাকে। প্রগতিশীল মুসলমানরা সম্পদ, সম্মান, গৌরব, উচ্চ পদমর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের প্রত্যাশী ও আকাংক্ষী হয়ে ইসলামের পরিবর্তে পাশ্চাত্য ও ইউরোপের পদাংক অনুসরণ-অনুকরণ করতে তৎপর হয়ে উঠে। ফলে তাদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, হালাল-হারাম, ও চারিত্রিক প্রশংসনীয় গুণাবলীর পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থ ও দুনিয়াবী লাভ ক্ষতির চিন্তাকেই প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।[৪]

ইংরেজরা অর্থ উপার্জন ও বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারতীয় উপ-মহাদেশে আগমন করে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বণিক বেনিয়াদের নিকটে মুসলিম শাসকদের পরাজয় হয়। ফলে ভারতীয় উপ-মহাদেশে পর্যায়ক্রমে তিন'টি সংস্কৃতির সম্মেলন ঘটে। পাঁচশত বছর যাবৎ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণে রচিত সংস্কৃতির সাথে ইংরেজদের মাধ্যমে ইউরোপীয় সংস্কৃতি নতুন ভাবে যুক্ত হয়ে হিন্দু-মুসলিম-ইউরোপীয় সংস্কৃতির ত্রিমোহনায় সৃষ্ট হয় নতুন এক সংস্কৃতির। ইংরেজ শাসকরা ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয় শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ভূমি প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রবর্তিত হয় ইউরোপীয় শাসন পদ্ধতির আদলে।[৫] মুঘল আমলে প্রচলিত গ্রাম প্রধান, পঞ্চায়েত, কাজী, কানুনগো, আমিন, থানাদার, ফৌজদার প্রভৃতি স্থানীয় সরকারের আমলাবর্গের স্থলে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের নিয়োগকৃত জেলা কালেক্টর, জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সে স্থান দখল করে। মুঘল সরকার বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও বৃত্তি প্রদান করত যাতে করে সকলে মুক্তভাবে বিনা পয়সায় টোল, পাঠশালা, মক্তব এবং মাদরাসায় পড়া-লেখা করতে পারে। মুসলিম মুঘল আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত এবং বিনা পয়সায় সকল ধর্ম, বর্ণ ও এশোর মানুষকে পাঠদান করা হত। কিন্তু বৃটিশ আমলে ঐ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ফলে পড়া-লেখা শিক্ষা করা হিন্দু জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যেই সীমবদ্ধ হয়ে যায়। মুঘল আমলে ভূমির মালিক ছিল সরকার এবং সরকার ও রায়তের মধ্যে ভূমির ভোগ-দখলের একটি সরাসরি সম্পর্ক ছিল। ইংরেজদের শাসন আমলে সে সব নিয়ম ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বাতিল করে জমিদারদেরকে জমির মালিক এবং রায়তকে পরিণত করা হয় তার ইচ্ছাধীন প্রজায়। ফলে এ সময়ে হিন্দু জমিদাররা একচেটিয়া সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়ে যায়। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সনাতন শাসন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে হিন্দুরা। মুসলিম মুঘল আমলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হত। কিন্তু বৃটিশ শাসন আমলে ঐ সকল নিয়ম ও সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২-৩০৯

[৫] সিরাজুল ইসলাম, বাংলাপিডিয়া (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ- ২০০৩ খৃ.), ১ম. খন্ড, পৃ, ৩৭৭-৩৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ-সুবিধা কেবল শ্বেতাঙ্গ শ্রেণী ও হিন্দুদের জন্য বরাদ্দ করা হত, যা তারা একচেটিয়া ভোগ করত। আর মুসলমানগণ নিজ মাতৃভূমিতে অধিকারবিহীন, সহায় সম্বলহীন ও ভূমিহীন এক জাতিতে পরিণত হয়।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দেশের সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবনকে পাশ্চাত্যমুখী করে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করা।[৬] আর তাদের টার্গেট ছিল মুলমানদের ঈমানী চিন্তা-চেতনা ও ইসলামি আদর্শকে বিলুপ্ত করে দেওয়া যা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যস্তবায়িত করতে কার্যকরি ভূমিকা রাখবে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে হিন্দু ও মুসলমানদের সাথে দ্বিমুখী নীতির আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের সাথে শঠতা, ধূর্তামী, চালাকী ও মোনাফেকীর আশ্রয় নিয়ে ছলে বলে কৌশলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক বিপর্যয় ঘটাতে তৎপর হয়ে উঠে। তাদের শাসন আমলে ঘরে ঘরে নেশাকর বস্তু আফিম, ভাং, তাড়ি, মদ ছড়িয়ে পড়ে।[৭] মুসলিম সমাজে ব্যাপক হারে খুব দ্রুত শিরকের প্রসার ঘটতে শুরু করে। কবর ও মৃত মানুষকে কেন্দ্র করে শরী'আতের অনেক বিধান পরিবর্তন করে স্বতন্ত্র নিয়ম চালু করা হয়। তখন বহু হালাল হারামে এবং বহু হারাম হালালে রূপান্তরিত করা হয়।[৮] সকল ধরনের বিদআ'তকে বিদআ'তে হাসানা বলে গণ্য করা হত। কুর'আন-হাদীসের অনেক নিয়ম-কানুন ও আহকাম রাস্তবিকভাবে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। পবিত্র কুর'আন তৎকালীন সময় ও সমাজে একটি অতি সাধারণ গ্রন্থে পরিণত হয়। কেউ কুর'আন তেলাওয়াত করা, বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করার প্রয়োজনবোধ করত না।[৯] সাক্ষাতে সালাম দেয়ার রীতি পরিবর্তিত হয়ে 'আদাব' ও কুর্নিশ করার রীতি, রীতিমত চালু হয়েছিল মুসলিম সমাজে।[১০] অভিজাত মুসলিমদের নিকট বিধবা বিবাহ ও মীরাস বন্টনের ইসলামি বিধি-বিধান ঘৃনাভরে পরিত্যাগ করা হত। প্রত্যেক মুসলমান নিজেকে শরী'আতের হ্রাস-বৃদ্ধি সাধন এবং স্থায়ী আইন প্রণয়নের অধিকারী বলে মনে করতে শুরু করে। ইসলামের সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের স্থান হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ পুরোদমে দখল করে নেয়। হিন্দু ও শিয়াদের রসম-রেওয়াজ ও রীতিনীতি মুসলিম সমাজ জীবনে অঙ্গীভূত হয়ে ইসলামি শরিয়তের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন করে দেয়।[১১]

ইংরেজরা ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর ভারতীয় উপ-মহাদেশ শাসন করে। প্রথম একশত বছর ছিল ধনিক-বণিকদের অর্থিক শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে মতভেদ, বিভেদ-বিভাযন সৃষ্টি করে খ্রীষ্টানে পরিণত করণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে জাতিভেদ, মতভেদ, পদভেদ ও বংশভেদ সৃষ্টি করে বৃটিশদের ক্ষমতা পাকা পোক্তকরণই ছিল তাদের প্রধান কাজ। বৃটিশ শাসকদের হাতে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা চরমভাবে বিপন্ন হয়। আর মুসলমানগণ ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক এ দু'দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হয়। এহেন অমানবিক অরাজক অবস্থা ও বৃটিশ শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম উভয়েই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পরে।

---

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৭৭-৩৭৮।

[৭] সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, ঈমান যখন জাগলো, অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ২০০৫খৃ.), পৃ. ২৩।

[৮] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, সীরাত-এ-সায়্যিদ আহমদ শহীদ (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯৪ খৃ.), ১ম. খ., ৮ম সং, পৃ. ৭১; সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ১ম. খ, অনুবাদঃ মাওলানা এ, এস, এম ওমর আলী ও অন্যান্য (ঢাকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ৬০।

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

[১১] সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, ঈমান যখন জাগলো, অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হলে হিন্দুরা তড়িৎগতিতে আন্দোলনের সমস্ত দায়ভার মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সাধু সেজে বৃটিশ সরকারের হাতে হাত মিলায়। ফলে স্বভাবতই ইংরেজ শাসকগণ হিন্দুদেরকে তাদের মিত্রজ্ঞান করে শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবসা-ব্যাণিজ্যে একচোখা নীতি অবলম্বন করে তাদেরকে সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। ফলে হিন্দুরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সাধন করে। তাছাড়াও ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার চলতে থাকে। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ নীতির আওতায় তৎকালীণ শিক্ষা ব্যবস্থা হিন্দু সংস্কৃতি ও প্রতিমাবাদের লালন-পালন ও প্রচার ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে পরে। তারা অশিক্ষিত, আধা শিক্ষিত, অভাবগ্রস্থ ও সামাজিকভাবে পর্যদুস্ত হয়ে মনোবল ও নৈতিক চরিত্র হারাতে বসে। ইংরেজ শাসন, শোষণ ও বিজাতিয় সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় মুসলমানদের উপর অমানবিক বিপর্যয় নেমে আসে। ফলে মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশ সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ধর্মহীন নীতি বিবর্জিত কাজে জড়িয়ে পড়ে।[১২] মুসলমানসহ সর্ব সাধারণের মধ্যে ঘুষ, জুয়া, লটারী, যৌতুক, ইত্যাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলাকারী কার্যক্রমের দ্রুত ও ব্যাপক প্রচলন ও বিস্তার ঘটে।[১৩] এছাড়াও চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, খেয়ানত, ছিন্তাই, রক্তারক্তি ও খুন-খারাবীসহ নৈতিক চরিত্র বর্জিত কার্যাবলীর শিকড় গেড়ে বসে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ফলে সমাজ ব্যবস্থার অধঃপতন ক্রমান্বয়ে গভীর হতে গভীরতর হতে থাকে। এরকম চরম নাজুক আর্থসামাজিক অবস্থা শুধুমাত্র ভারত উপমহাদেশই বিরাজ করছিল না, বরং পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সমাজ ব্যবস্থা প্রায় একই রকম ভাবে মানবিক বিপর্যয় ও ধ্বংসের দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সমগ্র পৃথিবী দ্রুত প্রলয় ও মহা ধ্বংসের দিকে দ্রুতলয়ে ছুটে চলছিল।[১৪]

এমন এক অস্থিতিশীল নাজুক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ভারত উপমহাদেশে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আবির্ভাব হয়। তিনি ছিলেন একাধারে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদীন, প্রথিতযশা ইসলামি চিন্তাবিদ, খ্যাতিমান ঐতিহাসিক, ক্ষুরধার ও ধীমান লেখক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সফল শিক্ষাবিদ, দাওয়াতী কাফেলার অগ্রনায়ক, সাংবাদিক, পরিব্রাজক, সংগঠক, পরিচালক, সমাজতত্ত্ববিদ, রাজনীতিবিদ এবং সুজ্ঞান সম্পন্ন দার্শনিক। তাই বিশ্বের মুসলমানদের অধঃপতনশীল ধর্মী, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দেয় ও ব্যথিত করে। মুসলিম জাতির এমন কোন দিক নেই যার উন্নয়নে তিনি কলম ধরেননি। সহস্রাধিক বিষয়ে তিনি কলম ধরেছেন। তাঁর চিন্তাচেতনা সবসময় মুসলমানদের উন্নয়নে আবর্তিত হয়েছে যাতে করে মুসলিম সমাজ ইসলামি আদর্শে অবগাহন করে আবার তাদের অতীত ঐতিহ্য, গৌরব ও সম্মান ফিরে পায়।

---

[১২] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী, (ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ২০০০ খৃ.) পৃ. ৪ (পূর্ব কথা)।

[১৩] মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, (ঢাকাঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২ খৃ.) পৃ. ২৭২।

[১৪] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, মুসলমানান-এ হিন্দ সে সাফ সাফ বার্তে, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম,১৯৭৯ খৃ.) ৩য়. সং, পৃ. ১৮-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী[১৫] ছিলেন উপ-মহাদেশের বিখ্যাত ধর্ম প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক। একাধারে তিনি ছিলেন ইসলামি শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক, অসংখ্য গ্রন্থ-প্রণেতা, সুসাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সমাজসংস্কারক। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলী জেলার তাকিয়া কেল্লা[১৬] নামক স্থানে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর[১৭] মুতাবিক ১৩৩৩ হিজরীর ৬ মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮] তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী। আবুল হাসান তাঁর কুনিয়ত বা উপনাম নয়; বরং ভারতীয় উপ-মহাদেশের রীতি নীতি অনুযায়ী সংযুক্ত নাম। হযরত 'আলী (রা.)-এর পুত্র হযরত হাসান (রা.)-এর সাথে সম্বন্ধীত করে তাঁর নামের সাথে হাসানী যুক্ত করা হয়েছে।[১৯] নাদওয়াতে[২০] লেখাপড়া করার কারণে তার নামের সাথে নদভী যোগ করা হয়েছে । জনসাধারণের নিকট তিনি 'আলী মিয়া নামেই বিশেষভাবে খ্যাত। পিতা সায়্যিদ আবদুল হাই (র.), (১৮৬৯-১৯২৩)[২১], দাদা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন (র.), (১২৫৬-১৩২৬ হি.), মাতা সায়্যিদা খায়রুন্নেসা (১৮৭৮-১৯৬৮)[২২] এবং নানা ছিলেন সায়্যিদ যিয়াউন্নবী।[২৩] পিতা সায়্যিদ 'আবদুল হাই (র.) ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক,[২৪] ফকীহ, মুহাদ্দিস, এবং তিনি ছিলেন আরবী ও উর্দু ভাষার পণ্ডিত ও স্বনামখ্যাত ইউনানী চিকিৎসাবিদ।[২৫] মাতা সায়্যিদা

---

[১৫] পিএইচ- ডি গবেষণার শিরোনাম হচ্ছে "আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ঃ আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চা।" শিরোনামটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিষদ অনুমোদন দেয়। সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আন্-নদভী রহ. বিভিন্ন রচনায় তাঁর নামের বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন রচনায় 'সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদবী, কোন কোনটিতে 'মুফাক্কির-এ ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদবী' আবার কোন গ্রন্থে 'আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নাদবী' লেখা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহিত পিএইচ-ডি শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী লেখা হয়েছে।

[১৬] তাকিয়া কেল্লা নামক এ গ্রামটি লক্ষ্ণৌ থেকে ৮০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। সায়্যিদ 'ইলমুল্লাহ্ নক্শাবন্দী এ গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করেন। আবুল হাসান 'আলী নদভী, ফী-মাসিরাতিল হায়াতি, (দামেস্কঃ দারুল কলম, ১৯৮৮ খৃ.), ১ম. সং, পৃ. ১৫-১৬।

[১৭] মৌলবী মুহাম্মদ রমযান মিয়া ছাহেব, খুতবাত-এ 'আলী মিয়া (করাচীঃ দারুল ইশা'আত, ২০০২ খৃ.), ৩য় খ., পৃ. ২৯।

[১৮] আবুল হাসান 'আলী নদভী, ফী-মাসীরাতিল হায়াতি, পৃ. ৪৫। আল-মুওসুয়া আল- 'আরাবিয়্যা আল 'আলামিয়া, (রিয়াদঃ ১৯৮৬ খৃ.), ২৫ম খন্ড, পৃ. ১৮৪;

[১৯] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিস-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৬ খৃ.), ৭ম সং, পৃ. ১০৯; The Dhaka University Arabic Journal, (Editor-Nazir Ahmed), Volume-6, No-7, Joune-2001, p. 53; বেলাল আবদুল হাই হাসানী নদভী, সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), (করাচিঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম নাযিমাবাদ, ২০০২ খৃ.), পৃ. ৮০।

[২০] নাদওয়াঃ নাদওয়া হল একটি লেখক সংস্থার নাম। সংস্থাটির পূর্ণ নাম 'নাদওয়াতুল 'উলামা'। ১৮৯৪ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে সৈয়দ মুহাম্মদ 'আলী কানপুরীর উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে নাদওয়াতুল 'উলামা নামক এ সংস্থাটি গঠিত হয়েছে। মৌলবী 'আবদুল হক হক্কানী এবং মাওলানা শিবলী নু'মানী এ সংস্থার গঠনতন্ত্র রচনা করেছেন। মৌলবী 'আবদুল হকের প্রস্তাবে ও শিবলী নু'মানীর সমর্থনে ১৮৯৮ সালে উক্ত সংস্থার অধীনে দারুল 'উলূম (লক্ষ্ণৌ) নামে একটি প্রাথমিক মাদরাসা স্থাপন করা হয়। পরে (১৯০৯ সালে) এ মাদরাসাটি কামিল ক্লাসে উন্নীত হয়। এ প্রতিষ্ঠানে যারা পড়ালেখা করেন তারা তাদের নামের সাথে নদভী যোগ করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীও এ প্রতিষ্ঠানে পড়া- লেখা করেছেন।

[২১] মাওলানা আবদুল হাই, সায়্যিদ আহমদ নামেও তাঁর এলাকায় বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি 'আবদুল হাই নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, হায়াত-এ 'আবদুল হাই (র.) (রায়বেরেলীঃ 'সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমি', দারুল 'আরাফাত, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৫৩।

[২২] সায়্যিদাহ খায়রুন্নেসা ছিলেন সায়্যিদ 'আবদুল হাই-এর দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম জীবনে ১৩০৯ হিজরীতে মাওলানা 'আবদুল হাই প্রথম বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ডাক্তার 'আবদুল 'আলী জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩১৯ হিজরীতে প্রথমা স্ত্রী ইন্তিকাল করলে তিনি সায়্যিদাহ খায়রুন্নেসাকে বিয়ে করেন। আর উক্ত দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন আবুল হাসান আলী আন্-নদভী। হায়াত-এ 'আবদুল হাই র., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২।

[২৩] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দাদা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন ও নানা সায়্যিদ যিয়াউন্নবীর পরিবার একই সায়্যিদ বংশের অন্তর্গত ছিল।

[২৪] তাঁর রচিত 'নুযহাতুল খাওয়াতির' নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থটি তাঁকে ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়।

[২৫] মাওলানা সায়্যিদ রাবি' হাসানী নদভী, মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৭ খৃ.), পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

খায়রুন্নেসা ছিলেন আল কুর'আনের হাফিয[২৬] ও বিদূষী এবং স্বীয় যুগের অসাধারণ মহিলা কবি।[২৭] দাদা ছিলেন স্বীয় যুগের খ্যাতিমান ধর্মনিষ্ঠ 'আলিম। বড় ভাই ডাক্তার[২৮] সায়্যিদ 'আবদুল 'আলী (১৩১১-১৩৮০ হি.) বড় বোন আমাতুল্লাহ তাসনীম (১৩২৫-১৩৯৬ হি.) ও আমাতুল 'আযীয (১৩২২-১৪১৬ হি.)।[২৯] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বংশ পরম্পরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জামাতা হযরত 'আলী মুর্তাযা (রা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

হযরত 'আলী (রা.) ও হযরত হাসান (রা.) পর্যন্ত আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বংশ তালিকা

হযরত 'আলী মুরতাযা (রা.)

↓

হাসান মুজতাবা

↓

হাসান মুছান্না

↓

'আবদুল্লাহ আলমাহয

↓

মুহাম্মদ সাহিবুন নাফসিয্ যাকিয়্যা

↓

আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ আশতার

↓

মুহাম্মদ ছানী

↓

হাসান আল-আ'ওয়ার আল-জওয়াদ নাকীবুল কুফা

---

[২৬] উল্লেখ্য যে তাঁর বংশীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম আল-কুর'আন হিফয করেছেন। তিন বছরেই তিনি আল-কুর'আনের হিফয সম্পন্ন করেছিলেন। সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, আমার আম্মা, অনুবাদঃ আবু সাঈদ ওমর আলী, (ঢাকা-চট্টগ্রামঃ মজলিস-নাশরিয়াত-ই ইসলাম, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ১৮-১৯।

[২৭] 'আবদুল বাসিত বদর, মুকাদ্দিমাতু কিতাবু নাজারাতি ফিল আদাবি লীল শাইখ আবিল হাসান 'আলী নদভী, (দামেস্কঃ দারুল কলম, ১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ৬।

[২৮] তিনি ইউনানী ও M.B.B.S ডাক্তার ছিলেন এবং ডাক্তারীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩৫)।

[২৯] আর-রা'ইদ (পত্রিকা), ৪১ বর্ষ, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ সংখ্যা, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, ২০০০ খৃ., (লক্ষ্নৌঃ মু'আস্সাতুস্ সাহাফা ওয়ান্ নশর), পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

↓
আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ্
↓
কাশিম
↓
আবূ যাফর
↓
আবুল হাসান 'আলী
↓
হাসান
↓
ঈসা
↓
ইউসুফ
↓
রাশীদুদ্দীন আহমদ
↓
আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী
↓
আমীর নিযামুদ্দীন
↓
কাযী রুকনুদ্দীন
↓
সদরুদ্দীন
↓
কিয়ামুদ্দীন
↓
'আলী
↓
আহমাদ

Dhaka University Institutional Repository

↓

যয়নুদ্দীন

↓

সদরুদ্দীন

↓

আমীর কুতুবদ্দীন মুহাম্মদ সানী [৩০]

↓

কাযী আলা'উদ্দীন

↓

কাযী মাহমূদ

↓

কাযী আহমদ

↓

মুহাম্মদ মুয়াজ্জম

↓

মুহাম্মদ ইসহাক

↓

হিদায়াতুল্লাহ্

↓

'আবদুর রহীম

↓

মুহাম্মদ তাকী

↓

মুহাম্মদ শাহ

↓

আকবর শাহ

---

[৩০] আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ সানী মাদানী (মৃ. ৬৭৭ হি.) ছিলেন হযরত 'আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর ভাগিনা। তাঁর বংশ হযরত 'আলী (রা.)-এর সাথে গিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছে। হায়াত-এ 'আবদুল হাই র., পৃ. ২২-২৩; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৮-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

↓

'আলী মুহাম্মদ

↓

সায়্যিদ 'আবদুল 'আলী

↓

ফখরুদ্দীন খিয়ালী

↓

মাওলানা সায়্যিদ 'আবদুল হাই হাসানী

↓

মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী আন-নদভী[৩১]

উল্লেখ্য যে, হিজরী ৭ম শতাব্দীর শুরুতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.)-এর বংশের শায়খুল ইসলাম আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী (র.) (মৃ. ৬৭৭ হি.) ভারত বর্ষে সায়্যিদ বংশের যোগসূত্র রচনা করেন।[৩২] হযরত শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর ভাগ্নে ছিলেন আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী (র.)। তিনি প্রথমে তার মামার নিকট ইসলামি শরীয়ত ও মা'রেফাতের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মামার ইনতিকালের পর তাঁর খলিফা শায়খ নাজমুদ্দীন কুবরার নিকট দীক্ষা ও খিলাফত লাভ করেন। হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভারতের কড়মানিকপুরে শতাধিক অনুসারীসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করে বসবাস করতে থাকেন। এ বংশেরই সম্মানিত ব্যক্তি সায়্যিদ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ সানী জাইসের কাযী পদে যোগদান করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। আলা'উদ্দীনের পৌত্র ছিলেন সায়্যিদ আহমদ ও প্রপৌত্র সায়্যিদ মুহাম্মদ মুয়াজ্জম। মুয়াজ্জমের দুই পুত্র ছিলেন সায়্যিদ মুহাম্মদ ফুযায়িল এবং সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসহাক। এ সায়্যিদ মুহাম্মদ ফুযায়িলের পুত্র সায়্যিদ শাহ 'আলামুল্লাহ (র.)-এর অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ ছিলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)। আর সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসহাক (র.)-এর বংশেই সায়্যিদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী জন্মগ্রহণ করেন।[৩৩]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বংশ ধারা ভারতীয় উপ-মহাদেশে কীভাবে পৌছল তার একটি চিত্র উল্লেখ করা হলো।

↓

আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ সানী

↓

[৩১] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পিতা মাওলানা 'আবদুল হাই-এর বংশের ধারাবাহিকতা বা বংশ লতিকা হযরত 'আলী (রা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। হায়াত-এ 'আবদুল হাই র., পৃ. ২২-২৬।

[৩২] আর-রা'ঈদ (পত্রিকা), পৃ. ৪৫।

[৩৩] হায়াত-এ 'আবদুল হাই র., পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

কাযী আলা'উদ্দীন
↓
কাযী মাহমূদ
↓
কাযী আহমদ
↓
মুহাম্মদ মুয়াজ্জম
↓

সায়্যিদ মুহাম্মদ ফুযায়িল
↓
সায়্যিদ শাহ 'আলামুল্লাহ
↓
পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ

সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসহাক
↓
হিদায়াতুল্লাহ
↓
'আবদুর রহীদ
↓
মুহাম্মদ তাকী
↓
মুহামদ শাহ
↓
আকবর শাহ
↓
'আলী মুহাম্মদ
↓
সায়্যিদ 'আবদুল 'আলী
↓
ফখরুদ্দীন খিয়ালী
↓
মাওলানা সায়্যিদ 'আবদুল হাই হাসানী
↓
মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী[৩৪]

[৩৪] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৮-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবন

রায়বেরেলীতে স্নেহময়ী মাতা সায়্যিদা খায়রুন্নেসার নিকট আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শিক্ষা জীবনের শুভ সূচনা হয়। অতঃপর মাওলানা সায়্যিদ 'আযীযুর রহমান[৩৫] হাসানী ও গোলাম মুহাম্মদ নদভী শিমলাবীর নিকট উর্দু এবং মাওলানা মাহমুদ 'আলীর নিকট ফার্সী ভাষায় পাঠ গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌর আমীনাবাদ মহল্লার বাজারস্থ ঝাউলাল মসজিদে কুর'আন হিফ্য করেন। পিতা সায়্যিদ 'আবদুল হাই ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ খৃ. ইনতিকাল[৩৬] করলে ৯ বছর বয়সে তিনি মায়ের সাথে রায়বেরেলী হতে তাকিয়া কেল্লায় ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে তাঁর বড় ভাই ডা. 'আবদুল 'আলী লক্ষ্ণৌতে একটি ফার্মেসী স্থাপন করে ডাক্তারী প্রেশা আরম্ভ করেন এবং তিনি ছোট ভাই আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে সেখানে নিয়ে যান। সেখানে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসমাঈল[৩৭]-এর নিকট 'বোস্তা' পড়েন এবং গৃহ শিক্ষক মুহাম্মদ যামানের[৩৮] নিকট অংক ও উর্দু রচনা শিখেন। এবং আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯২২ খৃ. শায়খ খলীল আরব আনসারী ইয়ামেনী'[৩৯]-র নিকট আরবী ও কুর'আনের নির্বাচিত সূরা সমূহের তাফসীর শিখেন। এছাড়াও তিনি তৎকালীন জামি'আ মিল্লিয়ার তাফসীরের শিক্ষক খাজা 'আবদুল হাই ফারুকীর নিকট পবিত্র কুর'আনের শেষের কতিপয় সূরার তাফসীর শিখেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন পদ্ধতি শিখেন স্বীয় ফুফা ওরিয়েন্টাল কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল মৌলভী মুহাম্মদ শফী সাহেবের নিকট।[৪০] উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৭ খৃ. ১৪ বছর বয়সে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উলূম-এ শারকিয়্যা বিভাগে ভর্তি হয়ে লেখা পড়া আরম্ভ করেন এবং তিনি ১৯২৯ খৃ. সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৪১] এ সময় তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন এবং ইংরেজী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করে ইংরেজী ভাষায় রচিত ইসলামি ভাবধারা সংবলিত গ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে থাকেন।[৪২] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯২৯ খৃ. লক্ষ্ণৌর দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার শায়খুল হাদীস মাওলানা হায়দার হাসানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট সহীহায়ন, আবূ দাউদ ও সুনানু তিরমিযী অধ্যয়ন করে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন।[৪৩] ১৯৩০ সালে

---

[৩৫] সায়্যিদ 'আযীযুর রহমান হাসানী ছিলেন আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর চাচা। তাঁর নিকট উর্দু ভাষা ছাড়াও মীযান মুনশা'ইব, ছরফে মীর, পাঞ্জেগাঞ্জ ও নাহুমীর প্রভৃতি 'আরবী ব্যাকরণের বই পড়েছেন। সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ১০৮-১০৯।

[৩৬] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পিতা 'আবদুল হাই-এর ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯ বছর। সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হুসায়নী নদভী, আল-মুরতাদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া-নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৫ খৃ.) ৪র্থ. সং. পৃ. ২১।

[৩৭] মুহাম্মদ ইসমাঈল ছিলেন আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অপর চাচা, যিনি ফার্সী সাহিত্যের একজন পণ্ডিত ছিলেন।

[৩৮] মুহাম্মদ যামানঃ তিনি রায়বেরেলীর 'আদালতে চাকুরী করতেন। তিনি আবুল হাসানের শিক্ষক ছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে পাঠ দান করার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম লোহানীপুর থেকে তিনি নিয়মিত আগমন করতেন।

[৩৯] শায়খ খলীল 'আরব আনসারীর শিক্ষা দানের একটি বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি কখনো শিক্ষাদানকালে দু'ভাষা ব্যবহার করতেন না। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর নিকট সর্ব প্রথম ছরফ শিখেন। পরে পর্যায়ক্রমে
مجموعة من النظم والنثر، كليلة و دمنة ، الطريقة المبتكرة، مدارج القراء ة، المطا لعة العربية، عشر قصائد، دلائل الإعجاز، مقامات
حريري ও نهج البلاغة. প্রভৃতি
শিরোনামের 'আরবী বই তাঁর নিকট অধ্যয়ণ করেন। সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.) , পৃ.১০০-১০৬।

[৪০] আযীয বরনী, 'আলমী সাহারা, সংখ্যা ৫২, নয়া দিল্লী, ৩০ এপ্রিল-২০০৭, পৃ. ১৫; আর-রা'ঈদ (পত্রিকা), পৃ. ৩৮।

[৪১] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ১৪৪; মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারনওয়ান-এ যিন্দিগী, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, তারিখ বিহীন), ১ম খ., পৃ. ১০২-১০৫।

[৪২] আর-রা'ঈদ (পত্রিকা), পৃ. ৪৫-৪৬।

[৪৩] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ১১০-১১১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাকীউদ্দীন হেলালী মারাকেশীর নিকট আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেন।[৪৪] ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে তিনি দু'বার লাহোরে আহমদ 'আলী লাহোরীর (১৮৮৬-১৯৬২) নিকট গমন করে তাঁর নিকট তাফসীর অধ্যয়ন করে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। তাছাড়াও তিনি তাঁর নিকটে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা অধ্যয়ন করেন।[৪৫] অতঃপর তিনি ১৯৩২ সালে দারুল 'উলূম দেওবন্দ গমন করে সেখানে মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানীর সান্নিধ্যে হাদীস অধ্যয়ন করে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৪৬] দেওবন্দে অবস্থানকালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দারুল 'উলূম দেওবন্দের ফিকহের পণ্ডিত মাওলানা এজায 'আলী সাহেবের নিকট ফিক্‌হ্ অধ্যয়ন করে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে তিনি আবার লাহোরে 'আল্লামা আহমদ 'আলী লাহোরীর নিকট চলে যান এবং ১৯৩২ সাল পর্যন্ত 'আল্লামা আহমদ 'আলী লাহোরীর নিকট অবস্থান করে কুর'আনের তাফসীর অধ্যয়ন করে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। তাছাড়াও তিনি সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর নিকট দর্শন বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর জ্ঞানগর্ব আলোচনা, দিকনির্দেশনা ও চিন্ত া-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হন।[৪৭]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিশিষ্ট শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্য থেকে কয়েকজন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর শিক্ষাজীবনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য শিক্ষকের নিকটে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর অসংখ্য শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্য থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেনঃ

মাওলানা আহমাদ 'আলী লাহোরী (১৮৮৬-১৯৬২)

প্রতিভাবান প্রসিদ্ধ ধর্মীয় 'আলিম ও পবিত্র কুর'আনের তাফসীর বিশারদ হযরত মাওলানা আহমাদ 'আলী লাহোরী, ২ রমযান ১৩০৪ হিজরীতে পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা জিলায় অবস্থিত জালালাবাদে নওমুসলিম শায়খ হাবীবুল্লাহর ঘরে জন্মগ্রহন করেন। মাওলানা আহমাদ 'আলী লাহোরী জালালাবাদেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।[৪৮] পরবর্তীতে তিনি মাওলানা 'আবদুল হক ও মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী'র নিকট বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।[৪৯] তাছাড়াও তিনি ১৩২৭ হি. দর্‌স-এ নিযামী সম্পন্ন করে মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী প্রতিষ্ঠিত গোঠপীরঝান্ডার 'দারুর্-রাশাদ'[৫০] মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী'র মেয়েকে বিবাহ করে সংসার জীবন আরম্ভ করেন।[৫১] মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৯১৯ সালে রাজনৈতিক মিশন নিয়ে কাবুল চলে যাওয়ার সময় আহমদ 'আলী লাহোরীকে মাদরাসার সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে দিয়ে যান। আহমদ 'আলী লাহোরী কঠোর বৃটিশ বিরোধী ছিলেন বিধায় বৃটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। বিভিন্ন জেলখানায় কয়েক মাস কারারুদ্ধ থাকার পর সিন্ধু ত্যাগ করে লাহোরে অবস্থান করার শর্তে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। লাহোরে আসার পর তিনি একটি মসজিদে জুমু'আর খুতবা দিতেন ও মসজিদেই কুর'আন শিক্ষা দিতেন। পরিশেষে তিনি হিজরত করে কাবুলে চলে যান এবং স্বীয় শিক্ষক হযরত

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

[৪৫] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ১২৯।

[৪৬] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মাত্র ৪ মাস হুসায়ন আহমাদ মাদানীর নিকট অবস্থান করে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন। মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ১২৮-১২৩০।

[৪৭] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ১৩৪-১৩৫।

[৪৮] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম. পৃ. ৮১।

[৪৯] ইসলামি বিশ্বকোষ (ঢাকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খৃ.), ৩য় খ., পৃ. ১৯৬।

[৫০] মাদরাসাটি মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীঃ জীবন ও কর্ম, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ২০-২১।

[৫১] মাওলানা সালমান, আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম., পৃ.৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী'র সাথে সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করেন। ১৯২০ সালে তিনি আবার লাহোরে ফিরে এসে পুনরায় শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ সালে কুর'আনের শিক্ষা প্রচার-প্রসারের জন্য 'আনজুমান-ই খুদ্দামু-দ্দীন' এবং 'মাদরাসা-ই কাসিমুল-'উলূম নামে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লিখিত বিখ্যাত 'তাফসীর-এ কুর'আন' সবার নিকটে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত। এই মহান জ্ঞান সাধক ও ইসলাম প্রচারক ১৩৮১ হি. ১৮ রমযান, মুতাবিক ১৯৬২ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারী লাহোরে ইনতিকাল করেন।[৫২]

হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির রায়পুরী (র.) (১৮৭৩ - ১৯৬২ খৃ.)

বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধক, আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আধ্যাত্মিক উস্তাদ, হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির রায়পুরী (র.) আনুমানিক ১২৯০ হি. মুতাবিক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের দিকে পশ্চিম পাঞ্জাবের সারগোদা জেলার অন্তর্গত ঢুড়িয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় চাচা হাফিয ইয়াসিনের নিকটে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মাওলানা কলিমুল্লা'র নিকটে পবিত্র কুর'আনের হিফ্য শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা ও হিফ্য শেষ করার পরে তিনি দিল্লী, সাহরানপুর, পানিপথ, রামপুর ও রায়বেরেলীসহ প্রভৃতি স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের নিকটে গমন করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ধারণা করা হয় যে তিনি ১৯০১ কিংবা ১৯০২ সালে রায়বেরেলীতে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেছিলেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার পর প্রথম কর্ম জীবনে তিনি রায়বেরেলীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি আফযল গড়ে চলে যান এবং সেখানে চিকিৎসা এেশায় আত্মনিয়োগ করে জনগণের সেবা করতে থাকেন আর অবসরে বিভিন্ন মনীষীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করে প্রভূত জ্ঞান লাভ করে তুষ্ট হতে থাকেন। ইতঃমধ্যে ইমাম গাযালী (র.)-এর লেখা 'আল-মুনকিয মিনাদদলাল' নামক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনা ও দিকনির্দেশনা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নের এক পর্যায়ে তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মক্কী (র.)-এর 'তুহফাতুল 'উশশাক' নামক গ্রন্থটি পড়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তাই তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর শিষ্য হযরত মাওলানা শাহ 'আব্দুর রহীম রায়পুরী (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভে ব্রতী হন। মাওলানা 'আবদুল কাদির রায়পুরী (র.) আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সাল থেকে মাওলানা শাহ 'আব্দুর রহীম রায়পুরী (র.)-এর নিকট অবস্থান করতে থাকেন। দীর্ঘ ১৪ বছর কঠোর সাধনা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি স্বীয় শায়খ থেকে খিলাফত লাভ করেন। মাওলানা শাহ 'আব্দুর রহীম রায়পুরী (র.) (মৃ. ১৯১৯ খৃ.)-এর ইনতিকালের পর শায়খের নির্দেশে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দীনের প্রচার-প্রসার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ দিন আধ্যাত্মিক শিক্ষা, দীনের প্রচার-প্রসার ও সমাজ সংস্কার কার্য পরিচালনা করে ১৬ আগষ্ট, ১৯৬২ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। স্বীয় জন্মস্থান ঢুড়িয়াতেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৫৩] বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধক, আধ্যাত্মিক উস্তাদ, হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির রায়পুরীর (র.) অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন অন্যতম প্রধান শিষ্য। যিনি পরবর্তীতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা, দীনের প্রচার-প্রসার ও সমাজ সংস্কার কাজে আজীবন নিয়োজিত থেকে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

---

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।
[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (র.) (১৮৭৯-১৯৫৭খৃ.)

ইমাম হুসায়ন (রা.)-এর বংশধর, প্রখর মেধা সম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম ও রাজনীতিবিদ ছিলেন মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী। মাওলানা কাশিম নানুতবীর চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ তাঁরই মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। দারুল 'উলূম দেওবন্দের 'আলিমদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম অসাধারণ আলিম। এ খ্যাতনামা 'আলিম ১৮৭৯ সালে ভারতের যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ব্যাঙ্গার মাউ-এর বিশিষ্ট মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ্ ছিলেন স্থানীয় একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। পিতা-মাতা উভয়েই ইমাম হুসায়ন (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করার পরে তিনি ১৮৯১ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। দীর্ঘ ৮ বছর অধ্যয়নের পর অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাওরা-এ হাদীস সফলভাবে সমাপ্ত করেন। তাঁর অনেক শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান। তাঁর নিকট তিনি মাধ্যমিক আরবী ব্যাকরণ, হাদীস, উচ্চ পর্যায়ের তাফসীর গ্রন্থ ও ইসলামি আইন শাস্ত্রের গ্রন্থ অধ্যয়ন করে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন।[৫৪]

মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে উপ-মহাদেশের শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ও আধ্যাত্মিক উস্তাদ রশীদ আহমদ গাংগুহীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চা সমাপ্ত করার পরে তিনি উস্তাদ রশীদ আহমদ গাংগুহীর খিলাফত লাভে ধন্য হন। অতঃপর তিনি পিতার সাথে মক্কা-মদীনায় গমন করে মক্কায় হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কীর সান্নিধ্যে কয়েক মাস অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভে ধন্য হন।[৫৫]

মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী ১৮৯৯ সালে মদীনায় তাঁর কর্মজীবনের শুভ সূচনা করেন এবং ১৯১৬ সাল পর্যন্ত মসজিদ-এ নুবুবীতে কুর'আন, হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের কারণে মদীনায় থাকাকালে তিনি মাল্টা কারাগারে কারারুদ্ধ হয়ে সেখানে প্রায় ৪ বছর কারারুদ্ধ থেকে ১৯২০ সালের ৮ জুন মাসে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'জামি'আ ইসলামিয়্যা' মাদরাসায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ৬ বছর দায়িত্ব পালন করেন। 'জামি'আ ইসলামিয়্যায়' দায়িত্ব পালন শেষে ১৯২৫ সালে তিনি দেওবন্দ মাদরাসার কর্তৃপক্ষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেওবন্দ মাদরাসায় শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেওবন্দ মাদরাসার তিনি ছিলেন ৫ম শায়খুল হাদীস। দেওবন্দ মাদরাসায় তাঁর শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে বুখারী ও তিরমিযী হাদীসের পাঠদান আরম্ভ হয়। মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী দেওবন্দ মাদরাসায় প্রায় ৩২ বছর শায়খুল হাদীস হিসেবে নিয়োজিত থেকে প্রায় ৪ হাজার ৪শ ৮৩ জন ছাত্রকে দাওরা-এ হাদীসের পাঠদান করেছেন।[৫৬] পাক-ভারত-বাংলাদেশে যে সকল প্রবীণ 'আলিম ও মুহাদ্দীসগণ হাদীস শিক্ষাদানে রত রয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন।

---

[৫৪] মাওলানা মুহাম্মদ কাযিম নদভী, মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৩ খৃ.), ১ম. খ., পৃ. ১৬৮।

[৫৫] মাওলানা আবুবকর সিদ্দীক, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন, (ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ১২২-১২৩।

[৫৬] সাইয়িদ মাহবুব রিয্ভী, দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস, অনুবাদঃ আবুল ফাতাহ মোঃ ইয়াহইয়া ও মাওলানা মুশতাক আহমদ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খৃ.), ১ম. ও ২য়. খ. পৃ. ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকতা ও রাজনীতির ফাঁকে ফাঁকে মাওলানা মাদানী কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'তাকরীর-এ বুখারী', 'তাকরীর-এ তিরমিযী', 'আশ্-শিহাবুছ ছাকিব', 'নাক্শ-ই হায়াত', 'মুত্তাহিদ', 'ঈমান ওয়া 'আমাল', 'কাওমিয়াত আওর ইসলাম', 'জামাল-ই মু'মিন', 'আসীব-এ মালটা', 'নাজমুদ্দীন ইসলাহী' ও 'মাকতুবাত-এ শায়খুল হিন্দ' প্রভৃতি।[৫৭] এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'তাকারীর-এ বুখারী' ও 'তাকরীর-এ তিরমিযী' হলো অমূল্য রচনা যা হাদীসশাস্ত্রের শিক্ষার্থীরা আজীবন মনে রাখবে।[৫৮] আজীবন অধ্যয়ন, শিক্ষকতা, রাজনীতি, সংগ্রাম, সাধনা ও ইসলামের সেবায় নিয়োজিত থাকার পর এ মহান জ্ঞান সাধক ও রাহবার ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ সালে ইনতিকাল করেন। দারুল 'উলূম দেওবন্দে মকবারা-এ কাশিমীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

'আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (র.) (মৃত্যু ১৯৫৩ খৃ.)

দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় যে সকল খ্যাতিমান লেখক, গবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ ও দূরদর্শী 'আলিম ছিলেন তাঁদের মধ্যে 'আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (র.) ছিলেন অন্যতম প্রধান। তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্ব ও সমকালীন যুগের শীর্ষ স্থানীয় বিখ্যাত সুসাহিত্যিক ও ইসলামি ব্যক্তিত্ব, ইসলামি চিন্তার বিখ্যাত ভাষ্যকার, স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সহযোগী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দিকনির্দেশনা প্রদানকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইতিহাস ঐতিহ্য ও তাহজিব-তামাদ্দুনের উপর তাঁর দৃষ্টি ছিল অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক। কুর'আনের জ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, সমাজ, বিজ্ঞান ও উর্দু সাহিত্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল সকলের নিকট প্রশংসনীয়। 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ ও অনন্য। কবি ও কাব্যের প্রতি তাঁর অসাধারণ ঝোঁক ও প্রবণতা ছিল। সে কারণে তিনি আরবী ও উর্দু উভয় ভাষায় কবিতা আবৃতিতে ছিলেন পারঙ্গম। তিনি ছিলেন ইন্দ্রজিৎ এক মহান জ্ঞান সাধক ও সুস্পষ্টভাষী, সত্য কথা তিনি সাবলিলভাবেই বলতেন অনায়াসে। তাছাড়াও তিনি ছিলেন আযমগড়ের দারুল মুসান্নিফীন-এর পরিচালক। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ লেখক ও গবেষক। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলঃ 'সীরাত-এ 'আয়শা', 'খুতবাত-এ মাদরাস', 'আরব ওয়া হিন্দকে তা'আল্লুকাত' এবং 'হায়াত-এ মালিক (র.)' তার লিখিত সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে 'সীরাতুন্ নবী'। এই বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, দূরদর্শী বিখ্যাত 'আলিম ১২ রবিউল আওয়াল, ১৩৭৩ হি. মুতাবিক ১৯৫৩ সালে করাচীতে ইনতিকাল করেন। এ মহান জ্ঞানসাধককে মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানীর কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়েছে।[৫৯]

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন

১৯৩৪ খৃ. আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁরই আপন মামাতো বোন সাইয়েদ আহমাদ সাঈদের কন্যা, শাহ যিয়াউন্নবীর পৌত্রী এবং মুন্সী সাইয়েদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের দৌহিত্রী নেক আখতারের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের খুতবা পড়েন নাদওয়ার শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান। বড় ভাই ডাঃ আবদুল আলী অত্যন্ত আন্তরিকতার ও ধুমধামের সাথে ছোট ভাইয়ের বৌভাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন,[৬০] যাতে করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর কোন ক্রমেই পিতার অভাব অনুভব না হয়। আবুল হাসান আলী

---

[৫৭] মাওলানা আবুবকর সিদ্দীক, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ১২৩-১২৬।

[৫৮] সম্পাদনা পরিষদ, হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ, (ঢাকাঃ প্রকাশনা বিভাগ, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ১৯৯৫ খৃ.), পৃ. ১০৬।

[৫৯] মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ১ম. খ., পৃ. ১৭৯-১৮০।

[৬০] 'আলমী সাহারা (পত্রিকা), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

আন্-নদভী চিরজীবনই নিঃসন্তান ছিলেন। ১৯৮৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রী নেক আখতার তৈয়েবুন্নেসা ইনতিকাল করেন।[৬১]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন সামগ্রিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী এক মহান পুরুষ। জাতি, ধর্ম, বর্ণসহ প্রায় প্রতিটি মানুষের নিকট তিনি ছিলেন অতুলনীয় আদর্শ। তাঁর মধ্যে মানবীয় যাবতীয় মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। যাঁরাই তাঁর সাথে মেলামেশা করেছেন, সম্পর্ক গড়েছেন, তাঁরা সকলে অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তিনি নবী করীম (স.)-এর সকল সুন্দর এবং প্রশংসনীয় মহৎ গুণাবলী নিজের জীবনে পালন করেছিলেন যা ছিল মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। এক কথায় বলা চলে তিনি নবী করীম (স.)-এর আদর্শের মূর্তপ্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬২]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (১৯১৪-১৯৯৯) ছিলেন একাধারে কুর'আনের জ্ঞানে জ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ, খ্যাতিমান শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আরবী সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক, ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক। তাঁকে বাহরুল উলূম বা জ্ঞানের-সাগর বললেও বেশী বলা হবে না। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর জীবনের ব্রতীই ছিল ইসলামি জ্ঞান চর্চা ও ধর্ম প্রচার। জীবনের সাধনা ছিল ইসলাম এবং মুসলিম জাতির সেবা করা। সমসাময়িক যুগে ইসলাম প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারকগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়।

ইসলাম ও জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সব সময় মুসলিম জাতির কল্যাণ কামনা করতেন। তিনি ইসলাম ও মুসলিম জাতির উন্নয়নের জন্য গভীর ভাবে ভাবতেন ও সদা সর্বদা ইসলাম ও মুসলিম জাতির উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকতেন। তাছাড়াও তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের সাথে দেখা করে তাদের দেশের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য দিক-নির্দেশনা দিতেন। কাউকে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করতে দেখলে তিনি বিচলিত হয়ে যেতেন এবং অকপটে দৃঢ় ভাষায় এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। তাই দেখা যায় আরবদের সাথে তাঁর চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় থাকা সত্ত্বেও মুসলিম জাতির অক্ষুন্ন স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তিনি আরব্য জাতিয়তাবাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তুর্কীদের সাথে চমৎকার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখানকার ইসলাম বিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতেও বিরত থাকেন নাই। ভারত সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে অনৈসলামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মিশ্রণ ঘটিয়ে মুসলিম সমাজকে অনৈসলামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে রূপান্তরের চেষ্টা চালালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বিভিন্ন সভা-সমাবেশে, বক্তৃতা এবং ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এবং তিনি এ মর্মে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলেন যে, প্রত্যেক ধর্মের সংখ্যালঘু লোকেরা স্বাধীনভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি পালন করবে। সরকার এর উপর কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।[৬৩]

---

[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৬।
[৬৩] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমাশীলতা ও উদারতা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল অন্তরের মানুষ। তিনি কখনও কাউকে কষ্ট দিতেন না, এটা ছিল তার অনেক গুনাবলীর মধ্যে একটি বিশেষ গুন। গুণটি তাঁর মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে, তাঁকে কেউ ঘৃণা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেও তিনি তার কোন প্রকার জবাব দিতেন না। এমনকি সাথীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা, অন্যদেরকে খারাপ জানা বা তাদের অকল্যাণ কামনা করার প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। এমনকি স্বীয় শত্রুদের নামও নিতেন না। তিনি অন্যদের ত্রুটি-বিচ্যুতিও খুঁজে বেড়াতেন না। অনেক সময় তাঁর অনুসারীবৃন্দ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যেতেন যে, তিনি হয়ত এ বিষয়ে বা বিরোধী ব্যক্তি বা শত্রু সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অথচ পরে বুঝা যেত তিনি সবকিছু জানতেন কিন্তু প্রকাশ করতেন না। তার এ ধরনের ক্ষমাশীল আচরণ ও দৃষ্টি ভঙ্গির কারণে তাঁর শত্রুরাও মিত্র হয়ে যেত।[৬৪]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির মানুষ। ইসলাম ও মুসলিম জাতির উন্নয়নে অংশগ্রহণকারী সকল শ্রেণী এেশার মানুষকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর নীতি ছিল যে, তিনি কারো সাথে মেলামেশা বা বন্ধুত্ব করার আগে তার মধ্যে কোন মৌলিক ত্রুটি আছে কি না তা পরীক্ষা করে নিতেন। আর তাদের মধ্যে কোন ভাল দিক বা ভালগুন থাকলে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং সেই ভাল দিকের মর্যাদা ও সম্মান করতেন। তাই তার সতীর্থ, অনুসারী ও অন্যান্যদের চিন্তাধারার মধ্যে তেমন কোন দূরত্ব বা দ্বন্দ্ব ছিল না। দারুল উলূম দেওবন্দ, জামি'আ সালাফিয়া বেনারস, মাজাহির উলূম সাহারানপুর, জমিয়তে 'উলামায়ে হিন্দ, জামায়াতে ইসলামি সহ অন্যান্য সংগঠনের গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, প্রচার-প্রচারনা ও তাদের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টাসমূহকে ইসলামের সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং ঐ সব সংগঠনের অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষকদের সাথে তিনি ভ্রাতৃত্বসূলভ আচরণ ও অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করতেন।[৬৫]

একনিষ্ঠতার মূর্ত প্রতীক

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন একনিষ্ঠতার মূর্ত প্রতীক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজ তিনি ন্যায় নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতেন। তিনি প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাকে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করতেন। আমরা তাঁর একনিষ্ঠ ন্যায় নিষ্ঠার প্রমাণ পাই ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও এর সাথে কথোপকথনের সময় যখন তিনি বলেছিলেন, 'রাওজী! সবচেয়ে বড় রাজনীতি হল ইখলাছের রাজনীতি।' তিনি অটল বিহারী বাজপেয়ীকে বলেছিলেন, 'অটলজী! খোদা পাকের কাছে কোন রাজনীতি চলে না, খুলুস চলে। খুলুসের সাথে কাজ করুন, সফলতা আপনার কদম চুম্বন করবে, উন্নতির রাস্তা খুলবে এবং বিজয় আর সফলতা আপনাদের নিত্য দিনের সঙ্গী হবে।' এভাবে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী একনিষ্ঠতা তথা খুলুসের অনুসরণের

[৬৪] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৫৩৩-৫৩৫.

[৬৫] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে জীবনের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতেন এবং রাষ্ট্রের শাসক থেকে শুরু করে সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে তা অনুসরণ করে জীবনে সফলতা লাভের উপদেশ দিতেন।[৬৬]

আত্মত্যাগী

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন আত্মত্যাগী এক মহান পুরুষ। তিনি আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও আত্মত্যাগের যে সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা মানব জাতির কাছে মূর্ত প্রতীক হয়ে অন্যদেরকে আত্মত্যাগী হওয়ার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে। ত্যাগই ছিল তাঁর জীবনের মহানব্রত। আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-বিলাস, ও চাওয়া-পাওয়ার লালসা তাঁকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারে নাই। আল্লাহ তাঁকে আমোদপ্রমোদ, ভোগবিলাস, ও ধন-সম্পদ ও পদের মোহ থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। তিনি জীবনে অনেক আন্তর্জাতিক পদ ও পুরস্কার পাওয়া সত্ত্বেও অতি সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করতেন। ভোগ-বিলাসিতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। মদীনা ও দামিশ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ বেতনের স্থায়ী চাকুরী গ্রহণ না করে ইসলাম প্রচার ও মানবতার স্বার্থে শুধু ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে পাঠ দান করেছেন। তিনি ১৯৮০ সালে প্রাপ্ত বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কারের দুই লক্ষ রিয়েল আফগানিস্তানের মুজাহিদ ও অসহায়দেরকে দান করেছেন। ১৯৮৯ সালে প্রাপ্ত দুবাই আন্তর্জাতিক পুরস্কারের অর্থ ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন। এমনকি তিনি ব্রুনাই সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থও মানবতার সেবা ও কল্যাণে দান করে দিয়ে নিজেকে ইসলাম ও মানবতার কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছেন।[৬৭]

বিনয়-নম্রতা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকলের সাথে নম্র ব্যবহার করতেন। এ কাজ আমি করেছি বা আমরা করেছি এ ধরনের শব্দ তার অভিধানে ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর চেয়ে ছোটদের সাথেও এমন ব্যবহার করতেন, যেন তাদের থেকে তিনি কিছু শিখছেন। তাছাড়াও তাঁকে বিচার করলে বুঝা যায় যে, তিনি শুধুমাত্র ভারতের সম্পদই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর জন্য এক মহা সম্পদ ও এক মহান ব্যক্তিত্ব। তার পরেও তিনি নিজের আচার-আচারণে কোন সময় তা প্রকাশ করতেন না। তাঁর খাদেম হাজী আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'আমি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাথে তাঁর বাড়িতে ও সফরে থেকেছি তাঁর থেকে কখনও অহংকার প্রকাশ পাইতে দেখিনি।'[৬৮]

অতিথিপরায়ণতা

অতিথিপরায়নণতা ছিল আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বংশগত বৈশিষ্ট্য। তাঁর নিকট প্রায়ই মেহমান অবস্থান করত। তিনি তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী আপ্যায়ন করাতেন। রায়বেরেলী ও নদওয়ায় তিনি প্রায়ই মেহমানদের সাথে খানা খেতেন। নদওয়ায় বেশ কয়েকজন উস্তাদও তার সাথে খানা খেত। কোন মেহমান এলে প্রথমেই চা-নাস্তার ব্যবস্থা করতেন। মেহমানদের খাওয়া-দাওয়া ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। একাধিক মেহমানের সেবা দানের জন্য একাধিক খাদেম নিয়োজিত করতেন।

---

[৬৬] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৫৫৩ ; আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

[৬৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ২১৭-২১৮।

[৬৮] মৌলভী মুহাম্মদ রমযান মিয়া, খুতবাত-এ 'আলী মিয়া (র.) (পাকিস্তানঃ দারুল ইশায়াত, করাচীঃ অক্টোবর, ২০০২ খৃ.), ১ম খ., পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

খাদেমের মাধ্যমে মেহমানদের বার বার খোঁজ-খবর নিতেন। মেহমানদের পথ খরচ আছে কিনা তা গোপনে জিজ্ঞেস করতেন এবং পথ খরচ দিতেন। কখনও কখনও জিজ্ঞেস না করেই মেহমানদের পথ খরচ দিয়ে দিতেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁর মেহমান হত এবং তাঁর মেহমানদারীতে খুশী হয়ে ফিরে যেত।[৬৯]

পরিচ্ছন্ন ও আড়াম্বরহীন জীবন যাপন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন পরিচ্ছন্ন ও আড়াম্বরহীন জীবন যাপনের এক অতুলনীয় আদর্শ স্বরূপ। প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পদ, নাম-ডাক ও যশ-খ্যাতির কোন প্রত্যাশা তিনি করতেন না। তিনি সব সময় পরিচ্ছন্ন, সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। লক্ষ্ণৌর যে গৃহে তিনি বসবাস করতেন; সেই গৃহের একটি অংশকে তিনি মেহমান খানা হিসেবে ব্যবহার করতেন। আর তাতে কোন প্রকার বিলাসিতার আসবাবপত্র ও চাকচিক্য ছিল না; দেশ-বিদেশের মেহমান আসলে তিনি সেখানে বসেই তাদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন।[৭০] তিনি সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত থাকলেও পোশাক-পরিচ্ছদে সর্বদা পরিপাটি এবং গৃহের সৌন্দর্য বর্ধনে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি চুল-দাঁড়ি বিন্যস্ত রাখতেন। তিনি সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবী, শেরওয়ানী এবং মাঝে-মাঝে পাগড়ীও পরিধান করতেন। তবে তিনি লৌকিকতার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করতেন না। তাঁর সকল কাজ ছিল ইসলামি শরিয়তের আওতাভূক্ত সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি।[৭১]

মানবতাবাদী

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন দুঃস্থ মানবতার সেবক। মানবের সেবা করা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ভূষণ। তিনি গরীব-দুঃখী ও সহায় সম্বলহীন মানুষদের সাহায্য করাকে কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি গরীব-মিসকীন এবং অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের কিছু সংখ্যককে যথাসম্ভব মাসিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা দান করতেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র হতে প্রাপ্ত পুরস্কারের বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি মানব সেবায় ব্যয় করেছেন। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তিনি হাসপাতালে কিংবা বাড়ীতে দেখতে যেতেন ও রোগীদের সেবা করতেন।[৭২] কেহ ইনতিকাল করলে তার জানাযা ও দাফন-কাফনে শরীক হওয়াকে তিনি দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করতেন।[৭৩]

---

[৬৯] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ২১৯।
[৭০] আর-রাঈদ (পত্রিকা), পৃ. ৭।
[৭১] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ২২২।
[৭২] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৫৩৮।
[৭৩] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ২২১।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন প্রেমিক

প্রতিদিনের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তিনি প্রতিদিন সকালে কমপক্ষে এক পারা করে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত করতেন। তিনি ছোট বেলায় পবিত্র কুরআন হেফয করার সুযোগ পাননি, তাই চল্লিশ বছর বয়সের পরে আস্তে আস্তে পবিত্র কুরআন হেফয করেন এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করতে থাকেন। তেলাওয়াতের সময় এরকম মনে হত যে, কুরআনে পাকের এক একটি শব্দ ও আয়াত তাঁর হৃদয়ের গহীনে প্রবেশ করছে। তিনি নফল নামাযে নিয়মিত কুরআন পড়তেন। হাঁড়িতে ভাত ফুটে যাওয়ার পর যে ধরনের আওয়াজ বের হয়, নামাযে কুরআন তেলাওয়াতের সময় হযরতের বুকের ভিতর থেকে ঠিক তেমন ধরনের আওয়াজ বের হত। জীবনের শেষের দিকে বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে যখন তাঁর তেলাওয়াত করার শক্তি কমে গিয়েছিল, তখন তিনি তাঁর কয়েকজন হাফেয ছাত্রদের নিকট থেকে প্রতিদিন পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শুনতেন।[৭৪]

কৃতজ্ঞপরায়ণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন একজন কৃতজ্ঞপরায়ণ মানুষ। তাঁর প্রতি কেউ কোন ইহসান বা উএশার করলে তিনি তা কখনো ভুলতেন না। বরং তিনি বার বার তা বিভিন্ন সভায় অকপটে পুনর্ব্যক্ত করতেন এবং আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতেন। তাঁর বড় হওয়ার মূলে যাদের আবদান রয়েছে তাদের কথা অকপটে স্বীকার করতেন ও আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতেন এবং অশ্রুসিক্ত হয়ে তাদের জন্য দোয়া করতেন।[৭৫]

বিভিন্ন বিষয়ে ইল্‌মের অধিকারী

বহুভাষাবিদ, লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ধারক, বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যে সমোজ্জ্বল অসাধারণ জ্ঞান নৈপুণ্যে ভরপুর দূরদর্শী ইসলামি চিন্তাবিদ, বহুমুখী প্রতিভার ভাস্বর আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মধ্যে সকল মৌলিক গুণাবলীর ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় ছিল। এ মহান জ্ঞান সাধকের মধ্যে যেমন ছিল ইল্‌ম তেমন ছিল ইশ্‌ক ও আল্লাহর মহব্বত। মাওলানা মুহাম্মদ সালিম কাসিমী বলেন, আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকালের পর বর্তমানে কারো মধ্যে এরূপ সমন্বিত গুণ আর দেখা যায়নি।[৭৬]

---

[৭৪] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৫৩৩-৫৪০।
[৭৫] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ২২৩-২২৪।
[৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

ব্যক্তি ও কর্ম জীবনে সফলতা লাভের অন্যতম প্রধান উপায় হলো পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তাদের আদেশ নিষেধ মেনে চলা। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর জীবনে পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল অপরিসীম। এক্ষেত্রে তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও নমুনা রেখে গেছেন। নিম্নের ঘটনায় তার উজ্জ্বল স্বাক্ষী বহন করে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী নিজের ভাষায় বলেনঃ '১৩৬৮ হিজরীর ঘটনা একদা একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পক্ষ হতে আমাকে দ্বিতীয় বার হজ্জ্ব করার দাওয়াত দেওয়া হয়। আমি পরের দিন প্রাতঃ ভ্রমনের সময় আমার পীর হযরত রায়পুরী (রহ.) এর খেদমতে বিষয়টি উত্থাপন করে তাঁর পরামর্শ প্রার্থনা করি। হযরত হঠাৎ বলে উঠলেন, আমি যদি নিষেধ করি তাহলে আপনার কি প্রতিক্রিয়া হবে? আমি বললাম, জ্বী না। হযরত আমার চেহারার দিকে তাকালেন। আলহামদুলিল্লাহ, চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না।'[৭৭] এখানেই সেই প্রসঙ্গের ইতি হল।

এছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর সমগ্র জীবন এভাবে অতিবাহিত করেছেন যে, তিনি কখনো শায়খ ও বড়দের ইজাযত ও অনুমোদন ছাড়া কখনো কোন কাজ করেন নাই। এই ভেবে আত্মপ্রতারণা এবং ওয়াসওয়াসার বশবর্তি হন নাই যে, এটাতো নেক কাজ, এটা তো দীনী ও ভাল কাজ তাই পরামর্শ ও অনুমতির কি প্রয়োজন![৭৮]

জামেয়া ইসলামিয়াঁ মদীনা মুনাওয়ারার পক্ষ থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে মজলিসে শূরার সদস্যপদ প্রদান করা হয়। তাছাড়াও 'রাবিতাতুল 'আলামিল ইসলামি' মক্কা মুকাররমার প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের সদস্যপদ তাঁকে দেওয়া হয়। এ দুটি পদ তাঁর জন্য যে কোন বিবেচনায় অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ছিল। আর এ দুটোই ছিল তাঁর জন্য প্রতি বছর একাধিকবার বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উপলক্ষও বটে। আর এ শাহী প্রস্তাবগুলো পেয়েছিলেন মহামান্য বাদশাহর পক্ষ থেকে। তা সত্ত্বেও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রথমে হযরত শায়খের পরামর্শ ও পরে তাঁর আধ্যাত্মিক উস্তাদ হযরত রায়পুরী (রহ.) এর ইজাযত গ্রহণ করেছেন।[৭৯]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যখন ইচ্ছা করলেন যে, নাদওয়ায় শিক্ষকতা করার জন্য কোন বেতন নিবেন না এমনিতেই দেশ ও জাতির খেদমত করে যাবেন, বরং জীবন-জীবিকার ব্যাপারে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবেন। কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে বরং পরামর্শ ও অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস এর খেদমতে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস বললেন, আমাদের আকাবিরের নীতি হল- জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তারা এ ধরনের পরামর্শ দিতেন না।[৮০] পরে একদিন মাওলানা ইলিয়াস আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে জিজ্ঞাসা করলেন, নাদওয়া আপনাকে কত বেতন দেয়? তিনি বললেন, ৫৪ টাকা মাত্র। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র মাওলানা ইলিয়াস খুব জোশ ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে লাগলেন, আবুল হাসান এমন হাজারো ৫৪ টাকাতো আপনার গোলামদেরই পায়ের তলে লুটোপুটি খাবে। এরপর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বেতন নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। এর ফলাফল পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে। সারকথা হলো শায়খের পূর্ণ ইত্তেবা, অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগত্যই ছিল

---

[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২৪।
[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২২৪।
[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।
[৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর জীবনে উন্নতি অগ্রগতি, সফলতা ও সম্মান সুখ্যাতির আসল রহস্য। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন, 'আজ আমাদের তালিবে 'ইলম এবং আহলে 'ইলম তবকায় রিজালের যে মহাদুর্ভিক্ষ, আদর্শ ও নমনার যে মহা সংকট দেখা দিয়েছে তার প্রধান কারণ হল- আমরা উস্তাদ, শায়খ ও মুরব্বীর হাতে নিজেকে সোপর্দ করতে পারি না। আমরা নিজেদের মতের উপর নির্ভর করে চলি। তাই অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে আমরা হারিয়ে যাই, কামিয়াবী ও সফলতার মুখ দেখতে পাইনা।'[৮১]

ধর্মনিষ্ঠতা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, কর্ম জীবন ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। ফরয, ওয়াজিবাত, সুন্নাত ও নফলসহ ইসলাম ধর্মের যাবতীয় অনুশাসন তিনি স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিতভাবে নিয়মিত পালন করতেন। কুর'আন তিলাওয়াত ছিল তাঁর নিত্য দিনের কাজ। প্রত্যেক দিন তিনি এক পারা কুর'আন তিলাওয়াত করতেন। ছোট বয়সে কুর'আন হিফ্য করার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি ৪০ বছর বয়সের পর আস্তে আস্তে পবিত্র কুর'আন হিফ্য করতে আরম্ভ করেন। তিনি নিয়মিত জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতেন। আযানের ১০/১৫ মিনিট পূর্বে নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন ও আযান শ্রবণ করা মাত্রই মসজিদে যাওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠতেন। প্রতিদিন রাতের শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ নামায ও ফজর নামাযের পূর্বে নিয়মিত আল্লাহর যিকরে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি নিয়মিত চাশতের সালাতও আদায় করতেন।[৮২] ভ্রমণকালীন সময়ে এবং অসুস্থ থাকা আবস্থায়ও তিনি মসজিদে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতে সচেষ্ট ছিলেন। ভ্রমণকালীন সময়ে বিছানা থেকে উঠা ডাক্তারের বারণ থাকা সত্ত্বেও তিনি জামা'আতের সাথে নামায আদায় করেছিলেন যা তাঁর ধর্মনিষ্ঠতা ও ধর্মভীরুতার পরিচয় বহন করে।[৮৩] জীবনের শেষ দিকে যখন কুর'আন তিলাওয়াত করতে অসামর্থ হয়েছিলেন, তখন তিনি হাফিয ছাত্রদের থেকে কুর'আন তিলাওয়াত শ্রবণ করতেন।[৮৪]

বহুমুখী গুণাবলীর আধার

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বহুমুখী গুণের অধিকারী ছিলেন। একই ব্যক্তির মধ্যে এত মহা মূল্যবান গুণের সমাহার ঘটেছে বর্তমান যুগে এমন ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। তিনি ছিলেন শরী'আতের পূর্ণ অনুসারী অনলবর্ষী বক্তা, দরদী শিক্ষক, হাদীসবিদ, ফকীহ, ইতিহাসবেত্তা, সুসাহিত্যিক, বহু ভাষাবিদ, লেখক, ধর্মপ্রচারক, সাধক, পর্যটক, সমাজসেবক, সমাজ দরদী, সমাজ সংস্কারক, যোগ্য পরিচালক, আদর্শবাদী, ও জিহাদের প্রেরণাদায়ক অনলবর্ষী বক্তা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত এক বহুমুখী জীবন্ত প্রতিষ্ঠান স্বরূপ।[৮৫] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ২২ বছর বয়সে হযরত আশরাফ আলী থানবী (র.) (১৮৬২-১৯৪৩ খৃ.) তাঁর নিকট আরবীতে অতি সম্মানসূচক বাক্য 'জামে'উল কামালাত' (সকল পরিপূর্ণতার অধিকারী) বলে সম্বোধন করে যে পত্র লিখেন যা তাঁর বহুমুখী যোগ্যতা ও প্রতিভার পরিচায়ক বলেই অনুভূত হয়।[৮৬]

---

[৮১] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ২২৩-২২৪; 'আলমী সাহারা, পৃ. ২৩-২৪।

[৮২] খুতবাত-এ 'আলী মিয়া (র.) ১ম. খ., পৃ. ৩৪।

[৮৩] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ২২০।

[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

[৮৫] মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী, বিশ শতকের সর্বশেষ বিশ্ববরেণ্য ইসলামি প্রতিভা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, (বাংলাদেশঃ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা, ১৭ জানুয়ারী-২০০০ খৃ.), পৃ. ১৩।

[৮৬] মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী, বিশ শতকের সর্বশেষ বিশ্ববরেণ্য ইসলামি প্রতিভা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ.১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বহু গুণের আঁধার ছিলেন আবুল হাসান আলী আন্-নদভী। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উম্মুল খাবীব হুসায়নী বলেন, তিনি (আল্লাহ্) তাঁকে যে স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করেছেন, তা সল্প পরিসরে বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা যায়, 'সৃজনশীলতায় তাঁর হৃদয় ছিল জমজমের পানির ন্যায় পুতপবিত্র, আকাশের মত উঁচু তাঁর মেধা, সূর্যের মত উঁচু তাঁর দৃষ্টি, সমুদ্রের মত প্রসারিত তাঁর জ্ঞান, মধুর মত মিষ্টি তাঁর ভাষা এবং ফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত তাঁর চরিত্র।'[৮৭] সে কারণেই বিভিন্ন মনীষীগণ তাঁর ভুয়শী প্রশংসা করেন। রিয়াদের প্রখ্যাত 'আলিম 'আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাবী তাঁকে মুসলিম বিশ্বের অনুকরণীয় আদর্শরূপে, মিসরের শায়খুল আযহার ড. 'আবদুল হালীম মাহমূদ তাঁকে ইসলামের আওয়াজরূপে, ফিলিস্তিনের প্রখ্যাত মুফ্তী আমীন হুসায়ন তাঁকে একনিষ্ঠ মু'মিনের ধারক-বাহকরূপে, ড. আহমদ ইউনুস মিসরী তাঁকে মনুষ্যত্বের পৃষ্ঠপোষক ও দিক-নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুদানের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ তাঁর কার্যক্রমকে আল্লাহ্র পছন্দনীয় কাজরূপে মুল্যায়ন করেন।[৮৮] সৌদি আরবের মজলিস-এ শুরার সভাপতি 'আল্লামা শায়খ আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম গাযাবী তাঁকে সুসজ্জিত ফুলের তোড়ারূপে, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী (র.) তাঁর রচিত 'ফিক্হুদ দা'ওয়াতি 'ইন্দা 'আল্লামা আবিল হাসান' শিরোনামের গ্রন্থে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল সংস্কারিক চিন্তা-চেতনা, সুযোগের সদ্ব্যবহারের গুণ, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা, গভীর অধ্যয়নের অভ্যাস, সুসাহিত্যিক ও সুক্ষ্মদর্শী এবং সচেতনতা, মু'মিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিশুদ্ধ ইসলামি 'আকীদার ধারক বাহক রূপে।[৮৯] ফলতঃ এসব গুণাবলীই তাঁর ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে পরিপূর্ণতার নিদর্শন বহন করে। বৈচিত্রময় এরূপ মূল্যবান গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ বর্তমান সভ্যতায় খুজে পাওয়া অত্যন্ত বিরল।

---

[৮৭] 'আলমী সাহারা, পৃ. ১৩।

[৮৮] মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ১ম. খ., পৃ. ১৯।

[৮৯] তাঁর হাতে প্রচুর সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর কর্মময় জীবন,তার ইসলামি জ্ঞান বিস্তার, আধ্যাত্মিকতা চর্চা, দীনের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন দেশ সফর ও দীন প্রতিষ্ঠায় নানামুখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তাবলীগ জামাআতের সাথে সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা।

শিক্ষকতা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৩৪ খৃ. প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করে দারুল 'উলূম লক্ষ্ণৌতে শিক্ষকতার কাজে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের আনুষ্ঠানিক শুভসূচনা করলেও প্রকৃত পক্ষে তার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৪ খৃ. লেখাপড়া শেষ করারও অনেক আগে। ১৯৩২ খৃ. মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর তত্ত্বাবধানে লক্ষ্ণৌর দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে 'আয্-যিয়া' নামে একটি আরবী পত্রিকা বের হত। মাওলানা মাসউদ 'আলম নদভী ছিলেন এ পত্রিকার সম্পাদক। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সে পত্রিকায় সহযোগী ও অবৈতনিক লেখক হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৩৪ খৃ. নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌর শিক্ষক তাকীউদ্দীন হেলালী নাদওয়া ত্যাগ করে ইরাক চলে গেলে মাওলানা মাসউদ 'আলম নদভীও ইরাকে তাঁর নিকট চলে যান। ফলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উপর পত্রিকা সম্পাদনার যাবতীয় দায়িত্ব পরে যায়। পত্রিকা সম্পাদনার কাজে তাঁর জন্য মাসিক ৪০ টাকা সম্মানী ধার্য করা হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি নাদওয়াতুল 'উলামায় শিক্ষক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। অতঃপর ১২ জুলাই ১৯৩৫ খৃ. উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি তাফসীর, হাদীস, আরবী সাহিত্য, ইতিহাস এবং যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ দান করতেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দা'ওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে গভীর মনোযোগ সহকারে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৪ খৃ. প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যাপনা ত্যাগ করে গ্রন্থ রচনা, তাবলীগ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত হন। এবং গ্রন্থ রচনা, তাবলীগ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকে পরেন। তিনি আজীবন তাবলীগের কাজের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। জাতির এ মহান দিক-নির্দেশক আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খৃ. মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ করে পরপারে চলে যান।[৯০]

তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট কয়েকজন

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য শিষ্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যারা ছিলেন 'আলিম, বুদ্ধিজীবী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করা সত্ত্বেও চিঠিপত্র মারফত তাঁর সাথে সবসময় যোগাযোগ করে সবক ও পরামর্শ নিতেন এবং তার দিকনির্দেশনা মেনে চলতেন। তিনি তার

[৯০] মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ১ম. খ. পৃ. ১৮-২০।

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য শিষ্যদের মধ্য থেকে অনেককেই খিলাফত দান করেছিলেন। তবে তিনি সাধারণভাবে বিষয়টি অন্যদের নিকট থেকে গোপন রাখতেন। ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের বিষয়টি প্রায়শঃ গোপন থাকত। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর খলিফাগণের অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের অবস্থা এবং তাঁর নিকট থেকে খিলাফত লাভের বিষয়টি জনসাধারণের নিকট গোপন রাখতেন। নিম্নে তাঁর খলিফার কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা করা হলোঃ

১. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ওলী নূরৎ, জেদ্দা;
২. ড. 'ইবাদুর রহমান;[৯১]
৩. শায়খ 'আবদুল করীম সুলায়মান, মিসর;[৯২]
৪. মাওলানা 'আবদুর রশীদ নু'মানী, পাকিস্তান;[৯৩]
৫. হযরত মাওলানা আবু সাঈদ ওমর আলী, বাংলাদেশ;[৯৪]
৬. হযরত মাওলানা জুলফিকার নদভী, বাংলাদেশ;[৯৫]
৭. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, বাংলাদেশ;[৯৬]
৮. হযরত মাওলানা 'আলী আদম নদভী, দক্ষিণ আফ্রিকা;
৯. হযরত মাওলানা সা'ঈদ বানু, দক্ষিণ আফ্রিকা;
১০. ড. সায়্যিদ ফখরুদ্দীন, আওরঙ্গবাদ, ভারত;
১১. হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দীকী ফুলতী, মুজাফ্ফর নগর, ভারত;
১২. হযরত মাওলানা 'ওমর লাদাখী, কাশ্মীর;
১৩. হযরত মাওলানা জহুরুল হাসান নদভী, বাদায়ুন, ভারত;
১৪. হযরত মাওলনা 'আবদুল মান্নান লাহোরী, পাকিস্তান;
১৫. হযরত মাওলান ইউনুস পালনপুরী, ভারত;
১৬. হযরত মাওলানা 'আবদুল 'আযীয রায়পুরী, ভারত;
১৭. হযরত মাওলানা 'আবদুল মুগীছী, মীরাঠ, ভারত;
১৮. হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন, বিহার, ভারত;
১৯. হযরত মাওলানা আহমাদ লাট নদভী, ভারত; এবং
২০. হযরত মাওলানা 'আবদুল্লাহ্ হাসানী নদভী, ভারত।
২১. হযরত মাওলানা 'আবদুল করীম পারেখ, নাগপুর, ভারত;
২২. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ রাবি' হাসানী নদভী, লক্ষ্ণৌ, ভারত;
২৩. শায়খ 'আবদুল ওয়াহ্হাব যায়িদ হালাবী নদভী, কোরিয়া;[৯৭]

তাবলীগ বা দা'ওয়াতী কার্যক্রম

ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং তথাকথিত সংস্কৃতিক বিপ্লবের আগ্রাসনের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিম বিশ্বে বিপর্যয় দেখা দেয়। বিশেষ করে ১৮৫৭ সলে মুসলমানদের আযাদী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাজয়ের পর উপ-মহাদেশে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের অবস্থা

[৯১] তিনি মক্কাস্থ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
[৯২] তিনি মিশরের যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিস।
[৯৩] তিনি পাকিস্তানের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস।
[৯৪] ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইসলামি বিশ্বকোষ প্রকল্পের পরিচালক।
[৯৫] তিনি চট্টগ্রামস্থ 'দারুল মা'আরিফ-এর শিক্ষক।
[৯৬] ঢাকার মিরপুরের 'মাদরাসা দারুর রাশাদ'-এর অধ্যক্ষ।
[৯৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ৫১৪-৫১৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ সংকটময় মুহূর্তে 'উলামা-মাশায়িখ ও সমাজসেবীদের যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় হিমশিম খেতে হয়। এ সংকটময় মুহূর্তে যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ও মুসলমানদের রক্ষা করতে দেওবন্দ আন্দোলনের মাধ্যমে, মাওলানা কাশেম নানুতবী 'আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে স্যার সৈয়দ আহমদ নিজ নিজ চিন্তাচেতনা বাস্তবায়ন ও রাজনৈতিক দূরদর্শীতার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। আর তাদের সাথে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ 'আলী মুংগেরী (র.) যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় যে কর্মসূচী ও রূপরেখা প্রণয়নের সূচনা করেছিলেন, নাদওয়াতুল 'উলামা সংস্থা ও দারুল 'উলূম লক্ষ্ণৌর 'উলামা এবং অবশেষে সেই সংগ্রাম ও আন্দোলন আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দা'ওয়াতী কার্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। আলী হাসান 'আলী আল-নদভীর গ্রন্থ রচনা ও দীনী দা'ওয়াত কার্যক্রম উভয় প্রকার কাজের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেন।[৯৮]

১৯৩৯ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ' প্রকাশিত হলে তিনি গ্রন্থখানি বিখ্যাত আলিম ও আল-ফুরকান পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মানযুর নোমানীর নিকট পাঠিয়ে দেন। মাওলানা মানযুর নোমানী কিতাবখানি পড়ে খুবই মুগ্ধ হয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর নিকট পত্র লিখে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করে একটি নতুন দীনী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর এক বিশেষ বন্ধু হাজী আবদুল ওয়াহেদসহ পরামর্শ করার জন্য নোমানী সাহেবের সাথে মিলিত হন। পরামর্শ শেষে তারা এ বিষয়ে একমত হন যে, তাঁরা প্রথমে কয়েকটি দীনী কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন এবং সে সকল স্থানের কোন দাওয়াতী কাজের উপস্থাপনা ও ধরণ তাঁদের পছন্দমত হলে তাঁরা সেই দাওয়াতী কাজেই সহযোগিতা করবেন এবং তাদেরকে পরিবর্তিত যুগের নতুন চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহ ও অনুপ্রাণিত করবেন। এ মহান উদ্দেশ্যেকে সামনে নিয়ে তাহারা সাহারানপুর, দেওবন্দ, থানাববন, রায়পুর, নিযামুদ্দীন, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের দীনী প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার প্রোগ্রাম গ্রহন করেন।[৯৯]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ইসলামের দা'ওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভ্রমণ করে সেখানকার প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং দা'ওয়াতী কার্যে সফলতা লাভের জন্য নতুন ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রয়োজন এ বিষয়টি চরম ভাবে অনুভূত হওয়ায় তিনি নতুন ধর্মীয় নেতৃত্ব অনুসন্ধানে ব্রতী হন। দা'ওয়াতী কাজের ধারাবাহিকতায় কয়েক মাস পূর্বে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের দাওয়াত ও তাবলীগের উপর মাওলানা মওদুদী একটি শক্তিশালী প্রবন্ধ মাসিক 'তর্জমানুল কুরআন' পত্রিকায় 'একটি গুরুত্বপূর্ণ দীনী আন্দোলন' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব মওদুদী স্বয়ং নিযামুদ্দীন ও মেওয়াত সফর করে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি নিজে কিছু পরামর্শ দিয়ে এই দীনী প্রচেষ্টার পরিচয় করিয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, বিশেষ করে পশ্চিম সভ্যতা ও জীবনদর্শন এবং বস্তুবাদের সমালোচনায় মাওলানা মওদূদীর ক্ষুরধার লেখনী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে। এবং সমসাময়িক হওয়ার সুবাদে জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদীর প্রতি আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সুধারণা পোষণ করতেন।[১০০]

---

[৯৮] দর্শন ও প্রগতি, পৃ. ৫৫-৫৬।

[৯৯] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১০১-১০৩।

[১০০] সাহওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ১৭৯-১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে ১৯৪০ সালের দিকে তাদের মধ্যে পত্র যোগাযোগ আরম্ভ হয়। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সে সূত্র ধরেই ১৯৪১ খৃ. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) (মৃ. ১৯৭৯) প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দা'ওয়াতী কাজ আরম্ভ করেন এবং জামায়াতে ইসলামির অনেক কর্মসূচীতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অংশগ্রহণ করতে থাকেন। কিছুদিন পর জামায়াতে ইসলামির সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি দেখা দেয়।[১০১] ফলে তিনি মাওলানা মওদূদীকে পরিত্যাগ করে 'আবদুল কাদির রায়পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইসলাম প্রচারক যেমনঃ মাওলানা ইলিয়াছ (র.), হযরত আশরাফ 'আলী থানবী (র.), মাওলানা ইউসুফ হাসান (র.), মাওলানা 'আবদুল কাদের রায়পুরী (র.), প্রমুখ মনীষীগণের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁদের সাথে ইসলামি দা'ওয়াত ও ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখেন ।[১০২]

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের ব্যাপারে 'আবদুল কাদির রায়পুরীর দিক-নির্দেশনা পেয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রায়পুর থেকে দেওবন্দ হয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হন। অতঃপর সেখান থেকে মাওলানা ইলিয়াছের দাওয়াত ও তাবলীগ কাজের ব্যবস্থপনা দেখার জন্য মেওয়াত ভ্রমণ করেন। মেওয়াতে মাওলানা ইলিয়াছের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের পদ্ধতি দেখে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে যান। অবশেষে মাওলানা ইলিয়াছের তাবলীগী নীতি অবলম্বন করে সংস্কার আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। সে ধারাবাহিকতায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের শুরুতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের অংশ হিসেবে 'জামে'আ মিল্লিয়া'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং 'دعوت اور مذهب وتمدن' শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে সমাজ ও ধর্ম, সংস্কৃতির মূলভিত্তি কি, ধর্ম না থাকলে জীবন ও সংস্কৃতির কি বিপত্তি দেখা দিতে পারে সে বিষয়, এছাড়াও বুদ্ধি, আকল, ইন্দ্রিয়, দর্শন ও ধর্ম দর্শনের স্বরূপ বোধগম্য করার প্রয়াস চালান এবং জীবন ও জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেন। মানব জাতির সমস্যার সমাধানে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার প্রবন্ধে তিন প্রকার[১০৩] তামাদ্দুনের কথা উল্লেখ করে মানব জাতির সমস্যার সমাধানে নুবুওয়ত ও রিসালাতের সর্বাধিক গুরুত্বের দৃঢ় বর্ণনা করেন। পরিশেষে মহানবীর শিক্ষা ও মানব জীবনে এর গুরুত্ব এবং ইসলামি জীবন বিধানের বৈশিষ্ট্য চমৎকার ভাষায় তুলে ধরেন।[১০৪] তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের প্রভাব এতই গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে, এ প্রবন্ধ উর্দু, 'আরবী[১০৫] এবং ইংরেজী[১০৬] ভাষায় অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।[১০৭] পেশোয়ারে গিয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রথমেই আরবী ভাষায় কথোপকথনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছিলেন এবং পেশোয়ারের সীরাত বিষয়ক কমিটির সচিব 'আব্দুর রশীদ আরশাদের সাথে সাক্ষাত করে সেখানে অনুষ্ঠিত সীরাতুন্নবী সম্মেলনে সীরাত বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। তার বক্তব্য ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং তার এ বক্তব্যের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ফলে যুব সমাজ তাঁকে স্বাগত জানায়, পেশোয়ারে দীনী পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অনুসারীদের দ্বারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অব্যাহত ভাবে চালু থাকে। তাবলীগ ও দা'ওয়াতী কাজ পরিচালনা করার লক্ষ্যে তিনি ভারতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতেন। ইসলাম ও মুসলীম জাতির কল্যাণ কামনায় তিনি ছিলেন সব সময় বিভোর ও প্রস্তুত। ইসলাম ও মুসলীম জাতির উপর কোন বিপদ বা কোন স্থানে হামলা হলে তিনি ছুটে যেতেন সে স্থানে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করতেন ও পরামর্শ দিতেন।[১০৮]

---

[১০১] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ১০২।

[১০২] সাহওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ১৮০-১৮১।

[১০৩] ক. حسى تمدن, খ. عقلى تمدن এবং গ. اشر اقة تمدن কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ২৪৭-২৪৮

[১০৪] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ. ২৪৭-২৪৮; সাহওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ১৮০-১৮১।

[১০৫] 'আরবী সংস্করণটি শামসুল হক নদভী কর্তৃক অনুদিত হয়ে "بين الدين و المد نية " শিরোনামে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

[১০৬] ইংরেজী সংস্করণটি RELIGION AND CIVILIZATION শিরোনামে সায়্যিদ মুহীউদ্দীন কর্তৃক অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

[১০৭] কারওয়ান-এ যিন্দিগী ১ম. খ, পৃ. ২৪৯।

[১০৮] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ২০৪-২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার, প্রচার-প্রসার ও ইসলামি দাওয়াতের পয়গাম নিয়ে স্বদেশ ও বহির্বিশ্বে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এর পুরো জীবনটাই ছিল ভ্রমণ। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে কোন প্রকার বিলম্ব না করে যেখানেই প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানেই ছুটে গেছেন। মুসলিম জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর ভ্রমণ কেবল ভরতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা; বরং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও শহরে তাঁর সফর অব্যাহত ছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে বহির্বিশ্বে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর প্রধান প্রধান দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হল।[১০৯]

সৌদি আরব ভ্রমণ (১৯৪৭)

হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (র.)-এর ইনতিকালের পর আরব বিশ্বের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে দা'ওয়াতী কাজের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিযামুদ্দীন মারকায হতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে সৌদি আরবে পাঠানো হয়। তিনি ১৯ জুলাই ১৯৪৭ খৃ., জেদ্দা পৌছেন। সৌদি আরব গিয়ে তিনি সর্ব প্রথম মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং পবিত্র কা'বা শরীফের ইমাম সায়্যিদ কুতুবের (১৯০৬-১৯৬৬ খৃ.) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলাম প্রচারের উন্নতি-অগ্রগতি ও তৎকালীন বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময়ে তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন মাওলানা ইলিয়াছ (র.)-এর পুত্র মাওলানা ইউসুফ (র.) (১৩৩৫-১৩৮৫ হি.)।[১১০] এ সময় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ব্যাপকভাবে সংস্কার কাজে জড়িয়ে পড়েন এবং শেখ মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল ওহাব (র.) (১১১৫-১২০৬ হি.)[১১১]-এর পৌত্র শেখ 'ওমর ইব্ন হাসানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আরব সমাজে সংস্কার কার্যক্রম জোরদার করেন ও এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন। এ সফর তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর সংস্কারমূলক বক্তব্য আরবের ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যিক সাংবাদিক শিক্ষিত সমাজ ও সুধীজনদের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।[১১২]

মিসর ভ্রমণ (১৯৫১)

২০ জানুয়ারী ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মিসর ভ্রমণে যান।[১১৩] মিসরের দারুল 'উলূম ইনস্টিটিউটে 'আল্লামা ইকবাল ও তাঁর কবিতা' এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইকবালের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ মানুষ' বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাছাড়াও তিনি এ ভ্রমণেই 'ইসমা'ঈ ইয়া মিসর! 'শিরোনামে প্রবন্ধ

---

[১০৯] 'আলমী সাহারা, পৃ. ১৪-১৫

[১১০] ড. মুহাম্মদ ইজাজ আল খাতিব, লামহাতুন ফিল মাকতাবাতি ওয়াল বাহছি ওয়াল মাছাদিরি, (বৈরুতঃ মুয়াসসাতুর রিসালা, ১৯৮৬ খৃ.), ১১তম. সং, পৃ. ২৪০।

[১১১] ড. মুহাম্মদ ইজাজ আল খাতিব, লামহাতুন ফিল মাকতাবাতি ওয়াল বাহছি ওয়াল মাছাদিরি, পৃ. ২৪০-২৪১।

[১১২] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, হেজ্জায-এ মুকাদ্দাস আওর জাযীরাতুল 'আরব (করাচীঃ মজলিস-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.) পৃ.২৫।

[১১৩] কারওয়ান-এ- যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন করেন।[১১৪] আয়োজিত সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার বক্তব্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ, জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত সমাজ ও কবি সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।[১১৫]

সুদান ভ্রমণ (১৯৫১)

অতঃপর মিসর থেকে ৭ জুন ১৯৫১ খৃ. সুদানের রাজধানী খার্তুমের উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং সেখানে ১০ দিন অবস্থান করে দীন প্রচার বিষয়ে মত বিনিময় করেন ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন।[১১৬]

সিরিয়া ভ্রমণ (১৯৫১)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২২ জুন ১৯৫১ খৃ. সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[১১৭] সিরিয়ায় ভ্রমণকালে ২৩ জুলাই ১৯৫১ খৃ. দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিন সমস্যার কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করা ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনে[১১৮] বক্তব্য প্রদান করে সিরিয়াবাসীকে সচেতন করার চেষ্টা করেন।

মক্কা ভ্রমণ (১৯৫১)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১২ আগষ্ট ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া থেকে মক্কা শরীফে আসেন এবং প্রায় ৫ মাস অবস্থান করেন।[১১৯] এ সময় সৌদি রেডিও থেকে তাঁর একাধিক বক্তব্য প্রচার করা ছাড়াও বক্তব্যের মাধ্যমে আরব বিশ্বে 'আল্লামা ইকবালকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আরব যুব সমাজকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান।[১২০]

সিরিয়া ভ্রমণ (১৯৫৬)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ড. মুস্তফা সাবায়ীর আমন্ত্রণে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রাণবন্ত আলোচনা করেন।[১২১]

লেবানন ভ্রমণ (১৯৫৬)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দামেস্ক সফরের এক ফাঁকে ৪-১১ এপ্রিল ১৯৫৬ খৃ. লেবানন ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেন ও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।[১২২]

তুরস্ক ভ্রমণ (১৯৫৬)

লেবানন ভ্রমণ শেষ করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১২ জুন ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক ভ্রমনে আসেন এবং 'ঈমান নবায়নের প্রয়োজনীয়তা' মর্মের শিরোনামে ভাষণ প্রদান করেন।[১২৩]

---

[১১৪] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, ইসমা'ঈ ইয়া মিসর। (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৯-১০।

[১১৫] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (রহ.), পৃ.২৪৪।

[১১৬] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৭৫; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৩৭২-৩৭৩।

[১১৭] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৩৮৩।

[১১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯-৪০০।

[১১৯] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.) পৃ. ২৫০।

[১২০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৩৯২।

[১২১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪০; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ২৭১-২৭৩; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৪১৮-৪২৯।

[১২২] ....

Dhaka University Institutional Repository

বাগদাদ ভ্রমণ (১৯৫৬)

তুরস্ক থেকে দেশে ফিরার পথে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বাগদাদ ভ্রমণ করেন। বাগদাদে ৩ দিন অবস্থান করে 'আযমতে ঈমান ওয়া আখলাক' অর্থাৎ 'ঈমান ও আখলাকের সংকট' শিরোনামে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন।[১২৪]

পাকিস্তান ভ্রমণ (১৯৫৩)

খতমে নবুওয়্যত আন্দোলনের কারণে পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভাল না থাকায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রথম বার ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে দিল্লী থেকে ফিরে আসেন। এরপর ১৯৫৪ সালের মে মাসে তিনি তাঁর পীর ও মোর্শেদ মাওলানা রায়পুরীর সাথে পাকিস্তানে রমযান অতিবাহিত করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শৈশব, যৌবন, ইলমী ইস্তেফাদা এবং রূহানী পিপাসা মিটাবার অনেক স্মৃতি জড়িত ছিল এ শহরটির সাথে। ১৯৫৫ সালে তিনি আবার দ্বিতীয় বার লাহোর সফর করেন।[১২৫]

মিসরে তাবলীগের প্রচার ও প্রসার (১৯৫৬)

পঞ্চাশের দশক ছিল ব্যাপক ইসলামি দাওয়া ও তাবলীগ কার্যের সময়। এ সময় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাবলীগ কাজের মিশন স্বদেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশে ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হতে থাকে। অতীতে তাবলীগ কার্যক্রম কেবল মক্কা-মদীনায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মিশন ব্যাপক বিস্তার লাভ করতে থাকে। তিনি মিসরে গিয়ে ড. ত্বহা হুসাইন, 'আব্বাস মাহমুদ ড. আহমাদ আমীন, ও ড. মুহাম্মদ হুসাইনের মত খ্যাতিমান সাহিত্যিক ব্যাক্তিত্বদের সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। এ সময়ে তিনি 'আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারাকে তাদের নিকটে পরিচয় করিয়ে দেন।[১২৬] তিনি মিসরে মাত্র ৬ মাস সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করে সকল শ্রেণী এেশার মানুষের মধ্যে নতুন জীবনের প্রেরণা যোগাতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১২৭]

সুদান ভ্রমণ (১৯৫৭)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সর্বপ্রথম আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য সুদান ভ্রমণ করে সুদানী মুসলিম ভাইদেরকে ইসলামের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেন।[১২৮] তাঁর সংস্কার কার্যক্রম সুদানী আধুনিক শিক্ষিত মানুষ, ছাত্র-শিক্ষক ও সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।[১২৯] মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী (র.) আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর তাবলীগ কার্যের অগ্রগতি দেখে ভূয়শী প্রশংসা করে তাঁর জন্য দু'আ করেন।[১৩০]

---

[১২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯-৪০০।

[১২৪] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৭৯

[১২৫] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৪৩২।

[১২৬] আল্লামা সাইয়েদ আবুল আবুল হাসান আলী নাদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৭৪।

[১২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

[১২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

[১২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

[১৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

মায়ানমার ভ্রমণ (১৯৬০)

১৮ ডিসেম্বর ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মায়ানমারের ইয়াংগুন সফরে গিয়ে সেখানে একমাস অবস্থান করে ইসলাম সংরক্ষণ ও এর প্রচার-প্রসারে বার্মার মুসলমানদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

কুয়েত ভ্রমণ (১৯৬২)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৬২ সালের ২৪শে জানুয়ারী মাসে কুয়েত সফরে গিয়ে তিন সপ্তাহ অবস্থান করেন। এ সফরে তিনি কুয়েতের বড় বড় মসজিদে জুম'আর খুতবা প্রদান করে আরব সুধী সমাজের সামনে মানুষদের দায়িত্ব কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন।[১৩১]

আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডান ভ্রমণ (১৯৭৩)

রাবেতা 'আলমে ইসলামির প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৭৩ সালে বিশ্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ তথা আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া ও ইরাক ভ্রমণ করেন। তার এ ভ্রমণ শুরু হয়েছিল ৪ঠা জুন এবং ভ্রমণ শেষ হয়েছিল ২০শে আগষ্ট, ১৯৭৩। তার এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সামনে রাবেতার পরিচিতি তুলে ধরাসহ মুসলমানদের সাধারণ অবস্থা, তাদের সংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করা। বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ শায়খ 'আবদুল্লাহ বিন বায উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।[১৩২]

ইউরোপের বিভিন্ন শহর ভ্রমণ (১৯৬৩)

ড. সা'ঈদ রামাদানের আহ্বানে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রথম বারের মত ইউরোপ সফর করেন। ইউরোপের জেনেভায় অবস্থিত ইসলামিক সেন্টারের পরামর্শ সভায় তিনি উপস্থিত হন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন শহর যেমন লন্ডন,[১৩৩] প্যারিস, গ্লাসকো, কেমব্রিজ, স্পেনের মাদ্রিদ, সিরিয়া, কর্ডোভা ও গ্রানাডা সফর করেন। কেমব্রিজ, প্যারিস, লন্ডন, গ্লাসকো ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার বিজ্ঞ কয়েকজন শিক্ষকমণ্ডলী প্রাচ্যবিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। এ সফরে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যায়ে 'বাইনাস শিরক্বে ওয়াল গারবে'[১৩৪] শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। এ ভ্রমণ কালে তাঁকে সম্মানজনকভাবে বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী এবং ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও তিনি জেনেভা ইসলামি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অক্টোবর, ১৯৬৪ দ্বিতীয়বারের মত ইউরোপ ভ্রমণ করেন। এ ভ্রমণে তিনি জার্মানীর বার্লিন, মিউনিখ ও বন শহর পর্যবেক্ষণ করে সেখানকার লোকদের কৃষ্টি-

---

[১৩১] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৮০।

[১৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৪৭৯।

[১৩৩] তিনি ১১ অক্টোবর ১৯৬৩ খৃ. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন হলে مغرب کی نام مشرق کا بیغام انسانیات শিরোনামে বক্তব্য প্রদান করেন। খুতবাত-এ 'আলী মিয়া র., ২য়. খ., পৃ. ২৫৯।

[১৩৪] প্রবন্ধটির ইংরেজী সংস্করণ SPEAKING PLAINLY TO THE WEST এবং উর্দু সংস্করণটি مغرب سی صاف صاف باتیں শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কালচার সম্পর্কে অবগত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করে[১৩৫] ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রাদান করেন। জার্মান ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে তিনি ইস্তাম্বুলে একদিন এবং তিন দিন দামেস্কে অবস্থান করেন।[১৩৬] এবং এপ্রিল, ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সম্মেলনে যোগদান করে সম্মেলন সমাপ্তির পরে তিনি দেশে ফিরেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পাসপোর্ট আটক (১৯৬৬)

১৯৬৬ সালে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক তার পাসপোর্ট ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পযর্ন্ত আটক রাখার কারণে তিনি উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেননি।[১৩৭] এই দীর্ঘ সময়ে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।

'নাদিউল ওয়াহদাতার রিয়াদি' সম্মেলনে যোগদান (১৯৭৬)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী নভেম্বর, ১৯৭৬ সালে মদীনায় গমন করেন এবং ৬ নভেম্বর ১৯৭৬ সালে মদীনায় 'নাদিউল ওয়াহদাতার রিয়াদি'-এর আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। একই ভ্রমণে ১৭ নভেম্বর ১৯৬৮ সালে তিনি কুয়েতে যান এবং সেখানে দু'দিন অবস্থান করেন।

ইউরোপ সফর (১৯৬৯)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৬ এপ্রিল, ১৯৬৯ সালে জামি'আয়ে ইসলামিয়ার কমিটির বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য মক্কা-মদীনায় যান। তিনি ৬ জুন, ১৯৬৯ সালে পুনরায় ইউরোপের জেনেভায় যান। জেনেভায় কিছুদিন অবস্থানের পর জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন এরং সেখানকার লীডস, ম্যানচেস্টার, ও বার্মিংহামসহ বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি লীড্স ও বর্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাত করে তাঁদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করেন। ব্রিটেনের এ সকল স্থানে উপস্থাপিত বক্তব্যে তিনি সেখানকার মুসলমানদেরকে ইসলাম প্রচার-প্রসার ও পারস্পরিক কল্যাণ-মঙ্গল সাধনে ভূমিকা রাখার এবং মুসলিমদের স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে একে অপরের সাথে সহযোগীতা করার পরামর্শ দেন। ১৩ জুলাই, ১৯৬৯ সালে তিনি ইউরোপ সফর শেষ করে ভারতে ফিরে আসেন।[১৩৮]

নাদওয়ার মেহমানখানায় (১৯৬৯)

ইউরোপ সফর শেষে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অতীতের সহপাঠি ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ, দীনের প্রচার-প্রসার ও গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার মেহমানখানায় কিছু দিন অবস্থান করেন। এ

---

[১৩৫] তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্যটি 'আযীম জার্মান কাওম কে নাম' শিরোনামের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ বক্তব্যটি উপস্থাপনকালে জার্মান ভাষায়ও অনুদিত হয় এবং শোনানো হয়। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৪৯৪।

[১৩৬] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ২৯২-২৯৪; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৪৮৭-৪৯৬।

[১৩৭] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, তা. বি.), ২য়. খ., পৃ. ৫৫।

[১৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়াও সেখানকার ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় আলিম-উলামা ও স্থানীয়লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও তাদের সাথে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।[১৩৯]

'মাদরাসা-ই ছানুবিয়া'য় বক্তব্য (১৯৬৯)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে মক্কা-মদীনা সফরে যান এবং 'মাদরাসা-ই ছানুবিয়া'য় বক্তব্য দেন। তাঁর বক্তব্যের আলোচ্য বিষয় ছিল المیه فلسطین سی تین سبق এবং إن شانئك هو الأبتر এ আয়াতের[১৪০] আলোকে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বীদের চ্যালেঞ্জ সর্বদা ব্যর্থই হয়ে থাকে। তাঁর মতে ابتر শব্দটি দ্বারা কেবল বংশগত বিচ্ছিন্নতাই বুঝায় না; বরং ব্যাপক অর্থে অশুভ শক্তি, ক্ষমতা, ব্যর্থতা, অপমান-লাঞ্ছনাকেও বুঝায় বলে মত প্রকাশ করে তিনি আরো বলেন, ধর্মহীন ও ভ্রষ্ট নেতৃত্ব সর্বদা ব্যর্থ হয়ে থাকে এবং ব্যর্থ হবে। সুতরাং মুসলিমদেরকে সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থেকে বিশ্বের স্বার্থবাদী নেতাদের চিহ্নিত করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, জীবন পদ্ধতি ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে তাদেরকে দূরে রাখতে হয়ে আর এটাই হবে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর।[১৪১]

'All India Muslim Personal Law Board' প্রতিষ্ঠা (১৯৭২)

দেওবন্দ, মাযাহের 'উলূম ও নাদওয়াতুল 'উলামার চিন্তাবিদগণ ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে বোম্বেতে পার্সোনাল ল' সম্মেলনের আয়োজন করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে 'All India Muslim Personal Law Board' প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৪২]

ভাষার গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের নির্দেশনা (১৯৭৩)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২ মার্চ ১৯৭৩ মুঙ্গে অবস্থান করেন। তিনি সেখানকার প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র 'দরুল হাদীস জামি'আ রাহমানিয়া'য় 'زمانه جس زبان كو سمجهتاهى وه نفع اور زندگی کی استحقاق کی زبانبی' শিরোনামে এক গুরুত্বপূর্ণ জোড়ালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিশ্বের সকল ছাত্র সমাজকে জীবনে সাফল্য লাভের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম, সাধনা, সচেতনতা ও চিন্তাভাবনার সাথে প্রতিটি পদে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি মাদরাসার ছাত্রদের পরিশ্রম, সাধনা, মেধা, বিচক্ষণতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মাযহাবকে যাদুঘর ও আরবী মাদরাসাকে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করা ইসলামকে অবমূল্যায়ন করার শামিল। পরিশেষে তিনি মাদরাসার ছাত্রদের পরিশ্রম ও সাধনা করে যুগের সাথে সামঞ্জস্যশীল ভাষা আয়ত্ব ও চর্চা করার গুরুত্ব ও উএশারিতা তুলে ধরে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১৪৩]

---

[১৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬৩।

[১৪০] আল-কুর'আন, ১০৮; ৩।

[১৪১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ৭৬-৭৭।

[১৪২] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩১৬-৩১৭।

[১৪৩] খুতবাত-এ 'আলী মিয়া'র. ১ম. খ., পৃ. ২৯৮-৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া, ও ইরাক সফর (১৯৭৩)

১৯৭৩ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে কয়েকটি দেশ আফগানিস্তান, ইরান[১৪৪], লেবানন, সিরিয়া, ও ইরাক সফরে যান। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মুসলিমদের সাধারণ ধর্মীয় অবস্থা, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং তাঁদের সামনে রাবিতার পরিচয় তুলে ধরে ইসলামি সাহিত্যের প্রসার ঘটানো। ৪ জুন থেকে ২০ আগষ্ট ১৯৭৩ পর্যন্ত তাদের এ সফরের সময়সীমা ছিল।[১৪৫] এ সফর শেষে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক'[১৪৬] শিরোনামে একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখেন।[১৪৭]

আরব ও ইরান সম্পর্কে বক্তব্য (১৯৭৪)

১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সম্মেলন উপলক্ষে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দুবাই ও আবুধাবী ভ্রমণ করেন। ২৭ জানুয়ারী ১৯৭৪ মসজিদে 'আলী ইব্‌ন আবি তালিবে 'খালীজ বাইনাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন' শিরোনামে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তব্যে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, আরব ও ইরানের মধ্যে যেভাবে উপসাগর পার্থক্য সৃষ্টি করেছে; অনুরূপভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে ইরানের এক উপসাগর পরিমাণ পার্থক্যকারী বিষয় আছে। আর তা হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা, কিছু 'আকিদার বিধান, কিছু দায়িত্বশীলতার কাজ এবং মুসলমানদের জীবন চরিত ও প্রতিদিনের কর্যাবলী।'[১৪৮]

দুবাই পাবলিক লাইব্রেরীতে বক্তব্য (১৯৭৪)

১৯৭৪ সালের ২৮ জানুয়ারী আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দুবাই পাবলিক লাইব্রেরীতে 'কায়ফা দাখালাল 'আরাবু আত্‌তারীখা'? শিরোনামে আরেকটি বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আবর বিশ্ব কিভাবে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করল, সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিকে আরবরা কিভাবে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো, ঐতিহাসিকদেরকে তাদের ইতিহাস লেখায় কিভাবে নিয়োজিত করল; তাদের আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভের প্রকৃত কি কারণ ছিল এবং আরবের কেন্দ্রীয় শক্তিই বা কি ছিল তা পরিষ্কার প্রাণবন্ত ভাষায় তুলে ধরেন।[১৪৯]

---

[১৪৪] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, ইসমা'ঈ ইয়া ইরান, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ত. বি.), পৃ. ৬-১০;

[১৪৫] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৮ খৃ.), ২য়. সং., পৃ. ৯-১১; খুতবাত-এ 'আলী মিয়া'র. ১ম. খ., পৃ. ২৯৭-৩০৯।

[১৪৬] খুতবাত-এ 'আলী মিয়া'র. ১ম. খ., পৃ. ২৯৮-৩০৭।

[১৪৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৮০।

[১৪৮] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩২২-৩২৩; কাওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ১৬৯।

[১৪৯] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কায়ফা দাখালাল 'আরাবু আততারীখা? (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ২; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩২৩; কাওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ১৬৯-১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য প্রদান (১৯৭৫)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দীর্ঘদিন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি প্রায়ই উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের সম্মেলন আহ্বান করা হয়। তিনি সম্মেলনে যোগদানের জন্য মদীনায় উপস্থিত হয়ে এ সম্মেলনে যোগদান করেন। ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে সেখানকার স্থানীয় ও বিদেশী শিক্ষার্থী এবং বিশিষ্ট গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদদের উপস্থিতিতে 'ردةولاابا بكر لها' শিরোনামে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।[১৫০]

আল্লাহর যাত-সিফাত ও রিসালাতের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য (১৯৭৬)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৬ মে ১৯৭৬ সালে জেদ্দা থেকে কাসাব্লাঙ্কা (Casablanca) ভ্রমণে যান।[১৫১] মে মাকনাছ নামক এলাকায় জুম'আর নামাযের পর তাওহীদ বিষয়ে এক প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। তিনি তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে রিসালাতের গুরুত্ব-তাৎপর্য ও মানব জীবনে এর প্রতিফলন, আল্লাহর যাত-সিফাত সম্পর্কে অবগত হওয়াটা যে নবুওয়্যতের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল তা তিনি পরিষ্কার তুলে ধরেন। তিনি Casablanca থেকে ১১ মে মরক্কোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[১৫২]

আমেরিকা সফর (১৯৭৭)

১৯৭৭ সালে Muslim Student Association of America এর আমন্ত্রণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রথম আমেরিকা সফর করেন। সেখানে দু'মাস দশ দিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি আমেরিকার বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করেন এবং দীনী বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। এ সফর কালেই তাঁর চক্ষু অপারেশন করা হয়।[১৫৩]

তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ (১৯৭৭)

৬ অগষ্ট ১৯৭৭ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ভারতে ফিরে আসেন।[১৫৪] ১৯৭৭ এর ৩০ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমনঃ উজ্জাইন, ভুপাল, আনযুর ও দোহার প্রভৃতি অঞ্চলে দীনের তাবলীগ উপলক্ষে ভ্রমণ করেন।[১৫৫]

---

[১৫০] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, 'অছিফা, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৭ খৃ.), ২য়. সং, পৃ. ৩-৪।

[১৫১] Casablanca ভ্রমণের আমন্ত্রণ যখন পান তখন তিনি মক্কাতে অবস্থান করছিলেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ২৩৩।

[১৫২] মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, দু'হাফতে মাগরিব-এ আক্ছা মারাকেশ মেঁ, (লক্ষ্ণৌঃ মাকতাবা-এ ফেরদৌস, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ৪৯-৬১; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ২৩৬।

[১৫৩] ৩ জুন ১৯৭৭ সালে ইউনাইটেড ন্যাশনের বড় ভবনের এক হলে 'مسلمان کا مقام اورپیغام' শিরোনামে, ৪ জুন ১৯৭৭ খৃ. আমেরিকাস্থ নিউ জার্সির ইসলামিক সেন্টারে তিনি اس سی خبردار رھی که کوئ امریکی یا یوربی اسلام بیدا بوجانی শিরোনামে, ৬ জুন ১৯৭৭ খৃ. হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবিনিটি কলেজে امریکه بیك وقت خوش قسمت بد قسمت ملك শিরোনামে, ১৯ জুন ১৯৭৭ সালে শিকাগোর মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারে امریکه مین مجهی کیا ملا کیا نهین ملا শিরোনামে এবং ২০ জুন ১৯৭৭ সালে শিকাগোর ঐ সেন্টারেই ترقی برایمان کی سلامتی کو ترجیح دیجی শিরোনামে বক্তব্য দেন। খুতবাত-এ 'আলী মিয়া র. ২য়. খ., পৃ. ১৯৪, ৩৪৩, ১৪৪, ১২৬ এবং ৩য় খন্ড পৃ. ১৩৭।

[১৫৪] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ২৩৯-২৫১।

[১৫৫] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তুহফা-এ ইনসানিয়াত (হাদীসে মালাহাহ) (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান সফর ও দিকনির্দেশনা প্রদান (১৯৭৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৬ জুলাই, ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানের করাচীতে অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সম্মেলে যোগদান করেন। পাকিস্তানের 'কওমী ইত্তিহাদ'-এর সেক্রেটারী প্রফেসর গফুর ৯ জুলাই, ১৯৭৮ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আগমন উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে " کا روان ملت کا جلیل القدر مسا فر" শিরোনামে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের সহযাত্রী, মুসলিম বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণে পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর মুসলিম বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণের এখনই সময়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারণে পাকিস্তানের নিকট মুসলিমবিশ্ব যা প্রত্যাশা করে তাহলো তিন প্রকার ত্যাগ ও কুরবানী।[১৫৬]

প্রথম কুরবানী হচ্ছে, ইয়ারমুকের যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমদের বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হযরত 'উমর (রা.) কর্তৃক সেনাপতি হযরত খালিদকে (রা.) বরখাস্ত করা সত্ত্বেও তিনি নতুন সেনাপতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির স্বার্থে যেভাবে জিহাদ চালিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন, ঠিক সেভাবে পাকিস্তানীদেরও জাতিয় ঐক্যের ভিত্তিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসা উচিৎ।

দ্বিতীয় কুরবানী হচ্ছে, জাতির কলহ, বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর মুকাবিলায় হযরত হাসান (রা.) যে জীবন উৎসর্গের সৎ, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ রেখে গেছেন অনুরূপভাবে জাতিয় স্বার্থের মুকাবিলায় ব্যক্তি, দল, বিশেষ সমাজ ও শ্রেণী স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জাতিয় স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে।

তৃতীয় কুরবানী হচ্ছে, হযরত 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে যেভাবে বিশৃঙ্খল অধঃপতিত মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে তরিৎ অথচ পাকাপোক্ত সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে পরিপূর্ণ ইসলাম ও খিলাফতের পথে নিয়ে এসেছিলেন, অনুরূপভাবে বর্তমান মুসলিম জাতির সর্বস্তরের জনগণকে ইসলামের আদর্শ, চরিত্র ও নৈতিকতার গুণে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়করণ, দলীয়করণ ও পরিবারের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। পরিশেষে তিনি ন্যায়-নীতি, আদর্শ, ইনসাফ, সাম্য, সৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে পাকিস্তানী মুসলিমদেরকে মুসলিম বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হওয়ার আহ্বান জানান। আর মুসলিম বিশ্বের জন্য ন্যায় পরায়ণ, সত্যপন্থী ও মানব দরদী সমাজসেবক এমন জাতির প্রয়োজন যাদের স্পর্শে মুসলিমবিশ্ব তাদের হারানো সম্মান ও ঐতিহ্য আবার ফিরে পাবে।[১৫৭]

'শাম-এ হামদর্দ' সম্মেলনে যোগদান (১৯৭৮)

'হামদর্দ ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন'-এর পরিচালক হাকীম মুহাম্মদ সা'ঈদ কর্তৃক করাচীর ইন্টারকন্টিন্যানটাল হোটেলে ১৩ জুলাই ১৯৭৮ সালে আয়োজিত 'শাম-এ হামদর্দ' সম্মেলনে 'ملی وحدت اور اس کی تقاضی'

এ ইসলাম, ১৯৯২ খৃ.), ২য়. সং, পৃ. ১১।

[১৫৬] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, হাদীস-এ পাকিস্তান, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.), পৃ. ১২-১৫

[১৫৭] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, আত্তারীকু ইলাস সা'আদাতি ওয়াল কিয়াদাতি (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ১৯-২৭; মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, হাদীস-এ পাকিস্তান, পৃ. ১৫-২১।

Dhaka University Institutional Repository

(জাতিয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও উহার দাবী) শিরোনামে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অতি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রাণবন্ত ভাষায় উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর এই যুগান্তকারী বক্তব্যে ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ঐক্যের সাথে ঐক্যের সংঘাতের মূল কারণ, ঐক্যের প্রকৃত উৎস কি?, ঐক্যের ইসলামি রূপ, রাসূল (স.)-এর মদীনায় হিজরতের পর ঐক্যের নতুন ধারা ও বিকাশ, বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বিত পরিচয়, ভাষাভিত্তিক ঐক্যের অষাড়তা ও করুণ পরিণতির কথা উল্লেখ করে তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতি ভিত্তিক ঐক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে পাকিস্তানের মুসলিমদেরকে বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মুখপাত্র রূপে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।[১৫৮]

ইসলামের জন্য ক্ষমতা ও রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন (১৯৭৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আগমন উপলক্ষে ১৮ জুলাই, ১৯৭৮ সালে 'ইসলামাবাদ' হোটেলে এক জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই সংবর্ধনায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'عا لم اسلام کا عبوری دور' (ইসলামি বিশ্বের অন্তর্বর্তীকাল)' শিরোনামে এক জনগুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুসলিম বিশ্ব বহুপথ পেরিয়ে এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপনীত হয়েছে। পুরনো কাঠামোর উপর চলছে নতুন সংস্কার কাজ। তাই এই সময়টি মুসলিম জাতির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক মোক্ষম সময়। মুসলিম জাতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য সুদৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নির্ভুল বিচার, সুগভীর অধ্যয়ন, সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা, সময়ের দাবী ও চাহিদা মাফিক আধুনিক পরিকল্পনা এবং আত্মোৎসর্গের দরকার। অন্যথায় সময় ও যুগের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কোন জাতির পক্ষেই কখনই সম্ভব নয়।[১৫৯] পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে আদেশ-নিষেধের যে কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতা ও রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন। তাই মুসলমানদেরকে শক্তি, ক্ষমতা, রাজনৈতিক অবস্থা ও নির্ভরতার এমন মানে ও স্তরে উপনিত হতে হবে যেখান থেকে আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। আর ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, সমাজ জীবনের গতি-প্রকৃতি, সমাজের পছন্দ-অপছন্দ, তাদের রুচি-অনুভূতি ও প্রয়োজনীয়তা যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন। অন্যথায় ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা সফল হতে পারে না।[১৬০] কেননা, সমাজের ভিত যদি নড়বড়ে দুর্বল হয় তবে সমাজ বাতিল শক্তি, ভুল দর্শন ও মতবাদের সহজ শিকারে পরিণত হতে পারে। সমাজের ভিতকে এমনভাবে সুদৃঢ় করতে হবে যাতে তা প্রতিনিয়ত স্থানান্তরগামী কোন বালির মত না হয়। বর্তমানে পাকিস্তানে ইসলামি শরী'আতের বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ বাস্তবায়নের কাজকে আরো গতিময় করতে হবে। পাকিস্তানের মুসলমানদের রুচি-অভিরুচি, পছন্দ-অপছন্দ, অনুভূতি-উপলব্ধির পরিবর্তন ঘটিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি করতে সমাজ সংশোধনের কাজে প্রভাব সৃষ্টিকারী সকল শক্তি ও প্রচার মাধ্যমকে যদি নিয়োগ করা হয় তবে ইসলমী খিলাফতের দীর্ঘ লালিত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হতে পারে।[১৬১] তাই পাকিস্তানে ইসলামি সমাজকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অনথ্যায় যেমনিভাবে স্পেন থেকে মুসলিমরা বিতাড়িত হয়েছে অনুরূপভাবে পাকিস্তান থেকেও ইসলাম বিতাড়িত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, এখানে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হবে যখন ভাষা, গোত্র ও অঞ্চল ভিত্তিক দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয়ে এক ইসলামি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৬২] তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করেন ও বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।[১৬৩]

---

[১৫৮] হাদীস-এ পাকিস্তান, পৃ. ২১-৪০।
[১৫৯] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, আত্ তারীকু ইলাস সা'আদাতি ওয়াল কিয়াদাতি, পৃ. ৬১-৬৩।
[১৬০] হাদীস-এ পাকিস্তান, পৃ. ৪৫-৪৮।
[১৬১] আত্ তারীকু ইলাস সা'আদাতি ওয়াল কিয়াদাতি, পৃ. ৭০-৭২।
[১৬২] হাদীস-এ পাকিস্তান, পৃ. ৪৯-৫৬।
[১৬৩] যেমন ১২ জুলাই ১৯৭৮ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক, বিশিষ্ট ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে 'ইসলামি

Dhaka University Institutional Repository

'দারুল 'উলূম হাক্কানিয়া'য় বক্তব্য প্রদান (১৯৭৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯ জুলাই ১৯৭৮ আকুড়ায়া এলাকার 'দারুল 'উলূম হাক্কানিয়া'য় প্রখ্যাত শিক্ষক, 'আলিম-উলামা, ছাত্র ও সম্মানিত ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে ' اکوره خٹك میں حضرت سید احمد شہید رح کی جہاد اور شہداء کا خون دار العلوم حقانیه کی شکل میں رنك لایا' শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভারতে ইসলামের আগমন ও বিকাশের ক্রমধারা জাতির সামনে তুলে ধরে জিহাদ পরিচালনার জন্য আহ্বান জানিয়ে '(১) প্রথমেই ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দেয়, (২) ইসলাম গ্রহণ করতে অসম্মত হলে জিযিয়া প্রদানের প্রস্তাব দেয়া এবং (৩) জিযিয়া দিতে অসম্মত হলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানানো'-এ ৩ টি মৌলিক শর্তের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর শহীদ হওয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দারুল 'উলূম হাক্কানিয়া প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা স্ববিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।[১৬৪]

'জামে'আ-এ তা'লীমাত-এ ইসলামিয়্যা'র বক্তব্য প্রদান (১৯৭৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৩ জুলাই ১৯৭৮ সালে ফয়সালাবাদের 'জামে'আ-এ তা'লীমাত-এ ইসলামিয়্যা'র হলে 'عهد حاضركا چیلنج اور امت محمد یه کی فرائض' শিরোনামে প্রাণবন্ত জোড়ালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পবিত্র কুর'আনের বহু আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম জাতির চারিত্রিক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি তাঁর বক্তব্যে মুসলিম জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন বস্তুবাদ, জড়বাদ, স্বার্থবাদিতা ও সম্পদের আকর্ষণই বর্তমান যুগের মুসলিম জাতির অনগ্রসরতার মূলকারণ। বস্তুবাদ, জড়বাদ, স্বার্থবাদিতা ও সম্পদের আকর্ষণ ও কুপ্রভাব ব্যাখ্যা করে মুসলিম জাতিকে তা থেকে বেড়িয়ে আসার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।[১৬৫]

আন্তর্জাতিক সীরাতুন্নবী (স.) সম্মেলনে যোগদান (১৯৭৯)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক সীরতুন্নবী (স.) সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে ২৬-৩০ নভেম্বর কাতার অবস্থান করেন। এর প্রথম সম্মেলনে ১৯৭৬ সালে পাকিস্তানে এবং দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯৭৭ সালে তুরস্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৬৬]

বাদশাহ ফয়সল পুরস্কার (১৯৮০)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৮০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সল পুরস্কার লাভ করেন।[১৬৭] যার মূল্য দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার রিয়াল বা ২৪ লক্ষ ভারতীয় রূপী। ফয়সল পুরস্কারের অর্ধেক মূল্য

বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য' শিরোনামে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র ও 'আলিমগণের সফলতা লাভের জন্য তিনটি দিক-নির্দেশনার কথা উল্লেখ করেছেন।

[১৬৪] খুতবাত-এ 'আলী মিয়া র. ১ম. খ., পৃ. ২৩২-২৪১।

[১৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-২৫৭।

[১৬৬] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ২৮৭-২৮৯।

[১৬৭] আর-রা'ইদ (পত্রিকা), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য আর বাঁকী অর্ধেক টাকা মক্কার দু'টি প্রতিষ্ঠান 'এদারা-এ হিফযুল কুর'আন'ও 'মাদরাসা-এ সওলাতিয়া'র মাঝে বন্টন করে দেন।

দারুল 'উলূম দেওবন্দের শতবর্ষ উদযাপন (১৯৮০)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২১-২৩ মার্চ, ১৯৮০ সালে দারুল 'উলূম দেওবন্দের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি দেওবন্দের এ অনুষ্ঠানে দীন সংরক্ষণে মাওলানা কাশিম নানুতবী, মাহমুদুল হাসান মাদানী, হযরত আশরাফ 'আলী থানবী এবং হুসায়ন আহমদ মাদানী (র.)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কর্মতৎপরতা ও কার্যকরি ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি হিন্দুস্তানী মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা স্মরণ করে দিয়ে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহকে নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান।[১৬৮] তিনি মুসলিম উম্মাহকে কল্যাণকররূপে গড়ে তোলার জন্য ১. আত্মনির্ভরতা ও স্বার্থ ত্যাগঃ ২. পরিপূর্ণতা অর্জন, স্বয়ং সম্পূর্ণতা, অনন্যতা, পারদর্শিতা ও কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা লাভ। উল্লেখিত গুণগুলো যুগের বিবর্তনে কখনো পরিবর্তন হয় না। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী শিক্ষার্থী ও 'আলিম সমাজকে এ গুণগুলোর ধারক-বাহক হয়ে সফলতা অর্জনের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।[১৬৯]

দীন সংরক্ষণে প্রাণবন্ত ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা (১৯৭৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৩ জুলাই ১৯৭৮ সালে জামি'আতুল 'উলূম ইসলামিয়্যায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তিনি প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন দীন ইসলাম অনাগত যুগেও প্রাণবন্ত থাকবে। তাই দীন সংরক্ষণের জন্য প্রাণবন্ত ব্যক্তির প্রয়োজন, প্রাণবন্ত ব্যক্তির মাধ্যমেই যে যথাযথ দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। পরিশেষে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি শহরে সাহসী ব্যক্তিত্ব ও পাকিস্তানের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে 'আলিমগণের শূন্যতা পূরণ ও ব্যর্থতা কমিয়ে ফেলার আহ্বান জানান।[১৭০]

'আল্লামা ইকবাল ইউনিভার্সিটিতে বক্তব্য প্রদান (১৯৭৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৮ জুলাই ১৯৭৮ সালে ইসলামাবদের 'আল্লামা ইকবাল ইউনিভার্সিটিতে 'ইসলামি বিশ্বে নৈতিক দ্বন্দ্বের কারণ ও প্রতিকার' বিষয়ে বক্তব্য দেন।[১৭১] ২২ জুলাই ১৯৭৮ খৃ. ফয়সালাবাদ জামে' মসজিদে 'আলিম ও সুধী সমাজের দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্য দেন।[১৭২] ২৭ জুলাই ১৯৭৮ খৃ. পাকিস্তান সরকারের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভাগীয় সদর দপ্তর লাহোরে আয়োজিত 'আলিম ও সুধী সমাবেশে 'সমকালীন বিশ্বে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা' এ বিষয়বস্তুর উপর প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করে ইসলামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন।[১৭৩]

---

[১৬৮] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ৩০০-৩০১।

[১৬৯] খুতবাত-এ 'আলী মিয়া'র., ১ম খন্ড, পৃ. ১৮০-১৯০; সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাচ্যের উপহার, অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ২৮৬।

[১৭০] খুতবাত-এ 'আলী মিয়া র., ১ম.খ., পৃ. ৮৮-৯৮।

[১৭১] প্রাচ্যের উপহার, পৃ. ৩০১।

[১৭২] প্রাচ্যের উপহার, পৃ. ২৬৪।

[১৭৩] প্রাচ্যের উপহার, পৃ. ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাগতম হিজরী ১৫শ শতক (১৯৮০)

'Student Islamic Movement' নামক একটি সংগঠন হিজরী ১৫শ শতককে স্বাগতম জানানোর জন্য পহেলা নভেম্বর, ১৯৮০ সালে লক্ষ্ণৌর গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হলে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ অনুষ্ঠানে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে বলেন, শতাব্দীর শুভ সূচনা বা নতুন শতাব্দীর আগমনে যে কেবল সুনির্দিষ্ট কোন জাতি বা ব্যক্তির স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয় তা নয়; বরং অতীতের গৌরব ও সৌভাগ্যময় বার্তাকেও যে স্মরণ করিয়ে দেয় তা আর্কষনীয় ভাষায় বর্ণনা করেন।[১৭৪] তিনি আরো বলেন, শতবর্ষ মানুষকে তার অধিকতর প্রিয়বস্তু পরিহার করে নতুন বছরে নতুন বিষয় গ্রহণের হাতছানি দেয়। এ সব গুরুত্বপূর্ণ কারণে হিজরী ১৫শ শতক কেবলমাত্র মুসলিম জাতির জন্যই বার্তা নিয়ে আসে না; বরং সমাজ সংস্কারের অগ্রনায়ক, সৎ উদ্দেশ্যের ধারক-বাহক ও মানবতার কল্যাণ প্রত্যাশীদের জন্য নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার ও কর্ম প্রেরণার বার্তা নিয়ে এসেছে।[১৭৫] তাছাড়াও বিগত বিভিন্ন শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগত শতাব্দীতে মুসলমানদের কি করণীয় ও কি বর্জনীয় সে সম্পর্কে কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।[১৭৬]

মুসলমানদের জীবনে হাদীসের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য (১৯৮১)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর অনুষ্ঠিত সেমিনারে যোগদানের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করেন। পূর্ব থেকে সেমিনারে বক্তব্যের আলোচ্য সূচীতে 'حجيت حد يث' সম্পর্কে বক্তব্যের বিষয় নির্ধারণ করে রাখা হয়।[১৭৭] ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সালে রাবেতার মক্কাস্থ ভবনে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'دور الحديث في تكوين المناخ الاسلامى وصيانته'[১৭৮] শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি এ প্রবন্ধে মুসলমানদের জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ও ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্যে জাতির জন্য রাসূল (স.)-এর সুন্নতের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, রাসূল (স.)-এর হাদীস ও সুন্নত থেকে জাতির সম্পকহীনতা কত ক্ষতিকারক ও ভয়ংকর সে সব বিষয় তুলে ধরা হয়।[১৭৯] তিনি ১৬ অক্টোবর ১৯৮১ সালে নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

---

[১৭৪] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পনদরবী সদী হিজরী মাযী ওয়া হালকে আয়না মেঁঃ এক তাবসিরাহ, এক জা'ইযা এক পয়গাম, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৮-৯।

[১৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

[১৭৬] প্রগুক্ত, পৃ. ৯-১৩।

[১৭৭] মোহাম্মদ ইউছুফ, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভীর দীনি-দাওয়াত দর্শনঃ একটি ধর্মতাত্ত্বিক পর্যালোচনা (প্রবন্ধ), দর্শন ও প্রগতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১; কারওয়ান-এ যিন্দিগী. ২য়. খ., পৃ. ২৫৫-২৬৬।

[১৭৮] উক্ত প্রবন্ধটি আরবী, উর্দু ও ইংরেজী এ তিন ভাষায় লক্ষ্ণৌর মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম থেকে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী সংস্করণটির শিরোনাম হলো- Role of Hadeth in the promotion of Islamic climate and attitude.

[১৭৯] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, দাওরুল হাদীস ফী তাকবীনিল মুনাখিল ইসলামি ওয়া সিয়ানাতিহি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ৩-৪; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ৩৩৩-৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মানজনক 'ডক্টর অব লিটরেচার' ডিগ্রী লাভ (১৯৮১)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৯ অক্টোবর, ১৯৮১ সালে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি'র পক্ষ থেকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' ডিগ্রী লাভ করেন। এ সম্মানজনক ডিগ্রী গ্রহণ উপলক্ষে ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন হলে 'ইলম কী মাকম আওর আহলে 'ইলম কি যিম্মাদারিয়া' শিরোনামে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ছাত্র-শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব-কর্তব্য গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে[১৮০] গিয়ে তিনি এ মত প্রকাশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হলো চরিত্র গঠন। তিনি আশা পোষণ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় এমন চারিত্রিক মানুষ গড়ে তুলবে যারা স্বীয় বিবেককে (ইকবালের ভাষায়) এক মুঠো বালির বিনিময়ে বিক্রয় করে দিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রকৃত অর্জন, সাফল্য ও সার্থকতা হলো এই যে, সে চরিত্র গঠনে অনন্য ভূমিকা রাখবে। সে এমন জ্ঞানী ও আদর্শবান মানুষ সৃষ্টি করবে যে কখনো তার বিবেক বিক্রয় করবে না বা করতে পারে না। আর বিশ্বের কোন অপশক্তি, কোন ধ্বংসাত্মক ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী দর্শন ও মতবাদ, কোন ভ্রান্ত আহ্বান ও আন্দোলন কোন মূল্যেই বা কোন ক্রমেই যেন তাঁকে কখনই ক্রয় করতে না পারে।[১৮১] বেশি বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই; বরং জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ইলম ও আখলাক, জ্ঞান চর্চার আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসু মনোভাব ও গবেষণার আগ্রহ বৃদ্ধি ও প্রসারের ক্ষেত্রে আত্মনিবেদিত ব্যক্তির সংখ্যাই সমাজের মূল বিবেচ্য বিষয়। তারা কতটা উন্নত ও যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ তৈরী করতে পারছে তা পরিমাপ করে দেখা। স্বীয় জাতিকে সচেতন, সভ্য ও বিবেকবান জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কতসংখ্যক যুবক নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও অগ্রগতি জলাঞ্জলি দিয়ে সেই মহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত তা-ই হচ্ছে বিবেচ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ছাত্রাবাস থেকে এমন সব মূল্যবান যুবক বের করা যারা ন্যায় ও সত্যের জন্য এবং 'ইলম ও হিদায়াতের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকে। যারা নিজেদেরকে বিলীন করে দেয়ার মধ্যেই আত্মতৃপ্তি লাভ করে; কিন্তু কোন বৈষয়িক বস্তু লাভে খুশী হয় না। যারা মানবতাঁকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যৌবনের সর্বোত্তম মেধা, সামর্থ ও যোগ্যতা ব্যয় করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।[১৮২]

কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য প্রদান (১৯৮১)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৩১ অক্টোবর, ১৯৮১ সালে শ্রীনগরের ঈদগাহ ময়দান মসজিদে তিব্বতী মুহাজিরদের সমাবেশে ঈমান বিষয়ে এক তেজদিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ঈমান রক্ষায় হিজরতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় তুলে ধরেন।[১৮৩] ২ নভেম্বর, ১৯৮১ সালে আবুল হাসান জম্মু ও কাশ্মীরে জমঈয়তে আহলে হাদীস এর সদর দপ্তরে দা'ওয়াত ও হিকমতের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে হিকমতের পরিচয়, নবী-রাসূলদের জীবন থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা ও দা'ওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন দা'ওয়াত দানের কার্যকর কৌশল হচ্ছে শিষ্টাচার, ভাল ব্যবহার ও সত্যনিষ্ঠ যুক্তি উপস্থাপন করা। ৩ নভেম্বর, ১৯৮১ সালে আবুল হাসান

---

[১৮০] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ২২৭-২২৯।

[১৮১] মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ১ম. খ., পৃ. ১২৮।

[১৮২] হাদীস-এ পাকিস্তান, পৃ. ৯৬-৯৭, ১০৯-১১০।

[১৮৩] শ্রীনগরে অনেক তিব্বতী মুহাজির বসবাস করতেন। চীন কর্তৃক তিব্বত অবিস্কৃত হবার পর সেখানকার মুসলমানদের ঈমান-আকীদা-নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন হয়। ফলে তারা তিব্বত পরিত্যাগ করে কশ্মীরে বসবাস করতে আরম্ভ করে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ মুসলমানদের সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। প্রাচ্যের উপহার, পৃ. ১৭৫-১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

আলী আন্-নদভী কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের মারকাযে জামা'আত-এ ইসলামিতে দীনের দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে নবীসুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে দা'য়ীদের মাঝে নবী-রাসূলের চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।[১৮৪] এছড়াও তিনি এ ভ্রমণ কালে কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।[১৮৫]

আযমগড় সেমিনারে যোগদান (১৯৮২)

১৯৮২ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে যোগদান করেন। সেই সেমিনারে তিনি ইসলামের নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা এবং প্রাচ্যের শিক্ষার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে 'اسلام اور مستشرقين' বিষয়ে উর্দু ভাষায় জোড়ালো এক প্রাণবন্ত[১৮৬] বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পরে এ বক্তব্যটি আরবী ভাষায়ও অনুদিত হয়ে 'আল-ইসলমিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশতাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলিমীনা', শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[১৮৭]

শ্রীলংকা সফর (১৯৮২)

৯ মে ১৯৮২ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সেক্রটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মদ 'আলী আল-হারকানের বিশেষ অনুরোধে এবং শ্রীলংকাস্থ নাযিমিয়াঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে শ্রীলংকা সফর করেন। নাযিমিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই চিন্তাধারার আলোকে আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাযিম কলম্বোতে প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮৮] এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৯ম বছরে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর হাতেই শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রথম সনদ বিতরণ করা হয়। সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের শুরুতেই তিনি তাঁর বক্তব্যে শ্রীলংকায় হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে জন্ম ও দীনী সূত্রে ভ্রাতৃত্বের আলোচনা তুলে ধরে[১৮৯] আরবী ভাষায় এক প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং লাইব্রেরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[১৯০]

আলজিরিয়া সফর (১৯৮২)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী'ملتقى الفكر الإسلامى' নামে সেমিনারে যোগদানের জন্য ২৮ জুলাই ১৯৮২ আলজিরিয়ার রাজধানীতে পৌছেন। সেখানে দু'দিন ভ্রমণ শেষে আলজিরিয়ার তেলমিসানে[১৯১] পৌছেন এবং

---

[১৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

[১৮৫] ৪ নভেম্বর ১৯৮১ সালে কাশ্মীরের শ্রীনগরস্থ আনজুমান-এ নুসরাতুল ইসলাম হলে লেখকের বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে তিনি 'আল্লাহর সাহায্য লাভের পূর্বশর্ত' বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

[১৮৬] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর প্রদত্ত বক্তব্যের উর্দু শিরোনাম "ইসলামিয়াত আওর মাগরিবী মুসতাশরিকীন আওর মুসলমান মুসান্নিফীন" এবং ইংরেজী সংস্করণ 'Islamic Studies, Orientalisti & Muslim scholars' এ শিরোনামে লক্ষ্ণৌর মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম থেকে এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ৩৫০।

[১৮৭] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আল-ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশতাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলীমীনা (বৈরুতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৫-১০।

[১৮৮] মুহাম্মদ নাযিম, সায়্যিদ আবুল হাসান নদভীর লিখিত "ردةولا ابابكرلها" নামক এ বইটি পড়ে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ৩৬১

[১৮৯] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ৩৬২-৩৬৩।

[১৯০] আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৮১-১৮২।

[১৯১] এ শহরটি জাজিরা থেকে সাড়ে তিনশ মাইল দূরে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আরবী ভাষায় প্রবন্ধ[১৯২] পাঠ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে দীন ইসলামের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, এর বিকশিত ও প্রকাশিত বিশেষত্ব, নুবুওয়্যতের মর্যাদা, হাদীস-সুন্নাতের গুরুত্ব চমৎকার ভাষায় তুলে ধরেন। এ সেমিনার সমাপ্ত করে তিনি ৮ আগষ্ট, ১৯৮২ সালে ভারতে ফিরে আসেন।[১৯৩]

লন্ডন ভ্রমণ (১৯৮৩)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২০ জুলাই, ১৯৮৩ সালে আবার লন্ডন যাত্রা করেন। তাঁর এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Islamic Centre' প্রতিষ্ঠা করা। এ সেন্টার উদ্বোধন করার পর এর গঠনতন্ত্র, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন ও উদ্বোধনী ভাষণে 'الإسلام والمغرب' শিরোনামে উর্দু ভাষায় প্রাণবন্ত প্রবন্ধ[১৯৪] পাঠ করেন। ৩১ জুলাই ১৯৮৩ সালে তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন।[১৯৫]

উপসাগরীয় অঞ্চল ভ্রমণ (১৯৮৩)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে উপসাগরীয় অঞ্চল ভ্রমণ শুরু করে বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সেমিনারে মূল্যবান প্রবন্ধ[১৯৬] উপস্থাপন করেন। তিনি ২৩ নভেম্বর কুয়েত সফর করে কুয়েতের সাইন্স কলেজে 'الإسلام والحضارة الإنسانية' শিরোনামে আরবী ভাষায় লিখিত চমৎকার এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১৯৭] এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে তিনি আরো কিছু বিষয়ের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অবশেষে তিনি ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন।[১৯৮]

বাংলাদেশ ভ্রমণ (১৯৮৪)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৯ মার্চ, ১৯৮৪ সালে দা'ওয়াতী ও শিক্ষা মিশনের অংশ হিসেবে মাওলানা আবু সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী, মাওলানা সুলতান জওক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশের তৎকালীন ডিজি আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান প্রমুখের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে প্রথম সফরে আসেন। তিনি ৯ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত দশদিন বাংলাদেশে অবস্থান করে[১৯৯] রাজধানী ঢাকাসহ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার,

---

[১৯২] প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'وسما ته البارزة طبيعة هذا الدين' সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩৭৯।

[১৯৩] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ৩৫২-৩৫৭।

[১৯৪] সায়্যিদ সুলায়মান নদভী এ প্রবন্ধটিকে 'আরবী ভাষায় الإسلام والمغرب শিরোনামে ভাষান্তরিত করেন। আর এ প্রবন্ধটি 'আরবী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ৩৬৮-৩৭৬।

[১৯৫] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আল-ইসলাম ওয়াল গারব, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ১-৭; আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৮১-১৮৭।

[১৯৬] সেখানে পঠিত তাঁর প্রবন্ধগুলো হল ازمة هذا العصر الحقيقة , এটি তিনি ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে পাঠ করেন। তাঁর অন্য একটি প্রবন্ধ 'খাওয়াতীন কে মুসলিম মুআ'শারাহ মেঁ খুছূছী কেরদার'। এ প্রবন্ধটি কুয়েতের একটি মহিলা কলেজে উপস্থাপন করেছেন। এ সফর কালেই আবুধাবীতে মসজিদ সায়্যেদেনা সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসে 'إلى الإسلام من جديد' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।

[১৯৭] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ৩৭৪-৩৮১।

[১৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১-৩৮৯।

[১৯৯] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন কর্ম, পৃ. ১৮১-১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ময়মনসিংহ, সিলেট প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।[২০০] তিনি ১০ মার্চ চট্টগ্রাম জামেয়া ইসলামিয়্যা পটিয়ায় "নিআ'মতে ইসলাম কী কৃদর আওর উছপর শুকর কী জরুরত" শিরোনামে দিকনির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ উপস্থাপন করেন।[২০১]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৩ মার্চ, ১৯৮৪ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আয়োজিত স্বাগত সম্মেলনে "মুহাব্বত আওর সাচ্চি রুহানিয়াত কী ফাতাহ হায়"-শিরোনামে প্রাণবন্ত বক্তব্য উপস্থাপন করে মুসলিম জাতির অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বিষয়গুলো চমৎকার ভাষায় তুলে ধরেন।[২০২] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৪ মার্চ ১৯৮৪ সালে কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের 'আলিম সমাজকে এ ভাষার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে[২০৩] বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলা ভাষাভাষীদের উপদেশ প্রদান করেন।[২০৪] ১৬ মার্চ, ১৯৮৪ সালে ঢাকার বায়তুল মুকাররম মসজিদে জুম্মার খৎবায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দিকনির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, ইসলামি অনুশাসন, তাহজিব-তামাদ্দুন ও ইসলামি সংস্কৃতি অনুশীলনের মাধ্যমেই এদেশ (বাংলাদেশ) প্রকৃত সম্মান ও গৌরব লাভ করবে, প্রকৃত এ দেশের সুখ-শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তা ইসলামের সাথেই ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।[২০৫]

ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন একাডেমির সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৪)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৩ এপ্রিল, ১৯৮৪ সালে কুয়েতে গমন করে সেখানে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী সায়্যিদ ইব্রাহিম হাসানী ও সায়্যিদ আহমদ হাসানী নদভীর নিকট অবস্থান করে সেখান থেকে ২৪ এপ্রিল জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন একাডেমির সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে 'আলিম-উলামা, চিন্তাশীল মনীষী ও ৩২টি দেশের ১৩০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাণবন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য[২০৬] ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[২০৭]

রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি প্রতিষ্ঠা (১৯৮৪)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এক ভ্রমণের অংশ হিসেবে ২ মে ১৯৮৪ সালে জেদ্দা পৌঁছেন এবং সেখান থেকে তিনি ৩ মে মদীনায় যান। মদীনায় কয়েকদিন ভ্রমণ ও ইসলাম প্রচার শেষে ৭ মে তিনি আবার জেদ্দায় ফিরে আসেন এবং 'উমরা পালন করেন। আর এ সফরকালেই তিনি 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'[২০৮] নামে একটি সাহিত্য সংগঠন স্থাপন করেন।

---

[২০০] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩৮১; মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, তা. বি., ৩য়. খ.), পৃ. ৫৬।

[২০১] প্রাচ্যের উপহার, পৃ. ২৩; খুতবাত-এ 'আলী মিয়া'র, ১ম. খ., পৃ. ৩৮৭; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ৫৭।

[২০২] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী কারওয়ান-এ যিন্দিগী (৩য় খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮; প্রাচ্যের উপহার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; খুতবাত-এ 'আলী মিয়া'র. (১ম খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩-৪০০।

[২০৩] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ৫৮-৬০।

[২০৪] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৮২।

[২০৫] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, বিধবস্ত মানবতা, সংকলনেঃ মুজাহিদ, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ১৫৪।

[২০৬] 'আম্মানে তাঁর পঠিত একটি প্রবন্ধ হচ্ছে 'المقالة الوضية فى النصيحة الوسية'

[২০৭] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ১২-১৬।

[২০৮] রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি একটি সাহিত্য সংস্থা। ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন স'উদ ইউনিভার্সিটির আরবী সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা ছিলেন এ সংস্থার মূল স্থপতি। তিনি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর "মুখতারাত" গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করে

Dhaka University Institutional Repository

ইয়েমেন সফর (১৯৮৪)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৪ মে ১৯৮৪ সালে জেদ্দা থেকে ইয়েমেনের রাজধানী সানাতে পৌঁছেন এবং ১৫ মে ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে ইয়েমেনের সানা ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। এ সফরকালেই তিনি সানাতে তিনটি বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[২০৯] অতঃপর তিনি ২১ মে জেদ্দায় ফিরে যান।

পাকিস্তান সফর (১৯৮৪)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৩ মে ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের করাচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[২১০] পাকিস্তানে তিনি চারদিন অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে ৬ টি বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[২১১] তিনি ২৫ মে করাচীর বিন্নুরী শহরের জামে মসজিদে জুম'আর খুতবায় "মুলক ওয়া কাওম কী সাতাহ্ পর ইসলামি মু'আশারাহ কী জুরুরত" শিরোনামে প্রাণবন্ত তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[২১২] ২৬ মে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নবীনদের দায়িত্ব-কর্তব্য' বিষয়ে,[২১৩] অতঃপর ২৭ মে করাচীর বিখ্যাত হোটেল মটরপোলে আয়োজিত সম্মেলনে "সহীহ ইসলামি ইকতেদার কী জিম্মাদারী আওর উছকে বরকাত" শিরোনামে, জোড়ালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে পরিশুদ্ধ ইসলামি জীবন-পদ্ধতি, প্রশাসকের ব্যক্তিগত গুনাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মনিষ্ঠতার পরিচয় এবং খ্যাতি অর্জনে প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীগণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন।[২১৪]

মুসলমানদের জন্য পৃথক পারিবারিক আইন প্রনয়নের আন্দোলন (১৯৮৫)

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের যাতাকল থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পরেও ভারতের মুসলমানগণ নিজ মাতৃভূমিতেই বিভিন্নভাবে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী একটি গোষ্টি, কিছু রাজনৈতিক পার্টি এবং মুসলিম নামধারী কিছু লোকের পক্ষ থেকে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের জন্য একই ধরনের আইন, ইউনিফর্ম, পরিভাষা, সিভিল কোড চালু করার দাবী করতে থাকে। এ দাবীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল

এ সংস্থা প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রথম দিকে এ সংস্থা স্থাপন করে ক্ষুদ্র পরিসরে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরে ৭ মে, ১৯৮৪ সালে তিনি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে এর কার্যক্রম বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁরই অনুরোধক্রমে আবুল হাসান এ সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন। আবুল হাসান আলী আন্- নদভী সাহিত্যের প্রচার-প্রসার এবং এর উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিকভাবে এ সংস্থার শুভ সূচনা করেন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ সংস্থার ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও বিস্তারে প্রয়াস চালান।

[২০৯] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩৮৭-৩৮৯; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ৩৮।

[২১০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ৫২।

[২১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

[২১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

[২১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

[২১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের শরী'আত সম্মত যে সকল আইন ও বিধি-বিধান রয়েছে তার মর্মমূলে আঘাত করে মুসলমানদের ইসলামি শরী'আত ধ্বংস করে দিয়ে হিন্দুয়ানী রসম-রেওয়াজের মধ্যে মুসলমানদেরকে নিমজ্জিত করা। যাতে করে আস্তে আস্তে ভারতবর্ষ মুসলিম শুন্য হয়ে যায়। এটি ছিল ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি গভীর ষড়যন্ত্র। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে খুব শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ইসলামি শরী'আতী আইন সংরক্ষণ করা। এ সংগঠনের আন্দোলন ছিল ভারতের ইতিহাসে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় এবং সুসংহত এক আন্দোলন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সভাপতিত্বে ৬-৭ এপ্রিল, ১৯৮৫ সালে কলকাতায় এ সংগঠনের এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তিনি পৃথক মুসলিম পারিবারিক আইনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলতে সক্ষম হন।[২১৫] এ আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক পারিবরিক আইনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হন। প্রধানমন্ত্রী রাজবি গান্ধী মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক পারিবারিক আইনের একটি বিল সংসদে মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে এ পদক্ষেপ ছিল আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর একটি বড় অবদান।[২১৬]

তুরস্কের বিভিন্ন স্থান সফর (১৯৮৬)

'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলন নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এ সভায় 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র কার্যকরী পরিষদের পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ সংস্থার পরবর্তী সম্মেলন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। এ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মুহাম্মদ রাবি' হাসানী নদভীকে সাথে নিয়ে ২০ জুন ১৯৮৬ সালে ইস্তাম্বুলে পৌছেন। তিনি ২১ জুন 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনে যোগদান করেন। 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র প্রধানের ভাষণের পর লক্ষ্ণৌ ও আরবের সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে ইসলামি সাহিত্য চর্চার অগ্রগতি-উন্নতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করার পর দ্বিপ্রহরের দিকে উক্ত সম্মেলনের কার্যক্রম সাময়িকভাবে মূলতবি ঘোষণা করা হয়। সে দিন সন্ধ্যায় অপর একটি সাহিত্যিকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইস্তাম্বুলে। সায়্যিদ কুতুব শহীদ, আরব ও অনারব বিশ্বের অনেক চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক ও গবেষকগণ এ সম্মেলনে যোগদান করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে তুরস্কে ইসলামি সাহিত্য চর্চার অগ্রগতি ও উন্নতির প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে বলেন, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মসনবী কেবল ইসলামি সাহিত্য ও কাব্য জগতকেই প্রভাবিত করেনি; বরং ইসলামি চিন্তা-চেতনা, দর্শন ও ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিকে এমনভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে যার দৃষ্টান্ত এখানকার অন্য কোন সাহিত্যে খুজে পাওয়া দুস্কর।[২১৭] ইসলামি চিন্তা-চেতনা, দর্শন ও ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা, দার্শনিক চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে উদারতা এবং স্বাধীন চিন্তা-চেতনার প্রভাবে অনেক কবি-সাহিত্যিক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, তুরস্ক আজো মাওলানা রুমীর মত প্রতিভাবান ব্যক্তি তৈরী করছে যা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। তিনি ২২ জুন, ১৯৮৬ সালে তুরস্কের বুরছা শহরে পৌছে সেখানকার পণ্ডিতদের এক বড় সম্মেলনে যোগদান করেন। এতে প্রায় চার-পাঁচশ কবি-সাহিত্যিক ও পণ্ডিত এবং রেডিও-টেলিভিশনের সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীগণ যোগদান করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে

---

[২১৫] 'আলমী সাহারা (পত্রিকা), পৃ. ৭০।

[২১৬] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬১-১৬২।

[২১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত আকর্ষণীয় কবিতা 'طلوع إسلام'-এর আকর্ষণীয় আরবী ভাষায় অনুবাদ[২১৮] উপস্থাপন করেন।[২১৯] অবশেষে তিনি ২৫ জুন তুরস্কের বুরছা শহরে পৌছেন এবং সেখানকার অনেক মসজিদ-মাদরাসা পরিদর্শন করে ২৬ জুন তিনি আবার ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন।[২২০]

করাচীর হোটেল মটরপোলে 'শুকর' শিরোনামে বক্তব্য (১৯৮৬)

২৮ জুন, ১৯৮৬ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী পাকিস্তানের করাচী ভ্রমণে আসেন। ২৯ জুন করাচীর হোটেল মটরপোলে করাচীর মেয়র আবদুস সাত্তার আফগানী কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য[২২১] উপস্থাপন করেন। ৩০ জুন, ১৯৮৬ সালে 'আল্লামা বিন্নুরী টাউনের বিশাল মসজিদে মাগরিবের নামাযের পর আয়োজিত এক সভায় 'শুকর' তথা আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বিষয়ে প্রাণবন্ত জোড়ালো বক্তব্য উপস্থাপন করে তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন।[২২২]

আলজেরিয়ায় 'আল-ইসলামু ওয়াল 'উলূমুল ইনছানিয়াতি' শিরোনামে বক্তব্য (১৯৮৬)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৭-৩১ আগষ্ট ১৯৮৬ সালে অক্সফোর্ড ও লন্ডনে অবস্থান করে যাবতীয় কার্য শেষ করেন। অতঃপর ১ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়া পৌছেন এবং আলজেরিয়ার 'সাতীফ'[২২৩] শহরে ইসলামি চিন্তাবিদদের এক সম্মেলনে 'الاسلام والعلوم الانسانية' শিরোনামে ২ সেপ্টেম্বর চমৎকার ভাষাশৈলীতে লিখিত এক প্রবন্ধ[২২৪] উপস্থাপন করেন। তিনি 'সাতীফ' শহরে ২-৫ সেপ্টেম্বর অবস্থান করে ৫ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়া শহরে ফিরে আসেন। পরে তিনি আলজেরিয়া থেকে মিসর এবং মিসর থেকে ৬ সেপ্টম্বর জেদ্দা গমন করেন। জেদ্দা থেকে ৮ সেপ্টেম্বর মদীনায় যান এবং ১৩ সেপ্টেম্বর মক্কা শরীফে ফিরে 'উমরা পালন করে সেখানে বিভিন্ন আলিম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ সালে তিনি দিল্লী হয়ে নিজ জন্মভূমি লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[২২৫]

আন্তর্জাতিক খতমে নুবুওয়ত সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৬)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৯ অক্টোবর, ১৯৮৬ সালে দেওবন্দে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খতমে নুবুওয়ত সম্মেলনে যোগদান করে 'কাদিয়ানাত ওয়া বয়ানু হাকীকাতিহা ওয়া খতরিহা' শিরোনামে যুক্তিযুক্ত জোড়ালো বক্তব্য প্রদান করেন।[২২৬] ১ নভেম্বর, ১৯৮৬ সালের এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে হেরেম শরীফের ইমাম শায়খ

---

২১৮ এ কবিতার 'আরবী অনুবাদঃ নাদওয়াতুল 'উলামা দারুল উলূমের শিক্ষক সায়্যিদ সুলায়মান নদভী করেছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর অনুবাদকৃত কবিতাটি উক্ত সম্মেলনে উপস্থাপন করেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ১৬৫।

২১৯ কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ১৬৪-১৬৫।

২২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭০।

২২১ হোটেল মটরোপলে তাঁর বক্তব্যের শিরোনাম ছিল 'اسلام معاشرہ کودرپیش حقیقی خطرات اور ان کاسد' কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ১৬৪-১৭২।

২২২ কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ১৭৫-১৭৮।

২২৩ 'সাতীফ' আলজেরিয়ার একটি শহরের নাম। এটি আলজেরিয়া থেকে ৩০০ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

২২৪ প্রবন্ধের নাম- 'دور الإسلام الثورى البناء فى مجال العلوم الإنسانية' (মানবীয় জ্ঞানের ময়দানে ইসলমের বৈপ্লবিক ও গঠনগত কার্যাবলী।) তিনি এ প্রবন্ধে ইসলাম যে মানবের জ্ঞানের রাজ্যে বৈপ্লিবিক পরিবর্তন এনেছে এবং গঠনগত ও ভিত্তিগত বিভিন্নমুখী কার্য সাধন করেছে তা তুলে ধরেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ১৮২।

২২৫ কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ১৬৯-১৮৭।

২২৬ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আননাবীউল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল, আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, লক্ষ্ণৌঃ

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ, 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সেক্রেটারী ডা. 'আবদুল্লাহ 'উমার নাসীফ এবং ভারতের সৌদি দূত সাদিক ফুয়াদ মুফ্‌তী দারুল 'উলূম এর নিমন্ত্রণে লক্ষ্ণৌতে সম্মেলনে যোগদান করেন। দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার মাঠে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনে কয়েক লাখ মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। সায়্যিদ আবুল হাসান এ সম্মেলনে ' جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم' কুর'আনের এ আয়াতের[২২৭] দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বক্তব্যে বলেন, সবকিছুর মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সেই শিক্ষা যার আহ্বান প্রথম করেছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও যার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং যার প্রতিনিধিত্ব করেছে বায়তুল্লাহ্ শরীফ ও মসজিদে নুবুবী। তিনি উক্ত আয়াতের আলোকে ভারতীয় মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেন।[২২৮]

আন্তর্জাতিক ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৭)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৭ মার্চ, ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের 'জামি'আ ইসলামিয়া দারুল 'উলূম-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনে 'মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল' শিরোনামের ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ও এর প্রতিকূলতা ও বাধার বিষয়গুলো প্রাণবন্ত সাহিত্য শৈলীতে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও ভারতীয় মুসলমানদেরকে পৃথক জাতি হিসেবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ চর্চা ও এর পৃষ্ঠপোষকতা করে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এবং নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতি প্রতিরোধ করে মুসলিমদের উন্নত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলী পুনরুদ্ধারের জন্য অনুপ্রেরণা যোগান। তিনি তাঁর প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলিমদের নিজেদেরকে সংখ্যালঘু না ভেবে একটি বৃহত্তম জাতি হিসেবে ভাবার কথা বলে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে নিয়োজিত হয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং সর্বোপরি দেশ গড়ার বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে আদায়ের আহ্বান জনান।[২২৯]

মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ (১৯৮৭)

মালয়েশিয়ার কিছু ছাত্র ইতঃপূর্বে নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌতে পড়ালেখা করে দেশে ফিরে গিয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর চিন্তা-চেতনা, নীতি-আদর্শ ও জ্ঞান গর্ব দিকনির্দেশনা প্রচার করেছিলেন। সেখানকার আলিম-'উলামা, কবি-সাহিত্যিক ও শিক্ষিত সমাজ আবুল হাসানের রচনাবলী পাঠ করে তাঁকে নিজের কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পরেন। তাই সেখানকার ইসলামি সংগঠন A.B.I.M এবং তাঁর ছাত্রদের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণপত্র আসলে তা তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সেটা গ্রহণ করে ২ এপ্রিল, ১৯৮৭ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ভ্রমণে যান।[২৩০] ৩ এপ্রিল মালয়েশিয়ার তেরেঙ্গানু প্রদেশের সংস্কারক ও ইসলামি চিন্তাবিদ শায়খ 'আব্দুল হাদীর তত্ত্বাবধানে এক জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তিনি 'إلى الإسلام من جديد' (ইলাল ইসলামি মিন জাদীদ)' শিরোনামে এক জ্বালাময়ী জ্ঞানগর্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ৪ এপ্রিল মালয়েশিয়ার জাতিয় ইউনির্ভাসিটির শরী'আ ফ্যাকাল্টির উদ্যোগে ভার্সিটির অডিটরিয়ামে শিক্ষক, গবেষক ও

১৯৮৭, পৃ. ৩-৪।

[২২৭] আল-কুর'আন, ৫:৯৭।

[২২৮] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ১৮৯-১৯২।

[২২৯] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহ্কীকাত ওয়া নাশরিয়াত- এ ইসলাম, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ১১।

[২৩০] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র,) পৃ. ৪২০-৪০৩।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের সামনে তিনি এক তাৎপর্যময় জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনামূলক প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে মুসলিম দেশগুলোর শাসক শ্রেণীর সাথে সাধারণ মুসলিমদের যে, দ্বন্দ্ব চলছে তার মূলকারণ এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সভ্যতা, সংস্কৃতির মাঝে ইসলামি সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটিয়ে মুসলিমদের মাঝে দীনের জাগরণ সৃষ্টির আহ্বান জানান।[২৩১]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৬ এপ্রিল, ১৯৮৭ সালে মালয়েশিয়ার কাদাহ্ এলাকা ভ্রমণ করে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি ৭ এপ্রিল মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটির তাবলীগ মারকায এবং A.B.I.M এর সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন। ৮ এপ্রিল মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত ড. আব্দুর রউফ মিসরী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানান। ঐ দিন তিনি হিজবুল ইসলামির মারকাযেও বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তব্যে দা'ওয়াতী কাজের ফলপ্রসূ পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে মালয়ী মুসলমানদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেন যে, যদি তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় তবে তাদের সকল অগ্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি বিফলে যাবে। ৯ এপ্রিল ভ্রমণ শেষে তিনি ভারতে ফিরে আসেন।[২৩২]

লন্ডন ভ্রমণ (১৯৮৭)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ড. ফারহান আহমদ নিযামীর আমন্ত্রণে ২৭ আগষ্ট, ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ২৬ আগষ্ট তারিখে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে[২৩৩] ২৭ আগষ্ট অনুষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টারের সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁর আগমনের কথা জানতে পেরে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সেক্রেটারী ড. 'আবদুল্লাহ 'উমার নাসীফ এবং ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন স'উদ প্রতিষ্ঠানের ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ 'আবদুল্লাহ 'আবদুল মুহসিন তুর্কীও এই সম্মেলনে যোগদান করেন। অক্সফোর্ডস্থ সিনেট কোরাস কলেজের শায়খ 'আবদুল 'আযীযের লেকচার সিরিজের মোড়ক উম্মোচন করা হয় ২৯ আগষ্ট তারিখে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর 'সঠিক 'ইলমের বিস্তার ও উন্নয়নের মাধ্যমে মানবতার দিক-নির্দেশনা এবং সংস্কারে ইসলামের ঐতিহাসিক কার্যাবলী' শিরোনামে বক্তব্য[২৩৪] উপস্থাপনের মাধ্যমে। ৬ সেপ্টেম্বর তিনি লন্ডন থেকে আবার কুয়েতে যান। ৯ সেপ্টেম্বর তিনি লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[২৩৫]

'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামির' তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৭)

'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১১-১৫ অক্টোবর, ১৯৮৭ সালে মক্কাতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৯ অক্টোবর, ১৯৮৭ সালে মক্কায় গমন করে[২৩৬] ১১ অক্টোবর এ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে তিনি ইহরাম অবস্থায় যোগদান করেন। এ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাতিমান ইসলামি চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষকগণ ও সৌদি আরবের বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বরা যোগদান করেন। সন্ধ্যায় 'উমরা হজ্জ পালন শেষে ১২ তারিখের

---

[২৩১] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ২৪০-২৪৩।
[২৩২] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৮৩।
[২৩৩] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪০৫-৪০৬।
[২৩৪] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ২৭১
[২৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-২৭৭।
[২৩৬] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪০৬-৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী হেরেম ও মদীনা শরীফের মহত্ব, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে প্রাণবন্ত আকর্ষণীয় প্রামাণ্য বক্তব্য প্রদান করেন। সম্মেলনের সমাপ্তির দিকে শায়খ ইব্ন বায ও ড. 'আবদুল্লাহ 'উমর নাসীফ-এর কৃতজ্ঞতা বক্তব্য সমাপ্তির পরে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধি ও পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে 'كلمة الوفود' শিরোনামের উপরে বক্তব্য প্রদান শুরু হয়। এ শিরোনামের উপরে সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর শাসনকালে যাকাত দানে অস্বীকারকারী ধর্মত্যাগীদের বলেছিলেন যে, أينقص الدين وأناحي؟ অর্থাৎ আমার জীবিত অবস্থায় দীনের মধ্যে সংকোচন ঘটবে?[২৩৭] অতঃপর ১৭ অক্টোবর শায়খ ইব্ন বায-এর মসজিদে মক্কা শরীফের বিশেষত্ব, মর্যাদা ও এর দা'ওয়াত এবং বার্তার উপর যুক্তিনির্ভর আকর্ষণীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[২৩৮]

বানারসে 'শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (র.)-এর উপর আয়োজিত সেমিনারে যোগদান (১৯৮৭)

২২-২৪ নভেম্বর, ১৯৮৭ সালে বানারসের জামি'আ সলফীয়্যায় আয়োজনকৃত 'শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (র.)-এর উপর সেমিনারে যোগদানের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি যেন উক্ত সেমিনার থেকে কোনক্রমেই অনুপস্থিত না থাকেন সে জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট আগেই আগমন করেন।[২৩৯] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২২ নভেম্বর উক্ত সেমিনারে যোগদান করে উর্দু ভাষায় ভূমিকা উপস্থাপন করে আরবী ভাষায় শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (র.)-এর জীবন ও কর্মের উপর জোড়ালো বক্তব্য প্রদান করেন।[২৪০] এ সম্মেলনে দেশ-বিদেশের অনেক খ্যাতনামা 'আলিম-উলামা ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ দারুল 'উলূম লক্ষ্ণৌর জামালিয়্যা হলে ছাত্রদের বিদায়ী অনুষ্ঠানে 'اپنی گو نیلام کی منڈی میں نہ پیش کیجئے' শিরোনামে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে সমকালীন সংকট ও সমস্যা মুকাবিলার জন্য ৪টি এবং বিদায়ী ছাত্রদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত ৪টি বিষয়, ব্যক্তি ও কর্ম জীবনে প্রতিপালনের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সমকালীন সংকট ও সমস্যা মুকাবিলার জন্য চারটি দিক-নির্দেশনা হচ্ছে, ১. অনাগত যুগের মুসলিমদেরকে স্বধর্মত্যাগ ও ধর্মদ্রোহিতার হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করানো, ২. ব্যক্তি ও কর্মজীবনে ইসলামি জীবন বিধানের যথাযথ অনুসরণ-অনুকরণ করা, ৩. ভারতে প্রতিটি মুসলমানদের ধর্ম পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও মান-সম্মানের সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জীবনযাপন করার অধিকার সংরক্ষণ করা ও ৪. ইসলামি শিক্ষার সংরক্ষণ-সম্প্রসারণ ও আধুনিক জীবনের সাথে এর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আর যারা বিদায়ী ছাত্র ছিল তাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত যে ৪টি বিষয় অনুসরণ ও প্রতিপালনের দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তাহলো ১. আল্লাহর যথাযথ হক্ব আদায় করা তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাক্ওয়া অবলম্বন ও আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত থাকা, ২. ধর্মনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগী হওয়া, ৩. ইসলামের প্রচলিত চার মাযহাবের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে তুলনামূলক শিক্ষা অর্জন করা এবং ৪. জ্ঞানার্জনের ধারাবাহিকতায় নিজকে নিয়োজিত রেখে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হলেও শিক্ষা অর্জনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা।[২৪১]

---

[২৩৭] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়. খ., পৃ. ২৯৩-২৯৪।
[২৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪-২৯৭।
[২৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫।
[২৪০] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪০৭।
[২৪১] খুতবাত-এ 'আলী মিয়া'র. ১ম. খ., পৃ. ৩৩৭-৩৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

'আলিম সমাজের মর্যাদা সম্পর্কে ভাষণ (১৯৮৮)

১৮ ও ১৯ মার্চ, ১৯৮৮ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দিল্লীতে এক সেমিনারে হযরত শায়খ হুসায়ন আহমদ মাদানী (র.) এর বিরল গুণাবলীর উপর বক্তব্য প্রদান করেন।[২৪২] ১৪ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে তিনি হায়দ্রাবাদে 'মজলিশ-এ ইলমী' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে 'আলিম সমাজের মর্যাদা সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন।[২৪৩]

'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি'র বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান (১৯৮৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে ১২ নভেম্বর, ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়। সিদ্ধান্ত ছিল এ সম্মেলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি অবস্থান করে লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী এবং দিল্লী থেকে জেদ্দা হয়ে মক্কায় পৌঁছাবেন। কিন্তু বিমানের ফ্লাইট বিলম্বের কারণে তিনি ১৩ নভেম্বর জেদ্দায় পৌঁছতে সক্ষম হন। ১৪ তারিখ সকালে তিনি 'উমরা করেন। ১৫ নভেম্বর সম্মেলনের চতুর্থ দিন 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সেক্রেটারীর অনুরোধক্রমে পরিচালনা পর্ষদ এর পক্ষ থেকে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।[২৪৪] এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে আরবের অনেক কবি, সাহিত্যিক, গবেষক ও পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি ১৬-১৮ নভেম্বর মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময় 'আবদুল 'আব্বাস নদভী স্বীয় গৃহে এক সম্মেলনের আয়োজন করলে এই সম্মেলনে মক্কার 'আলিম-উলামা ও কবি-সাহিত্যিকদের একটি বিশেষ দলও উপস্থিত ছিল।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৮৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯ নভেম্বর ১৯৮৮ সালে সৌদি আরবের উদ্দশ্যে যাত্রা করে তিনি মদীনায় গিয়ে এক সপ্তাহ অবস্থান করে ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর তারিখে মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. 'আবদুল বাসেত বদর কর্তৃক আয়োজিত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছাড়াও ড. 'আব্বাস নদভী, মুহাম্মদ রাবি' হাসানী নদভীসহ মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য ইসলামি চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক, কবি-সাহিত্যিক ও 'আলিম-উলামাগণ যোগদান করেন। অতঃপর ২৬ নভেম্বর তিনি জেদ্দায় পৌঁছে জেদ্দার 'মসজিদ-ই শা'য়ীবিতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ২৭ তারিখে ভারত-পাকিস্তানের অসংখ্য মানুষের গণজমায়েতে এই মসজিদে উর্দু ভাষায় দীর্ঘ প্রাণবন্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[২৪৫]

আবুধাবী ভ্রমণ (১৯৮৮)

আবুধাবীতে অবস্থানরত জাম'আয়ে আইন এর শিক্ষক তাকীউদ্দীন নদভী এবং সেখানকার অন্যান্য ইসলামি চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষকদের আমন্ত্রণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৮ নভেম্বর ১৯৮৮ সালে আবুধাবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে আন্তরিক অভ্যর্থনা দিয়ে বিমান বন্দর থেকে হোটেল

---

[২৪২] খুতবাত-এ 'আলী মিয়া'র. ২য়. খ., পৃ. ১৭২।

[২৪৩] প্রাচ্যের উপহার, পৃ. ৮৮।

[২৪৪] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী (লক্ষ্ণৌঃ মাকতাবা-এ ইসলাম ২০০১ খৃ.), ৭ম. খ., পৃ. ৩৫।

[২৪৫] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪০৯-৪১০।

Dhaka University Institutional Repository

শেরাটনে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ২৯ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে 'ترشيد الصحوة الاسلامية' শিরোনামে জ্ঞানগর্ভ, দিকনির্দেশনামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[২৪৬]

হায়দ্রাবাদে 'মানবতার বার্তা' বিষয়ে সম্মেলন (১৯৮৮)

জামীলুদ্দিন হায়দ্রাবাদী কর্তৃক ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদে সারোবার (SAROVAR) হোটেলে 'মানবতার বার্তা' বিষয়ে একটি সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২৪৭] এ সম্মেলনে প্রবন্ধকার, গ্রন্থকার, কবি-সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মতাত্ত্বিক, আইনবিদ এবং ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন।[২৪৮] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে তাঁর উপস্থাপিত দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমকালীন বিভিন্ন চিন্তাবিদদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনেক অমুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রদত্ত জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে প্রভাবিত হন।[২৪৯] অতিথি নির্বাচনে ভারসাম্যতা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মতাত্ত্বিকসহ আমন্ত্রিত অতিথিদের সকলের অংশগ্রহণ এ সম্মেলনকে সফল করেছিল।[২৫০] হায়দ্রাবাদের সম্মেলন সমাপ্তির পর ৩০ ডিসেম্বর 'মানবতার বার্তার' উপর আরো একটি সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[২৫১] এ সম্মেলনে কিছু বিখ্যাত 'আলিম, প্রবন্ধকার, রাজনৈতিক নেতা, দূর-দূরান্তের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন দলের প্রায় এক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কানপুরে 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (১৯৮৯)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৪ ও ৫ মার্চ ১৯৮৯ সালে কানপুরের হালীম মুসলিম ডিগ্রি কলেজের মাঠে আয়োজিত 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড'-এর তৃতীয়[২৫২] সম্মেলনে যোগদান করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। এ সম্মেলনে দেশবরেণ্য অনেক গবেষক, লেখক ও পণ্ডিতগণ যোগদান করে এ সম্মেলনকে সফল করেন।[২৫৩]

মাওলানা আযাদ-এর স্মরণে সভা (১৯৯০)

৪ মার্চ, ১৯৯০ সালে লক্ষ্ণৌর মাওলানা আযাদ মেমোরিয়াল একাডেমিতে মাওলানা আযাদ-এর স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে মাওলানা আযাদের ব্যক্তিত্ব, পরিচয় ও তাঁর সংগ্রামী কর্মময় জীবনের একটি চিত্র উপস্থাপন করেন। এ অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের অনেক দার্শনিক, ইসলামি চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষকগণ উপস্থিত ছিলেন।[২৫৪]

---

[২৪৬] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ৪৩।

[২৪৭] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪১০-৪১১।

[২৪৮] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ৫২-৫৩।

[২৪৯] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪১১।

[২৫০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ৫৩।

[২৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪১১।

[২৫২] এ সম্মেলনের পূর্বে ৬, ৭ ও ৮ এপ্রিল ১৯৮৫ সালে কলকাতায় এবং ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে বোম্বেতে এ বোর্ডের দু'টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ৭৩।

[২৫৩] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪১১; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ.৭৪-৭৭।

[২৫৪] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ., পৃ. ১৭৫-১৭৭; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা

Dhaka University Institutional Repository

দিল্লীর 'কনস্টিটিউশন ক্লাবে সম্মেলন (১৯৯০)

দিল্লীর 'কনস্টিটিউশন ক্লাবে (Constitution Club)'-এ 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ১৭ মার্চ, ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যার সাবেক গভর্নর দিশেম্বরনাথ জী এ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। এতে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির রাজেশ রাও সহ বিভিন্ন পার্টির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।[২৫৫] আর এ সম্মেলন উদ্বোধন করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সম্মেলনের শুরুতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা উপস্থিত শিক্ষাবিদ, গবেষক ও চিন্তাবিদদের হাতে হাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে ছিলেন। এ কারণে এই সম্মেলন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।[২৫৬] ১৮ মার্চ, ১৯৯০ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দিল্লী থেকে মাদ্রাজ যান এবং মাদ্রাজ থেকে ১৯ মার্চ দিল্লী হয়ে লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।

'দারুল 'উলূম সাবীলুর রাশাদ'-এ সম্মেলন (১৯৯০)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৮-১১ জুন, ১৯৯০ সালে বোম্বের 'দারুল 'উলূম সাবীলুর রাশাদ'-এর অভ্যন্তরে ব্যাপক আয়োজনের সাথে অনুষ্ঠিত 'মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামি আল-হিন্দ'-এর পর্যালোচনামূলক তৃতীয় শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করেন এবং "আলবাহসুল 'ইলমী ওয়াল-ফিক্হী", "ওয়াততাহকীক ওয়াল ইজতিহাদ"এবং "আলহাজাত ইলা যালিকা ওয়া আদাবিহি" শিরোনামে প্রাণবন্ত 'আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সম্মেলনে বিশ্বের অনেক 'আলিম-উলামা, লেখক, কবি সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীসহ ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ইসলামি চিন্তাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।[২৫৭]

গুন্না সঙ্গতাহা অডিটোরিয়ামে সেমিনার (১৯৯০)

২ জুলাই, ১৯৯০ সালে লক্ষ্ণৌর গুন্না সঙ্গতাহা অডিটোরিয়ামে 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর একটি সেমিনার বিশম্বরনাথ পান্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে ভারতের বহু শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[২৫৮] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সেমিনারের সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ভুল এবং রোগ মানুষেরই হয়; গাছ কিংবা পাথরের হয় না। ভুল হওয়া ও রোগ হওয়া মানুষের প্রকৃতির স্বভাব বিরোধী নয়। তবে যে বিষয়টি সবচেয়ে বিপদজনক তা হলো, ভুলকে ভুল হিসেবে না জানা, ভুলকে ভুল হিসেবে অনুভব না করা এবং ভুলকে সাহস ও প্রত্যয়ের সাথে সংশোধন না করা। তিনি তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম ডাঃ জাকির হোসাইন খান এর কথা স্মরণ করেন যিনি ১৭ নভেম্বর, ১৯৪৬ সালে জামে'আ মিল্লিয়ার রজত জয়ন্তি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সহযোগিতা করেছিলেন।[২৫৯]

সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪১৭।

[২৫৫] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ., পৃ. ১৯৫-১৯৬।

[২৫৬] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪১৭।

[২৫৭] কাবওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ., পৃ. ২১৮-২২২।

[২৫৮] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪২০।

[২৫৯] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ., পৃ. ২৩৫-২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

দিল্লীর গালিব একাডেমিতে সেমিনার (১৯৯০)

দিল্লীর গালিব একাডেমিতে ৫ আগষ্ট, ১৯৯০ সালে মাওলানা হিফযুর রহমান সোহরাওর্দীর জীবন ও কর্মের উপর এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী আয়োজকদের পীড়াপীড়িতে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করে প্রাণবন্ত এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[২৬০]

ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের সমালোচনা ও বাদশাহ ফাহাদকে চিঠি (১৯৯০)

২ আগষ্ট, ১৯৯০ সালে ইরাক কর্তৃক ছোট দেশ কুয়েত দখল ছিল অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত কাজ। এতে মুসলিম বিশ্ব আশ্চর্য ও হতবাক হয়ে পরে। আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী ইরাকের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে ১৯ আগষ্ট, ১৯৯০ সালে নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌতে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরে এর তীব্র প্রতিবাদ করে জোড়ালো বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর মতে সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক কুয়েত দখল ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা ও চারিত্রিক আদর্শের সাথে অসামঞ্জস্য এবং একটি লজ্জাকর ঘৃন পদক্ষেপ বলে ইরাকের কঠোর সমালোচনা করেন।[২৬১] ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের দুই-তিন মাস পর মুসলিম বিশ্বের অনাগত বিপদ ও চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরে সৌদি রাষ্ট্রনায়ক বাদশাহ ফাহাদকে চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও অনাগত বিপদ মুকাবিলার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করেন। সৌদি রাষ্ট্রনায়ক ফাহাদও আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর চিঠির ইতিবাচক জবাব দেন।[২৬২]

'রাবিতাতুল্‌ আলামিল ইসলামির সম্মেলন' (১৯৯০)

১০-১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সালে মক্কায় 'রাবিতাতুল্‌ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনদিন ব্যাপি এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৭ সেপ্টেম্বর দিল্লী থেকে রিয়াদ হয়ে জেদ্দা পৌছে জেদ্দা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর মক্কায় পৌছেন। ১০ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন হয়। এ সম্মেলনে আরব দেশসমূহের মধ্য থেকে মিসর আমিরাত, তিউনিস, কুয়েত, মরক্কো, বাহরাইন, শাম, সুদান, 'আম্মান, লেবানন এবং অনারব মুসলিম দেশসমূহের মধ্য থেকে পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ভারত, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া এবং মালদ্বীপের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আর অমুসলিম অনারবদের মধ্যে কানাডা, সিংগাপুর, জার্মান, ব্রাজিল, আমেরিকা, কেনিয়া, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নাইজেরিয়া, নেপাল, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, উগান্ডা, ইথিউপিয়া, সেনেগাল, ফিলিপাইন, পুর্তগাল, যুগোস্লাভিয়া, কুরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।[২৬৩] আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী এই সম্মেলনে عالم عربي کا تازہ المیہ، اس کا دینی، اخلاقی، اصولی اور دعوتی نقطہ سی مطالعہ اور جائزہ' শিরোনামে উর্দু ভাষায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং তাঁর ভাগিনা মাওলানা ওয়াজীহ রশীদ নদভী এ বক্তব্যের আরবী ভাষায় তরজমা করেন।[২৬৪]

---

[২৬০] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪২০।
[২৬১] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪২০-৪২১।
[২৬২] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ., পৃ. ২৩৬-২৩৯।
[২৬৩] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ., পৃ. ২৯১-২৯৬।
[২৬৪] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪২২-৪২৩।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলন শেষে তিনি মক্কায় দু'দিন ও মদীনায় ৬ দিন অবস্থান করে ২৬ সেপ্টেম্বর জেদ্দা হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

'Muslim Intelectual Forum'-এ দুটি বক্তব্য (১৯৯০)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সৌদি আরব থেকে লক্ষ্ণৌতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে যোগদান করেছিলেন। প্রথমটি হলো 'ইরাকে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট সংকট এবং আরব উপদ্বীপ' শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর উপর সেমিনার। আর দ্বিতীয়টি হলো 'Muslim Intelectual Forum' লক্ষ্ণৌর পক্ষ থেকে ৬ অক্টোবর ১৯৯০ 'مقامات مقدسة، خطرات اور انديشى' বিষয়বস্তুর উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারটি ছিল, সৌদি আরব ও হেরেম শরীফের ভাব-গাম্ভীর্য এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার উৎসাহ-অনুভূতি সৃষ্টি ও ভারতীয় মুসলিমদের দায়িত্ব-কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে গুরুত্ববহ এক সেমিনার। এ সেমিনারে লক্ষ্ণৌর জ্ঞানী গুণী ও মনীষীবৃন্দ, আলিম-'উলামা ও দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার শিক্ষক ও ছাত্রসহ দেশ-বিদেশের অসংখ্য মনীষী এ সেমিনার দুটিতে উপস্থিত ছিলেন।[২৬৫]

'হামদ ও মুনাজাত' বিষয়ে সেমিনার (১৯৯০)

'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-র পৃষ্ঠপোষকতায় একটি অতিপ্রয়োজনীয় সেমিনার 'হামদ ও মুনাজাত' বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ৭-৯ অক্টোবর ১৯৯০ সালে রায়বেরেলীর 'মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী মেমোরিয়াল এডুকেশন সোসাইটি'-এর পক্ষ থেকে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ভারতবর্ষসহ ও আরবের অনেক শিক্ষাবিদ, গবেষক, জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত ও সুধীজন এ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এতে উদ্বোধনী ভাষণ দেন ও সমাপনী ভাষণ শেষে সেমিনার সমাপ্ত করেন। তাঁর ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ উদ্বোধনী বক্তব্য ও 'আরাফাত ময়দানের দু'আ পাঠ ও প্রার্থনার সময় সেমিনারে যোগদানকৃতদের চোখসমূহ অশ্রু সজল হয়েছিল। এ সেমিনার সমাপ্তির পর তিনি করওয়া অঞ্চলে গমন করে মৌলবী নফীস নদভীর আমন্ত্রণে সীরাত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে বক্তব্য দেন।[২৬৬]

জামে'আ সলফীয়্যা প্রবন্ধ পাঠ (১৯৯০)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৭ অক্টোবর, ১৯৯০ জামে'আ সলফীয়্যা বানারসে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে যোগদান করে শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়ার জীবন-কর্মের উপর প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি প্রবন্ধে ইব্ন তাইমিয়ার জীবনী উপস্থাপন করে তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দার্শনিক ও বৈপ্লবিক সংস্কার আন্দোলনের কথা চমৎকার ভাষায় তুলে ধরেন।[২৬৭]

---

[২৬৫] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ., পৃ. ৩১৫-৩১৭।

[২৬৬] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪২৩-৪২৪; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ., পৃ. ৩২৯।

[২৬৭] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪২৯-৪৩০; মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, তা. বি.) ৫ম. খ., পৃ. ৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

'শুহাদা-এ ইসলাম' সম্মেলনে যোগদান (১৯৯১)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৮ জুলাই ১৯৯১ সালে 'দারুল মুবাল্লিগীন লক্ষ্ণৌ'-র পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত 'শুহাদা-এ ইসলাম' সম্মেলনে ভারতের আহলে সুন্নাত-ওয়াল জাম'আতের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদের উপস্থিতিতে খুলাফা-এ রাশিদার বিষয়ে যুক্তিযুক্ত প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যে খুলাফা-এ রাশিদার নির্বাচনে ধারাবাহিকতার যুক্তিকতা ব্যাখ্যা করে প্রথমে কেন হযরত আবূ বকর (রা.), অতঃপর কেন হযরত 'উমর (রা.), তারপর কেন উসমান (রা.) এবং সর্বশেষে কেন 'আলী (রা.) নির্বাচিত হলেন এর তাৎপর্য ও দূরদর্শিতা ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও তিনি খুলাফা-এ রাশিদার বিশেষ গুণাবলী এবং খিলাফতকালে তাঁদের সংস্কারধর্মী দূরদর্শিতামূলক কার্যাবলীর ব্যাখ্যা করেন।[২৬৮]

'Centre for Islamic Studies'ও ইউরোপ ভ্রমণ (১৯৯১)

প্রতি বছর অধিকাংশ সময় আগষ্ট মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Centre for Islamic Studies'-সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'Centre for Islamic Studies'-এর সদস্য ছিলেন। তিনি এ সম্মেলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। সে ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের ২৮-৩০ আগষ্ট উক্ত সেন্টারের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলন সমাপ্তির পরে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্র ভ্রমণ করে বক্তব্য ও দিকনির্দেশনা প্রদার করেন। পরিশেষে তিনি ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ সালে Leicester এর 'Islamic Foundation' ভ্রমণ কালে এ সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের অনুরোধক্রমে তাঁর আগমন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে তিনি প্রথমে উর্দুতে ও পরে আরবী ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন।
সূরা ইব্রাহীমের (الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون) ২৪-২৫ নং আয়াত তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে এ সমাবেশের উদ্বোধন করা হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী উক্ত আয়াতকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে উপস্থিত গবেষক, লেখক, সাহিত্যিক ও মুসলিম চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আয়াতের ই'জায বা অলৌকিকত্ব বর্ণনা করে প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন।[২৬৯]

465927

'আঞ্জুমান-এ সাবাব-এ ইসলাম'-এর সম্মেলনে যোগদান (১৯৯২)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৩-২৪ নভেম্বর, ১৯৯২ সালে দিল্লীতে 'আল-ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড'-এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এক ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন যা পৃথকভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২৭০] নভেম্বর মাসের শেষে তিনি ভটকল ভ্রমণ করে সেখানে 'আঞ্জুমান-এ সাবাব-এ ইসলাম'-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদান করে দিকনিকর্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে আবুল হাসান আলী

---

[২৬৮] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, খুলাফা-এ আরবা'আ কী তারতীব-এ খিলাফত্ মেঁ কুদরত ওয়া হেকমত-এ এলাহী কী কারফরমা'ঈ আওর হযরত হুসায়ন (রা.) কে আকদাম মেঁ উম্মত কেলিয়ে রহনুমা'ঈ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯১ খৃ.) পৃ. ৯-২৮

[২৬৯] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, দীন-এ হক ওয়া দা'ওয়াত-এ ইসলাম (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ৩-১২।

[২৭০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ., পৃ. ৫৭; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪২৯-৪৩০।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আন্-নদভী সেখানে দ্বিতীয় বারের মত অনুষ্ঠিত "পায়াম-এ ইনসানিয়াত"-এর সম্মেলনে যোগদান করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন।[২৭১]

'আঞ্জুমান-এ তা'লীমাত-এ দীন'-এর আলোচনা সভা (১৯৯২)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১২ জানুয়ারী, ১৯৯২ সালে মুরাদাবাদস্থ 'আঞ্জুমান-এ তা'লীমাত-এ দীন'-এর পক্ষ থেকে ইসলামি শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। ফিলস্তিন থেকে দেশান্তরিত প্রখ্যাত ইমাম শায়খ মুহাম্মদ ছিয়াম[২৭২] দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় আগমান করলে ১৭ ফেব্রুয়ারী তাঁর সম্মানার্থে 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম'-এর পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ইমাম শায়খ মুহাম্মদ ছিয়াম মুসলিম বিশ্বে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমূহের প্রভাব তুলে ধরে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন ।

ইসলাহুম মু'আশিরুহ সেমিনারে যোগদান (১৯৯২)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১ মার্চ, ১৯৯২ সালে পাটনায় 'اصلاح معاشرہ' বিষয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করে আসানসুলে যান এবং সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি ৩ মার্চ ভাগলপুরে গমন করে 'اصلاح معاشرہ' বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।[২৭৩]

ইত্তিহাদ-এ মিল্লাত সম্মেলন (১৯৯২)

২৩-২৪ মে, ১৯৯২ সালে ইত্তিহাদ-এ মিল্লাতের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে 'ملك و ملت دونون خطره ميں ' শিরোনামে দিকনির্দেশনামূলক আকর্ষণীয় বক্তব্য প্রদান করে দেশ ও জাতির দুর্বল দিকগুলোর বিভিন্ন খতিয়ান উপস্থাপন করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।[২৭৪]

অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের সেমিনারে যোগদান (১৯৯২)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের আয়োজিত সেমিনারে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৮ সেপ্টম্বর, ১৯৯২ সালে লন্ডন পৌঁছে ১০ সেপ্টম্বর আয়োজিত সেমিনারে যোগদান করেন। এই সেমিনারে আরব, অনারবসহ মুসলিম বিশ্বের বহু লেখক, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত থেকে সেমিনারকে সাফল্য মন্ডিত করেন। এরপর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৮ সেপ্টেম্বর Leicester এর 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন'-এ পৌঁছে প্রথমে আরবী ও পরে উর্দু ভাষায় বক্তব্য[২৭৫] প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে

---

[২৭১] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ., পৃ. ৫৭-৫৮।

[২৭২] শায়খ মুহাম্মদ ছিয়াম ছিলেন ফিলিস্তিন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর। ফিলিস্তিন থেকে দেশান্তরিত হওয়ার পর তিনি সুদানে বসবাস করতে ছিলেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ., পৃ. ৬০।

[২৭৩] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ., পৃ. ৬২-৬৩; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪২৯-৪৩০।

[২৭৪] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ., পৃ. ৬৮।

[২৭৫] তাঁর বক্তব্যের উর্দু শিরোনাম ছিল- 'امت مسلمه كا فرض منصبى اور اس كى انقلابى اثرات ' কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান, ভারত, ইউরোপ ও আরব দেশের পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের লক্ষ্য করে তিনি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম ইংরেজী ভাষায়ও উপস্থাপন করা হয়।[২৭৬] অনুষ্ঠান শেষে Leicester থেকে তিনি লন্ডনে গিয়ে সেখানকার প্রাচীন ইসলামিক সেন্টারে আয়োজিত সেমিনারে 'غیر اسلامی تہذیب و اقتدارکی مرکزوں میں مقیم' শিরোনামে আকর্ষণীয় প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন।[২৭৭]

'কুতুবখানা-এ শিবলী' সেমিনারে যোগদান

'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর পক্ষ থেকে ১৭ নভেম্বর, ১৯৯২ সালে দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার 'কুতুবখানা-এ শিবলী'-এর বিরাট হলে 'خطوط اور مراسلات کی ادب' শিরোনামে এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারটি যদিও শিক্ষা সংক্রান্ত ছিল তথাপি সেখানে আধ্যাত্মিকতার প্রভাবই ব্যাপকহারে বিরাজমান ছিল। সেমিনার হল দর্শক-শ্রোতা দ্বারা কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল। এ সেমিনারে পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবের অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার ও ভারতের বিশ্ববিদ্যালসমূহের শিক্ষকগণ উপস্থিত হয়ে সেমিনারকে সাফল্যমন্ডিত করেছিল। এ সেমিনারে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর একটি সংক্ষিপ্ত দিকনির্দেশনামূলক বাণী উপস্থাপন করা হয়।[২৭৮]

কায়ছার বাগের সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৩)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও সমকালীন আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি মুসলিম জাতিকে সাবধান ও সর্তক করার উদ্দেশ্যে ৬ জানুয়ারী, ১৯৯৩ সালে লক্ষ্ণৌর কায়ছার বাগের একটি সম্মেলনে 'ملك و معاشره كاسب سى خطر ناك مرض ظلم و سفاكي' শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সমকালীন মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ও অধঃপতন থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। যখনই তিনি মুসলিম জাতির কোন বিপদ-আপদ অনুভব করতেন তখনই সে বিপদ-আপদ সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে নিজে উদ্দোগী হয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতেন। আর সে ধারাবহিকতায় তিনি অপর একটি বক্তব্য ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ রায়বেরেলীর কলেজের প্রশস্ত ময়দানে আয়োজিত সম্মেলনে ' ملك كى آزاد كا صحيح ' শিরোনামে[২৭৯] উপস্থাপন করেন। রায়বেরেলীর উম্মুক্ত মাঠে ১০-১৫ হাজার বিভিন্ন ধর্ম ও মতের শ্রোতাগণ উপস্থিত ছিলেন।[২৮০]

'শাবাব-এ ইসলাম'-এর সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৩)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৯৩ সালের জুন মাসের শেষ দিকে পাটনা ভ্রমণ করেন। সেখানে 'শাবাব-এ ইসলাম'-এর গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে ছাত্র ও নবীনদেরকে সম্বোধন করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ছাত্র ও নবীনদেরকে আসহাবে কাহাফের ঈমানী দৃঢ়তার কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন পথের

---

[২৭৬] ইংরেজী সারমর্ম রচনা করেন 'আবদুর রহীম কিদওয়ায়ী।

[২৭৭] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩০; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ., পৃ. ৮৭।

[২৭৮] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ., পৃ. ৯৭।

[২৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

[২৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

পাথেয় সংগ্রহ ও আদর্শপূর্ণ সঠিক দিক নির্ধারণের আহ্বান জানান। এ ভ্রমণ কালেই তিনি কোন একদিন 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদান করে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের অনেক পণ্ডিত এবং দার্শনিকবৃন্দের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন।[২৮১]

শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ (১৯৯৩)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৯৩ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও এক দীর্ঘ ভ্রমণে বের হন। তিনি এ ভ্রমণেই ১৯ আগষ্ট দিল্লী থেকে দুবাই হয়ে ইস্তাম্বুল পৌছে সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করা ছাড়াও তিনি এক সাধারণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে আরবী ভাষায় আকর্ষণীয় বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্য তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এ ভ্রমণ কালেই ২৮ আগষ্ট, ১৯৯৩ সালে তিনি ইউরোপে যান। লন্ডনস্থ অক্সফোর্ডের 'ইসলামিক সেন্টার'-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনসমূহে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য প্রদান করে ৩ সেপ্টেম্বর আমেরিকা যান এবং নিউইয়র্ক ও শিকাগোর বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ৮ সেপ্টেম্বর সুইজারল্যান্ড হয়ে জেদ্দার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি মক্কা শরীফে 'উমরা ও মদীনায় যিয়ারত শেষে ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সালে ভারতে নিরাপদে ফিরে আসেন।[২৮২]

জয়পুরস্থ 'জামি'আ হেমায়েত'-এ (১৯৯৩)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৯-১০ অক্টোবর, ১৯৯৩ সালে জয়পুরস্থ 'জামে'আ হেমায়েত'-এ মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।[২৮৩] তিনি তাঁর বক্তব্যে ব্যক্তি ও সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মৌলিক গুণগত পার্থক্য তুলে ধরে বলেন, বৈবাহিক জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক ও পরিবারের মধ্যকার পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভিন্ন কল্যাণজনক দিক রয়েছে। ঐশী শরী'আত ও দীনের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আর তা সুন্নাতে রাসূলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। তাই ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ জীবনে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।[২৮৪] অতঃপর তিনি ১০ অক্টোবর রাতে রাম লাইল গ্রাউন্ডে 'اصلاح معاشره' সম্পর্কিত অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন।

'কাফিলা মহল্লায় বক্তব্য প্রদান' (১৯৯৩)

অতঃপর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১১-১২ অক্টোবর, ১৯৯৩ সালে জয়পুর থেকে টুংকে পৌছে সেখানে দু'দিন অবস্থান করে বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য প্রদান করেন। টুংকের অধিবাসীরা তাঁকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। টুংকে দেয়া তাঁর বক্তব্যসমূহের মধ্যে 'কাফিলা' মহল্লায় প্রদত্ত বক্তব্য ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় দিকনির্দেশনামূলক ও প্রভাব বিস্তারকারী।[২৮৫]

---

[২৮১] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৩।

[২৮২] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ., পৃ. ২১৫-২৫১; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৩।

[২৮৩] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৪।

[২৮৪] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ.,পৃ. ২৫৯।

[২৮৫] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৪; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ., পৃ. ২৭৮-২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

সমরকন্দে ইমাম বুখারী (র.)-এর স্মারক চিহ্ন স্থাপন (১৯৯৩)

অক্সফোর্ডস্থ 'ইসলামিক সেন্টার'-এর পরিচালনা পর্ষদ সমরকন্দে ইমাম বুখারী (র.)-এর স্মারক চিহ্ন স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের আমন্ত্রণে ২২ অক্টোবর ১৯৯৩ সালে তাসখন্দে পৌঁছেন। আর সে উদ্দেশ্যে ২৩ ও ২৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কিছু সংখ্যক সরকারী ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন। সমরকন্দে প্রবন্ধ পাঠের চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে বুখারী শরীফের প্রথম ও শেষ হাদীস উল্লেখ করে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ চারটি অধিবেশনের একটিতে তিনি " تا فی مکانهما البخاری صحیح به وکتا البخاری ریخ الاسلام والدین والعلم ومکتبة الإمام محمد بن اسماعیل" শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।[২৮৬] প্রবন্ধে দীনকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা, হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং মুসলিম জাতিকে ধর্মচ্যূত থেকে হেফাজত করার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর বলিষ্ঠ অবদান এবং সঠিক ইসলামি আদর্শ স্থাপন ও তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হাদীসের ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তারিত তুলে ধরেন। অতঃপর ২৪ অক্টোবর তিনি সহযাত্রীদেরকে নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত 'আলিমগণের কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে বের হন এবং ইমাম বুখারী (র.) সহ সেখানকার বিখ্যাত 'আলিম-উলামা ও ধর্মীয়ব্যক্তিত্বগণের মাযার যিয়ারত করে ২৭ অক্টোবর, ১৯৯৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন।[২৮৭]

বাংলাদেশের 'দারুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা'র সেমিনারের যোগদান (১৯৯৪)

'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি' এশিয়ার দফতরের পক্ষ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। সে ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের শুরুতে এরকম একটি সেমিনার বাংলাদেশের মাওলানা সুলতান যওকের জোড় প্রচেষ্টায় ২১ জানুয়ারী, ১৯৯৪ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশের 'দারুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা'য় অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে ' مشرقی اقوام کی زبان و ادب میں اسلامی رجحانات' শিরোনামে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।[২৮৮]

'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য প্রদান (১৯৯৪)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৭ মার্চ ১৯৯৪ সালে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাওলানা 'আবদুর রহমান নামে সদ্য নির্মিত হোস্টেল উদ্বোধন করেন। স্যার সৈয়দ হলে অনুষ্ঠিত সুধী-সমাবেশে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের উপস্থিতিতে (২৮ মার্চ) তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদ খানের বংশ যে স্যার সৈয়দ আহমদ শহীদ (র.)-এর 'আকীদা, বিশ্বাস ও ভালবাসার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে সে বিষয়ে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য তুলে ধরেন।[২৮৯]

জামি'আ সলফীয়্যা বানারশে বক্তব্য প্রদান (১৯৯৪)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২২ ও ২৩ এপ্রিল ১৯৯৪ সালে জামে'আ সলফীয়্যা বানারশে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-র সম্মেলন উদ্বোধন করার পরে সেখান থেকে তিনি গাজীপুরে চলে যান। ২৪ এপ্রিল মাওলানা আজিজুল হাসানের মাদরাসায় আয়োজিত সভায় তিনি বক্তব্য প্রদান করেন। এ সফরকালেই তিনি

---

[২৮৬] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ., পৃ. ২৯০।
[২৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪-২৯৫।
[২৮৮] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৫।
[২৮৯] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, তা. বি.), ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আজিজুল হাসান কর্তৃক আয়োজিত 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত' এর সভায় স্থানীয় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বক্তব্য প্রদান করেন।[২৯০]

দারুল 'উলূম এর পরিচালক ৩০ জুলাই সেখানে 'اصلاح معاشره' এর সম্মেলন[২৯১] আয়োজন করলে এ সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক জনগণ, ছাত্র, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ অংশগ্রহণ করে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে 'كامل مسلمان اورمكمل اسلام' শিরোনামে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রতিটি মুসলমানকে শতভাগ ইসলামের অনুসরণ-অনুকরণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।[২৯২]

যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার (১৯৯৪)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৯৪ সালের ৯ অক্টোবর লক্ষ্ণৌর সিকারতা ভবন হলে বিভিন্ন শ্রেণী ও এেশাজীবী মানুষের ব্যাপক উপস্থিতিতে 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর আলোচনা সভায় 'পায়াম' শিরোনামে বক্তব্য প্রদান করেন। অনেক উপস্থিত বক্তাদের মধ্যে উত্তর প্রদেশের গভর্নর মাষ্টার মতিলালও উপস্থিত ছিলেন। ১৩ নভেম্বর মীরাঠে 'اصلا معاشره' -এর এক মহাসমাবেশে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সচেতন হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে এ দেশের জন্য বড় সামাজিক ব্যাধি ও অবক্ষয় হচ্ছে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসিতার প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ যা মানুষকে যৌতুকের ন্যায়-অন্যায় ও নৈতিকতা বিরোধী কাজের প্রতি প্ররোচিত করে।[২৯৩]

সায়্যিদ কুতুবের (র.) তাফসীরের প্রভাব (১৯৯৫)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৭ জানুয়ারী, ১৯৯৫ সালে বোম্বে থেকে ভটকল ভ্রমণে গমন করে সেখানে ১৮ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত সভায় সর্বশ্রেণীর মানুষের মাঝে বক্তব্য প্রদান করে তিনি ২৫ জানুয়ারী কুচিন ভ্রমন করেন। ২৬ জানুয়ারী সেখানকার 'TECHNOLOGY' এর প্রশস্ত ময়দানে আয়োজিত সভায় সায়্যিদ কুতুব (র.) এবং তাঁর তাফসীরের[২৯৪] প্রভাব প্রাণবন্ত ভাষায় উপস্থাপন শেষে তিনি দু'দিন কুচিন ও কয়েকদিন বোম্বে অবস্থান করে আবার লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[২৯৫]

কম্পিউটার সেন্টার উদ্বোধন (১৯৯৫)

লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান INSTITUTE OF INTEGRAL TECHNOLOGY'-এর নতুন বিল্ডিংয়ের কম্পিউটার সেন্টার উদ্বোধন উপলক্ষে ১২ মার্চ, ১৯৯৫ সালে এক সভার আয়োজন করা হয়। আবুল

[২৯০] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৫; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ২৪-২৫।

[২৯১] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ট. খ., পৃ. ২৬-২৭।

[২৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

[২৯৩] ভারতীয় উপ-মহাদেশের মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট যৌতুক প্রথার ন্যায় অন্যান্য অনৈসলামিক কাজ প্রতিরোধ করে ইসলামি বিধি-বিধান যথাযথভাবে চালু রাখার প্রয়োজনে 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড' এর কতিপয় সদস্য 'اصلاح معا شره' শিরোনামে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সেমিনারের আয়োজন করে। ৩০ জুলাই ১৯৯৪ সালে দারুল 'উলূম-এ অনুষ্ঠিত সেমিনারটি ঐ সেমিনারের ধারাবাহিকতারই ফল। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ২৮

[২৯৪] তাঁর তাফসীর গ্রন্থের নাম হল 'ফী যিলালিল কুর'আন।

[২৯৫] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান আলী আন্-নদভী এ সভায় উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যাপক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বে কেন এত বিপদ-আপদ ও অশান্তি বিরাজ করছে। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সমৃদ্ধি সত্ত্বেও মনুষ্যত্ব মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছে। আর বিপদ-আপদ এরূপ অবস্থায় পৌচেছে যে তা যেন প্রতিটি মানুষের মাথার উপর তলোয়ারের ন্যায় ঝুলে আছে। আর পরিস্থিতি এমন আশংকাজনক স্থানে পৌচেছে যে কখন যেন মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে। সময়ের দাবী বর্তমান বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।[২৯৬]

কাতারের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ে বক্তব্য প্রদান (১৯৯৫)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১২ মার্চ, ১৯৯৫ সালে কাতারের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে কাতার ভ্রমনে যান। ১৩ এপ্রিল, কাতার জামে' মসজিদে জুম'আর নামায আদায় করেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন। সন্ধ্যায় জামে' মসজিদের প্রাঙ্গনে ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় এক জাকজমকপূর্ণ সভার আয়োজন করলে সেখানে বিশাল জনতার সমাগম দেখে তিনি প্রবন্ধ[২৯৭] পাঠের পরিবর্তে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তব্য প্রদান করেন। এ সভায় 'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবীসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক জ্ঞানী-গুনী ও মনীষীগণ উপস্থিত ছিলেন।[২৯৮] মহিলাদের জন্যও একটি পৃথক সভার আয়োজন করা হলে এ সভায় ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতি বিষয়ে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন। তাছাড়াও সেখানকার উর্দু ভাষাভাষীদের জন্যও কাতার ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় একটি সভার আয়োজন করলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এতে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য প্রদান করেন। সর্বশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের একটি সভায় অংশগ্রহণ করে 'واقع العالم الإسلامى' শিরোনামে একটি প্রবন্ধের সারমর্ম প্রাণবন্ত সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেন।[২৯৯] ১৬ জুলাই, ১৯৯৫ সালে তিনি নাদওয়াতুল 'উলামার পরিচালনা পর্ষদের বার্ষিক সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে মাদরাসায় অধ্যয়নরত ও বিদায়ী ছাত্রদের দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়গুলো পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেন।[৩০০]

'All- India Muslim Personal Law Board'-এর সম্মেলন উদ্বোধন (১৯৯৫) ৯৮

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৭-৮ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে আহমদাবাদে 'All- India Muslim Personal Law Board'-এর ১২ তম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এ সম্মেলনে গুজরাটের বহু 'আলিম-উলামা, শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ৭ অক্টোবর পরামর্শ সভা এবং ৮ অক্টোবর 'All- India Muslim Personal Law Board'-এর সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন আবুল হাসান আলী আন্-নদভী। ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সাধারণ সম্মেলনে প্রায় আড়াই লাখ মানুষের উপস্থিতিতে তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক ও দিক-নির্দেশনামূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।[৩০১] এ সম্মেলন সমাপ্তির পর তিনি ১৪ অক্টোবর বোম্বে গমন করে সেখানে অনুষ্ঠিত 'اصلاح معاشره'-এর সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করে ১৭ অক্টোবর লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।

---

[২৯৬] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ, পৃ. ৬০-৬১।

[২৯৭] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সেখানে 'قيمة الامة الاسلامية بين الامم ودورها فى العالم' শিরোনামের এ প্রবন্ধ পাঠের জন্য অনেক আগেই তৈরী করে রেখে ছিলেন। কিন্তু তা তিনি ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় কাতার জামে' মসজিদে আয়োজিত সভায় পাঠ করেন নাই। কারওয়ান- এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৭৬।

[২৯৮] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ৭৫-৮০।

[২৯৯] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৮-৪৩৯।

[৩০০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ১২৬।

[৩০১] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা সংরক্ষণ বিষয়ে বক্তব্য (১৯৯৫)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৮ নভেম্বর, ১৯৯৫ সালে গাজীপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মাদরাসা সংরক্ষণ বিষয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও দিকনির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর গাজীপুর থেকে তিনি আযমগড়ে গমন করে সেখানে ১০-১২ নভেম্বর দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়ে অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন।[৩০২] এ সম্মেলন সমাপ্তির পর তিনি মাওলানা ডাঃ তাকী উদ্দীন এর নিমন্ত্রণে মুজাফ্ফর পুরে গমন করে সেখানে জামে'আ ইসলামিয়্যায় অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করে লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[৩০৩]

পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সর্তক থাকার পরামর্শ (১৯৯৫)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সালে 'রাবিতাতুল্ ইসলামি' (Muslim World League)-এর সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশে সৌদি আরব গমন করেন। তিনি ৩১ ডিসেম্বর থেকে ০৪ জানুয়ারী পর্যন্ত কয়েক দিন মক্কায় অবস্থান করে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলমী' (Muslim World League)-এর বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করে দিকনিদের্শনামূলক জ্ঞানগর্ব বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আসন্ন সংকটময় পরিস্থিতি ও পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের কথা পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরে মুসলিম বিশ্বকে সদা সর্তক থাকার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন বর্তমানে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ইসলাম এবং মুসলমানদের মূলোৎপাটনে সদা তৎপর রয়েছে। তাই এ ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান।[৩০৪] রাবেতার এ সম্মেলন সমাপ্তির পরে তিনি কিছুদিন মক্কা-মদীনায় অবস্থান করে ভারতে ফিরে আসেন। ১৬ জানুয়ারী, ১৯৯৬ সালে লক্ষ্ণৌতে 'All- India Muslim Personal Law Board'-এর কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সভায় 'اصلاح معاشره'-এর কার্যাবলী পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা করার পর বিচক্ষণতার সাথে এর কার্যক্রম সম্পাদন করার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।[৩০৫]

মাদরাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন (১৯৯৬)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৮ মে, ১৯৯৬ সালে দু'সপ্তাহের জন্য বোম্বে গমন করেন। তারপর বাঙ্গালোরে গিয়ে 'মাদরাসা সাবিলুর রাশাদ'-এর ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য[৩০৬] প্রদান করার পরে তিনি এ সফর কালেই[৩০৭] ১৬ জুন হাসনে دار الأيتام (বাচ্চাদের ঘর) উদ্বোধন করে হাসনে একরাত যাপন করে ১৭ জুন

---

[৩০২] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২০১-২১০।

[৩০৩] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৪২।

[৩০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২।

[৩০৫] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ২২২-২২৩।

[৩০৬] বক্তব্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সলফে সালেহীনের চারিত্রিক দৃঢ়তা, ইসলামের ফরয আদায়ে তাদের দিপ্তীমান দৃষ্টান্ত ও আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরে দীন ও মিল্লাতের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁদের পদাংক অনুসরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ২৪৫।

[৩০৭] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

টুমকুর[৩০৮] ও তেলেমংগে[৩০৯] ভ্রমণে গিয়ে এক মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে সে উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তেলেমংগের সকল কাজ সমাপ্ত করে বাঙ্গাঁলোরে গমন করে ১৮ জুন বাঙ্গাঁলোরে 'مدرسة إصلاح البنات'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ২০ জুন তিনি লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[৩১০] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৫ জুলাই[৩১১] ১৯৯৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'Personal Law Board'-এর কার্যকরী পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি ১৭ জুলাই দারুল 'উলূম-এ অনুষ্ঠিত এ সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের এক সভায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় দিকনির্দেশনামূলক প্রাণবন্ত বক্তব্য[৩১২] প্রদান করেন।[৩১৩]

ইস্তাম্বুলে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৬)

ইস্তাম্বুলে ৮ আগষ্ট, ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ইস্তাম্বুলে পৌঁছে সেখানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। ৯ আগষ্ট আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আগমন উপলক্ষে সেখানে এক জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে তাঁর রচনাবলী, সাহিত্য সেবা ও সংস্কারমূলক কার্যাবলীর পর্যালোচনা করা হয়। রাবেতা কর্তৃক আয়োজিত এ সম্মেলনে সর্বমোট ১৬ টি প্রবন্ধ[৩১৪] উপস্থাপন করা হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বিশ্বের অসংখ্য খ্যাতনামা[৩১৫] ব্যক্তিদের মধ্যে 'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী ও 'আল্লামা কুতুব শহীদ উপস্থিত ছিলেন।[৩১৬] ১০ আগষ্ট তারিখে সন্ধ্যায় সেখানে অনুষ্ঠিত কাব্য সম্মেলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ১৫ টি দেশের খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকগণ এ সম্মেলণে অংশগ্রহণ করেন।[৩১৭] এ ভ্রমণকালে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে বিভিন্ন সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠিত এ সব সম্মেলনে অসংখ্য দীনী ও সূফী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল।[৩১৮]

জামিয়াতুল হুদা মাদরাসার উদ্বোধন (১৯৯৬)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৩ আগষ্ট ইস্তাম্বুল থেকে লন্ডনে গমন করেন। এ ভ্রমণকালেই তিনি লন্ডনে নাদওয়াতুল 'উলামার নিসাব অনুযায়ী[৩১৯] جامعة الهدى 'নামে একটি বড় মাদরাসার উদ্বোধন উপলক্ষে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মাদরাসার উদ্বোধন করার পর

---

[৩০৮] টুমকুর হলো বাঙ্গাঁলোর থেকে ৭০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

[৩০৯] তেলেমংগ বাঙ্গাঁলোর থেকে ৫০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত একটি ছোট শহরের নাম।

[৩১০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ২৪৫-২৪৯।

[৩১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

[৩১২] বক্তব্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সমকালীন মুসলিম জাতিকে তাদের অধঃপতনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

[৩১৩] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৪৫-৪৪৬।

[৩১৪] প্রবন্ধ ও পত্রের ভাষা ছিল আরবী। পরে উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়েছে, যা কারওয়ান-এ যিন্দিগীর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৯৬ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হয়েছে। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ২৯৬।

[৩১৫] বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকলেও নাজমুদ্দীন আরবাকান উপস্থিত থাকতে পারেন নাই কারণ তিনি এ সময় বিদেশে ভ্রমণরত ছিলেন। ফলে তিনি সায়্যিদ আবুল হাসান তাঁর সাথে সাক্ষাৎও করতে পারেননি।

[৩১৬] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ২৪৬-২৮৭।

[৩১৭] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৪৭।

[৩১৮] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ২৯৪-২৯৫।

[৩১৯] মাদরাসাটি লন্ডনের NOTTINGHAM এলাকায় অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।[৩২০] অতঃপর লন্ডন ও Leicester এর ইসলামিক সেন্টারে ভ্রমণ করেন ও সেখানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারে জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান শেষে ১৮ আগষ্ট তিনি লন্ডন থেকে জেদ্দায় যান এবং ২৭ আগষ্ট নিরাপদে বোম্বে ফিরে আসেন।[৩২১]

দারুল 'উলূম সাবিলুস-সালাম-এর সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৬)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ সালে মাওলানা ম'ঈন উল্লাহ্'র আমন্ত্রণে আনযুর ভ্রমণ করেন ও ১৫ অক্টোবর তিনি লক্ষ্ণৌতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১-৩ নভেম্বর, ১৯৯৬ সালে তিনি হায়দ্রাবাদে 'دارالعلوم سبیل السلام'-এর পরিচালকদের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর সম্মেলনে[৩২২] সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন।[৩২৩] তাছাড়াও তিনি এ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনেও বক্তব্য[৩২৪] প্রদান করেন। এ ভ্রমণ কালেই তিনি 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত' এবং 'اصلاح معاشرہ'-এর সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। তাছাড়াও তিনি ২৮ নভেম্বর আযমগড়ের 'জামি'আতুর রাশাদ (جامعة الرشاد)' কর্তৃক আয়োজিত 'আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর ব্যক্তিত্ব ও অবদানের' উপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে উদ্বোধনী বক্তব্য[৩২৫] প্রদান করেন।[৩২৬]

বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিতরে প্রবেশ (১৯৯৬)

'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর 'المجلس الاعلى العالمى للمساجد' নামের একটি শাখা কমিটির সম্মেলনে ১৬-১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত হলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৬ তারিখের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর বক্তব্য[৩২৭] প্রদান করেন। অতঃপর ১৮ ডিসেম্বর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বায়তুল্লাহ্ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হন। অতঃপর তিনি কয়েকদিন মক্কা-মদীনা অবস্থান শেষে ২৪ ডিসেম্বর জেদ্দায় পৌঁছেন এবং ২৬ ডিসেম্বর জেদ্দা থেকে বোম্বে এবং ২৮ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন।[৩২৮]

---

[৩২০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ৩০৪-৩০৫।

[৩২১] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৪৭-৪৪৮।

[৩২২] সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল- ملفوظات ومواعظ ادب کی ائینہ میں

[৩২৩] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ৩২২-৩২৩।

[৩২৪] ভারতীয় সহযাত্রীদের নিয়ে তিনি যে ইসলামের নামের বদৌলতে এখানে একত্রিত হয়েছেন সে দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ৩২৬।

[৩২৫] বক্তব্যে তিনি সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর বিশেষত্ব ও তাঁর রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ৩৩১।

[৩২৬] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৪৮; কারওয়ান-এ যিন্দিগী ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ৩৩০।

[৩২৭] তিনি তাঁর বক্তব্যে মসজিদের স্থান, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং অন্য সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ের সাথে মসজিদের পার্থক্য তুলে ধরেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ৩৩৭

[৩২৮] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ৩৩৫-৩৪৩; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৪৯-৪৫১।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্ণৌর উর্দু একাডেমিতে সেমিনার (১৯৯৭)

লক্ষ্ণৌর উর্দু একাডেমির পরিচালক ১৬ ও ১৭ মার্চ, ১৯৯৭ সালে সায়্যিদ 'আবদুল হাই হাসানী (র.)-এর ব্যক্তিত্বের উপর এক সেমিনারের আয়োজন করেন। এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আবুল হাসান আলী আন্-নদভী। এ সেমিনারে অনেক 'আলিম ও বিশ্ববরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদগণ অংশগ্রহণ করে প্রবন্ধ পাঠ করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা 'আবদুল হাই হাসানী (র.)-এর রচনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[৩২৯]

পরিচ্ছন্ন সাহিত্য সৃষ্টির গুরুত্বারোপ (১৯৯৭)

৪-৬ অক্টোবর, ১৯৯৭ সালে পাটনার খোদা-বখশ লাইব্রেরী এবং 'মাদরাসা-এ শামছুল হুদা'-এর পরিচালকদের পরিচালনায় 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনে ' اسلامی نشأة ثانیه میں ادب کا حصه ' বিষয়বস্তুর উপর অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভাপতির বক্তব্যে পরিচ্ছন্ন সাহিত্য সৃষ্টি ও বিকাশের গুরুত্বারোপ করে আকর্ষণীয় দিকনির্দেশনামূলক প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন।[৩৩০] তাছাড়াও তিনি পাকিস্তানের লাহোরে ২৪-২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যে আদব এর সঠিক অর্থ, তাৎপর্য ও এর উপশারিতা স্ববিস্তারিত তুলে ধরেন।[৩৩১]

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সম্মেলন (১৯৯৭)

১২ এবং ১৩ নভেম্বর, ১৯৯৭ সালে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রশস্ত ময়দানের এ বৃহৎ সম্মেলনে ৫-৬ লাখ মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। এ সম্মেলন ছিল গুণগত দিক দিয়ে ঐতিহাসিক এবং অদ্বিতীয় সম্মেলন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের উদ্দেশ্য এবং কাদিয়ানী মতবাদ যে নুবুওয়্যতে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও দীনের বিরুদ্ধে জঘন্য হীন ষড়যন্ত্র তা তিনি পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেন।[৩৩২] এ সম্মেলন সমাপ্তির পরে তিনি ৬ ডিসেম্বর জেদ্দায় পৌঁছে ৭ ডিসেম্বর 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করে সমকালীন বিপদ-সংকট এবং আমেরিকা ও ইসরাঈলের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে

---

[৩২৯] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫২; মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, (লক্ষ্ণৌঃ কারওয়ান-এ যিন্দিগী মাকতাবা-এ ইসলাম, ২০০১ খৃ.),৭ম. খ., পৃ. ২২-২৫।

[৩৩০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ৪৯-৫২; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫৩।

[৩৩১] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫২; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ৫৪-৫৫।

[৩৩২] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ৫৯-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

সতর্ক করে বক্তব্য[৩৩৩] প্রদান করেন। এ ভ্রমণ কালেই তিনি কয়েক দিন মক্কা-মদীনায় অবস্থান করে আবার ভারতে ফিরে আসেন।[৩৩৪]

'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলনে অংশগ্রহণ (১৯৯৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৫ মার্চ, ১৯৯৮ জুদপুরে একটি মাদরাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে সেখানে গমন করেন এবং সেখানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। সেখানে 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করে বক্তব্য দেন।[৩৩৫] ২৫ এপ্রিল, ১৯৯৮ নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'All India Muslim Personal Law Board'-এর কার্যকরী পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করে আলীগড় যাত্রা করেন। ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় তিনি আলীগড়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ও পরিশেষে উক্ত সভায় মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। মাগরিব নামাযের পর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বক্তব্য[৩৩৬] উপস্থাপন করে এশার নামাযের পর সাধারণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২৬ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে প্রত্যাবর্তন করেন।[৩৩৭]

মিডিয়ার গুরুত্ব, উএশারিতা ও ক্ষতিকর দিক (১৯৯৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৮ মে, ১৯৯৮ বাঙ্গালোরে সদ্য স্থাপিত একটি মিডিয়া সেন্টারের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে সূরা ইব্রাহীমের 'هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر اولوا الألباب' এ (৫২ নং) আয়াতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মিডিয়ার গুরুত্ব, উএশারিতা ও ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরেন। অতঃপর বাঙ্গালোর থেকে ভটকলে গিয়ে ভটকলের জামে'আ ইসলামিয়্যায় পাঁচ দিন অবস্থান করে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য প্রদান করেন।

জিহাদের প্রয়োজনীয়তা (১৯৯৮)

অতঃপর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী পুনাতে গিয়ে সেখানে কাউছারবাগ মসজিদে জুম'আর খুৎবায় বক্তব্য দেন। পুনায় ৬ জুন, ১৯৯৮ সালে 'تاریخ نویسی کا جانزہ ادب کی تناظرمیں ' বিষয়বস্তুর উপর অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সম্মেলনে যোগদান করে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং সভাপতির বক্তব্যে সংস্কার আন্দোলনে জিহাদের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন।

'আযম এডুকেশন ট্রাস্টে' বক্তব্য (১৯৯৮)

৭ জুন, ১৯৯৮ 'হাজী গোলাম মুহাম্মদ 'আযম এডুকেশন ট্রাস্ট'-এর এসেম্বলী হলে বক্তব্য প্রদান করেন এবং আরব ছাত্রদের উপস্থিতিতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এ ভ্রমণের শেষ দিকে তিনি 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সাধারণ সম্মেলনে যোগদান করেন। এতে সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য, বিভিন্ন

---

[৩৩৩] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ৬২।
[৩৩৪] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫৫।
[৩৩৫] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ৮৪-৮৫।
[৩৩৬] বক্তব্যে তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ১২২।
[৩৩৭] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫৬।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ জনগণও অংশগ্রহণ করেন।[৩৩৮]

আম্মানে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামির, সদর দপ্তরের উদ্বোধন (১৯৯৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৯৮ সালের ২০-২৫ আগষ্ট, আম্মানে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ২০ আগষ্ট 'আম্মানে পৌঁছেন। এ সম্মেলনে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সদর দপ্তর রিয়াদ থেকে আম্মানে স্থানান্তরিত করা হয়।[৩৩৯] তিনি এই নতুন সদর দপ্তরের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে সাহিত্যের গুরুত্ব ও মানব সমাজে এর প্রভাব ও ফল তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন।

আমীর হাসানের আমন্ত্রণে (১৯৯৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর এ ভ্রমণেই ২৩ আগষ্ট, ১৯৯৮ সালে আমীর হাসানের আমন্ত্রণে তাঁর শাহী মহলে গমণ করেন। শাহী মহলের জাঁকজমকপূর্ণ বৈঠকে স্বীয় আরবী প্রবন্ধ 'اسمعوها منى صريحة ايها العرب' অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পাঠ করেন। তাঁর এ প্রবন্ধের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও কার্যকারী।[৩৪০] তাঁর এ ভ্রমণ কালেই আম্মানের 'ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়' একটি সভার আয়োজন করে। সকল শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রাণবন্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগের দু'টো পরাশক্তি রোম ও পারস্যের অধীন সমগ্র বিশ্ব যে জাহিলিয়্যাতের অন্ধকার ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল তা বিস্তারিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামের আলোকিত পথ অনুসরণ করার আহ্বান জানান। অন্ধকারে নিমজ্জিত বিশ্বের অসংখ্য দিকশূন্য ও দিকভ্রান্ত মানুষের উপর যে কম সংখ্যক ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান আলোকিত মানুষ বিজয়ী হয়েছে তা উপস্থাপন করে বিশ্বের বর্তমান সংকট ও সমস্যা প্রতিরোধে অতীতের মত কতিপয় আলোকিত মানুষ তথা সংস্কারকগণের এগিয়ে আসার উপর গুরুত্বারোপ করে জোড়ালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়া সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ন্যায় কুর'আন-সুন্নাহ ও রাসূলের সীরাত হতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণেরও তিনি আহ্বান জানান।[৩৪১] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর এ ভ্রমণ কালেই 'আম্মান, মক্কা ও মদীনায় কিছু দিন অবস্থান করে অবশেষে লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[৩৪২]

মাদ্রাজ ভ্রমণ (১৯৯৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সালে ক্বারী মুহাম্মদ কাশিম এর আমন্ত্রণে মাদ্রাজ গমণ করেন। সেখানে তিনি ৩০ সেপ্টেম্বর প্রায় ২৫ হাজার মানুষের সমাবেশে ইসলাম সম্পর্কে জোড়ালো বক্তব্য[৩৪৩]

---

[৩৩৮] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ১৩৫-১৫২; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫৭।

[৩৩৯] কিছু আইনী সমস্যার কারণে রাবেতার এ সদর দপ্তর 'আম্মানে স্থানান্তর করা হয়। সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫৭।

[৩৪০] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫৮; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ১৬১-১৬৫।

[৩৪১] আবুল হাসান 'আলী আল-নদভী, মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৩-৪; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ১৬৬।

[৩৪২] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ১৬৭-১৮০।

[৩৪৩] তিনি সূরা আম্বিয়ার 'لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون' এ (১০ নং) আয়াতকে অবলম্বন করে বক্তব্য প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করেন। তারপর সেখানকার তাবলীগ কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করেন। ২৯ অক্টোবরে তাঁর এ ভ্রমণ শান্তি পূর্ণভাবে শেষ করে তিনি লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন ।[৩৪৪]

খতমে নুবুওয়ত সম্মেলনের উদ্বোধন (১৯৯৮)

১১ অক্টোবর, ১৯৯৮ সালে কানপুরে 'জমিয়ত-এ 'উলাম-এ হিন্দ'-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত খতমে নুবুওয়ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যোগদান করে পবিত্র কুর'আনের 'اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا' আয়াতের[৩৪৫] আলোকে কাদিয়ানী বিরোধী জোড়ালো সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। ১৪ নভেম্বর গোয়ায় অনুষ্ঠিত 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলনে[৩৪৬] সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য[৩৪৭] প্রদান করেন। ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[৩৪৮]

'বন্দে মাতারম'-র বিরুদ্ধে অবস্থান (১৯৯৮)

বিজেপি-এর শাসনামলে ভারতে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা ভাল ছিল না। বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এ কারণে সমগ্র ভারতের 'আলিম-উলামা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা একদিকে মসজিদ-মাদরাসার সংরক্ষণ এবং অপরদিকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ মত চরম নাজুক অবস্থায় ভারত সরকার নতুন করে সরকারী স্কুলে 'বন্দে মাতারম'র গান পড়ানোর নির্দেশনা জারি করে। এই গান ছিল মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও তাওহীদী বিশ্বাসের পরিপন্থি। ভারত সরকারের এই সার্কুলার রহিত করার জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে আইনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল। অন্যদিকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সরকারের এ নির্দেশের বিরুদ্ধে দেশব্যাপি ব্যাপক জনমত সৃষ্টির জন্য সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে বেড়াচ্ছিলেন। এমন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠাজনক পরিস্থিতিতে ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৮ সালে ভারতের বিভিন্ন পত্রিকা ও মিডিয়া এ ব্যাপারে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী'র সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য লক্ষ্ণৌতে আগমন করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর সাক্ষাৎকারে 'বন্দে মাতারাম' গানের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক ও ছাত্রদের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সাবলিল ভাষায় বর্ণনা করে 'বন্দে মাতারাম' যে মুসলমানদের 'ঈমান-আকীদা বিরোধী গান তা তিনি স্পষ্ট ও বলিষ্ট ভাষায় তুলে ধরেন। পরিশেষে তিনি বলেন, ভারত সরকার তাঁদের দাবী না মানলে আর এভাবে চলতে থাকলে মুসলমান জাতি তাদের সন্তানদেরকে সরকারী স্কুল-কলেজ থেকে সরিয়ে নিবে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর এ সাক্ষাৎকার মুহুর্তের মধ্যে সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটে এবং মুসলমানদের পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরী হয়। পরিশেষে ভারত সরকার এ সার্কুলার বাতিল করতে বাধ্য হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর চেষ্টায় ভারতীয় মুসলিম জাতি এ ধরণের ইসলাম বিরোধী বিদ'আতী কাজ থেকে রক্ষা পায়।[৩৪৯]

---

[৩৪৪] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ১৮৩-১৮৬।

[৩৪৫] আল-কুর'আন, ৫:৩।

[৩৪৬] এ সম্মেলনের আয়োজক ছিলেন 'All India Muslim Personal Law Boaed'-এর সদস্য ও গোয়ার অধিবাসী মৌলবী 'আবদুল ওয়াহিদ নদভী।

[৩৪৭] বক্তব্যে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় অধ্যুষিত দেশের উন্নয়নে কি কি ভূমিকা গ্রহণ করা অপরিহার্য সে বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য তুলে ধরেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ১৯৮-১৯৯

[৩৪৮] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫৭; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ১৯০-২০১।

[৩৪৯] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২০৩-২১৪; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫৭-৪৬১।

Dhaka University Institutional Repository

দুবাই আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ (১৯৯৯)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দুবাই আন্তর্জাতিক পুরস্কার (১৯৯৯) লাভের জন্য মনোনিত হন। এ পুরস্কার গ্রহণের জন্য দুবাই সরকার তাঁকে দুবাই আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে লক্ষ্ণৌ বিমান বন্দরে তাঁকে নেয়ার জন্য বিশেষ বিমান পাঠায়। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি এ বিমানের মাধ্যমে[৩৫০] ৬ জানুয়ারী, ১৯৯৯ সালে দুবাই পৌঁছেন। ৭ তারিখ এশার নামাযের পর এক বিশেষ হলে পুরস্কার বিতরণের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, আলিম-'উলামা এবং দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে দুবাইয়ের যুবরাজ পুরস্কার ঘোষণা করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ উপলক্ষে খুব সংক্ষিপ্ত অথচ ঐতিহাসিক জ্ঞানগর্ব প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে দুবাই সরকার ও পুরস্কার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ পুরস্কার তাঁকে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এর অর্থ দীনী প্রতিষ্ঠানে বন্টন করার ঘোষণা দেন। ৯ জানুয়ারী, ১৯৯৯ সালে তিনি ঐ বিশেষ বিমানে করে লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।

সাবিলুর রাশাদ মাদরাসায় সেমিনার (১৯৯৯)

২৭-২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ সালে বাঙ্গালোরস্থ মাদরাসা 'سبيل الرشاد'-এর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সেমিনারের[৩৫১] আয়োজন করা হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সেমিনারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ থেকে বাঙ্গালোরে পৌঁছে ২৬ ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে[৩৫২] সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভাপতির বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে বলেন, সাহিত্যের যথার্থ ব্যবহার করা উচিত। দীনের সাথে সাহিত্যের গভীর সম্পর্ক তৈরীর প্রতি গুরুত্বারোপ করে সাহিত্য সৃষ্টির আহ্বান জানান। তাছাড়াও ২৭ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় কবি ও সাহিত্যিকদের সমাবেশে তিনি বক্তব্য প্রদান করে বক্তব্যে ভাষা ও কলমের গুরুত্ব এবং পবিত্রতা বিষয়ে প্রাণবন্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী মাদরাসা 'سبيل الرشاد'-এর ছাত্রদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিদায়ী ছাত্রদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন দিক-নির্দেশনামূলক জ্ঞানগর্ব বক্তব্য প্রদান করেন।[৩৫৩] তাছাড়াও তিনি ২৮ ফেব্রুয়ারী বাঙ্গাঁলোরে 'আরবী প্রবন্ধ পাঠের আসরে হযরত ইউসুফ (আ.) সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন[৩৫৪] এবং প্রবন্ধ পাঠের সমাপ্তি অধিবেশনে তিনি সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।[৩৫৫]

---

[৩৫০] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ২৩১-২৩২

[৩৫১] সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল ইসলামি সাহিত্যে প্রেম উপাখ্যান। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২২৬।

[৩৫২] সেমিনারের উদ্বোধন হয় মাদরাসা 'سبيل الرشاد' এর নতুন ভবনের সিদ্দা হলে। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২২৭

[৩৫৩] তিনি তাঁর বক্তব্যে 'আলিমগণকে সঠিক পথে অটল থাকার ও আত্মত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টির এবং ছাত্রদেরকে একনিষ্ঠভাবে পড়া-লেখায় নিয়োজিত হওয়ার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২৩৭

[৩৫৪] সমাপনী বক্তব্যে তিনি বিশেষ ভাবে বলেন, انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (১৫ঃ৯) এ আয়াতে শুধুমাত্র কুর'আন সংরক্ষণের কথা অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি; বরং আরবী ভাষাও সংরক্ষণের অন্তর্ভূক্ত। তাই আরবী ভাষা তার স্ববৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২৩০-২৩১।

[৩৫৫] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.),পৃ. ৪৬৪; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ.,পৃ. ২২৬-২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুবাদ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহারের প্রতি গুরুত্বারোপ (১৯৯৯)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১ মার্চ, ১৯৯৯ সালে কালনূর[৩৫৬] এলাকার মাদরাসা 'সাওয়াস সাবিল'-এর সমাবেশে বক্তব্য[৩৫৭] প্রদান করেন এবং 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বক্তব্য[৩৫৮] প্রদান করে তিনি[৩৫৯] ২ মার্চ, ১৯৯৯ সালে ভটকলে গমন করে জামি'আ ইসলামিয়া'র প্রশস্ত ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বস্তুবাদ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহারের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে এর প্রতিরোধে জামি'আ ইসলামিয়ার ন্যায় অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে এসে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তাছাড়াও ভটকলের 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি' শাখার পক্ষ থেকে সাহিত্য ও শিক্ষা সেবার উপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান শেষে কয়েক দিন মুঙ্গের ও বোম্বে ভ্রমণ করে ১০ মার্চ আবার লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[৩৬০]

লক্ষ্ণৌতে তাবলীগের সম্মেলনে যোগদান (১৯৯৯)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ও দুর্বলতায় ভোগছিলেন। ১০ই মার্চ, ১৯৯৯ সালের পর আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা আরো বেড়ে যায়। এ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ১২-১৪ জুন, ১৯৯৯ সালে নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌতে তাবলীগের সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সময় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এতই অসুস্থ ছিলেন যে, নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারছিলেন না। ১৩ জুন মাগরিবের নামাযের পর তাঁর অনুসারীদের সাহায্যে কিছু সময়ের জন্য অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছে ৪০ মিনিট[৩৬১] বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি পবিত্র কুর'আনের সূরা আনফালের يا ايها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم এ (২৯ নং) আয়াতের আলোকে বক্তব্য প্রদান শুরু করেন। তিনি বক্তব্যে فرقانا শব্দটির তরজমা করেন 'শানে ইমতিয়াযী' তথা বিশেষ উপলব্ধি হিসেবে।[৩৬২] এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে, فرقانا শব্দটি এত ব্যাপক অর্থবোধক ও সুস্পষ্ট যে, উহার পরিপূর্ণ উপলব্ধি অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে করা সম্ভব নয়।[৩৬৩]

---

[৩৫৬] কালনূর বাঙ্গাঁলোর থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত একটি এলাকা যার নাম কালনূর।

[৩৫৭] বক্তব্যে তিনি তাওহীদ, সৎকাজ ও সদ্ব্যবহারের গুরুত্বের বিষয় বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে ইসলামি চারিত্রিক গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২৩৭

[৩৫৮] বক্তব্যে তিনি দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অধিক গুরুত্বারোপ করেন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে জাতিগঠনে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২৩৮

[৩৫৯] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২৩৬-২৩৮।

[৩৬০] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৬৫-৪৬৬; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২৩৮-২৪২।

[৩৬১] অন্য বর্ণনা মতে, তিনি ২৭ মিনিট বক্তব্য দেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২৬৪।

[৩৬২] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২৬০।

[৩৬৩] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ২৬০; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৭৩-৪৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

দার-এ 'আরাফাত রায়বেরেলীতে জীবনের শেষ বক্তব্য প্রদান (১৯৯৯)

২৮-৩০ অক্টোবর, ১৯৯৯ বোম্বেতে 'All India Muslim Personal Law Boaed'-এর অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সভাপতিত্ব করার কথা থাকলেও তিনি অসুস্থতার কারণে এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম না হওয়ায় সভাপতির বক্তব্য তৈরী করে সেখানে উপস্থাপনের জন্য পাঠিয়ে দেন। তাঁর এ বক্তব্য ভারতের হিন্দু ও মুসলিম জাতির জন্য শেষ দিক-নির্দেশনা স্বরূপ ছিল । তিনি তাঁর বক্তব্যে সমগ্র ভারতের মুসলিম জাতিকে তাদের ইসলামি নিয়ম-নীতি, 'আকীদা-বিশ্বাস, কর্মপন্থা এবং স্বীয় মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য ও ভারতে মান-সম্মানের সাথে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করার আহ্বান জানানো হয়।[৩৬৪] তিনি ২৯ নভেম্বর, ১৯৯৯ দার-এ 'আরাফাত রায়বেরেলীতে জীবনের শেষ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর এ বক্তব্যে সমগ্র দেশবাসীকে সম্বোধন করে বক্তব্য প্রদান করেন। এর পরই তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রম অবনতি ঘটতে থাকে। প্রায় এক মাস অসুস্থ থাকার পর ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার এ সমাজ সংস্কারক, মহান জ্ঞান তাপস, ও মানবতাবাদী সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী ইনতিকাল করেন।

৩য় পরিচ্ছেদঃ 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা'সহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গৃহীত পদক্ষেপ ও দেশ-বিদেশে দীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা।

সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে সাহিত্য ও দীনী সংস্কার আন্দোলন

মুফাক্কিরে ইসলাম আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন মুসলিম উম্মার একজন সত্যিকারের অভিভাবক।[৩৬৫] তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে অধিকতর গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি', 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড', 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত', ও 'নাদওয়াতুল 'উলামা'র পুনর্গঠন প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজাতিয় অপসংস্কৃতির চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করে ইসলামি শিক্ষার সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও মুসলিম জাতির অতীত ও প্রকৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে তাদের মধ্যে শান্তি-সৃঙ্খলা, ঐক্য, সমৃদ্ধি ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ বিনির্মানের পথ ও মত নিশ্চিত করা এবং মুসলিম উম্মাহর স্বনির্ভরতা আনয়নের পথ প্রশস্ত করা। এখানে প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশদ আলোচনা

[৩৬৪] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৭৮-৪৭৯।

[৩৬৫] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

করাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর সাথে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক কেমন ছিল এবং তিনি এ সকল প্রতিষ্ঠানে কি কি ধরনের দায়িত্ব, পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করেছিলেন তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। [৩৬৬]

৮৫ বৎসরের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নাদওয়ার বিশেষ শিক্ষা সম্মেলন

নাদওয়াতুল উলামা সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়ম ছিল ভারতের কোন কেন্দ্রীয় স্থানে এর বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হওয়া। এতে বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমবেত হন এবং উচ্চমানের জ্ঞানগর্ব বক্তৃতা ও আলোচনা হত। সেই সাথে নাদওয়াতুল উলামার লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রচার প্রসার করা ছাড়াও মুসলমানদের দীনী জীবন ও শিক্ষার উন্নতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করা ও এ সম্মেলনে উদ্দেশ্য ছিল। সেই ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৯২৭ সালে অমৃতসরে আয়োজিত সভার পর বার্ষিক সভার ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পার হয়ে যায় নাদওয়ার কোন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় না। [৩৬৭]

ফলে আরববিশ্বে নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণের দাওয়াতী ভূমিকা, তাদের রচনাবলীর ব্যাপক প্রসার, আরবী সাময়িকী 'আল-বা'ছুল ইসলামি' ও 'আর রায়েদ' এর চালু হওয়ার ব্যাপক প্রভাবের ফলে তারা নাদওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে অনুভব করতে থাকে। সেই সাথে ভারতের সাঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের নতুন রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে নাদওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী অনুভূত হচ্ছিল ইসলামি বিশ্বে।

১৯৬৩ সাল থেকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা ও বক্তৃতায় নাদওয়ার সম্মেলনের গুরুত্বের বিষয়টি বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হতে থাকে। এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুধু নাদওয়ার জন্য নয় বরং গোটা ভারতের দীনী মাদরাসাগুলোর স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা নাদওয়াতুল উলামার দায়িত্বশীলরা দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করে আসছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৩শে মার্চ নাদওয়াতুল উলামার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হযরত মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে নাদওয়াতুল উলামার পঁচাশিতম বার্ষিকী শিক্ষা মহাসম্মেলন অনর্ষ্ঠিত হবে। সম্মেলন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল মনোনীত করা হয় মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইমরান খাঁন নদভীকে। সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অবশেষে হজ্জের সময় হযরত মাওলানা মনযুর নো'মানী (রহ.)-এর প্রস্তাবক্রমে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর ডক্টর আবদুল হালীম মাহমুদকে নির্বাচিত করা হয়। নাদওয়াতুল উলামার নাজেম হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ সর্ব প্রথম এ সম্মেলনের দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন রাবেতা আলমে ইসলামির সেক্রেটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ কাযযাযের নিকট। তিনি দাওয়াত কবুল করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, রাবেতার একটি প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবে। [৩৬৮]

এ প্রসঙ্গে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'এতদুপলক্ষ্যে তাদেরকে বেশ কয়েকটি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সম্মেলনের তারিখ ধার্য করা হয় ৩১শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫

---

[৩৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
[৩৬৭] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী (র.), পৃ. ১৯০-১৯১।
[৩৬৮] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৪০-১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

সাল পর্যন্ত। হঠাৎ করে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে গোটা ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ইতঃমধ্যে সম্মেলনের ব্যাপক প্রচার কর হয়েছে। বিদেশী মেহমানদের দাওয়াত করা হয়েছে। আরব রাষ্ট্রসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং সম্মেলন মূলতবী করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। এদিকে ভারত সরকার বিদেশী মেহমানদের ভিসা প্রদানে কড়াকড়ি আরোপ করে কিনা সে বিষয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। কিন্তু ভারত সরকার তা করেনি। তখন ভারতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব ফখরুদ্দীন আলী আহমদ। তিনি ভারতের দীনদার শ্রেণীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। সম্মেলনে তাঁকে দাওয়াত না দেওয়া যেমন অনভিপ্রেত ছিল, তেমনি তাঁর আগমনে যেসব প্রটোকল মেনে চলতে হত তাতে সম্মেলনের দীনী পরিবেশ বিঘ্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে প্রেসিডেন্ট শুধু বানী প্রেরণ করার সিদ্ধান নিয়েছিলেন । উত্তর প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রী হীমঅতিনন্দন ভোগনাজী এতদুপক্ষে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সকল প্রকারের সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমনকি বিভিন্ন দেশ থেকে আগমনকারী মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণকে ভারতের রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন ও আবাসনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু নাদওয়ার পক্ষ থেকে তা কবুল করতে অপরাগতা জানানো হয়। তবে নাদওয়ার আগমনের রাস্তা মেরামত ও পানি সরবরাহের দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করে এবং সুচারুরূপে তা পালন করে।' [৩৬৯]

উল্লেখ্য যে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যেই শায়খুল আযহারসহ বিদেশী মেহমানগণ আগমন করতে থাকেন। ৩১শে অক্টোবর, রোজ শুক্রবার কারী অদুদ আবদুল হাই সাহেবের পবিত্র কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। অতঃপর নিয়ম অনুযায়ী নাদওয়ার সঙ্গীত পাঠ করা হয়। অতঃপর ভারতের প্রেসিডেন্ট এবং বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের পাঠানো বাণী পড়ে শোনানো হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ প্রদান করা আরম্ভ হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার কারণে স্বাগত ভাষণের আরবীপাঠ উপস্থাপন করেন মাওলানা সাইয়েদ ওয়াজিহ রশীদ নদভী এবং উর্দু পাঠ উপস্থাপন করেন সম্মেলনের ব্যবস্থাপক মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইমরান খান নদভী। স্বাগত ভাষণের পর শায়খুল আযহার সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন। ইতঃমধ্যে জুম'আর নামাজের সময় হয়ে যায়। প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এসময়ে শ্রোতার সংখ্যা প্রায় ষাট হাজারে এসে দাঁড়ায়। সেদিন জুম'আর নামাজে ইমামতি করেন শায়খুল আযহার। বিকালে শিক্ষা প্রদর্শনী উদ্ধোধন করেন মিসরের মন্ত্রী ডক্টর মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী। মাগরিবের পরে দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। এ সম্মেলণে দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষাসচিব মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়াই নদভী নাদওয়াতুল উলামার পঁচাশি বছরের রিপোর্ট ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী পেশ করেন।[৩৭০]

চারদিনব্যাপী সম্মেলনের মাঝখানে অন্যান্য মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলামের পরিচিতি সভা, শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ ও প্রবন্ধ, রাশিয়ার প্রতিনিধি মীর শরফুদ্দীন মুহাম্মদ এর সম্বর্ধনা, সংবাদ ও সাহিত্য বিষয়ক প্রদর্শনী। দীনী তা'লীমী কাউন্সেলের নৈশভোজ। শহরবাসীদের পক্ষ থেকে মেহমানদেরকে সম্বর্ধনা প্রদান এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে গুলমার্গ হোটেলে সম্বর্ধনা ও নৈশভোজ। সম্মেলনে প্রচুর সংখ্যক আরব মেহমান উপস্থিত থাকলেও নাদওয়াতুল উলামা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন যে, কোন প্রকার দানের কথা বা প্রস্তারও করা হবে না। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিরাট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সহায়তার কথা ভুলক্রমেও এই সম্মেলণে প্রস্তাব করা হয়নি। ৩রা নভেম্বর দিবাগত রাতে মাওলানা সাইয়েদ মিন্নাতুল্লাহ রহমানীর সভাপতিত্বে শেষ অধিবেশন হয়। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে নাদওয়াতুল উলামার পঁচাশিতম বার্ষিক সম্মেলনের সফল সমাপ্তি টানা হয়।

---

[৩৬৯] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.), পৃ. ১৯২-১৯৩।
[৩৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের সকল প্রস্তুতির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিষয় ছিল এই যে, একদল ই'তেকাফকারীকে শুধু সম্মেলনের সাফল্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দোয়া ও যিকিরে মশগুল রাখা হয়। তাবলীগী জামায়াতের আমীর হযরত মাওলানা ইন'আমুল হাসান ও শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ.)-এর পরামর্শ ও ইঙ্গিতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যা এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি ও সফলতাকে আল্লাহর রহমতে সূচারু ও সফলতার সাথে কানায় কানায় ভরে দিয়েছিল ।[৩৭১]

দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন বিখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ তিনি দীনী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহকে নিজের আশা -আকাঙ্খা ও জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মানের কেন্দ্রস্থান বলে মনে করতেন। তাঁর ব্যথিত অন্তর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহকে এক একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ও ইসলামের পাওয়ার হাউজ হিসেবে বিবেচনা করত। তিনি দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের অগ্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখার জন্য চাতক পাখির মত অধির আগ্রহসহকারে অপেক্ষা করত। তাঁর দৃষ্টিতে মাদরাসা ও দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মুসলমানদের সম্মান ও ইজ্জতের সাথে টিকে থাকবার প্রধান অবলম্বন ও ইসলামের দূর্গ বিশেষ যেখান থেকে ইসলামের সিপাহসালারগণ রেরিয়ে আসত ।[৩৭২] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দারুল উলূম দেওবন্দের উলামা শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মেলনে দীনী মাদরাসার পরিচয়-পরিচিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'মাদরাসা হলো এক মহান কর্মশালা ও কর্মতৎপরতার নাম, যেখানে অব্যাহতভাবে মানুষ গড়ার সাধনা ও প্রচেষ্টা করা হয়। যেখানে দীনের দায়ী ও ইসলামের সিপাহী তৈরী হয়। মাদরাসা হলো ইসলামি বিশ্বের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মত, যেখান থেকে ইসলামি জনপদে, বরং সমগ্র মানব সমাজ ও বসতিতে অনবরত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় যা কখনও থেমে যায়না । মাদরাসা হলো সমগ্র বিশ্বের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ এবং সমগ্র মানব জীবনের কার্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের মহান সক্রিয় কেন্দ্র। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সমগ্র বিশ্বের উপর এ কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, বিশ্ববিধাতার সিদ্ধান্ত ছাড়া বিশ্বের কোন সিদ্ধান্ত তার উপর কার্যকর হয় না। দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা, জামেয়া মিল্লিয়া, দারুল উলূম দেওবন্দ, ও মাদরাসা মাজাহিরে উলূম সাহারানপুরসহ বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্রদের সামনে বক্তব্য প্রদান করার সময় তিনি বলতেন মাদরাসার সম্পর্ক বিশেষ কোন সমাজ, বিশেষ কোন ভাষা-সংস্কৃতি বা যুগের সঙ্গে নয়, নয় বিশেষ কোন কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে। সুতরাং যুগ ও সমাজের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, ভাষা ও সংস্কৃতির অবলুপ্তি বা বিলুপ্তি, কিংবা সভ্যতার প্রাচীনতা বা আধুনিকতা মাদরাসার গতি প্রকৃতি, ব্যাপ্তি ও কর্ম পরিকল্পনাকে কখনো পরিবর্তন বা প্রভাবিত করতে পারে না। আমরা যাকে মাদরাসা বলে সম্মান করি, একদিকে তার উৎপত্তি ও সম্পর্ক হলো সরাসরি মুহাম্মাদী নবুয়তের সঙ্গে যা সার্বজনীন, বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। আর অন্যদিকে তার সম্পর্ক ও কর্ম তৎপরতা হলো মানুষ ও মানবতার কল্যাণের সাথে এবং সেই গতিশীল জীবনের সাথে যা সাগরমুখী নদীর মতই চির প্রবাহমান। তিনি বলেন মাদরাসা হলো নবুয়্যতে মুহাম্মাদীর পবিত্রতা, চিরন্তনতা ও মানবজীবনের গতিশীলতার এক মিলন মোহনা। সুতরাং আধুনিক ও প্রাচীনের তর্ক-বিতর্ক, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রতিবেশের সীমাবদ্ধতা এখানে কল্পনা করাও সম্ভব নয়, আর কল্পনা করাও উচিত নয়' ।[৩৭৩]

অপর এক ভাষণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, "এখন সমস্ত মাদরাসায় একটি শূন্যতা বিরাজ করছে। তা এই যে, আসাতিজা ও তালাবা এই দুয়ের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই,

---

[৩৭১] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৪৩।
[৩৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।
[৩৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

নূন্যতম যোগাযোগ নেই। বরং উভয়ের মাঝে এক বিরাট ফারাক ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তারা এখন শুধু দরসের ছাত্র এবং দরসের আসাতেযা হয়ে পড়েছেন। এই সম্পর্কহীনতা ও ব্যবধান অবশ্যই দূর করতে হবে। উভয়ের মাঝে আত্মার সম্পর্ক এবং হৃদয়ের বাঁধন সৃষ্টি করতে হবে। মাদারিসের অস্তিত্ব, ইসলামের অগ্রগতি এবং তালিবে ইলমের কামিয়াঁবি এখানেই রয়েছে নিহিত।"[৩৭৪]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন 'সময় এখন কোন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শুধু এজন্য ছাড়পত্র দিতে মোটেও প্রস্তুত নয় যে, এখানে শুধুমাত্র উর্দু ভাষার কিছু ভালো লেখক বা বক্তা তৈরী করা হচ্ছে এবং মাঝারি মানের চিন্তাবিদ, আলিম ও সাহিত্যিক তৈরী হচ্ছে এই সব প্রতিষ্ঠানে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সময়ের দাবী ও চাহিদা সর্বদা একই মান ও পরিমাণে স্থির থাকে না। এখন প্রয়োজন প্রতিটি ক্ষেত্রে আরো বেশী প্রচেষ্টার, আরো বেশী আত্মনিবেদনের, আত্মবিসর্জনের এবং আরো ঊর্ধ্বাকাশে উড্ডয়নের। বরং পরিবেশ-পরিস্থিতি, মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের বিচারে মানুষের চাহিদার মান ও পরিমাণ পূণর্নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিধায় সে অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ কবি-সাহিত্যিক, গবেষক, চিন্তাবিদ, ও আলিম-উলামার কাছে পথের দিশা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দাবী করে থাকে।'

তিনি আরো বলেছেন, 'মাদরাসা ও দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি জীবন-কাফেলা থেকে পিছিয়ে পরে, কিংবা কোন মঞ্জিলে এসে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে এবং তন্দ্রায় ঢলে পরে তাহলে জীবনকে সঙ্গ দেবে কে? মানবতাঁকে পথ দেখাবে কে? ঝড় তুফানের অন্ধকারে নবুয়্যতের আলো দেখাবে কে? হতাশা ও নিরাশার মুখে পয়গামে মোহাম্মদীর চিরন্তন সান্ত্বনার বাণী শোনাবে কে? মাদরাসা ও দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি জীবন ও জগতের সাথে এবং মানুষ ও মানবতার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের কাতারে শামিল হয় তাহলে মানব জাতিকে মানবতা ও শুসভ্য উন্নত সমাজব্যবস্তার পথ দেখাবে কে? যা দায়িত্বশীল ও কর্তব্য সচেতন কোন মাদরাসা কল্পনাও করতে পারে না। পদে পদে জীবনকে শাসন করতে হবে, জীবনের ভূল-বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান দিতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং নতুন নতুন ফেতনার সফল মোকাবেলা করতে হবে মাদরাসা, দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আলিম সমাজকে দৃঢ়তার সাথে।'[৩৭৫]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরো বলেছেন 'পরিবর্তিত সময়ে সমাজ ও মানবজাতিকে সঠিক নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা দিতে হলে মাদরাসা ও দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কি ধরণের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে এক দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন, 'আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এত দিনে সময় ও সমাজ এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে, পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছুর। এখন যদি আমাদের আল-ইছলাহ আঞ্জুমানের উদ্দেশ্য হয় শুধু মাঝারি মানের ও মধ্যম ধরণের কিছু লেখক-গবেষক 'উৎপাদন' করা বা সৃষ্টি করা যারা সময়ের পরিবর্তন ও প্রবণতা অনুসরণ করে এবং সমকালীন ও গতানুগতিক বুদ্ধিজীবীদের কলমের লেখা ও চিন্তার রেখা অনুধাবন করে তার মোকাবেলায় কিছু বলতে বা লিখতে পারে, তাহলে আমার কাছে শুনুন, চলমান সময়ের জন্য তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সময়ের দাবী ও চাহিদা এখন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত এ যুগে কোন কীর্তি ও কর্ম রেখে যেতে হলে এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি পেতে হলে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমী সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সময়ের পথ ও কাফেলা অনেক পথ পাড়ি দিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে, অনেক সামনে।'[৩৭৬]

---

[৩৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।
[৩৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।
[৩৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরো বলেছেন 'এটা ঠিক এবং আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া এই বিশাল জ্ঞানসম্পদ অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। এর সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের অতীত স্মৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য। এগুলো এখন আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ, এ গুলোকে ভুলা যায় না। কিন্তু সময় বড় নির্দয়। যামানা বড় বে-রহম। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যত বিশাল ও বড় হোক, প্রতিভার প্রভা যত সমুজ্জ্বল হোক এবং জামাত ও সম্প্রদায় যত ঐতিহ্যবাহী হোক, সময় কারো সামনেই কখনও মাথা নোয়াতে রাজী নয়। সময় ও যুগের স্বভাবধর্ম এই যে, যদি যোগ্যতা বলে তার স্বীকৃতি আদায় না করা হয়, আগ বাড়িয়ে সে কাউকে স্বীকার করে না, স্বীকার করতে রাজী হয় না। কোন কিছুর ধারাবাহিকতা বা প্রাচীনতা সময়ের শ্রদ্ধা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সময় এমনই নিরেট বাস্তববাদী, এমনই শীতল ও নিরপেক্ষ যে, তার হাতে নতুন কিছু তুলে না দিলে এবং তার ঘাড়ে ভারী কোন বোঝা চাপিয়ে না দিলে সে মাথা নোয়াতে চায় না, সে কারো তোয়াক্কা করতে চায়না। সময়ের শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করা এত সহজ নয়, এটা শুধু ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে লাভ করা যায় না। সুতরাং সময়ের শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পেতে হলে, ব্যক্তিত্বের উচ্চতা আরো বাড়াতে হবে, যে উচ্চতা ছাড়িয়ে যাবে হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গকে' আর সে জন্য আমাদের উচিত হবে বেশী বেশী করে মাদরাসা ও দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।[৩৭৭]

পায়াম-এ 'ইনসানিয়াত আন্দোলনের সূচনা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক দিয়ে উচ্চ শিক্ষিত ও খ্যাতিমান 'আলিম এবং সফল লেখক, সামাজিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সফল সংস্কারক, আর ধর্মের দিক থেকে তিনি ছিলেন উঁচু মানের বুজুর্গ এবং সর্বজন স্বীকৃত অনলবর্ষী বক্তা। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। দেশের উন্নয়নে তাঁর চিন্তা-চেতনা সর্বদা নিয়োজিত থাকত। তিনি ভারতবাসীকে উচ্চ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাদের মধ্যকার ক্রটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দূর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মুসলিম-অমুসলিম সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে সহনশীল ও সহমর্মিতার মাধ্যমে একযোগে কাজ করার প্রতি উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করতেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সামাজিক কার্যক্রমের এই ধারবাহিকতায় তিনি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মৌর আমীনুদ্দৌলা পার্কে হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত জনসভার আয়োজন করে হিন্দু-মুসলিমকে একই প্লাটফর্মে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালান।[৩৭৮] তাঁর এ ধরনের সামাজিক কল্যাণপ্রদ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৫৪ খৃষ্টব্দের শুরুতে তিনি 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত' নামে এক আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে এলাহবাদে এই আন্দোলনের নিয়মতান্ত্রিক অসাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর এ 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত' আন্দোলনের প্রোক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায় যে, আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ভারত বিভক্তির সময় হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনায় অবস্থান করেছিলেন। ভারত বিভক্তির পর ভারতের সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতির চরম অধঃপতন ঘটে ফলে হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি ও মানবতাবিরোধী জঘন্ন অপরাধসহ নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এমনকি যেদিন তিনি সৌদি আরব থেকে ভারতে ফিরে আসেন, সে দিনই (৩০ জানুয়ারী ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ) গান্ধীজীকে হত্যা করা হলে অবনতিশীল পরিস্থিতির আরো চরম অধঃপতন ও মনুষ্যত্বের অবনতি দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩৭৯] এমন এক নাজুক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মানুষকে মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করতে শুরু করেন; দল-মতের

---

[৩৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৬১।

[৩৭৮] তিনি আমীনুদ্দৌলা পার্কে আয়োজিত বিশাল এক সমাবেশে 'খোদা পুরস্তি আওর নফ্স পুরস্তি' শিরোনামে অসংখ্য জনগণের সামনে বক্তব্য প্রদান করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে উপস্থিত সভ্যগণ তাঁর বক্তব্যে বিমুগ্ধ হন। আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬২।

[৩৭৯] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬২।

উর্ধ্বে মানুষের সাথে মনুষ্যত্বের যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা তিনি জনসাধারণকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের চেতনা সৃষ্টির জন্য, এবং মানুষের প্রকৃতি ও অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য অতীতে যে নবী-রাসূল ও ওলী-আল্লাহগণ আগমন করেছিলেন তা তিনি প্রচার করতে থাকেন। এমনিভাবে মনুষ্যত্বের উত্তরণের জন্য সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়া নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করতে থাকেন। বিশেষ করে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের পর উত্তর প্রদেশের বড় বড় শহরগুলোতে হিন্দু-মুসলিমের যৌথ সম্মেলনে বক্তব্য দিতে শুরু করেন। লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর, এলাহবাদ, বানারস, গূরকপুর ও সিওয়ানে ভ্রমণ করে মনুষ্যত্বের দা'ওয়াত দিয়ে মানুষকে সচেতন করতে থাকেন।[৩৮০]

'পায়াম-এ ইনসানিয়াত' সংস্থার লক্ষ ও উদ্দেশ্য ছিল দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে যথার্থ মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করা ও এর বিকাশ সাধন। কেননা, তিনি তাঁর সমসাময়িক মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁর নজরে মনুষ্যত্ব এক দুর্লভ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমকালীন পরিবেশে কথিত মনুষ্যত্বের যে রূপ তিনি দেখেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ ও অমর্যাদাকর। তাই তিনি সকল শ্রেণীর মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং মনুষ্যত্বের অভাবে সৃষ্ট নানাবিধ বিশৃঙ্খলা গতিরোধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এটাই ছিল নবী-রাসূলগণের মিশন। নবী-রাসূলগণের মিশন স্মরণ করিয়ে দেয়াই ছিল এ সংস্থার লক্ষ্য।[৩৮১] ভারতের বিভিন্ন স্থানে এ সংস্থার সম্মেলনের আয়োজন করে তিনি জনসাধারণকে দল-মতের উর্ধ্বে উঠে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং ইসলামি শিক্ষার দিক-নির্দেশনা ও বিখ্যাত মুসলিমদের রেখে যাওয়া ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতেন। তাঁর আহ্বানে দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী এেশার মানুষ এ সংস্থার কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং আইনবিদ, বিভিন্ন দল-মতের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, সকল শ্রেণীর শিক্ষক ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেনী এেশার মানুষ এ সংস্থাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও জাতির উন্নয়ন, মর্যাদা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস সে জাতির সুসন্তানদের দ্বারাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁদের দ্বারাই বিশ্ব সভ্যতায় তাদের মর্যাদাপূর্ণ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের সূর্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এমন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, যিনি সামাজিক, ধর্মীয় ও জাতিয় এ তিন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে স্বীয় দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে তিনি যে অবদান রাখেন তার তুলনা বিরল। দেশের প্রতি দায়িত্ব আদায় এবং নিজ দেশের ভাবমর্যাদা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। তাই দেখা যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমুসলিমূনা ফিলহিন্দ' ও 'আদ-দা'ওয়াতুল ইসলামিয়্যা ওয়া তাতরাতুহা ফিলহিন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং এ ধরনের বিভিন্ন রচনা, প্রবন্ধ ও বক্তব্যের মাধ্যমে ভারতীয় খ্যাতনামা ব্যক্তি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় আরব বিশ্বসহ সমগ্র বিশ্বে তুলে ধরেন।[৩৮২]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী উদার চিত্তসম্পন্ন ভদ্র স্বভাবের একনিষ্ঠ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বদের নিকট তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সর্বজনীন স্বীকৃত এক ব্যক্তিত্ব। এমনকি রাষ্ট্রের শাসক-প্রশাসক পর্যন্তও তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত এবং তাঁর দিক-নির্দেশনার মূল্যায়ন করত। এ কারণে বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ তাঁর দিক-নির্দেশনা স্বানন্দ চিত্তে গ্রহণ করতেন। যখন তাঁর নিকট ইসলামি 'আকীদা ও আমলের কোন বিষয় আসত তাতে রদ-বদল কিংবা বাদানুবাদ করতেন না। বিশৃঙ্খলা কিংবা

---

[৩৮০] 'আলমী সাহারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

[৩৮১] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.), পৃ. ২০৮-২০৯।

[৩৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০১।

Dhaka University Institutional Repository

বিতর্কমূলক নীতি গ্রহণ করতেন না, বরং বিতর্কমূলক নীতি গ্রহণ করা যে কল্যাণকর নয় তা তিনি মানুষকে বুঝাতেন। এভাবে শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার তিনি সমাধান দিতেন। তিনি এ রকম আদর্শ নীতি ও সৎগুণাবলীর মাধ্যমে মুসলিম ও অমুসলিম জাতির পথপ্রদর্শকরূপে নিজেকে মানব সমাজে উপস্থাপন করেছিলেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী জোর দিয়ে বলেন 'ভারত কেবল সংখ্যাগুরুদের দেশ নয়; বরং সংখ্যাগুরুদের সাথে সাথে সংখ্যালঘুদেরও এ দেশের উপর সমঅধিকার রয়েছে। আর ভারতীয় সংবিধানও এ অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ সংবিধানের সঠিক বাস্তবায়নের উপরই এ দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি নির্ভরশীল। দেশের সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। সমগ্র ভারতের কল্যাণের ব্যাপারে তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল সুস্পষ্ট। তিনি বলতেন যে, মাতৃভূমি এক যৌথ পুষ্পিত ভূমি যার উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণের দায়িত্ব বর্তায় সকল অধিবাসীর উপর। এতে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সমভাবে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসা উচিৎ অন্যথায় দেশ দুর্বল ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে'।[৩৮৩]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে তাঁর সংস্কার আন্দলোনের অগ্রগতি ও সফলতার জন্য সমাজ নেতা থেকে শুরু করে শাসক-প্রশাসক পর্যন্ত সকলস্তরের মানুষের সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই তিনি স্বদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য সমাজের সকলস্তরের, বিশেষ করে শাসক-প্রশাসক ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে মানবীয় মূল্যবোধের আলোকে সমাজ, দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য সুপরামর্শ দিতেন। গান্ধীজীর শাসনামলেও তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। পরবর্তীতে যখন তিনি শাসন ক্ষমতা লাভে ব্যর্থ হন তখন তিনি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাথে লক্ষ্ণৌতে দেখা করতে আসলে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে ভারতীয় সকল নেতৃবৃন্দের সাথে ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ কারর জন্য তৎকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা এবং বিভিন্ন মহলের আলোচনা-সমালোচনায় ভারত যখন অস্থিরতায় তুঙ্গে উঠেছিল তখন তিনি ভারতের স্বাধীনতার সময়কার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মসজিদ, গীর্জা এবং স্মৃতিচিহ্ন যে অবস্থায় ছিল তা সে অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার ও সেগুলোর পরিবর্তন কিংবা ক্ষতিসাধন করা হবে না মর্মে সরকারের পক্ষ থেকে সরকারী ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। আর এ ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত যে কোন পরিবেশ-পরিস্থিতি উদ্ভব হলে তা প্রতিরোধ ও মোকাবেলার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৩৮৪]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী নাসরিমা রাওয়ের শাসনামলে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলেছিলেন যে, অতীতে জাতিয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতবাসীকে উন্নত নৈতিক জাতিতে পরিণত করার চিন্তা-চেতনা ও ইচ্ছা ছিল। বর্তমানে সেই চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনা আর নেই। বর্তমানে মানুষ মানবিকতা ও আদর্শ পরিহার করে নেতৃত্ব ও সম্পদের লোভ-লালসায় মত্ত। দেশের মানুষের এমন পরিস্থিতি দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই তাঁকে ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। তাছাড়াও অটলবিহারী বাজপেয়ী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শেষ অসুস্থতার সময় তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে তিনি তাঁকে দেশবাসীর নৈতিক ও চারিত্রিক সংকটের কথা তুলে ধরে দেশকে বাঁচানোর জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। এরূপভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের সাক্ষাতের সময়ও তিনি নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা স্মরণ

[৩৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৮।
[৩৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২-২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

করিয়ে দিতেন। আর সাক্ষাত না হলে চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলনে সকল শ্রেণীর মানুষকে ব্যক্তি ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও সম্পদের লোভ পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ সমকালীন সময়ে বৈধ-অবৈধের মূল্যায়ন না করে বরং স্বার্থকে বড় করে দেখার প্রবণতাই ছিল অত্যন্ত বেশী। এতে করে দেশের জাতিয় স্বার্থ চরমভাবে ব্যহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর এ কল্যাণকামীতা ও সৎকর্ম চিন্তা কেবল দেশপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতেই ছিল না; বরং একজন প্রখ্যাত 'আলিম ও সংস্কারক হিসেবেও তাঁর মধ্যে এ আগ্রহ, চিন্তা ও অনুপ্রেরণা মানব কল্যাণে সদা বিরাজমান ছিল।[৩৮৫]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী স্বীয় রচনা ও প্রবন্ধ দ্বারা নিজস্ব চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন। আর নিজ বক্তব্য ও সংলাপ দ্বারা নিজস্ব চিন্তাধারা আপামর জনসাধারণের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। নিজ দেশের মুসলিম-অমুসলিম সকল শ্রেণী এেশার মানুষকে প্রতিবেশী হিসেবে পরস্পকে কল্যাণকামী দেখতে চেয়েছিলেন। আর এ জন্য ভারতে বিভিন্ন শহরে সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন এবং সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সক্ষমও হয়েছিলেন; বরং পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহনশীল মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে তিনি আনন্দবোধ করতেন। তাঁর এ 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর আন্দোলন অত্যন্ত সুফল বয়ে আনে। তিনি বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে নানা ধর্ম-মতের মানুষকে একই প্লাটফর্মে একত্রিক করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতে করে এক ধর্মের মানুষ অপর ধর্ম বুঝার সুযোগ পেত; মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে সুসম্পর্ক ও ঐক্য সৃষ্টি হয়; সমগ্র ভারতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের অমুসলিম সম্প্রদায় মুসলিমদের সংস্পর্শে এসে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানতে পেরে ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। বিশেষ করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আকর্ষণীয় বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে অনেক অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।[৩৮৬] ক্রমান্বয়ে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে শত্রুতাপূর্ণ পরিস্থিতির অবসান ঘটতে থাকে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। আর এটাই হচ্ছে 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান।[৩৮৭] তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলন চালাতেন ইসলামি 'আকীদা ও ইসলামি শরী'আতের যথাযথ অনুসরণের মধ্যদিয়ে এবং সে আলোকে কথা বলতেন ও বক্তব্য দিতেন যাতে সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণকামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে ইসলামকে প্রাধান্য দিতেন ও অনুসরণ করতেন তা বুঝা যেত।

'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' নামক শিক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও সমকালীন সংস্কারক। তাঁর গবেষণা, চিন্ত ।চেতনা ও পরিকল্পনা ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। তাঁর আবির্ভাব ও পদযাত্রা ঠিক তখনই শুরু হয়েছিল যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বে সগৌরবে দ্রুত বেগে বিস্তৃতি ঘটছিল। ইউরোপে ধর্মকে নিয়ে যে তাচ্ছিল্য ও বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে অবলোকন করেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দোর্দণ্ড দাপট ও প্রতাপ এবং এর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সেই দাপট ও বিদ্রোহের স্বরূপ ছিল ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করে রাখা, রাজনীতির স্থানে সংস্কৃতি ও নৈতিক চরিত্রকে স্থান দেয়া, ধর্মের স্থানে গীর্জার কার্যাবলী রাখা। এরূপভাবে মানবজীবনকে ধর্ম থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছিল। আর ইউরোপীয় জাতির জীবনে ধর্ম গীর্জা পর্যন্তই সীমিত ছিল। কিন্তু ইসলাম মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্পৃক্ত;

---

[৩৮৫] প্রাগুক্ত, প্র. ২০৪-২০৫।
[৩৮৬] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।
[৩৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫-২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি ইসলাম ধর্ম মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনকি রাজনীতির সাথেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত অর্থাৎ মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ নেই। ইসলাম মানুষকে স্রষ্টা ও রাসূল (স.)-এর দিক-নির্দেশনা মুতাবিক জীবন অতিবাহিত করার নির্দেশ দেয়। অথচ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার পুরোধাগণ ইসলামকে সেকেলে, প্রাচীন ধর্ম এবং প্রাচীন জীবন পদ্ধতি হিসেবে আখ্যা দিয়ে ইসলামকে অবমূল্যায়ন করে থাকে।[৩৮৮]

তাই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী জীবন থেকে ধর্মকে পৃথক করার নীতিকে অত্যন্ত বিপদজনক মনে করেন। ইসলাম যে বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছে। তা সমাজ ও মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই জীবন থেকে ধর্মকে পৃথককারী দর্শন কোন কোন ধর্মে অনুমোদিত হলেও ইসলামের আনুগত্যশীল জনসমাজের জন্য তা কখনো গ্রহণীয় হতে পারে না। আর এরূপ দর্শন মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত হলে তা মুসলিমদের থেকে শুধুমাত্র ইসলামকে দূরীভূতই করে না; বরং তা মানবীয় মূল্যবোধ, সভ্যতা, নীতি-নৈতিকতা ও মর্যাদা লোপ করে দেয়। তিনি মুসলিম বিশ্বে বয়ে যাওয়া এ ধরনের ধর্মহীনতা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ও ইসলামের উপর মুসলিম জাতির নবীন-তরুন ও শিক্ষিত যুবসমাজের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সংস্কার আন্দোলনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। আর সংস্কার আন্দোলনকে গতিময় করার জন্য তিনি ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' নামে এক শিক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এ একাডেমি থেকে তাঁর চিন্তাচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অনেক গ্রন্থ এবং চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এ সংস্থা থেকে আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় তাঁর রচিত প্রায় দুইশতেরও অধিক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে যা মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।[৩৮৯]

রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি নামক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্থা স্থাপন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। তিনি তাঁর সাহিত্য বিষয়ক চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলিম বিশ্বের অনেকেই তাঁর চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে ১৭-১৯ এপ্রিল, ১৯৮১ সালে নাদওয়াতুল 'উলামায় ইসলামি সাহিত্য বিষয়ে প্রথম এক সম্মেলনের আয়োজন করে। মুসলিম বিশ্বের আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনেই সাহিত্য বিষয়ক চিন্তা-চেতনা, গবেষণা ও পর্যালোচনা করার জন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পক্ষ থেকে একটি আন্তর্জাতিকমানের সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাব অনুসারে সম্মেলনে আগত সাহিত্যিকগণ সাহিত্য মিশন তৈরীর ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৭ মে, ১৯৮৪ সালে মক্কায় অবস্থানকালে মদীনা ও রিয়াদ থেকে চিন্তাবিদদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাত করে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি' নামে একটি নতুন সংস্থার খসরা সংবিধান উপস্থাপন করেন এবং তাঁকে এ সংস্থার পরিচালক হওয়ার প্রস্তাব করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ সংস্থার প্রচার-প্রসার ও বিকাশের অনুরোধ করা হয়।[৩৯০] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আগত প্রতিনিধি দলের অনুরোধক্রমে এ সংস্থার সভাপতি নিযুক্ত হন এবং মাওলানা রাবি' হাসানী নদভীকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। আর এ সংস্থার সদর দফতর হিসেবে নাদওয়াতুল 'উলামাকে নির্ধারন করা হয়। আবুল হাসান আলী আন্-

[৩৮৮] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.), পৃ. ১৭৯।
[৩৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮৪।
[৩৯০] 'আলমী সাহারা (পত্রিকা), পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

নদভী ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে ভাষা ও সাহিত্যকে সংস্কার আন্দোলনের বাহন নির্ধারণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন।[৩৯১] ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এ সংস্থার প্রথম সম্মেলন লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। আর এ সংস্থার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইস্তাম্বুলে । তারপর ভূপাল, দিল্লী, লাহোর, পুনা, আযমগড় ও বাংলাদেশের চট্টগ্রামসহ বিশ্বের প্রভৃতি স্থানে এ সংস্থার বার্ষিক কনফারেন্স নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং নিয়মিত পত্র-পত্রিকাও বের হচ্ছে।[৩৯২] তাছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, মারাকেশ, মিসর, সিরিয়া, ইউরোপের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতি দেশে ইসলামি সাহিত্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সভাপতির বক্তব্য উপস্থাপন ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ইসলামি সাহিত্যকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করে প্রভূত উএশার লাভের আহ্বান জানান। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংস্থার কার্যক্রমের ফলে প্রাথমিকভাবে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ ১. نظرات فى الادب ২. روائع من ادب الدعوة ৩. ادب و دين উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রথম দু'টি আর্থাৎ نظرات فى الادب ও روائع من ادب الدعوة আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত।[৩৯৩]

তাছাড়াও নিয়মিত সাহিত্য চর্চার ধারাবহিকতা বজায় রাখা ও সাহিত্যের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র রিয়াদের সদর দফতর থেকে আরবী ত্রৈমাসিক 'مجلة الأدب الإسلامى' লক্ষ্ণৌর দফতর থেকে উর্দু ত্রৈমাসিক 'كاروان ادب' এবং পাকিস্তানের শাখা থেকে 'قافله ادب اسلامى' প্রকাশিত হতে শুরু করে। বর্তমানেও এ সাহিত্য সংস্থার মাধ্যমে সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার সৃষ্টিতে ও সাহিত্যের প্রচার-প্রসারে অত্যন্ত কার্যকরি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।[৩৯৪]

মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গঠন

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অন্যান্য ধর্ম ও গোষ্টির মানুষের সাথে মুসলমানদের অবস্থান ছিল পরিষ্কার। ভারতের স্বাধীনতার জন্য মুসলমানগণ অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে 'আলিম সমাজ অসাধাণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে ভারত স্বাধীন করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম যৌথভাবে অংশগ্রহণ করলেও স্বাধীনতার পর ভারতে অবস্থানরত বিভিন্ন ধর্মানুসারী জনগোষ্ঠীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় হলো বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মূলতঃ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বরং মুসলিমরা বিভিন্ন রকমের সংকটের সম্মুখীন হতে থাকে। ফলে মুসলিমগণ আর্থ সামাজিক দিক থেকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।[৩৯৫] স্বাধীনতার পর ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী কিছু দলের পক্ষ থেকে এমনকি কিছু নামধারী মুসলিমের পক্ষ থেকেও ভারতের সকল সম্প্রদায়ের জন্য একই ধরনের আইন, পরিভাষা, ইউনিফর্ম, সিভিল কোড চালু করার দাবী করা হয়। তাদের এ দাবীর প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের শরী'আত সম্মত

[৩৯১] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

[৩৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

[৩৯৩] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.), পৃ. ১৯১-১৯৩।

[৩৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

[৩৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত আইন, প্রথা ও সামাজিক নিয়মনীতিসমূহকে বিলুপ্ত করে তাদেরকে হিন্দুয়ানী নিয়মনীতি ও রসম-রেওয়াজে নিমজ্জিত করা।[৩৯৬]

এ সকল দাবী ও ষড়যন্ত্রসমূহকে প্রতিরোধ করতে মুসলমানদের মধ্য থেকে আন্দোলন শুরু করা হয়। এই প্রতিরোধ আন্দোলনে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে বিহার ও উড়িষ্যার হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এ ব্যাপারে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাথে পরামর্শপূর্বক আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করে ব্যাপক সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুসলিম মজলিস মাশওয়ারাত, দারুল 'উলূম দেওবন্দ, জামায়াত-এ ইসলামি নাদওয়া প্রভৃতি ইসলামি দল ও ফোরামগুলোর সাথে মতবিনিময় করে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে বোম্বোতে মুসলিম পার্সোনাল ল' কনভেনশন আহ্বান করা হয়। এ কনভেনশনে শি'আ, বেরেলবী, আহলি হাদীস, বহরা প্রভৃতি দলের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করে। এ কনভেনশনে দারুল 'উলূম দেওবন্দের অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়বকে সভাপতি এবং হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহকে সেক্রেটারী করে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কনভেনশনে মাওলানা মিন্নতুল্লাহ্ সভাপতিত্ব করেন। এ কনভেনশনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করেছিলেন। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের দ্বিতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় আলীগড়ে। আলীগড়ের-এ কনভেনশন উদ্বোধন করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী জোরালো ভাষায় ভারত সরকারকে মুসলমানদের অধিকার বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকার বলিষ্ঠ আহ্বান জানান। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে এ বোর্ডের সভাপতি মাওলানা ক্বারী ইনতিকাল করলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সর্ব সম্মতিক্রমে এ বোর্ডের পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ বছর এ বোর্ডের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করে ভারতে মুসলমানদের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[৩৯৭]

দীনী তা'লীমী কাউন্সিল গঠন

ভারতে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও মতের মানুষ বসবাস করে। ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও বিভিন্ন মত, পথ ও আদর্শের মানুষ স্বাধীনতার সুফল লাভেরও অধিকার লাভ করে। আর ভারতীয় সংবিধানও তদের এ অধিকার নিশ্চিত করে। সংবিধানে বলা আছে যে, সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ তাদের নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে; কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আর যে ধর্মের ও যে দলের মানুষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সংবিধান অনুযায়ী দল, মত ও ধর্মের প্রাধান্য না দিয়ে নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা সংরক্ষণ করে রাষ্ট্রকে যথাযথভাবে পরিচালনা করা, কিন্তু ব্যস্তবতা ও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, যে দল ও ধর্মের মানুষ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সে সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে ক্ষমতাসীন শাসকরা মুসলিমদের সাথে বৈষম্যমূলক অসাংবিধানিক আচরণ করে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে।

এহেন চরম নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের সন্তানদের মাঝে ইসলামি স্বতন্ত্র গুণাবলী ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভারতের উত্তর প্রদেশের কতিপয় মুসলিম চিন্তাবিদ এ ধরণের চরম ধর্মীয়, মানসিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা তীব্রভাবে অনুভব করেন।[৩৯৮] এ সময় বস্তি জেলার কাজী 'আদিল 'আব্বাসী নামের একজন ইসলামি চিন্তাবিদ স্থানীয় জনগণের নিকট থেকে সামান্য চাঁদার মাধ্যমে মসজিদ ভিত্তিক দীনী শিক্ষার একটি

---

[৩৯৬] 'আলমী সাহার, পৃ. ৭০।
[৩৯৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬১।
[৩৯৮] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.), পৃ. ২১১-২১২।

Dhaka University Institutional Repository

সীমিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এ উদ্যোগ বেশ সফল হয়। তাঁর এ ফলপ্রসূ মহতী উদ্যোগ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে আকৃষ্ট করে।

ইসলামি শিক্ষাকে আরো প্রচার ও প্রসার করার উদ্দেশ্যে কাজী 'আদিল 'আব্বাসীর আহ্বানে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারীতে বস্তি জেলাতে তিন দিন ব্যাপী এক প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর আহবানে এ সম্মেলনে 'দীনী তা'লীমী কাউন্সিল' নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। এ সংস্থার কার্যক্রমকে অধিকতর গতিময় করার জন্য সংস্থার সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যাফর আহমদ সিদ্দীকি, প্রিন্সিপাল রিয়াজ উদ্দীন ও ড. ইসতিয়াক হুসায়ন কুরায়শীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালে তাঁহারা এগিয়ে আসেন। তাঁদের সহযোগিতায় দীনী শিক্ষার উন্নয়নে 'দীনী তা'লীমী কাউন্সিল' নামে একটি প্লাটফর্ম তৈরী হয়ে যায়। আর এ প্লাটফর্ম থেকে বিভিন্ন দীনী কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। তাঁদের প্রচেষ্টায় উত্তর প্রদেশের গ্রামেগঞ্জে অনেক মাকতাব প্রতিষ্ঠিত হয় ফলে লাখ লাখ শিশু দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।[৩৯৯]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এই আন্দোলনকে প্রথমে প্রদেশব্যাপী এবং পরবর্তীতে সমগ্র ভারতব্যাপী ছড়িয়ে দেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রায় ৪০ বৎসর (১৯৫৯-১৯৯৯) যাবৎ এ সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীর দীনী অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যান। আর দীনী শিক্ষার মাকতাব তা'লীমী কাউন্সিল'-এর প্রয়োজনীয়তার কথা বিভিন্ন সম্মেলনে তুলে ধরেন এবং শিক্ষিত সমাজ ও মুসলিমদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করে এ সংস্থার উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[৪০০]

দারুল মুসান্নিফীন বা শিবলী একাডেমী প্রতিষ্ঠা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন অনেক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। দারুল মুসান্নিফীন তেমনই একটি ঐতিহাসিক শিক্ষাসংঘ প্রতিষ্ঠান। তিনি ছিলেন এ সংস্থার মজলিশ-এ 'আমেলার সভাপতি। বৈষয়িক ও পরলৌকিক সমন্বয়ধর্মী আধুনিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল এ সংঘের মূল উদ্দেশ্য। এ সংস্থার সাথে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী শিবলী নো'মানী প্রতিষ্ঠিত, দারুল মুসান্নিফীন বা শিবলী একাডেমীর (আযমগড়) সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী ও মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দারুল মুসান্নিফীনের কাজে অগ্রগামী ছিলেন এবং এর অগ্রগতিতে মনোযোগ দিতেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতিতে খুশী হতেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এবং তাঁর বড় ভাই আব্দুল আলী এ প্রতিষ্ঠানের মজলিসে আমেলার সদস্য ছিলেন। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর পর আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে মজলিসে আমেলার সভাপতি করা হয়।[৪০১]

এ সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ডাঃ সায়্যিদ মাহমুদ ও মাওলানা ম'ঈনুদ্দীন আহমদ। তাদের ইনতিকালের পর আবুল হাসান আলী আন্-নদভীই ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ও মূল চালিকা শক্তি। তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে গতিময় ও এর অর্থনৈতিক দুর্বলতা দূর করার জন্য আর্থিক সহযোগিতাও করতেন। তাছাড়াও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বহগুনা কর্তৃক নাদওয়াকে প্রদত্ত এক লাখ রূপীর বাজেট যা তিনি দারুল মুসান্নিফীনকে দেয়ার

---

[৩৯৯] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬৭

[৪০০] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.), পৃ. ২১২-২১৪।

[৪০১] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬১-১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি দুবাই-ব্রুনাই পুরস্কারের কিছু অর্থও এ সংস্থাকে দিয়েছিলেন। এছাড়া রাবিতা 'আলম-এ ইসলামি থেকে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে খুব ভালবাসতেন। এর উন্নতি অগ্রগতি নিয়ে সব সময় ভাবতেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানকে আরো অধিকতর গতিশীল ও শক্তিশালী করার জন্য তাঁর পিতার রচিত গ্রন্থ'গুলোর 'আনা' ও 'আস-সিপাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ'-এর উর্দু তরজমা এ সংস্থা থেকে প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি তাঁর নিজের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত'-এর প্রথম ও ২য় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এ সংস্থা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'মা'আরিফ' এর প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৪০২]

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টারের উদ্বোধন

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক সেন্টার স্থাপনের প্রচেষ্টা ছিল বহুদিনের। ইসলাম বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা এবং পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও জ্ঞান পিপাষু সত্য অনুসন্ধানীদেরকে ইসলামের সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে ইসলামিক সেন্টার স্থাপনের জন্য সেখানকার বুদ্ধিজীবী মহল বহুদিন থেকে চেষ্টা করে আসছিলেন। সেই প্রচেষ্টায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রফেসর খালীক আহমদ নেযামীর পুত্র ফারহান নেযামীর বিশেষ বন্ধু সেন্টক্রস কলেজের শিক্ষক ও ভাইস প্রিন্সিপাল ড. ডিজি ব্রাউনিং ছিলেন অন্যতম।

তাঁদেরই চেষ্টার ফল স্বরূপ ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৩ ও ২৪ জুলাই এই ইসলামিক সেন্টারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই ইসলামিক সেন্টারের উদ্বোধন করার জন্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর খালীক আহমদ নেযামী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে নিমন্ত্রণ করেন। কারণ প্রফেসর খালীক আহমদ নেযামীর একান্ত ইচ্ছে ছিল আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ কেন্দ্র স্থাপনের সাথে জড়িত থাকবেন এবং এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নে সাহায্য করবেন এবং 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' বিষয়ে প্রবন্ধ পড়বেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সেন্টারের উদ্বোধনের জন্য সানন্দে ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের ২০ ও ২১ জুলাই লন্ডন যাত্রা করেন এবং ২২ জুলাই সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে যোগদান করে আরবী ভাষায় প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন।[৪০৩] ডা. ফারহান নেযামী তাঁর এ বক্তব্যটিকে ইংরেজী ভাষায় ভাষান্তর করেন। ইসলামিক সেন্টারের মৌলিক কাজগুলো ২৩ ও ২৪ জুলাই চূড়ান্ত করা হয়। ডা. ফারহান নেযামীকে ডাইরেক্টর এবং ড. ব্রাউনিংকে এই সেন্টারের রেজিষ্ট্রার করা হয় এবং একটি অস্থায়ী গঠনতন্ত্র তৈরী করে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, কমিটিতে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাধিক্য থাকবে এবং এই সংস্থা বিশেষ কোন দলের হাতিয়ার হিসেবে অথবা অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না।[৪০৪]

এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যখনই লন্ডন যেতেন তিনি সেখানে যেতেন। এছাড়াও এ সংস্থার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য আলোচনা-পর্যালোচনা করে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিতেন। তিনি আজীবন এ সংস্থার শুভাকাঙ্খী হিসেবে এর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

---

৪০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

৪০৩ বক্তব্যে তিনি অধঃপতন ও সংকট এবং সংস্কারকদের সংস্কার কাজের অভাবের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

৪০৪ কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ., পৃ. ৩৭৪-৩৮১।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকাল ও বিশ্বব্যাপী শোক।

ইনতিকাল ও কাফন-দাফন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার ১১টা ৫০ মিনিটে তিনি জুমার নামাজের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দুই রাকা'য়াত নফল নামাজ আদায় করে আট বছর বয়স থেকে সূরা কাহাফ তেলাওয়াতের অভ্যাসের কারণে তিনি সূরা কাহাফ তেলাওয়াতের জন্য তিনি বিছানায় বসলেন। কিন্তু সূরা কাহাফের পরিবর্তে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে লাগলেন। দশ-বারো আয়াত হয়ে থাকবে। হঠাৎ করে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। আয়াতটি ছিল بمغفرة و أجر كريم সূরা ইয়াসিন পাঠরত অবস্থায় তিনি মহান প্রভূর নিকটে চিরতরে চলে গেলেন।[৪০৫] তাঁর গোসল ও কাফন-দাফনের সকল কাজ হামযা হাসানী নদভীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। মৌলবী সা'ঈদ বানু নদভী,[৪০৬] 'আবদুর রায্যাক, মৌলবী সায়্যিদ বেলাল হাসানী, সায়্যিদ হাসান আসকারী, নদভী, মৌলবী নিসারুল হক নদভী এবং মৌলবী নিয়ায আহমাদ নদভী মাগরিবের নামাযের পর তাঁর গোসল দেন। মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ রাবি' হাসান নদভী, মৌলবী সায়্যিদ সালমান হুসায়নী নদভী এবং মৌলবী 'আবদুল্লাহ হাসানী নদভীও তাঁর গোসল দানে সহযোগিতা করেন। মাওলানা রাবি' হাসান নদভী তাঁর জানাযার দু'আর ইমামতি করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর জানাযায় প্রায় দু'লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে সমাহিত করা হয় শাহ আলামুল্লাহ পারিবারিক কবরস্থানে। এখানে সর্বশেষ কবরের জায়গাটি তাঁর জন্যই নির্ধারিত ছিল।[৪০৭]

ইনতিকাল পরবর্তী অবস্থা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকালের সংবাদ চারদিকে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তা মুসলিম বিশ্বে অভূতপূর্ব এক শোকের প্রভাব ফেলে। সকল শ্রেণীর মানুষ ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে শেষবারের মত দেখার জন্য ছুটে আসে অথবা যারা আসতে পারেনাই তারা তাঁর জন্য প্রাণখুলে অশ্রুভেজা নয়নে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে। তাঁর ইনতিকাল শুক্রবার সকাল ১১ঃ৫০ হওয়ায় এ সংবাদ প্রায় সব মসজিদের মুসল্লীগণ জুমার নামাজের আগেই অথবা পরে শুনতে পেয়ে হতবিহবল হয়ে যায় এবং তাৎক্ষনিকভাবে গায়িবানা জানাযার ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বের এমন কোন দেশ নেই যেখানে তাঁর জন্য গায়িবানা জানাযা হয়নি। মক্কা-মদীনায় ২৭ রমযান রাতে গায়িবানা জানাযা আদায় করা হয়। কেবল মক্ক-মদীনায় প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ জানাযায় উপস্থিত হয়েছিল।[৪০৮] বিভিন্ন আরব চিন্তাবিদ, লেখক, কবি সাহিত্যিক, গবেষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান, আলিম-উলামা মাশায়েখগণ ও তাঁর খলিফাগণ সমবেদনা জানানোর জন্য

---

[৪০৫] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন কর্ম, পৃ. ২৪০।

[৪০৬] মৌলবী সা'ঈদ বানু নদভী রমযান মাস উপলক্ষে সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভীর সান্নিধ্যে কিছু দিন অবস্থান করার জন্য সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগমন করে তাঁর নিকট অবস্থান করতে ছিলেন।

[৪০৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৪৮৭-৪৮৮।

[৪০৮] 'আলমী সাহারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্ণৌতে আগমন করে। কাতার থেকে একটি দল বিশেষ বিমানে লক্ষ্ণৌতে আগমন করে এ দলের মধ্যে 'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী, কাতারের চীফ জাস্টিস এবং কিছু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রমযানের পর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আগমনের ধারাবাহিকতা এমনভাবে শুরু হয়ে যায় যে, এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নেই যারা আগমন করেননি। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের ইসলামি চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে অসংখ্য শোকবার্তা এসেছিল। তারপর আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শোকসভা, সেমিনার এবং বিভিন্ন দেশের পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। যে আল্লাহর দিকে ধাবমান হয় আল্লাহ্ তাঁকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এ চিরসত্য কথাটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকালের পর পরিষ্কারভাবেই সবার নিকটে দৃশ্যমান হয়েছিল।[৪০৯]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকালে বিশ্বব্যাপী শোকপ্রকাশ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকালে সমগ্র ভারতে ও আন্তর্জাতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। ইসলামপ্রিয় মুসলমানগণ তাদের প্রিয় মানুষটিকে হারানোর বেদনা প্রকাশ করেছিল বিভিন্ন স্মরণ সভার মাধ্যমে। ৯ ফেব্রুয়ারী ২০০০ খৃষ্টাব্দে 'ইদারা-এ দারুল মুবাল্লিগীন লক্ষ্ণৌ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় "সত্য ও ন্যায়ের দূত" শিরোনামে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪১০] আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০০ খৃষ্টাব্দে দু'দিন ব্যাপী আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.) 'হিন্দুস্থানের আরবী ও ইসলমী সাহিত্যের অগ্রনায়ক' এ শিরোনামের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৯ আগষ্ট ২০০০ খৃষ্টাব্দে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় এক শোকসভার আয়োজন করা হয়।[৪১১]

দিল্লীতে 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর উদ্যেগে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি' দিল্লীর আঞ্চলিক শাখার উদ্যেগে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সভায় রাবেতার উক্ত শাখার চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইজতিবা নদভী, সহকারী চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিয়াউল হাসান নদভী ও অধ্যাপক শফীক আহমদ নদভী আলোচনা করেন। এ ছাড়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জওহর লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, জামি'আ মিল্লিয়া এবং হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক সভার আয়োজন করা হয়। ২৮ মার্চ ২০০০ খৃষ্টাব্দে বোম্বের 'আঞ্জুমান-এ ইসলাম'-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.) জীবন ও কর্ম' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪১২]

কলকাতা মাদরাসার উদ্যোগে কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক বিশেষ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং তাঁর আদর্শ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। রায়বেরেলীর ইন্টার ন্যাশনাল কলেজে মাওলানা সায়্যিদ অবুল হাসান নদভীর স্মরণে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দেরাদুন শহরে ইসলামি যুব সংঘের উদ্যোগে "তিনি ছিলেন আদর্শ মহীরুহ" শিরোনামে এক আলোচনা ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কাশ্মীরের শ্রীনগরে "আঞ্জুমান-এ নুসরত-এ ইসলাম"-এর উদ্যোগে মৌলবী মুহাম্মদ 'উমর ফারুকের পৃষ্ঠপোষকতায় এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।[৪১৩]

---

[৪০৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯-৪৯০।
[৪১০] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ২৪০-২৪২।
[৪১১] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.), পৃ. ৪৮৮।
[৪১২] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ২৪৩-২৪৪।
[৪১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৯ এপ্রিল ২০০০ খৃষ্টাব্দে জামি'আ কাশিফুল 'উলূম আওরঙ্গবাদে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জুন ২০০০ খৃষ্টাব্দে "আবনা-এ নাদওয়া ফাউন্ডেশন" দুবাই এর পৃষ্ঠপোষকতায় ও সায়্যিদ খলীলুর রহমানের সভাপতিত্বে 'হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভীঃ জীবন ও কর্ম' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মালয়েশিয়ায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকালের খবর পৌঁছার সাথে সাথে শোকের ছায়া মেনে আসে। কুয়ালালামপুর, ক্লিনটন, কাদাহ, তরঙ্গানো, জাযিরাসহ কয়েকটি শহরে গায়িবানা জানাযা এবং দীনী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনেক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব আলোচনায় অনেক দেশবরেণ্য আলিম, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। এ সকল আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যে ২৭ রমযান ১৪২১ হিজরীতে অনুষ্ঠিত 'মা'হাদুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়া কাদাহ', কুয়ালালামপুর ন্যাশলানাল ইউনিভার্সিটির হায়ার স্টাডিজ এবং মালয়েশিয়ান যুবকদের বিখ্যাত সংগঠন 'ইসলামি যুব আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে আয়োজিত স্মরণসভা ও আলোচনা অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল আলোচনা অনুষ্ঠানে অনেক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, আলিম উলামা, কবি-সাহিত্যিক ও বিভিন্ন শ্রেণী এেশার মানুষ উপস্থিত থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর জীবনের বহু দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এ উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। ৩০ জুলাই ২০০০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের "মুসলিম কমিউনিটি ফোরাম"-এর উদ্যোগে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উপর এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জানুয়ারী ২০০০ খৃষ্টাব্দে উত্তর ইংল্যান্ডের বাটল শহরে এক গুরুত্বপূর্ণ স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।[৪১৪]

শোকবার্তা প্রেরণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকালের খবর অতি দ্রুততার সাথে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পরলে দেশ-বিদেশের অসংখ্য রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনিক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বগণ আন্তরিক বেদনা, মহব্বত ও সম্মানের সাথে শোকবার্তার মাধ্যমে তাঁর আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের প্রতি সমবেদনা, সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। নিম্নে বিশ্বের কিছু খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রেরিত শোকবার্তার তথ্য উপস্থাপন করা হলঃ

Sultan Bin-Mohammed Al-Qassimi
httpt//www.nadwatululama.org/english/cond1.php

Ruler of Sharjah

It is with the great sorrow that we learn the death of the great Islamist Abul Hasan al-Nadwi. We extend our condolence to you. May his soul rest in eternal peace and may almighty give you the strength to bear this irreplaceable loss. Amen.

---

[৪১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

Sultan Bin-Mohammed Al-Qassimi
Ruler of Sharjah
January, 7th, 2000

The National Justice party of Malaysia

Parti Keadilan Nasional (The National Justice party of Malaysia) would like to offer our most sincere condolences on the demise of his Excellency Maulana Sayyid Abul Hasan Ali Al-Nadwi).

Party Keadilan regards the late Maulana Sayyid Abul Hasan Al-Nadwi as a great spiritual leader and thinker of the Muslim World.

The passing of Maulana Sayyid Abu Hasan is a great loss not only to the Muslims but also to India.

Mohd. Anuar Tahir
Secretary General
The National Justice party of Malaysia
Jan 6th, 2000

Begam Noor Bano (Member of Parliament, Rampur)

Deeply shocked sad demise Maulana Ali Mian accept heartfelt condolences. May his soul rest in peace.

Begam Noor Bano
MP
Jan 7th, 2000

Director General

King Faisal International Prize

Dhaka University Institutional Repository

Dear Sir,

Please accept any heartfelt feeling on the sad demise of the great Muslim scholar Syed Abul Hasan Ali Nadwi. May Allah bless his soul. Yours sincerely, Khalid Al-Faisal Ibn Abd Al-Aziz. Director General King Faisal International Prize 3 January, 2000

Rep. to the president of United Arab Amirates

Please accept my deepest condolences on the sad demise of renowned Islamic missionary Abul-Hasan al- nadawi. We share your undoubted grievances and sad loss and so pray that Allah will bring him to rest through his mercy in his heaven and to alleviate the hearts of you and your dear family to Allah we belong and to him is our return.

Ahmad khalifa al-suwaidi

Rep. to the president of United Arab Amirates

January, 6th 2000

Ma'ahad Tarbiyah Islamiyah, Derang, Malaysia

The departure of Maulana is a great loss to the Muslim and I like to convey my condolences to you and the family members of Maulana including all the staff and students at Nadwatul Ulama.

Salim Bin Abdul Hamid

Hon(s) Treasurer

Ma'ahad Tarbiyah Islamiyah, Derang, Malaysia

January, 2nd 2000

Dhaka University Institutional Repository

Yusuf Hatim Muchhala, Senior Advocate

The dying hours of the past millenium dealt a severe blow to Millat-e-Islam. Allah - Subhanabu willed to take away from amongst us our beloved leader Maulana Abu Hasan 'Ali Miyan' in whom was rolled up several unique qualities; perspicacity of history, literary merit par excellence, humane at heart, intellectual vision coupled with humility and modesty and above all keen desire to spread 'Payame Insaniyaat' in the light of Quraanic message and traditions of the Prophet Mohammed (S.A.V.). The end of the illustrious life was also glorious - every Muslim would aspire of such 'Anjaam' - being Friday of the month of Ramdaan and just before Zohar time while listening to sonorous sounds of the Divine Revelations. The creator ordained such Anjam, as if to confirm the piety of Maulana Ali Miyan. It is difficult to fill the void created in Millat-e-Islam by his absence. Maulana Ali Miyan has left the large legacy of his writings which will illumine the path of many who want to serve the cause of Islam and Insaniyaat. Therefore, mortal frame of Maulana Ali Miyan is no longer with us; he will continue to live with us for long time to come.

Maulana, as the President of "All India Muslim Personal Law Board" nearly for two decades steered the Board during the most turbulent times with his guidance and sagacious advice. I on personal level had occasions to inter act with him as the member of the working committee of the Board and consider myself fortunate to experience his warmth and hospitality on number of occasions.

The loss, one can imagine, is more keenly felt by the kith and kin of Maulana. I take this opportunity to convey my sincere condolensces to them and pray to Allah Sabhanhu for Magferat. May Maulana's soul achieve elevation and highest position in Jannat-e-Firdaus.

(Yusuf Hatim Muchhala)

SeniorAdvocate,

Bombay

2nd January, 2000

Students Islamic Trust, Delhi

Dhaka University Institutional Repository

We are shocked to receive the new of the demises of respected Maulana Syed Abul Hasan Ali Nadvi (Ali Miyan), Rector of Darul Uloom Nadwatul Ulema, Lucknow. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajwoon. May Allah Subhanahu Wa taala accept his services, pardon him for lapses and grant him the highest place in His Jannat-Ul-Firdaus.

As the Rector of Darul Uloom Nadwatul-Ulema and as the Chairman of All India Muslim Personal Law Board and various other Islamic bodies Ali miyan served the Indian Muslim Community to safeguard its identity and forge forward in various spheres.

his contribution to the Islamic World as a renowned Islamic Scholar and thinker is noteworthy. He stood forward in the trying situation to Lead the Muslim Ummah in right directions. His death is a great loss to us as well as to World of Islam. I pray to Allah The Most High to provide his substitute (naimul badal) to the Muslim Ummah.

We, on behalf of the members of the Board of Trustees of Students Islamic Trust express our grief and condolence to all who are bereaving over his death. We all are with you in this hour of grief and sorrow.

Wassalam and with best regards.

Brotherly yours.

(AMANULLAH KHAN)

CHAIRMAN

2nd January, 2000

SB Divisional Megistrate, Siwan, Bihar

Condolences on the tragic death of Ali Mian

Mansoor Agazi,

SB Divisional Megistrate,

Siwan, Bihar

Dhaka University Institutional Repository

7th January, 2000

Dr.C P. Habeeb Rahman.

It was with shock that I came to know the sudden demise of Alimia at Raebareli. Though Maulana had recovered from his acute illness earlier, this unexpected demise is something which keeps all of us in great grief. Alimia struggled all his lifetime with dedication commitment and utmost taqwa in the cause of Islam. His scholarly contribution and his personality is a great lm to the whole mankind.

At this instance we can only pray Almighty to grant peace for him and to give courage and fortitude to face the challenges. I understand the deep responsibility thrown to you now, and I pray Almighty Allah to grant you sufficient fortitude to face the changing situations.

Please convey my condolences to the bereaved family members. May Almighty Allah help us with Infinite mercy

Dr.C P. Habeeb Rahman.

Unity Health Complex, Mangalore

31st December, 1999

Atal Bihari Vajpayee (Prime Minister of India)

I am deeply grieved to know that Maulana Abut Hasan Ali Nadvi, one of the world's greatest Islamic scholars in modern times, passed away today. He was an intellectual giant who was highly respected by Muslims and non- Muslims alike, both in India and abroad. He made an outstanding contribution to the spread of Islamic teachings through his scores of acclaimed books, countless discourses and, of course, the world-renowned seminary at Nadwa, near Lucknow, which he headed.

Ali Mian, as he was respectfully known, was also a great humanitarian. In his last message, he strongly condemned the hijacking of the Indian Airlines plane, stating, "Nobody having respect and love for human beings can ever approve of such action".

Dhaka University Institutional Repository

In the passing of Ali Mian, India and the Islamic community all over the world have lost a towering religious leader. I express my heartfelt condolences on this occasion and join my countrymen in mourning his demise.

A. B. Vajpayee

New Delhi

December 31th, 1999

Condolence message
Sultan Bin-Mohammed Al-Qassimi
Ruler of Sharjah

It is with the great sorrow that we learn the death of the great Islamist Abul Hasan al-Nadwi. We extend our condolence to you. May his soul rest in eternal peace and may almighty give you the strength to bear this irrelaceable loss. Amen.
Sultan Bin-Mohammed Al-Qassimi
Ruler of Sharjah
January, 7th, 2000 [415]

এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে মসজিদ-এ হারাম এর ইমাম ও খতীব মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-সাবিল, মক্কার ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের পরিচালক খলিফা ইব্ন জাসিম, কুয়েতের যুবরাজ ড. খালিদ মাজকুর, তুরস্কের অধিবাসী ও মক্কার উপদেষ্টা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহসিন তুর্কী, মক্কার ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুলতান ইব্ন যায়িদ আল-নাহয়ান, জর্ডান সরকারের প্রতিনিধি ও ইসলামি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান হামযা ইব্ন হুসায়ন, কাতারের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের আহমদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ এবং আম্মান সরকারের মুফ্তী আহমদ ইব্ন হামাদ খলীলী প্রমুখ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও সতীর্থদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে লক্ষ্ণৌতে শোকবার্তা প্রেরণ করেন।[৪১৬]

[৪১৫] httpt//www.nadwatululama.org/index.html accessed on 14-09-2006
[৪১৬] আর-রা'ঈদ (পত্রিকা), পৃ. ২-৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইনতিকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা, ক্রোড়পত্র ও স্মারক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ সকল বিশেষ সংখ্যায় তাঁর সফল কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের উপর বিশেষ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও তথ্যবহুল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। নাদওয়াতুল 'উলামার আরবী পত্রিকা 'আল-বা'সুল ইসলামি, আর-রা'ঈদ, উর্দু পত্রিকা 'আলমি সাহারা, তা'মির-এ হায়াত এবং ইংরেজী পত্রিকা THE FRAGRANCE OF EAST বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

লক্ষ্ণৌ থেকে 'আল-ফুরকান', রিজওয়ান, 'বাঙ্গেদারা', হায়দ্রারাবাদ থেকে 'আস-সাহ্ওয়াতুল ইসলামিয়া (আরবী), দারুল 'উলূম দেওবন্দ থেকে 'আদ-দা'য়ী (আরবী)' কাশ্মীরের মাসিক 'নুসরাতুল ইসলাম', আযমগড় থেকে পাক্ষিক-'আশ-শারিক', 'নাওয়ায়ে আদব বোম্বে', দিল্লী থেকে 'নয়ী দুনিয়া', আল-জমিয়ত', মিল্লী ইত্তিহাদ', গাযীপুরের 'তাযকীর', 'আএশার-এ মিল্লী', জয়পুর থেকে 'হিদায়াত', আহমদাবাদ থেকে 'সওতুল কুর'আন' ভটকল থেকে প্রকাশিত 'নক্শে নাওয়ায়েত', 'আয-জহ্রাহ্', 'আল-আরমাগান-এ জামি'আ', ইত্যাদি ভারতীয় পত্রিকা আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর স্মরণে বিশেষ সংখ্যা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।[৪১৭]

এছাড়া পাকিস্তান থেকে 'তা'মীর-এ আফকার', 'খতমে নুবুওয়্যাত', 'আল-বালাগ', 'আল-ফারুক', 'তাকবীর', 'ইয়ানাত', 'আনওয়ার-এ মদীনা', 'আনা-নসীহাহ', 'হক চার ইয়ার', 'আস-সিয়ানাহ্', 'তরজুমানুল কুর'আন' ও 'আল-হক' ইত্যাদি পত্রিকা বিশেষ প্রবন্ধ, জীবনী ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের 'দৈনিক সংগ্রাম', 'দৈনিক ইনকিলাব', ও 'মাসিক মদীনা' আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর স্মরণে সংবাদ এবং বিশেষ প্রবন্ধ-নিবনন্ধ প্রকাশ করে।[৪১৮]

---

[৪১৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ২৪৬-২৪৯।

[৪১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬-২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

২য় অধ্যায়ঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর অবদান

Dhaka University Institutional Repository

২য় অধ্যায়ঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অবদান

১ম পরিচ্ছেদঃ ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি, ভাষা শিক্ষার তাগিদ ও বিশ্বব্যাপী আরবী ভাষার উন্নয়নে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দক্ষতা ও অবদান মূল্যায়ন করা।

- ভূমিকা
- আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ
- উনবিংশ শতাব্দীতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থান
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ
- বিনাবেতনে আরবী পত্রিকায় কাজ করা
- আরবী ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষাদানের এক নতুন পদ্ধতির অনুসরণ
- আরবী ভাষা শিক্ষায় নতুন সিলেবাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব
- আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সিলেবাসের সংস্কারের সূচনা
- প্রবন্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে আরবী ভাষার প্রচার ও প্রসার
- আরবী ভাষার উন্নয়নে আরবী ভাষায় প্রবন্ধ উপস্থাপন
    - দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
    - আরবী সাহিত্যের নতুন পয়গাম নিয়ে মক্কা, মিসর, কাসাব্লাঙ্কা, রিয়াদ ও মদীনা ভ্রমণ
    - বার্দালোর ভ্রমণ
- আরবী ভাষার সম্প্রসারণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ
    - আরবী ভাষার উন্নয়নে হায়দ্রাবাদে সেমিনার
    - আরবী ভাষার সম্প্রসারণে সাহিত্য সংগঠন স্থাপন ও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ
    - রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি
    - 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'র কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা সফর

২য় পরিচ্ছেদঃ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায় প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ সাহিত্যের উপস্থাপনায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অবদান পর্যালোচনা করা।

- প্রবন্ধ
    - প্রবন্ধের প্রকারভেদ
        - ১. আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ (Subjective/الذاتي)
        - ২. বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ (Objective/الموضوعي)
            - ইসলামি ধারার প্রবন্ধ সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

- বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - কাদিয়ানী বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - তুরস্কে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - সিরিয়ায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - মক্কাস্থ রাবেতার ভবনে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - ভারতের আযমগড়ে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - শ্রীলংকায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - আলজেরিয়ায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - কুয়েতে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - দেওবন্দে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - মালয়েশিয়ায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - মক্কাতে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - বানারসের আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - আবুধাবীতে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - তুরস্কের আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - বোম্বে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন
  - অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের সেমিনারে যোগদান
  - পাটনা ভ্রমণ
  - ইস্তাম্বুল ভ্রমণ
  - তাসখন্দ ভ্রমণ
  - মক্কা, মিসর, কাসাব্লাঙ্কা, রিয়াদ ও মদীনা ভ্রমণ
  - কাতার ভ্রমণ
  - ইস্তাম্বুল ভ্রমণ
  - আম্মান ভ্রমণ

৩য় পরিচ্ছেদঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে আরবী ভাষায় সাহিত্য প্রণয়নে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপস্থাপনা সমূহ আলোচনা ও পর্যালোচন করা।

- ভূমিকা
- সাহিত্যের সংজ্ঞা

Dhaka University Institutional Repository

- ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দৃষ্টিতে ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দৃষ্টিতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক ইসলামী সাহিত্যের সংস্কার আন্দোলনের সূচনা
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক ইসলামী সাহিত্যের রূপরেখা প্রণয়ন ও প্রচার-প্রসার
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইসলামি সাহিত্যের সূচনা
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা

- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় রচিত ইসলামি দাওয়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা
    - আল 'আকিদাতু ওয়াল 'ইবাদাতু ওয়া-ছুছুলুক (العقيدة والعبادة والسلوك)
    - কাদিয়ানিয়াত (قاد يا نيت)
    - নাফহাতুল ঈমান (نفحات الإيمان)
    - আন্-নাবিয়্যুল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল (النبي الخاتم والدين الكامل)
    - রাওয়াইয়ু ইকবাল (روائع إقبال)
    - মানহাজুন আফদালু ফিল ইসলাহি (منهج أفضل في الإصلاح)
    - কায়ফা দাখালাল' আরাবু আততারীখা? (كيف دخل العرب التاريخ ؟)
    - তাদহীয়্যাতু শাবাবিল 'আরাবি কানতরাতুন ইলা সা'আদাতিল বাশারিয়্যা (تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية)
    - আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফুনা আনফুসাহুম (العرب يكتشفون أنفسهم)
    - আহদীসুন সারীহাতুন মা'আ ইখওয়ানিনাল 'আরাব ওয়াল মুসলিমীন (أحاديث صريحة مع إخواننا العرب و المسلمين)
    - আল-মদ ওয়াল জযর ফী তারীখিল ইসলামি (المد والجزر في تا ريخ الإسلامي)
    - মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলামি (مسئولية الأمة الإسلا مية أمام الأمم والعالم)
    - আল ইসলাম ওয়াল গারব (الإسلام و الغرب)
    - আল-ফাত্হু লিল 'আরাবিল মুসলিমীন (الفتح للعرب المسلمين)
    - 'রাওয়া'ই মিন আদাবিদ দা'ওয়াত ফিল কুর'আন ওয়াস্ সীরাত (روائع من أدب الدعوة في القرأن والسيرة)
    - আদ্দা'ওয়াতু ইলাল্লাহি হিমায়াতুল মুজতামি' মিনাল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সিয়ানাতুদ্ দীন মিনাত তাহরীফি (الدعوة إلى الله حماية المجتمع من الجاهلية وصيانة الدين من التحريف)
    - মাযা খাছিরাল 'আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমীন (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)
    - আলমুসলিমুনা ফিল হিন্দ 'المسلمون في الهند'

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজীদ ও এর তাফসীর বিষয়ক রচনাবলী

- আস-সুরা' বাইনাল ঈমান ওয়াল মাদ্দিয়াত (الصراع بين الإيمان و المادية)
- দীন-এ হক ওয়া দা'ওয়াত-এ ইসলাম (دين حق ودعوت إسلام)
- 'আল-মদ্‌খালু ইলাদ্ দিরাসাতিল কুর'আনিয়া' (المدخل إلى الدراسات القرآنية)

হাদীস বিষয়ক রচনাবলী

- আন নুবুওয়াত ওয়াল আম্বিয়া'উ ফী-দও'ইল কুর'আন (النبوة و الأنبياء في ضوء القرآن)
- নাযরাত 'আলাল জামি'ইস্ সহীহি লিল্ ইমামিল বুখারী ওয়া মায়্যিযাতু আবওয়াবিহী ওয়া তারাজিমিহী
- দাওরুল হাদীস ফী তাক্বীনিল মুনাখিল ইসলামি ওয়া সিয়ানাতিহি (دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي)
- নাযরাত 'আলাল জামি'ইস্ সহীহি লিল্ ইমামিল বুখারী ওয়া মায়্যিযাতু আবওয়াবিহী ওয়া তারাজিমিহী (২য় খন্ড)
- আল-মাদ্‌খালু ইলাদ্ দিরাসাতিল হাদীসিন্ নুবুবী (المدخل إلى الدراسات الحديث النبوية)
- 'আছিফা (عاصفة)
- আন্নাবিয়্যুল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল (النبي الخاتم والدين الكامل)

নীতিমূলক সাহিত্য

- আস্-সিরায়ু বাইনাল ফিকরাতিল ইসলামিয়্যাতি ওয়াল-ফিকরাতিল আরাবিয়্যাতি ফিল্-আকতারিল ইসলামিয়্যাতি
  ('الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة العربية في الأقطار الإسلامية')
- ইসমা'ঈ ইয়া মিসর (إسمعى يا مصر)

সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্য

- আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা (السيرة النبوية)
- সীরাতু খাতামুন নাবিয়্যিন (Sirat Khatiman-Nabiyin)
- সালাহুদ্দীন আয়্যুবী (صلاح الدين الأيوبى)
- আল ইমামুল্লাযী লাম ইউওয়াফ্‌ফা হক্কুহু মিনাল ইনসাফি ওয়াল ই'তিরাফি
  (الإمام الذى لم يوف حقه من الإنصاف والإعتراف)
- আল হাদারাতুল গারবিয়্যাতুল ওয়াফিদাতু ওয়া আছরুহা ফিল জায়লিল মুছাক্কাফি
  (الحضارة الغربية الوافدة وأثرها فى الجيل المثقف)
- 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' (إذا هبت ريح الإيمان)

Dhaka University Institutional Repository

- নুকূশ-এ ইকবাল (روائع إقبال)

ইসলামি সাহিত্য

- 'আল-ইসলাম আছরুহু ফিল হিদারাহ ওয়া ফাদলুহু 'আলাল- ইনসানিয়্যা' (الإسلام أثره فى الحضارة و فضله على الإنسانية)
- আহাদিছুন সারিহাতুন ফি আমেরিকা (أحاديث صريحة فى أمريكا)
- আল ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশ্তাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলিমীনা (الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والبا حثين المسلمين)
- ইলাল ইসলামি মিন জাদীদ (إلى الإسلام من جديد)
- কিস্সাতু কিতাবিন ইয়াহকীহা মু'আল্লিফুহু (قصة كتاب يحكيها مؤلفه)
- আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফূনা আনফুসাহুম (العرب يكتشفون أنفسهم)
- কারিছাতুল 'আলামিল 'আরবী (كارثة العا لم العربى)
- ইসমা'ঈ ইয়া 'ঈরান (إسمعى يا إيران)

আরবী ভাষা ও ইসলামি সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী

- মুখতারাতুম মিন আদাবিল 'আরাবী (مختا رات من أدب العرب)
- দাওরুল ইসলামিল জযরামী ফী মাজালিল 'উলূমিল ইনসানিয়্যাত دورالإسلامي الجزرمى في مجال العلوم الإنسانية)

রাজনৈতিক তাফসীর বিষয়ক রচনাবলী

- আত তাফসীরুশ সিয়াসী লিল্-ইসলাম ফী মেরাতি কিতাবাতি আল-উসতায আবী আ'লা মওদূদী ওয়া আশ্ শাহীদ সায়্যিদ কুতুব (التفسير السياسى للإسلام فى مرآة كتابات الأستاذ ابي الأعلى المودودى و الشهيد سيد قطب)

ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক রচনাবলী

- দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক (من نهر كابل الى نهر الير موك)

পত্র সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী

- রাসায়িলুল আ'লাম (رسا ئل الأعلام)

শিশু সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী

- আল কেরাআতুর্ রাশিদা (القراءة الراشدة)
- কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল আতফাল (প্রথম খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال)
- কাসসুন নাবিয়্যীন লিল্ আতফাল (দ্বিতীয় খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال)
- কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আত্ফাল (তৃতীয় খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال)
- কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আত্ফাল (চতুর্থ খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال)

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদঃ ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি, ভাষা শিক্ষার তাগিদ ও বিশ্বব্যাপী আরবী ভাষার উন্নয়নে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দক্ষতা ও অবদান মূল্যায়ন করা।

ভূমিকা

আরব দেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ও সম্পর্ক বহুদিনের। আমাদের এ সম্পর্ক দেড় হাজার বছরের পুরানো।[১] ইসলাম ধর্মের কারণে এই সম্পক আরো দৃঢ় হয়। আরবী ভাষার উৎপত্তি আরব দেশে হলেও ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এ ভাষা বিশ্বের বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[২] ফলে আমাদের এ উপমহাদেশেও এসেছে আরবী ভাষায় অবর্তীণ কুরআন মজীদ ও হাদিসের বাণী; এসেছে আরবী ভাষায় লিখিত বিভিন্ন ধরনের বই-বই। তার সাথে এসেছে আরবী সাহিত্যও। কারণ ইসলাম ধর্মকে ভালো করে জানতে ও বুঝতে হলে ভালো করে কুরআন মজীদ ও হাদিসের বাণী অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজন। কুরআন মজীদ ও হাদিসের বাণী ভাল করে বুঝতে ও জানতে হলে আরবী ভাষা জানা দরকার, আর আরবী ভাষা ভালো করে জানতে হলে আরবী সাহিত্য পাঠ করা অতীব প্রয়োজন। সেই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রয়োজন ও জ্ঞান চর্চার তাগিদেই সুদীর্ঘ কাল ধরে আমাদের এ উপমহাদেশে আরবী সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও নিবিড় অনুশীলন চলছে। আজো এ উপমহাদেশের মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্বত্র আরবী সাহিত্য পাঠের একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী বিদ্যমান রয়েছে।[৩]

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ

আরবী ভাষা, আরবী সেমেটিক বা সামীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত একটি ঐতিহ্যবাহী ভাষা। নূহ (আঃ)-এর এক ছেলের নাম 'সাম'। তাঁরই বংশধরকে বলা হয় সামীয়। আর তাঁদের ব্যবহৃত ভাষাকে সামীয় ভাষা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৪] এই প্রসঙ্গে আহমাদ আল্-ইছকান্দারী ও আহমাদ আমীনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্যঃ

---

[১] গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ৬।

[২] সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (ঢাকাঃ বারকো প্রিন্টিং ওর্য়াকস্, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ৩।

[৩] গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ৩।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

"يتكلم هؤلاء العرب اللغة العربية؛ واللغة العربية هي إحدى اللغات السامية،"
[৫]

"এই আরব জাতি আরবী ভাষায় কথা বলে, আর আরবী হলো একটি অন্যতম সেমেটিক ভাষা"

বর্তমান আরব জাতি হল সামী জাতির অন্তর্ভূক্ত একটি প্রধান জাতি, যারা পশ্চিমে স্পেন থেকে শুরু করে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বহু দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এ অঞ্চল গুলোর মধ্যে অনেক অঞ্চলে স্থায়ীভাবে আরবী ভাষা প্রচলিত ছিল।[৬] আহমাদ আল্-ইছকান্দারী ও আহমাদ আমীন এই প্রসঙ্গে আরো বলেনঃ

"يسكن هذه الجزيرة الأمة العربية؛ والعرب من الجنس السامي ؛ وهو اسم أطلقه علماء الشعوب على جنس من الناس ينتسب إلى سام بن نوح؛" [৭]

"এই দ্বীপে আরব জাতি বসবাস করে, আরব জাতি হলো সামীয় জাতির অন্তর্ভূক্ত, এই নামটি নৃ-বিজ্ঞানীগণ (Anthropologist) সেই সকল জাতি গোষ্ঠির জন্য প্রয়োগ করেছেন যারা সাম ইবন নূহ এর বংশধর।"

আরবী ভাষার ক্রমবিকাশের পর্যায়ে বহু যুগ পেরিয়ে ইসলাম পরবর্তী যুগে কুরাইশ গোত্রের ভাষায় কুরআন মজীদ সুরক্ষিত হওয়ার ফলে কুরআন মজীদের সাথে সাথে তার ভাষার প্রভাবও সুদূর বিস্তৃত হয়েছে। কুরআন মজীদের ভাষ্য, রচনা, হাদিস সংকলন, বিভিন্ন শাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সাহিত্যের মধ্যেও এ ভাষা-রূপটির অনুপ্রবেশ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। অবশ্য আধুনিক আরবী ভাষা সে তুলনায় আরো এগিয়ে গেছে। আবার নানাদিক থেকে বিদেশী প্রভাব এসে পড়েছে আরবী ভাষার উপর। আর সে প্রভাব শুধু ভাবের ক্ষেত্রে নয়, শব্দ সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে।

আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্য এক সূতোই গাঁথা বা একই পয়সার এপিট ওপিট মাত্র। কালচক্র আবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে ইতিহাসও আবর্তিত হয়েছে। আরবী ভাষা ও সাহিত্য ইতিহাসের বিভিন্ন চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে বিশ্বের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের মাঝে আজো আপন গতিতে সমুজ্জ্বল মহীমায় ভাস্বর রয়েছে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই ভাষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিকগণ মানব সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে সাহিত্য রচনা করে মানব সমাজের প্রভূত

---

[৫] আহমাদ আল্-ইছকান্দারী, আহমাদ আমীন, ফি তারিখিল আদাবিল আরবী, (বৈরুতঃ দারুল ইস'আয়িল উলুম, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ ১৯।
[৬] সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩।
[৭] আহমাদ আল্-ইছকান্দারী, আহমাদ আমীন, ফি তারিখিল আদাবিল আরবী, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ড. মাহমুদ হাসান জাইনী তার 'ফি আদাবিদ দাওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ' নামক গ্রন্থে যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্যঃ

"والحقيقة أن الشعراء والخطباء والكتاب فى عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين أنتجوا أدبًا كثيرًا وصل إلينا، وكان صدىً لتعاليم الإسلام وأحداثه ،".[৮]

"এটা বাস্তব যে, কবি সাহিত্যিক ও লেখকগণ রাসূল (সা.) এর যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অনেক অনন্য সাহিত্য কর্মের আনযাম দিয়েছেন, যা আমাদের নিকটে পৌঁছেছে এবং যা ছিল ইসলামি শিক্ষা ও তার যাবতীয় ঘটনাবলীর প্রতিধ্বনি।"

উনবিংশ শতাব্দীতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থান

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসের মত কোন একক দেশ বিশেষের সাহিত্যের ইতিহাস নয়। বরং যারা আরবী ভাষার চর্চা, অনুশীলন ও পঠন পাঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং যাঁরা আরবী ভাষার প্রচার, প্রসার ও সমৃদ্ধিতে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ এ ভাষার উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সাধন করে বিশ্বের অপরাপর আধুনিক ভাষার মানদণ্ডের সমপর্যায়ের আধুনিক বহুল ব্যবহৃত ও পঠিত ভাষারূপে আধুনিক বিশ্বে সম্মানের আসনে আসীন করতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন; সেই সব অসাধারণ ভাষা প্রেমিকদের মধ্যে শুধুমাত্র আরব ভাষাবিদরাই কাজ করেননি বরং বিশ্বের বহু ভাষাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক ও ইসলাম প্রচারকগণও আরবী ভাষার উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে বহু অনারব ব্যক্তিও ছিলেন। এক কথায় বলা যায়, বহু দেশের বহু ব্যক্তির সাধনার দ্বারা এ আরবী ভাষা ও সাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ।[৯] এ ভারত উপমহাদেশে অসংখ্য আরবী ভাষাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক ও আরবী সাহিত্য প্রেমিক রয়েছে। যারা আরবী ভাষার উন্নয়নে অসাধারণ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। সেই সব প্রশংসনীয় আরবী ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে আরবী সাহিত্যে নবজাগরণ বা পুনর্জাগরণ দেখা দেয়। আধুনিক আরব জাতীয়তাবাদ এবং সাহিত্যে আন্-নাহদা আন্দোলন প্রায় সমসাময়িক।[১০] এই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের আন্দোলনকে

---

[৮] ড. মাহমুদ হাসান জাইনী, ফি আদাবিদ দাওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, (মক্কাঃ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২ হিজরী), পৃ. ৪৯।

[৯] সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৬।

[১০] গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

আন-নাহ্দা বলে অভিহিত করা হয়।[১১] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনে আজীবন নিরলস ও নিরবচ্ছিন্নতার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি তাঁর জীবনে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে অসাধারণ সাহিত্য রচনা করে সাহিত্যাঙ্গনে দৃঢ় ও সম্মানজনক স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ড. মাহমুদ হাসান জাইনীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্যঃ

"ثم شهد المسلمون في العا لم عامة وفى العا لم الإسلامي خاصة' مع مطلع القرن الخامس عشر الهجري' عناية عالمية واهتماما جماعيا مركزا بالأدب الإسلامي . فدعا الأديب المسلم والمجاهد الكبير الشهير سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوى إلى ندوة عالمية للأدب الإسلامي "[১২]

"এর পর পঞ্চদশ হিজরী শতাব্দীর সূচনালগ্নে গোটা বিশ্বে সাধারণ ভাবে এবং মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে ইসলামি সাহিত্যের ব্যাপারে মুসলমানগণ বৈশ্বিক মনযোগ, নিবিড় ও সামষ্টিক আগ্রহ প্রত্যক্ষ করলো। আর তাই প্রখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক ও মহান সাধক আল্লামা আবুল হাসান আলী আল্-হাসানী আন্-নদভী ইসলামি সাহিত্যের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আহ্বান করেছিলেন।"

ব্যক্তি ও কর্মজীবনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদীন, প্রকৃত সাধক, প্রথিতযশা ইসলামি চিন্তাবিদ, খ্যাতিমান ঐতিহাসিক, ক্ষুরধার ও ধীমান লেখক, আরবী ভাষার বাহক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সফল প্রচারক, অভিজ্ঞ গবেষক, সফল শিক্ষাবিদ, সুজ্ঞান সম্পন্ন দার্শনিক, দাওয়াতী কাফেলার অগ্রনায়ক, সাংবাদিক, পরিব্রাজক, সংগঠক, পরিচালক ও বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সহস্রাধিক বিষয়ে কলম ধরেছেন। আরবী ও উর্দুতে দু'শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ষীয়ান ইসলামি চিন্তাবিদ, বিজ্ঞ লেখক, সূক্ষ্ম রহস্য উৎঘাটনকারী, দার্শনিক ও গবেষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি মুসলিম বিশ্বেই শুধু নয়, পশ্চিমা বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল।[১৩] তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠন ও অনুশীলনের জন্য বিশ্বের অধিকাংশ দেশে উপস্থিত হয়ে সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করে বিশ্ববাসীকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা যুক্তিসহকারে প্রাণবন্ত ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি আরবী ভাষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য বক্তব্য ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন এবং দক্ষ হাতে সাহিত্যিক মানদণ্ডে উন্নীত অত্যন্ত উঁচুমানের সাহিত্য রচনা করেছেন। বক্ষমান এ প্রবন্ধে আমি এই প্রথিতযশা মহান ব্যক্তির অনেক গুনাবলীর মধ্য থেকে শুধুমাত্র আরবী ভাষার উন্নয়নে তাঁর দক্ষতা ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

---

[১১] সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৬।

[১২] ড. মাহমুদ হাসান জাইনী, ফি আদাবিদ দাওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪১-৪২।

[১৩] মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রহ.স্মারক গ্রন্থ, (আল ইরফান পাবলিকেশন্স , ১১ বাংলাবাজার, ঢাকাঃ ২০১০ খৃ.) পৃ. ৩৫০-৩৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ

ভারতের লক্ষ্ণৌর রায়বেরেলীতে মাতা সায়্যিদা খায়রুন্নেসার নিকট আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শিক্ষা জীবনের শুভ সূচনা হয়। ছোট বেলা থেকেই আরবী ভাষার প্রতি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর তীব্র আকর্ষণ ছিল। তাই শিক্ষা জীবনে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশী আরবী ভাষা শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯২২ খৃ. শায়খ খলীল আরব আনসারী ইয়ামেনীর[১৪] নিকট আরবী ভাষা ও কুরআনের নির্বাচিত সূরা সমূহের তাফসীর শিখেন। এবং স্বীয় ফুফা ওরিয়েন্টাল কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল মৌলভী মুহাম্মদ শফী সাহেবের নিকট তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন পদ্ধতি ভালো ভাবে শিখে নেন।[১৫] উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৭ খৃ. ১৪ বছর বয়সে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উলূম-এ শারকিয়্যাহ বিভাগে ভর্তি হয়ে লেখা পড়া আরম্ভ করেন এবং তিনি ১৯২৯ খৃ. সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[১৬] এ ছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৩০ খৃ. আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জন করার জন্য তাকীউদ্দীন হেলালী মারাকেশীর নিকট আরবী ভাষায় পাঠ গ্রহণ করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ভাষা জ্ঞান অর্জনের জন্য শিশুকাল থেকেই আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। শিশুকাল থেকে ভাষা জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি ছিলেন ব্যাকুল ও আত্মহারা। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বড় ভাই ডাঃ আবদুল আলীর সুনিয়ন্ত্রিত কঠোর প্রচেষ্টায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় ব্যাপক দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি প্রতিটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষাকেই মূল্যায়ন করতেন ও মর্যাদার চোখে দেখতেন। সে কারণে তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতেন। এবং পাশাপাশী আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য আন্ত রিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় গভীর মনোনিবেশ করার তাগিদ দিতেন।[১৭]

বিনাবেতনে আরবী পত্রিকায় কাজ করা

আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করার পর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ব্যাপক ও বৃহত্তর পরিসরে আরবী ভাষা চর্চায় মনোযোগী হন। সে সময় লক্ষ্ণৌর দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর তত্ত্বাবধানে 'আদ্-দিয়া (الضياء) নামে একটি আরবী পত্রিকা বের হত। এ আরবী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মাসউদ 'আলম নদভী। আরবী ভাষার প্রতি ব্যাপক অনুরাগী হওয়ায় আলী হাসান আলী আল্-নদভী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হতে এই আরবী পত্রিকায় অবৈতনিক লেখক ও সহযোগী

---

[১৪] শায়খ খলীল 'আরব আনসারীর শিক্ষা দানের একটি বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি কখনো শিক্ষাদানকালে দু'ভাষা ব্যবহার করতেন না। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর নিকট সর্ব প্রথম ছরফ শিখেন। পরে পর্যায়ক্রমে مجموعة من النظم والنثر، كليلة و دمنة ، نهج البلاغة و الطريقة المبتكرة، مدارج القراءة، المطالعة العربية، عشر قصائد، دلائل الإعجاز ، مقامات حريري প্রভৃতি শিরোনামের 'আরবী বই তাঁর নিকট অধ্যয়ণ করেন। সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.) , পৃ. ১০০- ১০৬।

[১৫] আযীয বরনী, 'আলমী সাহরা, সংখ্যা ৫২, নয়া দিল্লী, ৩০ এপ্রিল, ২০০৭ খৃ., পৃ. ১৫, আর-রা'ঈদ (পত্রিকা), পৃ. ৩৮।

[১৬] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, পৃ. ১০২।

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১৭।

হিসেবে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খৃ. নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌর শায়খ তাকীউদ্দীন হোলালী নাদওয়া ত্যাগ করে ইরাক চলে যান। তার চলে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরে মাওলানা মাসউদ 'আলম নদভীও ইরাকে তাঁর নিকট চলে যান। ফলে পত্রিকা সম্পাদনার যাবতীয় দায়িত্ব বর্তায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উপর। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের জন্য মাসিক ৪০ টাকা সম্মানী ধার্য করা হয়। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী নাদওয়াতুল 'উলামায় শিক্ষক হিসেবেও কাজ করতে শুরু করেন। অতঃপর ১২ জুলাই ১৯৩৫ খৃ. উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষক হিসেবে তিনি নিয়োগ লাভ করেন। নাদওয়াতুল 'উলামায় তিনি দক্ষতার সাথে আরবী সাহিত্য, তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস এবং মানতিক বা যুক্তিবিদ্যা বিষয়েও পাঠ দান করেন।[১৮]

আরবী ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষাদানের এক নতুন পদ্ধতির অনুসরণ

শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী ভাষার প্রচার, প্রসার ও শিক্ষা প্রদানের জন্য সদা তৎপর ছিলেন। তিনি নাদওয়াতুল 'উলামায় শিক্ষক হিসেবে কাজ করার সময় স্বভাবগত কারণে শিক্ষার্থীদের সাথে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি সব সময় শিক্ষার্থীদের আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য তৎপর ছিলেন। শিক্ষার্থীদের আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর কাছে কোন নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের বিশেষ কোন ধরাবাধা নিয়ম ছিল না। বরং যাতে করে শিক্ষার্থীরা আরবী ভাষা শিক্ষা ও জ্ঞান লাভে প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভ করতে পারে সে জন্য তিনি সব সময় শিক্ষার্থীদেরকে যথেষ্ট সময় দিতেন। তিনি প্রবল আগ্রহ ও প্রেরণার সাথে শিক্ষার্থীদের আরাবী ভাষা শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনে আন্তরিক ভাবে সবসময় প্রচেষ্টা চালাতেন। এছাড়াও মাদরাসার নিয়ম কানুন রক্ষা করে ছাত্রদের সর্বোতভাবে আরবী ভাষা শিখানো ও অনুশীলনের প্রতি আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতেন এবং আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য নতুন নতুন নিয়ম ও পদ্ধতির অবলম্বনে মেধা ও বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদান করতেন। এ ব্যাপারে শায়খ তাকীউদ্দীন আল-হেলালীর ছোট ভাই মুহাম্মাদ আল-আরাবীর নিকট থেকে তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করতেন।[১৯]

আরবী ভাষা শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সরাসরি পদ্ধতির অনুসরণ করতেন, যা তিনি তাঁর শায়খ তাকীউদ্দীন হেলালীর শিক্ষা পদ্ধতি থেকে আত্মস্থ করেছিলেন, (যিনি কোন ভাষা শিক্ষার জন্য অন্য কোন ভাষার সাহায্য নেয়াকে মৌলিকভাবে ভুল মনে করতেন)। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দারুল উলূমে নতুন পদ্ধতিতে ছাত্রদের আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রদানের জন্য মুহতামিম সাহেবের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতিও গ্রহণ করলেন এবং আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বড় ভাইয়ের অনুমতি ও উৎসাহ নিয়ে প্রাথমিক স্তরের একদল ছাত্রকে নিজের কাছে রাখলেন, অন্য আরেক দল ছাত্রকে দারুল উলূমের কিছু অভিজ্ঞ ও সম্মানিত উস্তাদের কাছে প্রাচীন পদ্ধতিতে সোপর্দ করলেন। অবশেষে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বড় ভাই নতুন পদ্ধতির শিক্ষার্থী ও পুরাতন পদ্ধতির শিক্ষার্থী উভয় দলের পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং আলী হাসান আলী আল্-নদভীর দলকেই বিজয়ী ঘোষণা করেন। আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণের জন্য এই নতুন

---

[১৮] মাওলানা মুহাম্মদ কাযিম নদভী, মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পৃ. ১৯।
[১৯] মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, (ঢাকাঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২ খৃ.), পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে ফলে নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষার্থীরা প্রবল আগ্রহভরে অতি সহজেই আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে এবং এই শিক্ষার্থীরা নাদওয়ার শিক্ষা সমাপ্ত করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদানের এই নতুন পদ্ধতিতে অতি সহজেই আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদান করতে থাকে। এ নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য ছাত্রদের যতটুকু উএশার হয়েছিল, তার চেয়েও বেশী উএশার হয়েছিল স্বয়ং আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর নিজের। এই পদ্ধতির মাধ্যমে আরবী ভাষায় কথা বলার জড়তা কেটে গিয়েছিল এবং এসেছিল আরবী ভাষায় কথা বলার সাবলীলতা এবং আরবদের মাঝে বক্তব্য রাখার দৃঢ়তা। ফলে আরবী ভাষার শিক্ষা প্রদান, প্রসার ও আরবী ভাষা শিক্ষা করার গুরুত্ব বিশ্বময় তুলে ধরে বিশ্বের ময়দানে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের সৌভাগ্য ও দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়েছিল এখান থেকেই।[২০]

আরবী ভাষা শিক্ষায় নতুন সিলেবাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দৃষ্টিতে আমাদের প্রচলিত মক্তক, মাদরাসা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করার যে ধারাবাহিকতা, পঠন পাঠনের যে পুরাতন রীতি নীতি ও সেকেলে ধাচের সিলেবাস অনুসরণ অনুকরণ করা হয় তা যুগোপযোগি নয়। এ ভাবে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করার মাধ্যমে ও বর্তমান পদ্ধতির অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে ভাল ফলাফল ও যথাযথ যোগ্যতা অর্জন আশা করা যায় না। সাহিত্যের ধরণ বুঝতে হলে, সাহিত্যের লালিত্যের স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুরুচি ও সুস্থ আবেগ সৃষ্টি করতে হলে, আদি যুগের সেকেলে, প্রাণহীন ও চমকহীন অলঙ্কারশাস্ত্রের বইপত্র ও কিতাবাদি পরিত্যাগ করতে হবে। ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের আবেগ, অনুভূতি, সুধারণা, সুস্থ মানস ও সমাজগঠন করতে এই পুরানো বই পত্র ও কিতাবাদি ব্যর্থ হয়েছে। এই সমস্ত মধ্যযুগীয় বইপত্রের রচনাকাল ছিল আরবী ভাষার অধঃপতনের সময়। তাছাড়াও এ জাতিয় বইপত্রের উপর ভিত্তি করে যেমনঃ কুরআনের অলৌকিকতা অনুধাবন করা অসম্ভব, তেমনী কুরআনে কারীমে বর্ণিত আল্লাহর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতবাহী বাণীর মর্ম উদ্ধার করাও দুষ্কর। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তো থাকতেই পারে।[২১]

এমতবস্থায় আরবী ভাষাকে একটি জীবন্ত ও জাগ্রত ভাষারূপে পাঠদানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এবং ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা সমাপ্তকারীদের মাঝে আরবী ভাষা পঠন-পাঠন, লিখন ও বক্তৃতা উপস্থাপন করার যোগ্যতা সৃষ্টির প্রয়াস ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে সময়ের দাবী। যাতে করে আরবী ভাষায় রচিত সাহিত্য পাঠ ও সাহিত্য লিখন আধুনিক সাহিত্যমানের মানদণ্ডে উন্নীত হয়ে অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্য থেকেও আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের দরবারে পাঠকদের সাহিত্য রস ও জ্ঞানের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় এবং আরবদের মাঝে সহজেই দাওয়াত ও পূণর্গঠনের কাজ করা যায়, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৩১৬ হিজরী লক্ষ্ণৌতে দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নাদওয়াতুল উলামা আন্দোলন সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি, অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করেই সূচিত হয়েছিল। সেই সাথে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দীনী শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চার এবং সদা পরিবর্তনশীল যুগ ও ক্রম পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার বৈধ ও স্বভাবগত চাহিদার সাথে দীনী শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করা। তাছাড়া বইয়ের পরিবর্তে বিষয়ের সাথে, মাসায়েলের পরিবর্তে মাকসাদের সাথে, মুতাআখখিরীনের (পূর্ববর্তীদের)

---

[২০] মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৩১-১৩২।
[২১] মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ.২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

শাব্দিক বিতর্ক, মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা-ভাবনা এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকায় মেধা ও মূল্যবান সময় ব্যয়ের পরিবর্তে মুতাকাদ্দেমীনের (পরবর্তীদের) জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং রুচিশীল ও আধুনিক পদ্ধতি পুনর্গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।[২২] নাদওয়াতুল উলামা আন্দোলনের এ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দু'টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রয়োজন ছিল তা হলোঃ

প্রথমঃ এমন সিলেবাস প্রনয়ণ করা যা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে ও এ (নাদওয়াতুল 'উলামার) প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং সিলেবাস থেকে সে সব গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা যা তার মান ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যে সিলেবাস এই বিদ্যাপীঠের (নাদওয়াতুল 'উলামার) দৃষ্টিভঙ্গি ও মহান উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং যা ছাত্রদের জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা ও রুচিবোধকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে তা অবলম্বন করা এক ধরনের স্ববিরোধিতা এবং যে মহান উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা ব্যর্থ করার প্রচেষ্টার নামান্তর মাত্র।

দ্বিতীয়ঃ মৌলিক প্রয়োজন ছিল- একদল যোগ্য শিক্ষক তৈরী করা যারা প্রতিষ্ঠানের উন্নত চিন্তাধারা ও মানসিকতা এবং আরবী ভাষা আন্দোলনের সাথে কেবল পুরোপুরি একমতই নন, বরং তাঁরা প্রত্যেকে এই আন্দোলনের বাস্তবায়নে একজন যোগ্য আহবায়ক ও বাস্তব নমুনা হবেন। যাঁরা নিজেদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সার্বিক যোগ্যতা, ও সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে এ শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি ও সাফল্য অর্জনে ব্যয় করবেন এবং অন্যান্য সকল শিক্ষা ব্যবস্থার মোকাবেলায় এর স্বাতন্ত্র্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে প্রয়াস চালাবেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক তিক্ত বাস্তবতা হলো এই যে, নাদওয়াতুল উলামা তার প্রারম্ভিক যুগের রুগ্ন ও প্রতিকূল বিভিন্ন অবস্থার কারণে তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় নতুন সিলেবাস বাবস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

এমতাবস্থায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বড় ভাই দারুল উলূমের ষষ্ঠ পরিচালক ডাক্তার আবদুল আলী সাহেব পরিচালক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ডাক্তার আবদুল আলী দীর্ঘ তিরিশ বছর নাদওয়াতুল উলামার পরিচালক পদে বহাল ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি নাদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনা পরিষদের আস্থা অর্জনে এবং অসাধারণ সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

ডাক্তার আবদুল আলীর দায়িত্ব পালনকরার সময়ে সিলেবাস সংশোধন, উন্নয়ন ও তাতে পরিবর্তন পরিবর্ধনের এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের সমাপ্তির জন্য সার্বিক বিবেচনায় উপযুক্ত সময় ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ডাক্তার আবদুল আলী সর্বপ্রথম আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার পরিবর্তন ও সংস্কার কাজে মনোনিবেশ করেন। যদিও নাদওয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে স্বীয় লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার সংস্কারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর খুব জোরালো যুক্তি তুলেধরেছিলেন এবং আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও ভঙ্গিমার মাধ্যমে ছাত্রদের পরিচিত করা এবং যে বিষয়গুলো আরবী গদ্য ও পদ্যের সিলেবাসে পূর্ণতা আনবে এবং বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে নিজ ভাবনা ও বক্তব্য প্রকাশের যোগ্যতা সৃষ্টি করবে, এমন সাহিত্য প্রনয়ণে গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষার সুষ্ঠু ও মানসম্পন্ন শিক্ষার

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২

Dhaka University Institutional Repository

জন্য কোন কোন আরবী সাহিত্যিকের শরণাপন্নও হয়েছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সে সময়ে আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য নাদওয়ার শিক্ষাসমাপক আলিমদের দ্বারা লিখিত মাত্র একটি গ্রন্থ 'দুরুসুল আদব' ১ম ও ২য় (মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রচিত) প্রকাশিত হয়েছিল। আর এ কিতাবটি শুধুমাত্র নাদওয়ার সিলেবাসেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; বরং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও তা পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এটাই ছিল ভারতে আরবী গ্রন্থ লেখার প্রথম প্রচেষ্টা।[২৩]

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সিলেবাসের সংস্কারের সূচনা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বড় ভাই আবদুল আলী সর্বপ্রথম মিসরের শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত আরবী পাঠ্যবইকে 'নাদওয়াতুল উলামার' সিলেবাসভুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু সে সময় সিলেবাসে ব্যবস্থাপনা পরিষদের মঞ্জুরী ছাড়া সামান্যতম পরিবর্তনও করা সম্ভব ছিল না। সাইয়েদ সাহেব এবং শিক্ষক খলীল আরব সাহেব সিলেবাস সংস্কারের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং তাঁরা মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সমর্থন পাবেন বলেও আশা পোষণ করছিলেন।

নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পরিষদের বৈঠক ছিল মুনশী এহতেশাম আলীর বাড়ী 'কাকুরী কুঠিতে'। নবাব সদর ইয়ার জং শেরেওয়ানী এ বৈঠকের সভাপতিত্ব করছিলেন। আবদুল আলী প্রস্তাব পেশ করলেন যে, আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর লেখা "আল্-কিরাআতুর রাশীদা" সিলেবাসভুক্ত করা হোক। শেরওয়ানী সাহেব বললেন, এ প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। আবদুল আলী সাহেব চুপ থাকলেন। মুনশী এহতেশাম আলী সাহেবও বললেন, আমিও এই প্রস্তাব সমর্থন করি। বিপক্ষে কেউ হাত তুলে কোন কথা বললেন না। প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। আবদুল আলী সাহেব বললেন, আমি মুনশী এহতেশাম আলী সাহেবকে (তিনি আরবী জানতেন না, আলিমও ছিলেন না) জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কিভাবে এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন? তিনি বললেন, এ প্রস্তাব তোমার পক্ষ থেকে এসেছে আর তোমার প্রতি আমার দৃঢ় আস্থা আছে বলেই আমি তোমাকে সমর্থন করেছি। এ থেকে বুঝা যায় যে, সিলেবাস পরিবর্তন পরিবর্ধন করা কত কঠিন ছিল।[২৪]

কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট প্লান ছাড়াই নতুন সিলেবাস প্রণয়নের যে কাজ ব্যক্তিগতভাবে শুরু হয়েছিল তা কোন না কোন ভাবে অব্যাহত ছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত আরবী ভাষা ও সাহিত্যের নতুন গ্রন্থাদি 'মুখতারাত' ও 'আল্-কিরাআতুর রাশেদা' এর পুরো সিরিজ সিলেবাসভুক্ত হওয়ার মধ্যদিয়ে নতুন সিলেবাস প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে এই দুটি গ্রন্থের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়লে ভারত উপমহাদেশেসহ মধ্য প্রাচ্যের অনেক দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলেবাসভুক্ত করা হয়। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অতি প্রয়োজনীয় এ গ্রন্থদুটি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে লেখা হয়েছে যা আরবী ভাষার শিক্ষা, প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।[২৫]

---

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩৩
[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৪৬
[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট প্লান ছাড়াই নতুন সিলেবাস প্রণয়নের যে কাজ ব্যক্তিগতভাবে শুরু হয়েছিল তা কোন না কোন ভাবে অব্যাহত ছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের নতুন গ্রন্থাদি মুখতারাত ও আল কেরাআতুর রাশেদা সিলেবাসভুক্ত হওয়ার মধ্যদিয়ে। এছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী গদ্যের নির্বাচিত অংশ নিয়ে তার সৌন্দর্য ও বিশেষত্বের প্রতি ইশারা করে ছাত্রদের মাঝে সাহিত্য সুধা আহরণ, নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টির যোগ্যতা দক্ষতা-যোগ্যতা ও সাহিত্যের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে তৃতীয় আরোও একটি الأدب العربي بين نقد و عرض শিরোনামে[২৬] নতুন গ্রন্থ রাচনা করেন অতঃপর আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইলমে ফিকাহর দিকে নজর দেন। তিনি বলেন, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, যে সকল কিশোর শিক্ষার্থীরা অল্প বয়সে ফিকাহ্ ও মানতেক কিতাব পড়তে বাধ্য হয় এবং পুরাতন পদ্ধতিতে লেখা নূরুল ইযা, কুদুরী পড়তে অপারগ ও বুঝতে অক্ষম হয়, তাদের বয়সের প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন কোন সহজ বোধদ্বয় কিতাব লিখব, যাতে অনুচ্ছেদ বিভক্তি, ইবারতের সাবলীলতা, উদাহরণ ও ব্যাখ্যামূলক আলোচনা থাকবে সহজ ভাষার উপস্থাপনা। মাসায়েলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও আমলী মাসায়েল নির্বাচন করা হবে এবং যা হবে আরবীতে লেখা ফিকাহর প্রথম কিতাব। আমি নিজেই এ কাজ শুরু করেছিলাম, কিন্তু সে সময় সম্পূর্ণ করতে পারিনি।[২৭]

প্রবন্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে আরবী ভাষার প্রচার ও প্রসার

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা সায়্যিদ কুতুব রচিত (فى التاريخ فكرة ومنهاج) 'ফী আল-তারীখ ফিকরাতুন ওয়া মিনহাজ'[২৮] গ্রন্থের মধ্য দিয়ে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য দর্শনের আলোকে সাহিত্যের মূল্যায়ন ও একে ঢেলে সাজানের আহ্বান জানানো হয়।[২৯] তাঁরই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ বহুভাষাবিদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উদ্যোগে ১৯৮১ সালে ভারতের লাখনুতে দার আল-উলূম নাদওয়াতু 'উলামায় প্রথম ইসলামি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে ইসলামি সাহিত্যের রূপরেখা প্রণীত হয়।[৩০] এরই আলোকে সাহিত্যের সকল অঙ্গনে ইসলামি প্রবন্ধের ধারা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়। ফলে ইসলামি ধারার প্রবন্ধের তথা ইসলামি সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

আরবী ভাষার উন্নয়নে আরবী ভাষায় প্রবন্ধ উপস্থাপন

যখন মাসিক পত্রিকা আদ্-দিয়া (الضياء) -এর প্রকাশনা শুরু হয় তখন আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রথম সংখ্যায় আল-আদাবুন নববী (নবী সাহিত্য) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫৭ সালে

---

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

[২৮] মূলতঃ এটি একটি প্রবন্ধ, যা পরবর্তীকালে একটা সৌদি প্রকাশনী বই আকারে প্রকাশ করে।

[২৯] সায়্যিদ 'আব্দুর-রাজ্জাক, মাফহুমুল ইসলামিয়্যাহ ফী আল-নাকদ আদাবী, (কায়রোঃ ১৯৯৭), পৃ. ৮৩- ৮৪।

[৩০] ১৯৮১ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ইসলামি সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ সমগ্র (যা الأدب الإسلامي فكرته ومنها جه নামে প্রকাশিত), দ্র. আন্তর্জাতিক ইসলামি সাহিত্য পরিষদ সচিবালয়, লক্ষ্ণৌ, ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধ সমগ্র।

Dhaka University Institutional Repository

দামেস্কের বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'আল-মাজমাউল 'ইলমী' আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে ভারতবর্ষ থেকে তাদের সংস্থার একমাত্র সদস্য নির্বাচিত করেন এবং তাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আরবী ভাষার যে কোন দিক নিয়ে অন্তত একটি প্রবন্ধ রচনার অনুরোধ করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'আরবী ভাষার লাইব্রেরী নতুন করে মন্থন করা জরুরী' শিরোনামে আরবী সাহিত্য ও তার ইতিহাসকে পুনর্বিন্যাস করা ও তার সে সকল মণিমুক্তা সাদৃশ্য জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং এর জন্য সাহিত্যে ব্যাপক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। এটা ছিল আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উদার ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রত্যেক ভাষার ক্ষেত্রেই তিনি এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতেন।

দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় ১৭-১৯ এপ্রিল ১৯৮১ সালে 'আরবী সাহিত্যের বিশেষত্ব এবং অন্যান্য সাহিত্যে ইসলামি মৌল উপাদানের অনুসন্ধান' বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনার ভারতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী গুণী বিশেষ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সেমিনারে আরবী ভাষায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তার বক্তব্যে এ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক এ ক্ষেত্রে ভারতের বহুমুখী অবদানের খতিয়ান তুলে ধরা হয়।[৩১] উপস্থিত জ্ঞানী, গুণী ও সুধীজন তাঁর বক্তব্য দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হন এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করার প্রতি অনুপ্রাণিত হন।

আরবী সাহিত্যের নতুন পয়গাম নিয়ে মক্কা, মিসর, কাসাব্লাঙ্কা, রিয়াদ ও মদীনা ভ্রমণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৮ আগষ্ট লন্ডনের ইসলামিক সেন্টার আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণের পর 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। অতঃপর ২ সেপ্টেম্বর 'উমরা আদায় সম্পন্ন করে তিনি ৩ সেপ্টেম্বর মিসরে অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সম্মেলনে যোগদান করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার বক্তব্যে আমেরিকা ও ইসরাঈল যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র ও শত্রুতায় লিপ্ত রয়েছে সে প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। সফলতার সাথে এ সম্মেলন শেষ করে তিনি মক্কায় চলে যান এবং ৬ সেপ্টেম্বর মক্কা থেকে কাসাব্লাঙ্কায় (Casablanca) উপস্থিত হয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করা শেষে সৌদি আরবের রিয়াদে নিরাপদে আগমন করেন। সেখানে একরাত যাপনের পর তিনি মদীনায় এসে এক সপ্তাহ যাবৎ অবস্থান করেন। মদীনায় থাকাকালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'النادى الأدبي' -এর সম্মেলনে[৩২] অংশগ্রহণ করে আরবী সাহিত্য বিষয়ে আরবী ভাষায় দিক নির্দেশনা মূলক প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন। পরিশেষে তিনি

---

[৩১] আবুল হাসান আলী আল্-নদভী তাঁর বক্তব্যে 'আল্লামা ড. ইকবালের জীবন-কর্ম এবং সাহিত্য সমাজকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তাঁর ভূমিকা তুলে ধরেছিলেন।

[৩২] সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ খৃ.।

মক্কার হেরেম শরীফে এসে ৪ দিন অবস্থান করে ২১ সেপ্টেম্বরে নিরাপদে ভারতের বোম্বে ফিরে আসেন।[৩৩]

পরবর্তীতে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র সদর দপ্তর রিয়াদ থেকে আম্মানে স্থানান্তরিত হলে[৩৪] আম্মানে ২০-২৫ আগষ্ট, ১৯৯৮ সালে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২০ আগষ্ট 'আম্মানে পৌঁছেন। এ সম্মেলনে তিনি এ নতুন সদর দপ্তরের শুভ উদ্বোধন করে তাঁর বক্তব্যে মানব জীবনে সাহিত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং মানব সমাজে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৩ আগষ্ট আমীর হাসানের আমন্ত্রণে তাঁর শাহী মহলে গমন করে শাহী মহলের বৈঠকে স্বীয় আরবী প্রবন্ধ 'إسمعوها مني صريحة أيها العرب' অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে উপস্থাপন করেন। তাঁর আরবী প্রবন্ধের আকর্ষণ ও প্রভাব ছিল হৃদয়গ্রাহী ও সুদূরপ্রসারী।[৩৫] আম্মানের 'ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়' এ ভ্রমণকালেই একটি সভার আয়োজন করলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সকল শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আরবী ভাষায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[৩৬] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর এ ভ্রমণে 'আম্মান, মক্কা ও মদীনায় কিছু দিন অবস্থান করে তাঁর আবাসস্থল ভারতের লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[৩৭]

বাঙ্গালোর ভ্রমণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'বক্তব্যের ভাষা ও কলমের গুরুত্ব এবং পবিত্রতা' শীর্ষক শিরোনামে ১৯৯৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় বাঙ্গালোরে আয়োজিত কবি-সাহিত্যিকদের এক বিশাল সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালোরে আয়োজিত 'আরবী প্রবন্ধ পাঠের আসরে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী হযরত ইউসুফ (আ.) সংশ্লিষ্ট আরবী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিশেষে প্রবন্ধ পাঠের সমাপ্তি অধিবেশনে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করে সমাবেশ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।[৩৮]

---

[৩৩] বেলাল আব্দুল হাই হাসানী নদভী, সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৭।

[৩৪] রাবেতার এ সদর দপ্তর 'আম্মানে স্থানান্তর করা হয়, কারণ আইনী কিছু সমস্যা ছিল। সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫৭।

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮; কারওয়ান-এ যিন্দিগী , ৭খ. পৃ. ১৬১-১৬৫।

[৩৬] আলী হাসান আলী আল্-নদভী, মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৩-৪; কারওয়ান-এ যিন্দিগী , ৭খ. পৃ. ১৬৬।

[৩৭] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭খ. পৃ. ১৬৭-১৮০।

[৩৮] বেলাল আব্দুল হাই হাসানী নদভী, সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৬৪; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭খ. পৃ. ২২৬-২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষার সম্প্রসারণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন একাধিক ভাষা জ্ঞানে সমৃদ্ধ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। তিনি একাধারে উর্দু, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। আরব দেশে জন্মগ্রহণ না করেও তিনি আরবী ভাষায় যে দক্ষতা, বিচক্ষনতা, প্রবন্ধ ও বক্তব্য উপস্থাপনা এবং আরবী ভাষায় সাহিত্য রচনায় উঁচুমানের পাণ্ডিত্য ও সুসাহিত্যিকের ভূমিকা পালন করেছেন এবং বিচক্ষণতার সাথে গভীর গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তা আরবী ভাষার ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও পাঠকদের মাঝে অনন্তকাল ব্যাপী অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি শুধুমাত্র আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি আরবী ভাষাকে যুগোপযোগী করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রানান্ত চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করেছেন। আরবী ভাষার উন্নতি অগ্রগতি ও সম্প্রসারণে তিনি যে চেষ্টা সাধনা ও সংগাম করেছেন তা চিরকাল মানব সমাজের মাঝে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে। নিম্নে আরবী ভাষার সম্প্রসারণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।[৩৯]

আরবী ভাষার উন্নয়নে হায়দ্রাবাদে সেমিনার

হায়দ্রাবাদের ভাষা ইনস্টিটিউট 'Central institute of English and foreign languages'-এর পক্ষ থেকে ১৯৮২সালের ১১-১৩ অক্টোবর আয়োজিত 'আরবী ভাষা শিক্ষা ও এর জটিলতা' শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর এ সেমিনারে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালের ১০ অক্টোবর হায়দ্রাবাদে পৌছেন এবং ১১ থেকে নিয়ে ১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ বিশেষ সেমিনারে যোগদান করে উর্দু ভাষায় আবেগময় কণ্ঠে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তার আলোড়িত ও আবেগময় এ ভাষণে আরবী ভাষা আয়ত্ব করার পরিক্ষিত শক্তিশালী পদ্ধতি ও আরবী ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা স্ববিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তাছাড়াও তিনি হায়দ্রাবাদে ৪দিন অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যবান দিক নির্দেশনা সম্বলিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[৪০]

আরবী ভাষার সম্প্রসারণে সাহিত্য সংগঠন স্থাপন ও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষার এক জীবন্ত প্রেমিক ছিলেন। আরবী ভাষাকে বিশ্বের দরবারে যথাযোগ্য মর্যাদাবান ভাষা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি প্রানান্তকর প্রচেষ্টা করেছেন। আরবী ভাষার সম্প্রসারণে সভা, সমাবেশ, সেমিনার ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করাসহ তিনি সাহিত্য সংগঠন স্থাপন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে এ ভাষার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। সে প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর

---

[৩৯] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২খ. পৃ. ৩৫২-৩৫৭।

[৪০] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী হায়দ্রাবাদের মীর আলম পুকুর এলাকায় অবস্থিত জামি'আ 'আরাবিয়া দারুল 'উলূমে অনৈসলামি প্রথা বর্জনের গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য দিয়েছিলেন ১৪ অক্টোবর, ১৯৮২ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

'ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন একাডেমির' সম্মেলনে যোগদান করার উদ্দেশ্যে ২৩ এপ্রিল, ১৯৮৪ সালে কুয়েত ভ্রমণে যান এবং সেখানে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী সায়্যিদ ইব্রাহিম হাসানী ও সায়্যিদ আহমদ হাসানী নদভীর নিকট অবস্থান করে সেখান থেকে তিনি ২৪ এপ্রিল জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন একাডেমির সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে ৩২টি দেশের ১৩০ জন বিশেষ প্রতিনিধি, 'আলিম উলামা, লেখক, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল মনীষীগণ যোগদান করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর এ সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যবান বক্তব্য ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করা শেষে তিনি ১৯৮৪ সালের ২মে জেদ্দায় গমণ করেন।[৪১] ৩ মে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মদীনাতে গমণ করে সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে আরবী ভাষার গ্রহণযোগ্যতা ও ইসলামের বিভিন্ন দিক প্রচার করে পরিশেষে 'উমরা পালন করে ৭ মে জেদ্দায় ফিরে আসেন। তাঁর এ ভ্রমনকালেই 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'[৪২] নামে একটি সাহিত্য সংগঠন স্থাপনের শুভ সূচনা হয়।

রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মুসলমানদের চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, কথাবার্তা ও সংগ্রাম ইসলামের আলোকে হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। তাঁদের সাহিত্য ইসলামি ধ্যানধারণার আলোকে হওয়া আবশ্যক বলে মনে করেন। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের থেকে আগত ইসলামি চিন্তা-চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক সাহিত্য চিন্তাকে পরিবর্তন করে ইসলামি চিন্তায় রূপান্তরিত করার জন্য জোরদেন এবং তা করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি পাশ্চাত্য চিন্তা ও ইসলামি চিন্তার উদ্দেশ্যের মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে তা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করে প্রায়ই বলতেন তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির কুপ্রভাব দূর করার জন্য মুসলিম পণ্ডিতগণ যে শিক্ষাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং করছেন এর সিলেবাস পাশ্চাত্যেরই চিন্তাচেতনার ধারক-বাহক। এ সকল সিলেবাস সংস্কার করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম চিন্তাবিদগণ তা করেননি। তাই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী স্বীয় গ্রন্থ, বই-বই, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইসলামি চিন্তাচেতানায় সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চালান।[৪৩] আর যেখানেই বা যে অঙ্গনেই সাহিত্য জড়িত সেখানেই তিনি অধিক দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়াটি নিজের মাধ্যমে শুরু করেছিলেন। তাই 'মুখতারাতুন মিনাল আদাবিল 'আরাবী' নামক তাঁর রচিত সাহিত্য গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটে এবং তা নাদওয়াতুল 'উলামার সিলেবাসভূক্ত করা হয়।[৪৪]

১৭-১৯ এপ্রিল, ১৯৮১ সালে নাদওয়াতুল 'উলামায় ইসলামি সাহিত্য বিষয়ে প্রথম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মুসলিম বিশ্বের আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ সম্মেলনে

---

[৪১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩খ. পৃ. ৩৫২-৩৫৭।

[৪২] এটি ছিল সাহিত্য সংস্থা। ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন স'উদ ইউনিভার্সিটির আরবী সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা এ সংস্থার মূল স্থপতি ছিলেন । তিনি আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'মুখতারাত' গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ সংস্থা স্থাপন করার প্রথম দিকে ক্ষুদ্র পরিসরে এর কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ৭ মে, ১৯৮৪ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে অনুরোধ করেছিলেন সংস্থাটির কার্যক্রম বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন একমাত্র তাঁরই অনুরোধে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সাহিত্যের প্রচার-প্রসার এবং এর উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিকভাবে এ সংস্থার শুভ সূচনা করেন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ সংস্থার বিস্তারের প্রয়াস চালান। কারওয়ান-এ যিন্দিগী , ৩খ. পৃ. ১২-১৮।

[৪৩] মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৮০-১৮৪।

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ করে সম্মেলনকে সফল করেন। এ সম্মেলনেই সাহিত্য বিষয়ক চিন্তাচেতনার পর্যালোচনা করার জন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পক্ষ থেকে একটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসে। সম্মেলনে আগত সাহিত্যিকগণ 'সাহিত্য মিশন' তৈরী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।[৪৫]

৭ মে, ১৯৮৪ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মক্কায় অবস্থানকালে মদীনা ও রিয়াদের চিন্তাবিদদের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাত করে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর খসরা সংবিধান উপস্থাপন করে এবং তাঁকে এ সংগঠনের পরিচালক হওয়ার প্রস্তাব করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এর প্রচার ও বিকাশের অনুরোধ করেন।[৪৬] সায়্যিদ আবুল হাসান তাঁদের অনুরোধক্রমে এ সংগঠনের সভাপতি ও মাওলানা রাবি' হাসানী নদভী সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং সদর দফতর নাদওয়াতুল 'উলামায় নির্ধারিত হয়। ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে সংস্কার আন্দোলনের বাহন নির্ধারণ করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আনুষ্ঠানিক ও আন্তর্জাতিকভাবে এ সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন।[৪৭]

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এর প্রথম সম্মেলনে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ইসলামি সাহিত্যের ভিতকে দৃঢ় করা, ইসলামি সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগের নিয়মনীতি তৈরী করা, নতুন গল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ, জীবনী সাহিত্যের নিয়মনীতি প্রণয়ন করা, ইসলামি সাহিত্যের ইতিহাস নতুনভাবে প্রণয়ন করা, ইসলামি সাহিত্যিকদের আদর্শ নির্ধারণ করা, শিশু সাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেয়া এবং সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সাহিত্যিকদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ আন্দোলনের দ্বিতীয় সম্মেলন ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ভূপাল, দিল্লী, লাহোর, পুনা, আযমগড় ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এ আন্দোলনের বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং নিয়মিত পত্র-পত্রিকা বের হচ্ছে।[৪৮] ফলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটছে।

অতীতে ধর্মকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাকে সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মনে করা হত এবং বিশুদ্ধ সাহিত্য পরিগণিত হওয়ার জন্য রং-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ছিল আবশ্যক। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে, সাহিত্যের সাথে রং-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রূপের সম্পর্ক নেই; তা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তাঁর মতে, সাহিত্যের প্রথম পরিচয় ঐশী ধর্ম গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে। ধর্মগ্রন্থ ছাড়া কোথাও সাহিত্য ছিল না। যখন মহান আল্লাহ্ মানুষকে বুঝানোর জন্য নবী-রাসূলদের প্রেরণ করে তাদেরকে অর্থপূর্ণ ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন তখন থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি। ঐশী বাণীর আগে সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে এমন কোন ইতিহাস বা প্রমাণ নেই।[৪৯] পরিশেষে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে সাহিত্যের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। যেমনঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, نزل به الروح الأمين؛ على قلبك لتكون من المنذرين؛ بلسان عربي مبين "বিশ্বস্ত ফেরেশ্তা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হন, সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"[৫০]

---

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।
৪৬ 'আলমী সাহারা (পত্রিকা), পৃ. ৪৫।
৪৭ মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬৪।
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-১৯৫।
৫০ আল-কুরআন, ২৬; ১৯৩-১৯৫।

আল্লাহ্ সাহিত্যকে এত উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন যে, স্বীয় কুরআনের পরিচয় সাহিত্যের মাধ্যমে করিয়েছেন। তিনি মানুষকে বুঝানোর জন্য যত ধরনের উত্তমপন্থা আছে তার সবগুলোই ব্যবহার করেছেন। তিনি সাহিত্যকে কেবল আমোদ-প্রমোদের উপায়-উপকরণ বানিয়ে সীমিত না করার এবং ইসলামি সাহিত্যকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করে উএশার লাভের আহ্বান জানান। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংস্থার কার্যক্রমের ফলে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ ১. نظرات في الأد ب ২. روائع من أدب الدعوة ৩. دين وأدب উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রথম দু'টি আর্থাৎ نظرات في الأدب ও روائع من أدب الدعوة আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত।[৫১] এ গ্রন্থগুলো আরবী ভাষা শিক্ষা করা, প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। তুরস্ক, মরক্কো, মিসর, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইউরোপের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে ইসলামি সাহিত্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সভাপতির বক্তব্য উপস্থাপন করা ছাড়াও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া নিয়মিত সাহিত্য চর্চার ধারাবহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'-এর রিয়াদের সদর দফতর থেকে আরবী ত্রৈমাসিক 'مجلة الأدب الإسلامي' লক্ষ্ণৌর দফতর থেকে উর্দু ত্রৈমাসিক 'كاروان أدب' এবং পাকিস্তানের শাখা থেকে 'قافلة أدب اسلامي' প্রকাশিত হতে শুরু করে। এছাড়াও আরবী সাময়িকী 'আল বা'ছুল ইসলামি' ও 'আর রায়েদ' প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে এ সাহিত্য সংস্থার মাধ্যমে সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে।[৫২]

'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'র কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা সফর

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'র কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌতে 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'র কার্যকরী পরিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠিত এ পরামর্শ সভায় 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'র তত্ত্বাবধানে পরবর্তী সম্মেলন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে করার সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতিতে গৃহিত হয়। এ সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের উদ্দেশ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি মুহাম্মদ রাবি' হাসানী নদভীকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৮৬ সালের ২০ জুন ইস্তাম্বুলে গমন করেন। ২১ জুন 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ সংস্থা প্রধানের ভাষণের পর লক্ষ্ণৌ ও আরবের সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে ইসলামি সাহিত্য চর্চার অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করার পর দ্বিপ্রহরের দিকে উক্ত সম্মেলনের কার্যক্রম দুপুরে খারারের জন্য বিরতি ঘোষনা করা হয়। ইস্তাম্বুলের অন্য একটি এলাকায় সন্ধ্যায় বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের অপর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে

---

[৫১] ১. نظرات فى الأد ب ২. روائع من أدب الدعوة ৩. دين وأدب উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রথম দু'টি অর্থাৎ نظرات فى الأدب ও روائع من أدب الدعوة আলী হাসান আলী আল্-নদভীর রচিত।

[৫২] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬১-১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

আরব ও অনারব বিশ্বের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক ও অনেক চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী যোগদান করেছিলেন। সায়্যিদ কুতুব শহীদও এ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে ভাষণ প্রদান করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর ভাষণে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর প্রসঙ্গ তুলে ধরে তুরস্কে ইসলামি সাহিত্য চর্চার অগ্রগতি ও উন্নতির বিষয় আলোচনা করে তিনি বলেন, 'তুরস্ক আজো মাওলানা রুমীর মত ব্যক্তি তৈরী করছে।[৫৩] মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মসনবী শুধুমাত্র ইসলামি সাহিত্য ও কাব্য জগতকেই প্রভাবিত করেনাই; বরং ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও দর্শনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যার দৃষ্টান্ত এখানকার অন্য কোন সাহিত্যে নেই।' তাঁর দার্শনিক চিন্তা-চেতনা, উদারতা এবং স্বাধীন চিন্তা-চেতনার প্রভাবে অনেক কবি-সাহিত্যিক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। এ ঝটিকা সফরের অংশ হিসেবে ১৯৮৬ সালের ২২ জুন তুরস্কের বুরছা শহরে পৌঁছে সেখানকার পণ্ডিতদের এক বড় সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে প্রায় চার হতে পাঁচশত কবি-সাহিত্যিক, গবেষক, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এবং রেডিও-টেলিভিশনের বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কবিতা 'طلوع إسلام'-এর আরবী ভাষায় অনুবাদ[৫৪] উপস্থাপন করেছিলেন।[৫৫] অতঃপর তিনি ২৫ জুন তুরস্কের বুরছা শহরে পৌঁছে সেখানকার অনেক মসজিদ-মাদরাসা পরিদর্শন করে ২৬ জুন ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন।[৫৬] ২৮ জুন, তিনি পাকিস্তানের করাচীতে গমন করেন।

১৯৮৬ সালের ২৭ আগষ্ট দ্বিপ্রহরে তিনি অক্সফোর্ড পৌছেন। ২৭-২৯ আগষ্ট তিনি অক্সফোর্ড অবস্থান করেন। অক্সফোর্ডের যাবতীয় কার্য শেষ করে তিনি লন্ডন যান এবং ৩০-৩১ আগষ্ট পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর ১ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়া পৌঁছেন এবং আলজেরিয়ার 'সাতীফ'[৫৭] শহরে ইসলামি চিন্তাবিদদের 'الإسلام والعلوم الإنسانية' শিরোনামের সম্মেলনে ২ সেপ্টেম্বরে যোগদান করেন এবং একটি প্রবন্ধ[৫৮] উপস্থাপন করেন। 'সাতীফ' শহরে ২-৫ সেপ্টেম্বর অবস্থান করেন এবং ৫ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়া শহরে ফিরে আসেন। পরে আলজেরিয়া থেকে মিসর এবং মিসর থেকে ৬ সেপ্টম্বর জেদ্দা পৌছেন। জেদ্দা থেকে ৮ সেপ্টেম্বর মদীনায় যান এবং ১৩ সেপ্টেম্বর মক্কা শরীফে ফিরে 'উমরা পালন করেন ও বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ দিল্লী হয়ে নিজ জন্মভূমি লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[৫৯]

---

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬৩।

[৫৪] এ কবিতার 'আরবী অনুবাদ নাদওয়াতুল 'উলামা দারুল উলূমের শিক্ষক সায়্যিদ সুলায়মান নদভী করেছিলেন। সাইয়েদ আবুল হাসান 'আলী আন্-নদভী রহ. তাঁর অনুবাদকৃত কবিতাটি উপস্থাপন করেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য় খ., পৃ. ১৬৫।

[৫৫] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য় খ., পৃ. ১৬৪-১৬৫।

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭০।

[৫৭] 'সাতীফ' আলজেরিয়ার একটি শহরের নাম। এটি আলজেরিয়া থেকে ৩০০ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

[৫৮] প্রবন্ধের নাম- "دور الاسلام الاسلام الثورى البناء فى مجال العلوم الانسانية" (মানবীয় জ্ঞানের ময়দানে ইসলামের বৈপ্লবিক ও গঠনগত কার্যাবলী।) তিনি এ প্রবন্ধে ইসলাম যে মানবের জ্ঞানের রাজ্যে বৈপ্লিবিক পরিবর্তন এনেছে এবং গঠনগত ও ভিত্তিগত বিভিন্নমুখী কার্য সাধন করেছে তা তুলে ধরেন। (কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য়.খ, পৃ. ১৮২।)

[৫৯] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য় খ., পৃ. ১৬৯-১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদঃ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায় প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ সাহিত্যের উপস্থাপনায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অবদান পর্যালোচনা করা।

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে সাহিত্যিকগণ বিভিন্নধরণের সংজ্ঞা বা মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। প্রবন্ধ সম্পর্কে সহজ কথায় বলা যায় যে, গদ্য রীতির অনুসরণে কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে পারস্পারিক সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে লেখকের কোন চিন্তার বা বক্তব্যের নান্দনিক উপস্থাপনাকে প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে। প্রবন্ধের আরবী প্রতিশব্দ مقالة (মাকালা)। فعل يفعل (ফা'য়ালা ইয়াফ'য়ুলু) বাব থেকে এর ক্রিয়ামূল قول (কাউল)। مقالة এই আরবী শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা রচনা।[৬০] স্বল্প পরিসরে সমাজ, রাজনীতি, দেশ, সাহিত্য, বিজ্ঞান তথা সমাজ ও জীবনধর্মী তথ্য নির্ভর আলোচনার লেখ্য রূপকেই প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে।[৬১]

প্রবন্ধের প্রকারভেদ

প্রবন্ধকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ-

১. আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ (Subjective/الذاتية)
২. বিষয়ভীত্তিক প্রবন্ধ (Objective/الموضوعية)

১. আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ (Subjective/الذاتية)

যে প্রবন্ধে মানুষ ও জগত সম্পর্কে লেখকের একক ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে এবং সরাসরি লেখকের একক অনুভূতি-অনুভবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁকে আত্মগত প্রবন্ধ বলা হয়। এ ধরনের প্রবন্ধের সূচনায় লেখকের নিজস্ব বা আত্মজাত ভাব, আবেগ ও অভিব্যক্তির উপস্থাপনার অবতারণা করে লেখক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন এবং এর ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে সমগ্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এক প্রকার আবেগ অনুভূতির বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনা ধারার মাধ্যমে প্রবন্ধটি নিষ্পন্ন হয়। এ ধরণের প্রবন্ধে সাধারণত ব্যক্তি চরিত, সমাজ সমালোচনা, ভ্রমন কাহিনী ও আত্মগত চিন্তা-চেতনার বিষয়গুলো আলোচিত হতে পারে।

---

[৬০] সায়্যিদ হামিদ আল-নাসসাজ ও সহযোগীবৃন্দ, আল-আদাব আল-'আরাবী আল-হাদীছ, (মিসরঃ আল-জামহুরিয়া, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ১৭৫।

[৬১] ড. মুহাম্মদ বিন সাদ বিন হুসায়ন, আল-আদাবুল-হাদীছ, (রিয়াদঃ ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খৃ.), ১খ. পৃ. ২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

২. বিষয়ভীত্তিক প্রবন্ধ (Objective/الموضوعية)

এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, চিন্তার গভীরতা, চিন্তার স্থুলতা, দূরদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা, বর্ণনা কৌশলের সাবলীলতা, উপস্থাপনার ভিন্ন ভিন্ন কৌশল, বিষয় ও সময়ের উপযোগীতা বিচারে বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ হতে পারে, তাছাড়া মানব ও সমাজ দর্শনের বিচারে প্রয়োজনীয়তা ও ভাষাগত ঐশ্বর্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে লেখকে লেখকে ভিন্নতা এবং বিভিন্ন মানের ও স্তরের লেখক ও প্রবন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবন্ধকারের ব্যক্তিত্ব, তাঁর মেধা, জ্ঞান, মননশীলতা ও প্রবন্ধের স্বরূপ-প্রকৃতি এবং প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়বস্তুর নিরিখে বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। এসব ভিন্নতা ও প্রকারভেদের দিক বিচারে এ শ্রেণীভুক্ত প্রবন্ধকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যথাঃ-

১. ঘটনাকেন্দ্রিক প্রবন্ধ
২. বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ
৩. চিত্রায়ণধর্মী প্রবন্ধ
৪. দ্বন্দ্ব ও বিতর্কমূলক প্রবন্ধ
৫. দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ
৬. সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ
৭. দীর্ঘ প্রবন্ধ
৮. আধুনিক আরবী প্রবন্ধ
৯. ইসলামি ধারার প্রবন্ধ[৬২]

ইসলামি ধারার প্রবন্ধ সাহিত্য

ইসলামি ধারার প্রবন্ধ মূলতঃ ব্যক্তিগত ও বিষয়গত উভয় প্রকার প্রবন্ধেরই সংমিশ্রণ। এতে ইসলামের সাথে একজন মুসলিমের আত্মিক ও বৈষয়িক সম্পর্কের প্রতিফলনসহ আত্মা ও বস্তুর অনিবার্য ঐক্যকে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করার এক নান্দনিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। উল্লেখ্য যে, এ ধারার প্রাবন্ধিক স্বীয় প্রবন্ধকে নিরেট উপদেশ ও নির্দেশনায় পরিণত না করে বরং একে নান্দনিকতার সংস্পর্শে হৃদয়গ্রাহী করাসহ ইসলামের শিক্ষা-দর্শন উপস্থাপনে প্রয়াসী হন। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ধারা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি-অবলোকন লেখককে অনুপ্রাণিত করে থাকে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক আরবী ভাষায় প্রবন্ধ সাহিত্য এক নতুন সংযোজন। বলা যেতে পারে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীই এই আধুনিক ইসলামি ধারার আরবী প্রবন্ধের রূপকার।[৬৩]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী ভাষার গ্রহণযোগ্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও এ ভাষায় সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধে আরবী ভাষা চর্চা করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বিশ্ববাসীকে বিশেষকরে মুসলিম উম্মাকে

---

[৬২] ড. মুহাম্মদ বিন সাদ বিন হুসায়ন, আল-আদাবুল-হাদীছ, (রিয়াদঃ ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খৃ.), ১খ. পৃ. ২৩৫-২৪০।

[৬৩] ড. মুহাম্মদ বিন সাদ বিন হুসায়ন, আল-আদাব আল-হাদীছ, ১খ.পৃ. ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। আরবী ভাষা চর্চা করার আহ্বান সম্বলিত তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় প্রবন্ধ উপস্থাপন

যখন আয-যিয়া মাসিক পত্রিকা-এর প্রকাশনা শুরু হয় তখন আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রথম সংখ্যায় আল-আদাবুন নববী (নবী সাহিত্য) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫৭ সালে দামেস্কের বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'আল-মাজমাউল ইলমী' আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে ভারতবর্ষ থেকে তাদের সংস্থার একমাত্র সদস্য নির্বাচন করেন এবং তাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আরবী ভাষার যে কোন দিক নিয়ে অন্তত একটি প্রবন্ধ রচনার অনুরোধ করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী "আরবী ভাষার লাইব্রেরী নতুন করে মন্থন করা জরুরী" শিরোনামে আরবী সাহিত্য ও তার ইতিহাসকে পুনর্বিন্যাস করা ও তার সে সকল মণিমুক্তা সাদৃশ্য জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং এর জন্য সাহিত্যে ব্যাপক ও উদার দৃস্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। এটা ছিল আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উদার ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রত্যেক ভাষার ক্ষেত্রেই তিনি এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তারিখে দাওয়াতে ও আযীমাত (অনুবাদ-ইসলামি রেনেসাঁর অগ্রপথিক)-এর ৩য় খন্ডে মাওলানা মাখদুম বিহারীর 'মাকতুবাতেছেছদী'-এর সাহিত্য মাধুরী ও সাহিত্যের ভাব ও আকর্ষণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একথাগুলো উল্লেখ করেছেন, সদর ইয়ারজং-এর ভূমিকাতেও এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৬৪]

কাদিয়ানী বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

বৃটিশ শাসন ও শাসকদের অন্যতম পরিকল্পনার ফসল হচ্ছে কাদিয়ানী মতবাদ যা ইসলামি উম্মতের স্থায়িত্ব ও দীনী ঐক্যের বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত। ভারতবর্ষ, আমেরিকা, ইউরোপ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ যে সব দেশে উলামায়ে কেরাম ও দীনী ইলমের স্বল্পতা রয়েছে সে সব দেশে কাদিয়ানী মতবাদ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্থানে তাদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা জোরদার কার্যক্রম চালায়। ফলে কাদিয়ানী মতবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। ফলে যুবক ও বিভিন্নশ্রেণী পেশার মানুষ তাদের ভ্রান্ত মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

এই কাদিয়ানী ফিতনা নির্মূলের জন্য নাদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী বিহার এলাকায় যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। কাদিয়ানী ফিতনা, ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত ও তার বিরুদ্ধে মুসলিম মনীষীগণের সংস্কারমূলক কার্যক্রম প্রসঙ্গে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী গভীর অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, কাদিয়ানী ফেতনা মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ ও ফেতনা। তিনি মনে করতেন যে, দীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহর সঙ্গে

---

[৬৪] আলামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম পৃ. ১৩৩ -১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কিত হলেও উম্মতের স্থায়িত্ব ও ঐক্য খতমে নুবুওয়ত আকীদার সাথে জড়িত এবং এর উপরই নির্ভরশীল।[৬৫] এজন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরব বিশ্বকে কাদিয়ানী ফিতনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নাদওয়াতে কাদিয়ানী ফেতনার বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে অনুভব করেন এবং সম্মেলনে আরব ও ইসলামি বিশ্বের প্রখ্যাত মনীষীগণের অংশ গ্রহণের জরুরী ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালের ১২ ও ১৩ই নভেম্বর কাদিয়ানী বিরোধী আন্ত র্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মসজিদুল হারামের ইমাম শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আস-সুবাইল। তিনি তাঁর বিশেষ বিমানে লক্ষ্ণৌতে আসেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাঞ্চেলর ড. সালেহ আবদুল্লাহ আল আবুদীসহ একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল। এ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই ছিলেন আলিম ও ফকীহ।[৬৬]

এ সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী উদ্ধোধনী ভাষণ দেন। এতে তিনি সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন কাদিয়ানী মতবাদ নবুওয়তে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃন্যতম চক্রান্ত। অতঃপর শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আস-সুবাইল জোরালো এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা করা হত আরবীতে, পরে তরজমা করা হত উর্দুতে। এছাড়াও সৌদি আরবের শরীয়া বিষয়ক মন্ত্রী ড. আবদুল্লাহ আবদুল মুহসেন তুর্কী এর নায়েব ড. আদনান ওয়াযযান, উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন অধ্যাপক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ দারুশ শুকুর ও দারুল মারেফা-এর ডাইরেক্টর জেনারেল হযরত সাইয়েদ মুহসেন আহমদ বারুম, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামির উপ-মহাসচিব অর্ধশতাধিক গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নাছের আল-আবুদী, ইসলামি বিশ্বের প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও কায়রোর মজলিসে ইসলামির প্রধান অধ্যাপক কাসেম শরীফ, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ আমিন সিরাজ সহ পাঁচজন সদস্য, শায়খ নুরুদ্দীন বেলানীয়া, অধ্যাপক হামদী আরসালান, মালয়েশিয়া থেকে ড. আবুবকর, অধ্যাপক আহমদ ফাহমী নদভী, ড. জাহেদ আরশাদ, ইন্দোনেশিয়া থেকে অধ্যাপক আমিনুল্লাহ, অধ্যাপক সুফিয়ান, অধ্যাপক আব্দুর রহমান প্রমুখ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

তাদের আগমনে সম্মেলন যেন আরবদেশের সম্মেলনে পরিণত হয়। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ থেকে উলামায়ে কেরাম, ইসলামি চিন্তাবিদ, মাদ্রাসা সমূহের মুহতামিমগণ, দীনী দাওয়াতের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, গবেষক, প্রচারক এবং প্রায় ১৭টি দেশের প্রতিনিধি এ সম্মেলন অংশ গ্রহণ করেন।[৬৭]

দ্বিতীয় অধিবেশনে মক্কার মাদ্রাসায়ে সৌলতিয়ার নাযেম, ভারতের প্রধান প্রধান মাদ্রাসার সম্মানিত দায়িত্বশীলগণ ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেন। তৃতীয় ও শেষ অধিবেশনে মসজিদুল আকসার সাবেক ইমাম ড. মুহাম্মাদ সিয়ামও উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেন। শায়খ সুবাইলের দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। অধ্যাপক কামেল শরীফ বলেন আমি অসংখ্য সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেছি। কিন্তু এত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ সম্মেলন আর কখনও দেখিনাই।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে নাদওয়া আজ সমগ্র পৃথিবীতে তার চিন্তাধারা এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং পৃথিবীর জ্ঞানী ও চিন্তাশীলগণের

---

[৬৫] আলামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৫২।
[৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।
[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সামর্থ হয়েছিলেন। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিম সমাজের সামনে একটি সুচিন্তিত রূপরেখা তুলে দিতে সামর্থ হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ সম্মেলন ছিল এক অসাধারণ ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সম্মেলনে প্রায় ছয় লক্ষ দর্শক ও শ্রোতা শরীক হয়েছিলেন।[৬৮]

তুরস্কে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১২ জুন ১৯৫৬ সালে তুরস্কে পৌছে সেখানে আরবী ভাষায় 'ঈমান নবায়নের প্রয়োজনীয়তা' মর্মের শিরোনামে একগুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি আরব জাতিয়তাবাদের কঠোর সমালোচনা করেন।[৬৯] সকল শ্রেনীর শ্রোতাগণ তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করে প্রভাবিত হন।[৭০]

সিরিয়ায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তুরস্ক ভ্রমণ শেষে ২৫ জুন সিরিয়া ভ্রমণে যান। ২৬ জুন ১৯৫৬ সালে ড. সা'ঈদ রামাদানের অহ্বানে সিরিয়ায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলনে[৭১] তিনি যোগদান করেন। তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সিরিয়ায় ৩ মাস অবস্থান করে[৭২] সিরিয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক আরবী ভাষায় ৮টি বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[৭৩] সিরিয়া থেকে দেশে ফিরার পথে বাগদাদ, করাচী ও দিল্লী ভ্রমণ করেন। অবশ্য তিনি বাগদাদে ২/৩ দিন অবস্থান করেছিলেন। সেখানে তিনি 'অযমতে ঈমান ওয়া আখলাক' অর্থাৎ 'ঈমান ও আখলাকের সংকট' শিরোনামে আরবী ভাষায় এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যা শ্রোতাগণকে প্রভাবিত করেছিল।[৭৪]

দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় ১৭-১৯ এপ্রিল ১৯৮১ "আরবী সাহিত্যের বিশেষত্ব এবং অন্যান্য সাহিত্যে ইসলামি মৌল উপাদানের অনুসন্ধান" বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনার ভারতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী গুণী বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

---

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

৬৯ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার বক্তব্যে আরব জাতিয়তাবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম খ., পৃ. ৪৩২।

৭০ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৭৮।

৭১ ইসলামি সম্মেলনঃ উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ড. মুহাম্মদ নাছর। আবুল হাসান আলী আন্- নদভী উক্ত সম্মেলনে সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত সম্মেলনে মাওলানা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী ও মাওলানা যফর আহমদ আনসারীও যোগদান করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী উক্ত সম্মেলনে 'ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ইসলামি অনুভূতি' বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম খ, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪।

৭২ কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম খ., পৃ. ৪৩০-৪৩৬; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ২৭৩-২৭৫।

৭৩ 'আলমী সাহারা, পৃ. ১৫।

৭৪ সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.),পৃ. ২৭৬-২৭৭; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ, পৃ. ৪৩০-৪৪০।

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত ছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সেমিনারে আরবী ভাষায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তার বক্তব্যে এ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক এ ক্ষেত্রে ভারতের বহুমুখী আবদানের খতিয়ান তুলে ধরা হয়।[৭৫] উপস্থিত জ্ঞানী গুণী ও সুধীজন তাঁর বক্তব্য দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রাভাবিত হয়।

মক্কাস্থ রাবেতার ভবনে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

অতঃপর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৮১ সালে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সেমিনারে যোগদানের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করেন। 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামির' মক্কাস্থ ভবনে 'حجيث حد يث' সম্পর্কে বক্তব্যের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সালে রাবেতার উক্ত গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে "الإسلامى وصيانته دور الحديث في تكوين المناخ"[৭৬] শিরোনামে আরবী ভাষায় মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধে মুসলমানদের জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং হাদীস সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

ভারতের আযমগড়ে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৮২ সালে দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ এক সেমিনারে যোগদান করে 'ইসলামিয়াত আওর মাগরিবী মুসতাশরিকীন আওর মুসলমান মুসান্নিফীন' বিষয়ে উর্দু ভাষায়[৭৭] জোরালো এক বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে উক্ত বক্তব্যটি আরবী ভাষায়ও অনুদিত হয়ে 'আল-ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশতাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলিমীনা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[৭৮] উল্লেখিত বক্তব্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ইসলামের নীতি নৈতিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আচার আচরন এবং প্রাচ্যের ভঙ্গুর আদর্শ ও শিক্ষার পরিচয় নিবিড়ভাবে তুলে ধরেন।

শ্রীলংকায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৯ মে ১৯৮২ সালে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সেক্রটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মদ 'আলী আল-হারকানের বিশেষ অনুরোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং শ্রীলংকাস্থ নাযিমিয়াঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে শ্রীলংকা ভ্রমণ করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর চিন্তাধারার আলোকে আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাযিম কলম্বোতে নাযিমিয়া

---

[৭৫] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ, পৃ. ৩৩০-৩৩১।

[৭৬] উক্ত প্রবন্ধটি আরবী, উর্দু ও ইংরেজী এ তিন ভাষায় লক্ষ্ণৌর মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম থেকে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী সংস্কারণটির শিরোনাম হলো- 'Role of Hadeth in the promotion of Islamic climate and attitude'.

[৭৭] তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যের উর্দু শিরোনাম 'ইসলামিয়াত আওর মাগরিবী মুসতাশরিকীন আওর মুসলমান মুসান্নিফীন' এবং ইংরেজী সংস্করণ 'Islamic Studies, Orientalisti & Muslim scholars' নামে লক্ষ্ণৌর মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম থেকে প্রকাশিত হয়। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য়. খ, পৃ. ৩৫০।

[৭৮] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আলইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশতাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসীলমীনা, (বৈরুতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৫-১০।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৯] বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৯ম বছরে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর হাতে ছাত্রদেরকে প্রথম সনদ বিতরণ করার আয়োজন করা হয়। উক্ত সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী ভাষায় এক প্রাঞ্জল ও সাহিত্য রসেভরপুর মনোমুগ্ধকর বক্তব্য প্রদান করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার বক্তব্যে শ্রীলংকায় হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণের প্রসঙ্গ তুলেধরে মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে জন্ম ও দীনী সূত্রে ভ্রাতৃত্ববোধের আলোচনা আকর্ষণীয় ভাষায় তুলে ধরেন।[৮০] সেমিনার সমাপ্তির পরে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন লাইব্রেরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[৮১]

আলজেরিয়ায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৮২ সালে ২৮ জুলাই আলজিরিয়ার রাজধানীতে ' ملتقى الفكر الإسلامى' নামে এক বিশেষ সেমিনারে যোগদান করে সেখানে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আরবী ভাষায় প্রবন্ধ[৮২] পাঠ করেন। প্রবন্ধে নুবুওয়্যতের মর্যাদা, হাদী ও সুন্নাতের গুরুত্ব, দীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য, ও ইসলামের বিকশিত বিশেষত্ব, পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন। সেখানে দু'দিন ভ্রমণ শেষে ৮ আগষ্ট, ১৯৮২ সালে ভারতে ফিরে আসেন।[৮৩] ২০ জুলাই, ১৯৮৩ তিনি আবার লন্ডন যাত্রা করেন। এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Islamic Centre' প্রতিষ্ঠা করা। সেন্টারের উদ্বোধন করার পর এ প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণে 'الإسلام والمغرب' শিরোনামে উর্দুতে প্রবন্ধ[৮৪] পাঠ করেন। ৩১ জুলাই ১৯৮৩ সালে তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন।[৮৫]

কুয়েতে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে উপসাগরীয় অঞ্চল ভ্রমণ শুরু করে বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সেমিনারে মূল্যবান প্রবন্ধ[৮৬] উপস্থাপন করেন। অতঃপর ২৩ নভেম্বর কুয়েত সফরের সময় কুয়েতের সাইন্স কলেজে "الإسلام والحضارة الإنسانية" শিরোনামে আরবীতে এক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই ভ্রমণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রবন্ধ ছাড়াও আরো

---

[৭৯] মুহাম্মদ নাযিম, সায়্যিদ আবুল হাসান নাদবীর "ردقولا ابابكرلها" এ বইটি পড়ে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১।

[৮০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য় খ., পৃ. ৩৬২-৩৬৩।

[৮১] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৮১-১৮২।

[৮২] প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'وسما ته البارزةطبيعة هذا الدين' সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩৭৯।

[৮৩] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪-৩৮১।

[৮৪] সায়্যিদ সুলায়মান নদভী এ প্রবন্ধটিকে 'আরবী ভাষায় اسلام والمغرب! শিরোনামে ভাষান্তরিত করেন। আর এ প্রবন্ধটি 'আরবী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকশিত হয়। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য় খ., পৃ. ৩৬৮-৩৭৬।

[৮৫] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী,আল-ইসলাম ওয়াল গারব (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ২-৭; আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৮১-১৮৭।

[৮৬] সেখানে পঠিত তাঁর প্রবন্ধগুলো হল ازمة هذا العصر الحقية , এটি তিনি ১৯৮৩ খৃ. নভেম্বর মাসে পাঠ করেন। তাঁর অন্য একটি প্রবন্ধ 'খাওয়াতীন কে মুসলিম মুআ'শারাহ মেঁ খুছুছী কেরদার'। এটি কুয়েতের একটি মহিলা কলেজে উপস্থাপন করেন। এ সফরে আবুধাবীতে মসজিদ সায়্যেদেনা সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসে 'إلى الإسلام من جديد' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু উল্লেখ যোগ্য বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পরিশেষে তিনি ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন।[৮৭]

দেওবন্দে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

২৯ অক্টোবর, ১৯৮৬ সালে 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার মাঠে এক আন্তর্জাতিক খতমে নুবুওয়ত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনে কয়েক লাখ লোকের সমাবেশ ঘটে। এই সম্মেলনে[৮৮] ১ নভেম্বর, ১৯৮৬ সালে হেরেম শরীফের ইমাম শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবাদিল্লাহ, 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সেক্রেটারী ডা. 'আবদুল্লাহ 'উমার নাসীফ এবং ভারতের সৌদি দূত সাদিক ফুয়াদ মুফ্তী দেওবন্দে আগমন করেন। দেওবন্দে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানের এ সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যোগদান করে 'কাদিয়ানিয়াত ওয়া বয়ানু হাকীকাতিহা ওয়া খতরিহা' শিরোনামে জোরালে ভাষায় খুরধার এক জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন।[৮৯] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে আরো বলেন ' جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم

মালয়েশিয়ায় আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

ইতঃপূর্বে মালয়েশিয়ার কিছু ছাত্র নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষৌতে পড়ালেখা করে দেশে ফিরে গিয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ,তার জ্ঞান ও দর্শনের পয়গাম মালয়েশিয়ায় ব্যাপক প্রচার করেছিলেন। সেখানকার শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং নেতৃস্থানীয় 'উলামাগণ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর লেখা গ্রন্থাবলী পাঠ করে তাঁকে নিজেদের কাছে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পরেন। তাই সেখানকার ইসলামি সংগঠন A.B.I.M এবং তাঁর প্রিয় ছাত্রদের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে তিনি তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করে ২ এপ্রিল, ১৯৮৭ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর ভ্রমণে গমন করেন। ৩ এপ্রিল মালয়েশিয়ার প্রদেশ তেরেঙ্গানুতে সেখানকার বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও সংস্কারক শায়খ 'আব্দুল হাদীর তত্ত্বাবধানে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'إلى الإسلام من جديد' (ইলাল ইসলামি মিন জাদীদ)' শিরোনামে আরবী ভাষায় প্রাণবন্ত ও দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তব্যে মালয়ী মুসলমানদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, তারা যদি ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তাদের সকল অগ্রগতি ও উন্নতি বিফলে যাবে।[৯০]

---

[৮৭] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য় খ., পৃ. ৩৮১-৩৮৯।

[৮৮] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩৮১; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, য় খ., পৃ. ৩৬৮-৩৭০।

[৮৯] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আননাবীউল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল ' ইলমী, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৩-৪।

[৯০] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র,), পৃ. ৪২০-৪২৩।

Dhaka University Institutional Repository

মক্কাতে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

২৬ আগষ্ট, ১৯৮৭ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ড. ফারহান আহমদ নিযামীর আমন্ত্রণে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে[৯১] ২৭ আগষ্ট অনুষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টারের সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁর আগমনের কথা অবগত হয়ে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সেক্রেটারী ড. 'আবদুল্লাহ 'উমার নাসীফ এবং ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন স'উদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ 'আবদুল্লাহ 'আবদুল মুহসিন তুর্কীও ইসলামিক সেন্টারের এ সম্মেলনে উপস্থিত হন। ২৯ আগষ্ট তারিখে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্য[৯২] উপস্থাপনের মাধ্যমে অক্সফোর্ডস্থ সিনেট কোরাস কলেজের শায়খ 'আবদুল 'আযীযের লেকচার সিরিজের মোড়ক উম্মোচন করা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর তিনি লন্ডন থেকে কুয়েতে গমন করে সেখানে তিন দিন অবস্থান করে ৯ সেপ্টেম্বর ভারতে নিজ আবসস্থান লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন।[৯৩]

১১-১৫ অক্টোবর, ১৯৮৭ সালে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন মক্কাতে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাতিমান ও সৌদি আরবের বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বর্গ এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৯ অক্টোবর, ১৯৮৭ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মক্কায় গমন করেন।[৯৪] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১১ অক্টোবর এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে ইহরাম অবস্থায় যোগদান করে সন্ধ্যায় 'উমরা হজ্জের যাবতীয় কাজ শেষ করে ১২ তারিখের সম্মেলনে হেরেম ও মদীনা শরীফের মহত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আকর্ষণীয় যুক্তি প্রমাণে ভরপুর এক প্রাণবন্ত প্রামাণ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শায়খ ইব্ন বায ও ড. 'আবদুল্লাহ 'উমর নাসীফ-এর কৃতজ্ঞতা বক্তব্যের পরে এই সম্মেলন সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অতঃপর 'كلمة الوفود' শিরোনামের অধীনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবং পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করা আরম্ভ হয়। এ শিরোনামের অধীনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্য জোরালো ও যুক্তিযুক্ত ভাষায় উপস্থাপন করে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন 'হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর শাসনামলে যাকাত দানে অস্বীকারকারী ধর্ম ত্যাগীদের বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন যে, أينقص الدين وأنا حي؟ অর্থাৎ আমার জীবিত অবস্থায় দীনের মধ্যে সংকোচন ঘটবে'?[৯৫] পরিশেষে ১৭ অক্টোবর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী শায়খ ইব্ন বায-এর মসজিদে মক্কা শরীফের বিশেষত্ব ও মর্যাদা, এর দা'ওয়াত ও বার্তা বহনের উপর আরবী ভাষায় আকর্ষণীয় বক্তব্য প্রদান করেন।[৯৬]

বানারসের আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

১৯৮৭ খৃষ্টাব্দের ২২-২৪ নভেম্বর, 'শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (র.)-এর উপর বানারসের জামি'আ সলফীয়্যায় আয়োজনকৃত এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে যোগদানের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি যেন উক্ত সেমিনার থেকে কোনক্রমেই

---

[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫-৪০৬।
[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭।
[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭-৪০৮।
[৯৪] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য় খ., পৃ. ১৬৯-১৮৭।
[৯৫] আযীয বরনী, 'আলমী সাহরা, সংখ্যা ৫২, নয়া দিল্লী, ৩০ এপ্রিল-২০০৭, পৃ. ১৫; আর-রা'ঈদ (পত্রিকা), পৃ. ৩৮।
[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

অনুপস্থিত না থাকেন সে জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষথেকে আগে থেকে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট এসে উপস্থিতছিল তাঁকে উক্ত অনুষ্ঠানে নেওয়ার জন্য।[৯৭] ২২ নভেম্বর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী উক্ত সেমিনারে যোগদান করে উর্দু ভাষায় ভূমিকা উপস্থাপন করে শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (র.)-এর জীবন ও কর্মের উপর আরবী ভাষায় জোরালো যুক্তিনির্ভর আকর্ষণীয় বক্তব্য[৯৮] প্রদান করেন। সেমিনারের সন্ধ্যার অধিবেশনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় প্রদানকৃত বক্তব্যের উর্দু ভাষায় অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাওলানা নজরুল হাফীজ নদভী।[৯৯] বানারসের এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেশ-বিদেশের অনেক খ্যাতনামা 'আলিম উলামা ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ উপস্থিত থেকে সম্মেলনকে সার্থক করেছিলেন।

১২ নভেম্বর ১৯৮৮ সালে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই লক্ষ্যে তিনি প্রথমে লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী যাবেন এবং দিল্লী থেকে জেদ্দা হয়ে মক্কায় পৌঁছবেন বলে ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থির করেছিলেন। কিন্তু বিমানের ফ্লাইট বিলম্বের কারণে ১৩ নভেম্বর তিনি জেদ্দায় পৌঁছতে সক্ষম হন। সম্মেলনের উদ্দেশ্যে গৃহীত সকল পরিকল্পনা উলট-পালট হয়ে গেলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৪ তারিখ সকালে 'উমরা পালন করেন। সম্মেলনের চতুর্থ দিন অর্থ্যাৎ ১৫ নভেম্বর তারিখে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামির' সেক্রেটারী সাহেবের অনুরোধক্রমে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামির' পরিচালনা পর্ষদ এর পক্ষ থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অনেক জ্ঞানী গুণী, আরব্য পণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে তিনি ১৬-১৮ নভেম্বর পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করার সময়ে 'আবদুল 'আব্বাস নদভী স্বীয় গৃহে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। এ সম্মেলনে মক্কার 'আলিম ও কবি সাহিত্যিকদের একটি বিশেষ দল উপস্থিত ছিল। ১৯ নভেম্বর ১৯৮৮ সালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মদীনা ভ্রমণ করেন এবং সেখানে এক সপ্তাহ যাবৎ অবস্থান করেন। পরিশেষে ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর তারিখে মদীনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. 'আবদুল বাসেত বদর কর্তৃক মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'-র সম্মেলনের আয়োজন করলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে আরবী ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন।[১০০]

আবুধাবীতে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৮ নভেম্বর ১৯৮৮ সালে আবুধাবীতে অবস্থানরত জামি'আয়ে আইন এর শিক্ষক তাকীউদ্দীন নদভী এবং সেখানকার অন্যান্য ইসলামি চিন্তাবিদদের আমন্ত্রণ পেয়ে আবুধাবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সন্ধ্যায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে বিমান বন্দরে প্রাণঢালা উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়ে হোটেল শেরাটনে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৯ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ' ترشيد الصحوة

---

৯৭ আযীয বরনী, 'আলমী সাহরা, সংখ্যা ৫২, নয়া দিল্লী, ৩০ এপ্রিল-২০০৭, পৃ. ১৫; আর-রা'ঈদ (পত্রিকা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৯৮ আবুল হাসান 'আলী আল্ নদভী রহ.-এর বক্তব্যের শিরোনামের বঙ্গানুবাদ হলো-'সঠিক 'ইলমের বিস্তার ও উন্নয়নের মাধ্যমে মানবতার দিক-নির্দেশনা এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে ইসলামের ঐতিহাসিক কার্যাবলী'। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭১

৯৯ আযীয বরনী, 'আলমী সাহরা, সংখ্যা ৫২, নয়া দিল্লী, ৩০ এপ্রিল-২০০৭, পৃ. ১৫; আর-রা'ঈদ (পত্রিকা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১০০ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী (লক্ষ্ণৌঃ মাকতাবা-এ ইসলাম, ২০০১ খৃ.),৭ম খ., পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

الإسلامية' শিরোনামে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী জ্ঞানগর্ভ দিকনির্দেশনা মূলক আরবী ভাষায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[১০১]

তুরস্কের আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'-এর উদ্যোগে ১২-১৬ আগষ্ট, ১৯৮৯ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কা হয়ে ইস্তাম্বুলে গমন করে সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে কুয়েতের সাবেক মন্ত্রী আল-জামি'আয়ে খাইরিয়্যার পরিচালক শায়খ ইউসুফ, মক্কাস্থ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাহমুদ হাসান যিন্নী, রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ স'উদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. 'আবদুল কুদ্দুস (রাবেতার সহকারী পরিচালক), জামে'আ ইসলামিয়্যা মদীনা মুনাওয়ারার বিখ্যাত শিক্ষক ড. আবদুল বাসেত বদর, জেদ্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান শিক্ষক ড. হুসন আমরানী, বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমকালীন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মুহাম্মদ কুতুব (মরহুম সায়্যিদ কুতুব শহীদ এর ভাই), মদীনার বিখ্যাত কবি যিয়াউদ্দীন সাবূনী, প্রসিদ্ধ খ্যাতিমান কবি 'আবদুল্লাহ ইদরীস, এবং তুরস্ক ও আরবী ভাষার কবি 'উসমান যকী এ সম্মেলনে যোগদান করেন। বাংলাদেশ থেকে চট্টগ্রামের মৌলবী সুলতান যওকও এ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। নাযমুদ্দীন আরবাকান এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে তুর্কী জাতির উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ও ধর্মীয় খিদমতের কথা অত্যন্ত গৌরব ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেইসাথে তিনি সমকালীন বিশ্বনেতৃবর্গ ও চিন্তাবিদদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরবী ভাষায় প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন।[১০২]

বোম্বে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

অতঃপর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৮-১১ জুন, ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত 'মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামি আল-হিন্দ'-এর পর্যালোচনামূলক তৃতীয় শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করার উদ্দেশ্যে বোম্বে গমন করেন এবং "আলবাহসুল 'ইলমী ওয়াল-ফিক্হী", "ওয়াততাহকীক ওয়াল ইজতিহাদ"এবং "আলহাজাত ইলা যালিকা ওয়া আদাবিহি" শিরোনামে 'আরবী ভাষায় তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সম্মেলনটি ব্যাপক আয়োজনের সাথে বোম্বের 'দারুল 'উলূম সাবীলুর রাশাদ'-এর অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সম্মেলনে বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদসহ অনেক 'আলিম উলামা ও বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।[১০৩]

---

[১০১] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম খ., পৃ. ৪৩।

[১০২] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, (লক্ষ্ণৌঃ মাকতাবা-এ ইসলাম, ২০০১ খৃ.), ৪র্থ খ., পৃ. ৯১-৯২।

[১০৩] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ খ., পৃ. ২১৮-২২২।

Dhaka University Institutional Repository

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী প্রবন্ধ উপস্থাপন

প্রত্যেক বছর অধিকাংশ সময় আগষ্ট মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Centre for Islamic Studies'-এ সংস্থাটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সংস্থাটির সদস্য ছিলেন। তিনি নিয়মিত এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন। সে ধারাবাহিকতায় ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের ২৮-৩০ আগষ্ট উক্ত 'Centre for Islamic Studies'- সেন্টারের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি যোগদান শেষে ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্র ভ্রমণ করেন। ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ সালে 'Islamic Foundation' ভ্রমণ করেন এবং তাঁর আগমন উপলক্ষে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সূরা ইব্রাহীমের (الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون) ২৪-২৫ নং আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে এ সমাবেশ উদ্বোধন করা হয়। এ সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের অনুরোধক্রমে আয়োজিত সমাবেশে প্রথমে উর্দুতে ও পরে আরবী ভাষায় বক্তব্য প্রদান করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাৎক্ষনিকভাবে উক্ত আয়াতকে বক্তব্যের আলোচ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে অভূতপূর্ব আকর্ষণীয় এক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি উপস্থিত মুসলিম চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আয়াতের ই'জায বা অলৌকিকত্ব বর্ণনা করার প্রয়াস পান।[১০৪] এ সমাবেশে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচনা ও গ্রন্থ সমূহের প্রভাব তুলে ধরা হয়। ১৯৯২ সালের ১ মার্চ, পাটনায় 'اصلاح معاشره' বিষয়ে আয়োজিত এক সেমিনারেও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পরিশেষে আসানসুল ও ভাগলপুরে যান এবং সেখানও 'اصلاح معاشره' বিষয়ে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[১০৫]

অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের সেমিনারে যোগদান

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৯২ সালে ১০ সেপ্টম্বর, অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টার কতৃক আয়োজিত সেমিনারে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৮ সেপ্টম্বর লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উক্ত সেমিনারে আরব অনারবসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, লেখক ও বুদ্ধিজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন। এতে 'অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের জরুরী মিটিংয়ে অংশগ্রহণের পর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৮ সেপ্টেম্বর Leicester এর 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন'-এ পৌঁছেন এবং পাকিস্তান, ভারত, ইউরোপ ও আরব দেশের লেখক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, চিন্তাবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে প্রথমে আরবী ভাষায় ও পরে উর্দু ভাষায় আকর্ষণীয় জোরালো বক্তব্য[১০৬] উপস্থাপন করেন।

---

[১০৪] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, দীন-এ হক ওয়া দা'ওয়াত-এ ইসলাম (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ৩-১২।

[১০৫] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম খ., পৃ. ৬২-৬৩; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪২৯-৪৩০ ; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪।

[১০৬] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম খ., পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাটনা ভ্রমণ

১৯৯৩ সালের জুন মাসের শেষ দিকে 'শাবাব-এ ইসলাম'-এর গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহনের জন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভী পাটনা ভ্রমণ করেন। সেখানে আয়োজিত সম্মেলনে তরুন, যুবক,ছাত্র ও নবীনদেরকে সম্বোধন করে ভবিষ্যৎ-র দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার বক্তব্যে আসহাবে কাহাফের ঈমানী দৃঢ়তার কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তরুন, যুবক, ছাত্র ও নবীনদেরকে জীবন পথের পাথেয় নির্ধারণপূর্বক ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে সফলতার স্বাক্ষর রাখার দীপ্ত আহ্বান জানান। এ ভ্রমণের মাঝেই কোন একদিন 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর আয়োজিত সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের বিভিন্ন পণ্ডিত এবং দার্শনিকবৃন্দের উপস্থিতে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন।[১০৭]

ইস্তাম্বুল ভ্রমণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৯৩ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এক দীর্ঘ ভ্রমণে বের হয়ে ১৯ আগষ্ট দিল্লী থেকে দুবাই হয়ে ইস্তাম্বুল পৌছেন। সেখানে এক সপ্তাহ যাবৎ অবস্থান করে 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'-এর গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ইস্ত াম্বুলে আয়োজিত এক সাধারণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তিনি আরবী ভাষায় আকর্ষণীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পরে তাঁর বক্তব্য তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।[১০৮]

তাসখন্দ ভ্রমণ

অক্সফোর্ডস্থ 'ইসলামিক সেন্টার'-এর পরিচালনা পর্ষদ সমরকন্দে ইমাম বুখারী (র.)-এর স্মারক চিহ্ন স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। আর সে উদ্দেশ্যেকে লক্ষ্য করে ১৯৯৩ সালের ২৩ ও ২৪ অক্টোবর তাসখন্দ ভ্রমণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের আমন্ত্রণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২২ অক্টোবর তাসখন্দ পৌছেন। সমরকন্দে প্রবন্ধ পাঠের চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ অক্টোবর তাসখন্দে অনুষ্ঠিত চারটি অধিবেশনের একটিতে কিছু সংখ্যক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তিনি "البخارى وكتابه صحيح البخارى مكانهما فى تاريخ الاسلام والدين والعلم ومكتبة الإمام محمد بن اسماعيل" শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১০৯] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে বুখারী শরীফের প্রথম ও শেষ হাদীস উল্লেখ করে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তার প্রবন্ধে দীনকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করাসহ এবং মুসলিম জাতিকে ধর্মচ্যুত থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর অবদান, হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা, এবং সঠিক ইসলামি আকীদা, বিশ্বাস ও আদর্শ স্থাপন ও তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হাদীসের ভূমিকা তুলে ধরেন। অতঃপর সহযাত্রীদেরকে নিয়ে ২৪ অক্টোবর বিশ্ববিখ্যাত 'আলিমগণের কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে বের হন এবং

---

[১০৭] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৩।

[১০৮] কারওয়ান-এ যিন্দিগী , ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৫-২৫১; সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৩।

[১০৯] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম খ., পৃ. ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (র.) সহ সেখানকার বিখ্যাত 'আলিম উলামাগণের মাযার যিয়ারত করে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ করেন। ১৯৯৩ সালে ২৭ অক্টোবর তিনি ভারতে ফিরে আসেন।[১১০]

মক্কা, মিসর, কাসাব্লাঙ্কা, রিয়াদ ও মদীনা ভ্রমণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৮ আগষ্ট লন্ডনের ইসলামিক সেন্টারের আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণের পর 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর ২ সেপ্টেম্বর 'উমরা আদায় সম্পন্ন করে তিনি ৩ সেপ্টেম্বর মিসরে অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সম্মেলনে যোগদান করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার বক্তব্যে আমেরিকা ও ইসরাঈল যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র ও শত্রুতায় লিপ্ত রয়েছে সে প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।[১১১] সফলতার সাথে এ সম্মেলন শেষ করে তিনি মক্কায় চলে যান এবং ৬ সেপ্টেম্বর মক্কা থেকে কাসাব্লাঙ্কা (Casablanca) হয়ে ৭ সেপ্টেম্বর তিনি মরক্কোর শহর অযোধ্যায় নিরাপদে পৌঁছেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৯৪ সালের ৭-৯ সেপ্টেম্বর অযোধ্যায় অবস্থান করে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামী'-এর এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে ১০ সেপ্টেম্বর কাসাব্লাঙ্কা (Casablanca) হয়ে মক্কার রিয়াদে নিরাপদে আগমন করেন। সেখানে একরাত যাপনের পর তিনি মদীনায় এসে এক সপ্তাহ যাবৎ অবস্থান করেন। মদীনায় থাকাকালে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'النادى الأدبى' -এর সম্মেলনে[১১২] অংশগ্রহণ করে আরবী সাহিত্য বিষয়ে আরবী ভাষায় দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য[১১৩] প্রদান করেন। পরিশেষে তিনি মক্কার হেরেম শরীফে এসে ৪ দিন অবস্থান করে ২১ সেপ্টেম্বরে নিরাপদে বোম্বে ফিরে আসেন।[১১৪]

কাতার ভ্রমণ

১২ মার্চ, ১৯৯৫ সালে কাতারে ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কাতার ভ্রমণ করেন। কাতার জামে' মসজিদে ১৩ এপ্রিল জুম'আর নামায আদায় করেন ও আরবী ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। কাতারের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় সন্ধ্যায় জামে' মসজিদের প্রঙ্গনে এক সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর প্রবন্ধপাঠের কথা ছিল, কিন্তু আয়োজিত সভায় জনতার ব্যাপক সমাগম দেখে তিনি প্রবন্ধ[১১৫] পাঠের পরিবর্তে আরবী ভাষায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তব্য প্রদান করেন। এ সভায় 'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবীসহ অনেক মুসলিম মনীষী ও ইসলামি

---

[১১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

[১১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩৫।

[১১২] ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খৃ. এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

[১১৩] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে 'আল্লামা ড. ইকবালের জীবন-কর্ম এবং সাহিত্য সমাজকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা তুলে ধরেন।

[১১৪] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৭।

[১১৫] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সেখানে 'قيمة الامة الاسلامية بين الامم ودور ها فى العالم' শিরোনামের এ প্রবন্ধ পাঠের জন্য অনেক আগেই তৈরী করে রেখে ছিলেন। কিন্তু তা তিনি ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় কাতার জামে' মসজিদে আয়োজিত সভায় পাঠ করেন নাই। কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ খ, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।[১১৬] সেখানকার ভাষাভাষীদের জন্যও কাতার ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় একটি সভার আয়োজন করলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সভায় অংশগ্রহণ করে উর্দু ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। তাছাড়াও মহিলাদের জন্য একটি পৃথক সভার আয়োজন করে কাতার ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়। মহিলাদের এ সভায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। এ ভ্রমনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ করে 'واقع العالم الإسلامي' শিরোনামে আরবী ভাষায় একটি প্রবন্ধের সারমর্ম উপস্থাপন করে তার কাতার ভ্রমন সমাপ্ত করেন।[১১৭]

ইস্তাম্বুল ভ্রমণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৮ আগষ্ট, ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'-এর সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইস্তাম্বুলে পৌছে সম্মেলনে সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। ৯ আগষ্ট আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আগমন উপলক্ষে ইস্তাম্বুলে এক গুনীজন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে তাঁর ব্যাপক সাহিত্য সেবা ও উল্লেখযোগ্য সংস্কারমূলক কার্যাবলী এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। রাবেতা কর্তৃক আয়োজিত এ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে সর্বমোট ১৬ টি প্রবন্ধ পাঠ কর হয়। সম্মেলনে উপস্থিত গন্যমান্য খ্যাতনামা বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে 'আল্লামা কুতুব শহীদ ও 'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবীও উপস্থিত ছিলেন।[১১৮] ১০ আগষ্ট, সন্ধ্যায় ইস্তাম্বুলে কাব্য সম্মেলনের আয়োজন করা হলে ১৫ টি দেশের খ্যাতনামা কবি এতে অংশগ্রহণ করেন[১১৯] এবং আবুল হাসান আলী আন্-নদভীও অনুষ্ঠিত এ কাব্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ইস্তাম্বুলে এ ভ্রমন কালে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামী' সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করা ছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে বিভিন্ন সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। আর এ সব সম্মেলনে অসংখ্য সূফী ও দীনী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল।[১২০]

আম্মান ভ্রমণ

'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামী'র সদর দপ্তর রিয়াদ থেকে আম্মানে স্থানান্তরিত হলে[১২১] আম্মানে ২০-২৫ আগষ্ট, ১৯৯৮ সালে 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২০ আগষ্ট 'আম্মানে পৌছেন। এ সম্মেলনে তিনি, এ নতুন সদর দপ্তরের শুভ উদ্বোধন করে তাঁর বক্তব্যে মানব জীবনে সাহিত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং মানব সমাজে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৩ আগষ্ট আমীর হাসানের আমন্ত্রণে তাঁর শাহী মহলে গমন করে শাহী মহলের বৈঠকে স্বীয় আরবী প্রবন্ধ 'اسمعواها مني صريحة أيها العرب' অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে উপস্থাপন করেন। তাঁর আরবী প্রবন্ধের আকর্ষণ

---

[১১৬] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ খ, পৃ. ৭৫-৮০।
[১১৭] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৩৮-৪৩৯।
[১১৮] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২৪৬-২৮৭।
[১১৯] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৪৭।
[১২০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ খ, পৃ. ২৯৪-২৯৫।
[১২১] কিছু আইনী সমস্যার কারণে রাবেতার এ সদর দপ্তর 'আম্মানে স্থানান্তর করা হয়। সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ও প্রভাব ছিল হৃদয়গ্রাহী ও সুদূরপ্রসারী।[১২২] আম্মানের 'ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়' এ ভ্রমণকালেই একটি সভার আয়োজন করলে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী সকল শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আরবী ভাষায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[১২৩] আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী তাঁর এ ভ্রমণে 'আম্মান, মক্কা ও মদীনায় কিছু দিন অবস্থান করে তাঁর আবাসস্থল ভারতের লক্ষ্ণৌতে নিরাপদে ফিরে আসেন।[১২৪]

৩য় পরিচ্ছেদঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে আরবী ভাষায় সাহিত্য প্রণয়নে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপস্থাপনা সমূহ আলোচনা ও পর্যালোচন করা।

ভূমিকা

আরবী সাহিত্য তার আপন পরিমণ্ডলে সুবিস্তৃত ও স্বনামখ্যাত। আরবী সাহিত্যের ভাণ্ডারে বিভিন্ন যুগ ও সে যুগের ঘটনাবলীর আলোকে কাল ও যুগের আবর্তন ও বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাবহুল দীর্ঘ ইতিহাসের চড়াই উতরাই পেরিয়ে আজো আপন গতিতে সমুজ্জ্বল মহীমায় ভাস্বর এই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন সাহিত্য। আরবী সাহিত্যের বহুমুখী উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরবী সাহিত্যে নবজাগরণ বা পূনর্জাগরণ দেখা দেয়। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের এই আন্দোলনকে আন-নাহ্‌দা বলে অভিহিত করা হয়।[১২৫] আরবী সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই মানব জীবন ও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে। আরবী সাহিত্যের সমাজ ও জীবন ধর্মী সুবিস্তৃত সাহিত্য ময়দানের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য ইসলামী সাহিত্য বা ইসলামী দা'ওয়া বিষয়ক সাহিত্য। যা স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে আরবী সাহিত্যের আপন পরিমণ্ডলে। ইসলামের আচার, আকীদা, বিশ্বাস ও রীতি-নীতি, ইসলামের সৌন্দর্য এবং বিশেষ করে ঈমান ও আকীদার বিষয় পরিষ্কার ভাবে সাহিত্যিকগণ তাদের কলমের তুলিতে তুলে ধরে ইসলামের জয়গান গেয়েছেন। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রতিটি যুগে ও স্তরে কবি সাহিত্যিকগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে

---

[১২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮; কারওয়ান-এ যিন্দিগী,৭ম খ, পৃ. ১৬১-১৬৫।

[১২৩] আবুল হাসান 'আলী আল-নদভী, মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৩-৪; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম খ., পৃ. ১৬৬।

[১২৪] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম খ., পৃ. ১৬৭-১৮০।

[১২৫] গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সাহিত্য প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছেন। তারা রচনা করেছেন অসংখ্য ইসলামী সাহিত্য। সেই ধারাবাহিকতায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত উপমহাদেশে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী ও উর্দু ভাষায় অসংখ্য ইসলামী সাহিত্য রচনা করে মানব জাতিকে সত্য, সুন্দর ও চীর শ্বাসত ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সুশীল, সভ্য, উন্নত ও সমৃদ্ধশালী টেকসই সমাজ বিনির্মানে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। আমি এই প্রবন্ধে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শুধুমাত্র আরবী ভাষায় রচিত ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

সাহিত্যের সংজ্ঞা

সাহিত্য মানব জীবন ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। প্রায় সব সাহিত্যই মানব কল্যাণে নিবেদিত। সাধারণভাবে প্রতিটি জাতির সাহিত্যের সূচনা ঘটেছে কবিতার মাধ্যমে আর বিকাশ ঘটেছে গদ্যের মাধ্যমে; ফলে এক সময় সাহিত্য বলতে শুধুমাত্র কবিতাকেই বুঝানো হতো। পরবর্তিকালে সাহিত্য বলতে গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাসসহ সাহিত্যের অপরাপর দিক ও বিভাগকেও সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে কাব্য বা সাহিত্য শব্দের এই বিবর্তন ও পরিবর্তন আমাদেরকে মূলত এ ক্ষেত্রটির ব্যাপক পরিধি, ব্যাপ্তি ও ক্রম পরিবর্তনশীলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের চিরন্তন কোন রূপ নেই, স্থায়িত্ব নেই। যুগে যুগে এর রং বদলায় এবং কালে কালে দেশ ও ভাষার প্রভেদে এর গতি-প্রকৃতিও ভিন্ন হয়। ফলে সাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করা ও পরিচয়ের একটা নির্দিষ্ট কাঠামোতে বেধে রাখা সহজ সাধ্য বিষয় নয়। তারপরেও যে সকল কবি-সাহিত্যিকগণ সাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করেছেন তারা এর সাধারণ কিছু লক্ষণকে অবলম্বন করেই তা করেছেন কিন্তু তাতেও কম বেশি ভিন্নতা লক্ষণীয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 'সাহিত্য' শব্দটির সাধারণ অর্থ 'মেলন'। সাহিত্যের ভাব এই অর্থে 'সহিত' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় যোগে এই শব্দটি নির্গত হয়েছে।[১২৬] তাই এর অর্থ হিসেবে বলা যায় সাহিত্য হল সহিতত্ব বা একের সঙ্গে অপরের মিলন। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে। মানুষ তার ব্যক্তি মন ও সমাজের অবস্থা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। তাই বলা যায় সাহিত্য হল ব্যক্তি মনের অনুভূতির ভাষাগত প্রকাশ। বাংলায় সাহিত্য শব্দটিকে সাহিত্যের বর্তমান অর্থের পরিচয় বাহক হিসেবে পরিগণিত হতে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়েছে। বাংলায় আজকাল আমরা যে ব্যাপক অর্থে সাহিত্য শব্দটির ব্যবহার করে থাকি প্রাচীন কালের কবি সাহিত্যিকরা সেই ব্যাপক অর্থেই 'কাব্য' শব্দটির ব্যবহার করতেন। আমরা বাংলা ভাষায় 'কাব্য' শব্দটিকে সংস্কৃত ভাষা হতে গ্রহণ করেছি। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য শব্দের ব্যবহার ব্যাপক ও অতি প্রাচীন। তবে পরবর্তিকালে সংস্কৃত ভাষায় কাব্য শব্দের ব্যবহারের পরিবর্তে সাহিত্য শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। আর আধুনিক কালেও সংস্কৃত ভাষায় 'কাব্য' শব্দটিকে স্থানচ্যুত করে 'সাহিত্য' শব্দটি সে স্থান দখল করতে পারে নাই, শুধু কাব্য শব্দের সমার্থক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[১২৭]

ইংরেজীতে 'লিটারেচার' শব্দটিকেও সাহিত্যের বর্তমান অর্থের পরিচয় বাহক হিসেবে পরিচিত হতে অনেক সময় অতিক্রম করতে হয়েছে। পাশ্চাত্যে ইংরেজী ভাষায় Poetry শব্দটি দীর্ঘকাল ব্যাপী বর্তমান

---

[১২৬] ডা. শশি ভূষণ দাশ গুপ্ত, সাহিত্যের স্বরূপ (ঢাকা: বৈশাখী পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ১৪১।
[১২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

Literature শব্দের ন্যায় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এরপর গ্রীক এবং ফরাসী শব্দ থেকে বর্তমান Literature শব্দটির প্রচলন ঘটে। ইংরেজী ভাষায় Literature মানে সাহিত্য , এটি Noun, আর Liter শব্দ থেকে Literature শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আবার Liter শব্দ থেকে Literacy শব্দও এসেছে, এটিও Noun।[১২৮] 'সাহিত্যতত্ত্ব' হিসেবে বুঝাতে বর্তমানেও ইংরেজী ভাষায় Poetics শব্দটির ব্যাপক প্রচলন আছে বটে, কিন্তু বর্তমানকালে ইংরেজী ভাষায় Literature শব্দটি সে স্থান পাকাপোক্ত ভাবে দখল করে নিয়েছে। তাছাড়াও পাশ্চাত্যে Poetry শব্দটির পাশাপাশি Art শব্দটিও শিল্প-সাহিত্যের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[১২৯]

বাংলায় সাহিত্য এবং ইংরেজীতে 'লিটারেচার' শব্দ দু'টির ন্যায় আরবীতে 'আদব' শব্দটিকেও সাহিত্যের বর্তমান অর্থের পরিচয় বাহক হিসেবে রূপান্তরিত ও পরিগণিত হতে দীর্ঘ সময় ও পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। বহুল প্রচলিত শব্দ 'সাহিত্য' বলতে আমরা যা বুঝি আরবী ভাষায় তা 'আদব' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়ে থাকে। এ শব্দটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে 'লিসান আল-আরব' পণেতা বলেন-

"الأدب الذى يتأدب به الأديب من الناس: سمى أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابيح، وأصل الأدب الدعاء "[১৩০]

অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে তা, যার মাধ্যমে একজন সাহিত্যিক মানুষদের মাঝে শিষ্টাচারমণ্ডিত হয়। এটাকে সাহিত্য বলা হয়েছে এজন্য যে, এটা মানুষকে সদগুণের প্রতি আহ্বান করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর সাহিত্যের মূল হলো 'ডাকা' বা আহ্বান করা।

'আদব' শব্দের অর্থের অনেক পরিবর্তনের পর ইবন খালদুন (মৃত ৮০৮ হিজরী) 'আদব' শব্দের অর্থ সম্পর্কে আরো অগ্রসর হয়ে ধর্মীয় জ্ঞান ও এর বাহিরের জ্ঞান অর্থাৎ সকল ধরনের জ্ঞানের জন্যই 'আদব' শব্দটি প্রয়োগ করে বলেছেন:

"الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف"[১৩১]

অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে আরবদের কাব্য ও ইতিহাসের সংরক্ষণ এবং প্রতিটি বিদ্যা হতে অংশবিশেষ গ্রহণ করা।

এ কথাটি পরিস্কার যে উল্লেখিত এ অর্থটি 'আদব' শব্দের বর্তমান অর্থ থেকে ভিন্নতর। যুগের আবর্তন, আরব জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশ এবং মরু-যাযাবর জীবন থেকে নগর-সভ্যতার জীবনে প্রবেশের পথ ধরে 'আদব' শব্দটিরও অর্থের বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে এবং বর্তমান অর্থে ব্যাপক ভাবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আর বর্তমানে 'আদব' শব্দটির অর্থ হলো 'উহা এমন এক সৃষ্টিশীল অলঙ্কারপূর্ণ

---

[128] A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, Sixth edition: p.751

[১২৯] ডা. শশি ভূষণ দাশ গুপ্ত, সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ১৪১-১৪২।

[১৩০] ইবন মানজুর, লিসান আল-আরব (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), 'আদব' পর্ব ।

[১৩১] ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুন'ইম খাফাজী, ড. সালাহ উদ্দীন মুহাম্মদ আব্দুত তাওয়াব, আল হায়াতুল আদাবিয়্যাতু ফী আসরাই আল জাহিলীয়্যাতি ওয়া সাদরিল ইসলাম (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৬ ; ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা (কায়রো: আল-মাতবা'আতু আল-বাহিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

রচনা, যার উদ্দেশ্য হলো পাঠক এবং শ্রোতার আবেগ-অনুভূতির আকর্ষণ করা। আর সেটা হতে পারে গদ্য অথবা পদ্যের মাধ্যমে'।[১৩২]

বিভিন্ন মনীষী ও সাহিত্য বিশারদগণ সাহিত্যের বিভিন্ন রকমের সংজ্ঞা দিয়েছেন, মূলতঃ মর্মের দিক থেকে সেগুলো প্রায় সবই কাছাকাছি। বাংলা ভাষায় সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপই সাহিত্য"।[১৩৩] সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন: "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ"। রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।"[১৩৪] বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ তার এ সংজ্ঞায় সাহিত্যের প্রকাশ ভঙ্গিকে আরো মুখ্য করে দেখেছেন। তার দৃষ্টিতে সাহিত্যের উপাদান সংগৃহীত হয় জীবন ও জগৎ থেকে। এই জীবন ও জগৎ লেখকের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ভাবময়রূপে ভাষার মাধমে আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে। এই প্রকাশই সাহিত্য।[১৩৫]

ইংরেজী ভাষায় সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "One pieces of writing that are valued as works of art, especially novels, plays and poems"[১৩৬] অর্থ্যাৎ কোন লেখার একটি অংশ যা কলা বিশেষ করে উপন্যাস, নাটক এবং কবিতা হিসেবে মূল্যায়িত হয়। আবার Literature এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Literary Terms নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে Writing the books treated a subject of the mind whose value lies in beauty of form or emotional effect.[১৩৭] অর্থাৎ যে লেখা মনেরভাব জাগায়, গঠনে রয়েছে যার সৌন্দর্য ও আবেগ তাই সাহিত্য।

আর আরবী ভাষায় সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে

"الأدب : صناعة الأدب – الآثار الأدبية و بخاصة على سبيل الاحتراف- مجموع الآثار النثرية و الشعرية المتميزة بجمال الشكل أو الصياغة ، المعبرة عن فكرات ذات قيمة باقية "[১৩৮]

অর্থাৎ বিশেষ করে পেশাগত দিক থেকে সুন্দর কাঠামো ও গঠনে ব্যক্ত চিরন্তন মূল্যবোধের অধিকারী চিন্ত াধারার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত গদ্য ও কাব্য সমষ্টিই হচ্ছে সাহিত্যকর্ম ।

আর 'মাজাল্লাতুল জামি'য়াতিল ইসলামিয়্যাতি বিল মাদিনাতিল মুনাওয়ারাতি' নামক বিখ্যাত পত্রিকায় সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন:

"الفن المصور للشخصية الإنسانية من خلال الكلمة المؤثرة"[১৩৯]

---

১৩২ ড. শাওকী দাঈফ, তা'রীখ আল-আদাব আল-আরাবী (আছর আল-জাহিলী) (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৬ খৃ.), ১ম. খন্ড, ৭ম. সং, পৃ. ৭।

১৩৩ বাংলা একডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩ খৃ.), ৫ম. সং, পৃ.১১৫০।

১৩৪ কমলকুমার সান্যাল, সাহিত্য সংজ্ঞা ও সাহিত্য তত্ত্ব অভিধান (কলিকাতা: ইন্ডিয়া বুক এক্সচেঞ্জ, ১৯৮১ খৃ.), পৃ.১১।

১৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

136 A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, Sixth edition: p.751

১৩৭ J. A. Cuddon, The Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (England : Penguin Books Ltd., Wrights Lane, London w8 5TZ, 1999 AD), p.462-463

১৩৮ Munir Baalbaki, Al- Mawrid A modern English Arabic Dictionary (Lebanon: Dar El- Ilm Lil-Malayen, Beirut,1990) Edition 14, Page 534.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ 'হৃদয়গ্রাহী শব্দের মাধ্যমে মানব ব্যক্তিত্বের চিত্রায়ণকারী শিল্প হচ্ছে সাহিত্য'

ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা

ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'নাহু মাজহাবিল ইসলামী ফিল আদাবী ও নাকদী' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

"هو التعبير الفني الهادف عن واقع الحياة' والكون' والإنسان على وجدان الأديب تعبيرا ينبع من التصور الإسلامي للخالق عزوجل ومخلوقاته' ولايجافي القيم الإسلامية".[১৪০]

অর্থাৎ "জীবন, জগৎ ও মানব সম্পর্কে সাহিত্যিকের হৃদয়পটে উদ্ভূত প্রভাবের শৈল্পিক ও অর্থপূর্ণ বর্ণনা যা মহান স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি- সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা হতে উৎসারিত হয় এবং যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়।

ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আরো বলা হয়েছে:

" إن الأدب الإسلامي تعبير فني جميل مؤثر نابع من ذات مؤمنة مترجم عن الحياة والإنسان والكون وفق الأسس العقائدية للمسلم' وباعث للمتعة والمنفعة' ومحرك للوجدان والفكر' ومحفز لاتخاذ موقف' والقيام بنشاط ما".[১৪১]

অর্থাৎ শৈল্পিক, নান্দনিক, হৃদয়গ্রাহী, বিশ্বাসী সত্ত্বা হতে উৎসারিত, ইসলামী আক্বিদা-বিশ্বাসের মৌলনীতি অনুযায়ী জীবন, মানব ও জগতের রূপায়ক, আনন্দ ও কল্যাণের ধারক, মননশীলতা ও চিন্তার উদ্ভাবক এবং নীতি গ্রহণে ও কর্ম সম্পাদনে প্রেরণা সৃষ্টিকারী রচনাই হচ্ছে ইসলামী সাহিত্য।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দৃষ্টিতে ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্ন থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই ইসলামের মূলনীতি তথা তাওহীদ, সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওমসহ ইসলামী ভাবধারা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং ইসলাম প্রচার ও বিকাশের জন্য কবি সাহিত্যিকগণ অসংখ্য ইসলামী কবিতা ও সাহিত্য রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য যে, আরবী সাহিত্যের ভান্ডারে অপরাপর পরিপূর্ণ সাহিত্য শাখার পাশাপাশি ইসলামী ভাবাদর্শের আবহে অসংখ্য সাহিত্যিক ইসলামী সাহিত্য রচনা করে আরবী সাহিত্যের ভান্ডারকে উন্নত, শক্তিশালী ও মানব জাতির ইহ ও পরজাগতিক প্রয়োজনে সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। সাহিত্যাঙ্গনে ইসলামী সাহিত্যের দৃঢ় ভাবে শুভ সূচনা, উন্নতি ও সমৃদ্ধিসাধন আরবী সাহিত্যের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের উপরে এই ইসলামী সাহিত্যের দৃঢ় অবস্থান, ব্যাপক প্রভাব, পাঠকসমাজে সুদূর প্রসারি চাহিদা নিশ্চয় ব্যাপকভাবে সর্বমহলে প্রতিফলিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এই ইসলামী সাহিত্য মোটেও দুর্বল নয়, বরং এই সাহিত্য তার সূচনালগ্ন থেকেই শক্তিশালী। বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নিকটে গদ্য ও পদ্যের আদান প্রদানের ব্যাপারে তাদের লিখিত

[১৩৯] মাজাল্লাতুল জামি'য়াতিল ইসলামিয়্যাতি বিল মাদিনাতিল মুনাওয়ারাতি, সংখ্যা: ৪৯; মাজাল্লাতুল বা'য়াছিল ইসলামী, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, রমদান ও শাওয়াল মাস, ১৪০১ হি.।

[১৪০] ড. আব্দুর রাহমান রাফাত বাশা, নাহু মাজহাবিল ইসলামী ফিল আদাবী ও নাকদী (লক্ষ্ণৌ: আল্-আমানাতুল 'আম্মাতু লিনাদওয়াতিল আদাবিল ইসলামী আল্-আলামিয়্যাহ, ১৯৮১ হি.), পৃ. ৬৮।

[১৪১] ড. নজিব কিলানী, মাদখালুন ইলাল আদাবিল ইসলামী (কাতার: কিতাবুল উম্মাহ, ১৪০৭ হি.), পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের উপস্থাপনা, বর্ণনা ভঙ্গীর প্রাঞ্জলতা, ভাষা শৈলীর কারুকার্যতা, প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও আদর্শগত বিভিন্ন দিক নির্দেশনার মধ্যে ব্যাপক ভাষাগত ভিন্নতা, প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাছাড়াও অন্যান্য সাহিত্যের পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় যা মানবসমাজে ইসলামী সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা প্রশংসিত মাত্রায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নে ইসলামী সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

- ইসলামী সাহিত্য এমন এক সাহিত্য যে সাহিত্যে অনর্থক কথা, অশ্লীল বক্তব্য, মিথ্যা তোহমৎ, অপবাদমূলক বক্তব্য উপস্থাপন পরিহার করা হয়। আর প্রয়োজনীয় শালীন, গঠনমূলক, বাস্তব সম্মত সত্য তথ্য ও বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।[১৪২]

- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে সাহিত্যের সাথে হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রূপের সম্পর্ক নেই; আর তা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।[১৪৩]

- সাহিত্যের প্রথম পরিচয় ঐশী ধর্ম গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে হওয়ার কারণে সাহিত্যের নীতি ও আদর্শগত পবিত্রতা রক্ষা করে কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চা করা।[১৪৪]

- মিথ্যা, বানোয়াট ও অলীক গল্প-কাহিনী প্রকৃত সাহিত্য হতে পারে না। সাহিত্য সেটিই যা মানব ও পৃথিবীর কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম।
- সাহিত্যের কোন ভাষা-পরিভাষা, অঞ্চল, ভৌগোলিক সীরারেখা, দেশ বা জাতীয়তা নেই। সাহিত্য যে কোন দেশের যে ভাষায়ই যে আকৃতিতেই হোক না কেন তা সাহিত্য। ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট হচ্ছে কথা এরকম ভাবে উপস্থাপন করা যাতে শ্রোতা স্বাদ পায় ও হৃদয় ইসলামের জন্য প্রভাবিত হয়। [১৪৫]

- পাশ্চাত্যের লেখক ও চিন্তাবিদদের থেকে আগত ইসলামী চিন্তা-চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক সাহিত্য চিন্তাকে পরিবর্তন করে ইসলামী চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, কথাবার্তা ও সাহিত্যের বিষয়গুলো

---

১৪২ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, তা. বি.), ৭ম. খ., পৃ. ৪৮।

১৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৩।

১৪৪ সাহিত্যের প্রথম পরিচয় ঐশী ধর্ম গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে। ধর্মগ্রন্থ ছাড়া কোথাও সাহিত্য ছিল না। যখন মহান আল্লাহ্ মানুষকে বুঝানোর জন্য নবী-রাসূলদের প্রেরণ করে তাদেরকে অর্থপূর্ণ ভাষা দিয়েছেন তখন থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি। ঐশী বাণীর আগে সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে এমন কোন ইতিহাস বা প্রমাণ নেই। পরিশেষে পবিত্র কুর'আনের অবতীর্ণের মাধ্যমে ঐশী সাহিত্যের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন,
" نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين " 'বিশ্বস্ত ফেরেশ্‌তা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। যাতে আপনি সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।' আল্লাহ্ সাহিত্যকে এত উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন যে, স্বীয় কুর'আনের পরিচয় সাহিত্যের মাধ্যমে করিয়েছেন। তিনি মানুষকে বুঝানোর জন্য যত ধরনের উত্তমপন্থা আছে তার সবগুলোই ব্যবহার করেছেন। মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ১৯২-১৯৩; আল-কুর'আন, ২৬; ১৯৩-১৯৫।

১৪৫ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ., পৃ. ১৯৩-১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আলোকে রূপান্তরিত করে আদর্শবাদী সুশীল সমাজ বির্নিমানের প্রেরণাদায়ক উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করা।[১৪৬]

- আল-কুরআনসহ প্রধান ঐশী গ্রন্থাবলীর গুরুত্ব, নবী-রাসূল বিশেষ করে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের প্রশংসা ও আলোচনাসহ ইসলামী চিন্তা চেতনার আলোকে বিভিন্ন রচনা উপস্থাপন করা।
- কুর'আনের জ্ঞান বা বিদ্যাকে যেমনিভাবে আল্লাহর নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে; ঠিক তেমনি ভাবে ইসলামী সাহিত্যকে আল্লাহর নামের সাথে সম্পর্কৃত করে উপস্থাপন করা।

- ইসলামী শরীয়ার আলোকে আদর্শ সমাজ গঠনের রূপরেখা, দেশাত্মবোধক চেতনা, সৎকর্মের প্রতি উৎসাহ ও এর প্রতিদান এবং ইসলামী দর্শনের বিষয়গুলো সাাহিত্যে উপস্থাপন করা।

- মানব জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও কর্মকান্ডের দিক নির্দেশনাসহ ইসলামী রীতিনীতি, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সালাম বিনিময় ও কৌশলাদি আদান প্রদানের বিষয়গুলো সাহিত্যে উপস্থাপন করা।

- নিছক বিনোদন, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরুণ, সমাজে অরাজকতা, নাশকতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লিখিত সাহিত্য ইসলামী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়; বরং ইসলামী সাহিত্য সুস্থ বিনোদন, বিবেকের উৎকর্যসাধন, মানসগঠন ও সমাজ বির্নিমানের মুখ্য নিয়ামক হিসেবে প্রয়োজনীয় উপাদানে সমৃদ্ধ হয়।

- ইসলামী সাহিত্যকে শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারীরূপে গড়ে তোলার জন্য সাহিত্যিকের আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও তাঁর সত্যিকারের মনের আবেগ, অনুভূতি ও ব্যাকুলতাকে সম্পৃক্ত করা।

- পবিত্র অনুভূতি, সুস্থ চিন্তাধারা, ঈমান-'আকীদা-বিশ্বাস, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নৈতিকতার ব্যাখ্যায় সাহিত্যিককে নৈতিকতা সম্পন্ন হয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে নৈতিক নীতি অবলম্বন করা। আর অনৈতিকতা সম্পন্ন সাহিত্যিকের সৃষ্ট নৈতিক সাহিত্য নীতি-নৈতিক ইসলামী সাহিত্য হিসেবে গন্য নয়।[১৪৭]

---

১৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮৪।
১৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দৃষ্টিতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমানে পাশ্চাত্য সাহিত্য কল্যাণকর গঠনমূলক পথের পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করে মানবসমাজে অপসাংস্কৃতি, অশ্লীলতা, ধর্মহীনতা, ও বেহায়াপনার চরম বিস্তৃতি ঘটিয়েছে যা সভ্য ও সুশীল সমাজের কাম্য নয়। বর্তমানে প্রাচ্যের সাহিত্যিকরা পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অনুসরণ-অনুকরণ করে সাহিত্য রচনা করছে। এ কারণে ভারতসহ দূরপ্রাচ্যের শিক্ষিত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ আস্তে আস্তে ধর্মহীন বা ধর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। আর এ ধরনের সাহিত্যে গ্রীক দর্শনের এক বিরাট প্রভাব রয়েছে। কেননা, গ্রীক দর্শনে জীবন দর্শনকে ধর্ম থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে এবং ভোগ, বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো হয়েছে। আর এ ধরনের ভঙ্গুর পাশ্চাত্যের কু-সাহিত্য ইউরোপ থেকে প্রাচ্যে দ্রুতগতিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে ভারতীয় উপ-মহাদেশের আপামর জনসাধারণ ও বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষের নৈতিক, আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে পতন শুরু হয়েছে।[১৪৮] এ সংকটময় চরম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করে মুসলিম জাতিকে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন ও কর্ম জীবনে সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে দ্বীন প্রচারকদের উচিত প্রথমেই সাহিত্য চর্চা করা। এতে তার মধ্যে এমন উৎসাহ উদ্দীপনা ও জ্ঞানের আলোকিত স্ফুরণ সৃষ্টি হবে যাতে করে সে অভিনব আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে যুগোপযোগী প্রানবন্ত উপস্থাপনা ও উচুমানের সাহিত্যিক মানদন্ডে উন্নিত লেখনীর মাধ্যমে প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের নিকট দ্বীনের দাওয়াত সহজেই পৌঁছাতে সক্ষম হবে। দ্বীন প্রচারক ও ধর্মীয় মহলে এ বিষয়টির বড়ই অভাব রয়েছে। এর ফলে যখন দীনি কোন বিষয়ের উপরে প্রবন্ধ, গল্প বা সাহিত্যের যে কোন শাখায় দ্বীন প্রচারক, আলিম-উলামা ও ধর্মীয় মহলের কেউ কোন টপিক উপস্থাপন করেন তখন তাতে না থাকে কোন প্রভাব-শক্তি, আর না থাকে কোন সাহিত্যরস এবং জ্ঞান পিপাসূদের আকর্ষণ করারমত জ্ঞানের খোরাক।[১৪৯] ফলে আধুনিক বিশ্বের নতুন প্রজন্মকে দ্বীনের প্রতি প্রভাবিত করতে অধিকাংশ সময়ই তারা ব্যর্থ হয়। দ্বীনের দায়ীরা দ্বীনের শিক্ষা অর্জনের পর সাহিত্য চর্চা করলে তাতে জনসাধারণের উপর যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব পড়বে ও যথেষ্ট উপকারও হবে। দ্বীনের প্রচার প্রসার সহজ ও তরান্বিত হবে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, শায়খ আবদুল কাদের জিলানী, আল্লামা ইবনে জাওযির মত আত্মসংশোধনকারী অলী আল্লাহগণও সাহিত্য চর্চা করেছেন। তারা সাহিত্যের উপর প্রভূত গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদের উস্তাদগণের অনেকে সাহিত্য চর্চা করেছেন বলে অনেক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।[১৫০]

---

[১৪৮] মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.: জীবন ও কর্ম (ঢাকা: মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২ খৃ.), পৃ. ২০৪-২০৫।

[১৪৯] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম. খ, পৃ. পৃ.১৬১।

[১৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক ইসলামী সাহিত্যের সংস্কার আন্দোলনের সূচনা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন সমকালীন সংস্কারক। তাঁর চিন্তাচেতনা ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। তাঁর আবির্ভাব এমনই সময় হয়েছিল যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বে সগৌরবে বিস্তৃত হচ্ছিল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দোর্দণ্ড প্রতাপ এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব মানুষকে দিন দিন ধর্মহীন করিতেছিল। ইউরোপীয় জাতির জীবনে ধর্ম গীর্জা পর্যন্ত সীমিত থাকলেও ইসলাম মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্পৃক্ত। মানবজীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ড ইসলামী জীবন বিধানের আওতাধীন। ইসলাম থেকে দূরে থেকে মানুষের জীবনকে খন্ডিত করে দেখার কোন অবকাশ নেই, অর্থাৎ মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই, যাতে ধর্মের নিয়ন্ত্রণই নেই।[১৫১] অথচ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার পুরোধাগণ ইসলামকে সেকেলে, প্রাচীন ধর্ম এবং প্রাচীন জীবন পদ্ধতি হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকে। অথচ ইসলাম যে বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছে, তা সমাজ ও মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।[১৫২] তাই জীবন থেকে ধর্মকে পৃথককারী দর্শন কোন কোন ধর্মে অনুমোদিত হলেও ইসলামের আনুগত্যশীল জনসমাজের জন্য তা কখনো গ্রহণীয় হতে পারে না। আর এরূপ দর্শন মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হলে তা মুসলমানদের থেকে ইসলাম দূরীভূতই করে না; বরং মানবীয় মূল্যবোধ ও মর্যাদাবোধকেও লোপ করে দিবে।

তাই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী জীবন থেকে ধর্মকে পৃথক করার নীতিকে অত্যন্ত বিপদজনক মনে করেন। তিনি মুসলিম বিশ্বে বয়ে যাওয়া এ ধরনের ধর্মহীনতা প্রতিরোধ করার ও ইসলামের উপর মুসলিম জাতির নারী পুরুষ, আবাল, বৃদ্ধা, বনিতা, কিশোর, নবীন এবং শিক্ষিতদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সংস্কার আন্দোলনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আর সংস্কার আন্দোলনকে গতিময় করার জন্য ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ‘মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম’ নামে শিক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এ একাডেমি থেকে তাঁর ইসলামী দাওয়া বিষয়ক চিন্তাচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অসংখ্য গ্রন্থ এবং চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। এ সংস্থা থেকে আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় রচিত প্রায় দুই শতাধিকেরও অধিক গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে যা মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করবে বলে আমার বিশ্বাস।[১৫৩]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক ইসলামী সাহিত্যের রূপরেখা প্রণয়ন ও প্রচার-প্রসার

ইসলামী সাহিত্য প্রণয়ন, প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে দামিস্কের বিশ্ববিখ্যাত ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘আল-মাজমা'উল ‘ইলমিল ‘আরাবী’ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে ভারতবর্ষ থেকে

---

[১৫১] মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.: জীবন ও কর্ম, পৃ. ২০৫-২০৬।
[১৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।
[১৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র সদস্য নির্বাচন করে তাঁকে[১৫৪] 'আল্-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী 'আরাবী'-এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে তাঁর ইসলামী সাহিত্যের চিন্তাধারা তুলে ধরার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। মুসলিম বিশ্বের অনেকেই তাঁর চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে নাদওয়াতুল 'উলামায় ১৭-১৯ এপ্রিল, ১৯৮১ সালে ইসলামী সাহিত্য বিষয়ে প্রথম সম্মেলন করেন। মুসলিম বিশ্বের আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সম্মেলনকে সফল করেন।[১৫৫]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৭ মে, ১৯৮৪ সালে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামী' নামক সাহিত্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যকে সংস্কার আন্দোলনের বাহন নির্ধারণ করে আনুষ্ঠানিক ও আন্ত র্জাতিকভাবে ইসলামী সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের কাজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তরান্বিত করেন।[১৫৬]

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামীর প্রথম সম্মেলন লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ইসলামী সাহিত্যের ভিতকে দৃঢ় করা, ইসলামী সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগের নিয়মনীতি তৈরী করা, নতুন গল্প, সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ, জীবনী সাহিত্যের নিয়মনীতি প্রণয়ন করা, ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাস নতুনভাবে প্রণয়ন করা, ইসলামী সাহিত্যিকদের আদর্শ নির্ধারণ করা, শিশু সাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেয়া এবং সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সাহিত্যিকদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করার পর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ আন্দোলনের দ্বিতীয় সম্মেলন ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ভূপাল, দিল্লী, লাহোর, পুনা, আযমগড় ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এ আন্দোলনের বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং নিয়মিত পত্র-পত্রিকা বের হচ্ছে।[১৫৭]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ইসলামী চিন্তাচেতনার আলোকে সংস্কার করার প্রয়াস চালিয়ে সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি ও দিকনির্দেশনাসমৃদ্ধ স্বীয় রচনা, প্রবন্ধ ও বক্তব্য তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন মানুষের সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য ইসলামী সাহিত্যের ব্যাখ্যা করেন। তিনি সাহিত্যকে কেবল আমোদ-প্রমোদের উপায়-উপকরণ বানিয়ে সীমিত না করে বরং ইসলামী সাহিত্যকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করে সর্বাত্মক উপকার লাভের আহ্বান জানান।[১৫৮] ইসলামী সাহিত্যের বিষয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর চিন্তাচেতনা কেবল ভাষা ও আহ্বানগতই ছিল না; বরং তিনি তা নিজে কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। তাই তাঁর আরবী-উর্দু রচনা ও বক্তব্যে সাহিত্যের ছাপ দেখা যায়। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায়ই তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ইসলামী সাহিত্যের বিকাশ সাধন, উন্নয়ন ও সুদৃঢ় করণের জন্য যে চিন্তাভাবনা করতেন তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করতেন। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন সমাবেশে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'রাবেতাতুল আদাবিল ইসলামী'র আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন। তুরস্ক, মরক্কো, মিসর, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইউরোপের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে ইসলামী সাহিত্যের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে

---

[১৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

[১৫৫] আযীয বরনী, পত্রিকা: 'আলমী সাহয়া, বিশেষ সংখ্যা ৫২, নয়া দিল্লী, ৩০ এপ্রিল, ২০০৭ খৃ. পৃ. ৪৫।
[১৫৬] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.: জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬৪।
[১৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।
[১৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতির বক্তব্য উপস্থাপন করা ছাড়াও তিনি অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রানবন্ত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন।[১৫৯]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইসলামি সাহিত্যের সূচনা

সৌদি আরবে হযরত জাকারিয়া (রহ.)-এর দাওয়াতী কাজের পরিচয় ১৯৩৮ সালে তার সৌদি আরব সফরের সময় হয়ে গিয়েছিল। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ও কামনা ছিল যে, ভারতে দাওয়াতী কাজের কিছু অগ্রগতি হলে সৌদি আরবে গিয়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে বুনিয়াদ পত্তন করবেন। হযরত জাকারিয়া (রহ.)-এর মত তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা ইউসুফ সাহেবের মধ্যেও ইসলাম প্রচার ও প্রসারের সে জযবা ও ইচ্ছা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি ১৯৪৬ সালেই জামাআতের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সৌদি আরব পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব বলিয়াভী ছিলেন অন্যতম প্রধান। তিনি ধৈর্যের সাথে শুধুমাত্র মুহাজির, প্রবাসী ও ভারতীয় হাজীদের মধ্যে দাওয়াতী কাজের পরিচয় করাতে সক্ষম হন। কিন্তু সৌদি আরবের আলিম-উলামা ও শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে এ দাওয়াত পেশ করার জন্য আরবী ভাষায় দক্ষ ও দাওয়াতী কাজের সাথে মনে-প্রাণে সম্পৃক্ত খালেছ দায়ী আলেমের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কেননা প্রতিটি কাজেরই একটা ভিন্ন ভিন্ন ধারা রয়েছে।[১৬০] জ্ঞানী-গুণী, উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণী ও সুশীল সমাজের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ করার জন্য সেই ধারারই যোগ্য, দক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল।

হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব এ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ (রহ)-এর নিকট বার বার চিঠি লিখে জানাতে থাকেন যে, এখানে এমন কোন ব্যক্তিত্বকে পাঠান যিনি শিক্ষিত মহলে অত্যন্ত দক্ষতা, যোগ্যতা ও আন্তরিকতার সাথে এ দাওয়াতের পরিচয় করাতে পারেন এবং যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এখানকার শিক্ষিত যুবক শ্রেণী, আহলে 'ইলম, সুশীল সমাজ তথা সমগ্র শ্রেণীর উপর পরে'। এ কাজের জন্য স্বয়ং মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব নিয়ামুদ্দী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কেননা তিনি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে পূর্বেই অবগত ছিলেন, আর তা ছাড়াও তাঁর ছিল বংশ বা খান্দানী পরিচয় ও বিশাল ব্যক্তিত্ব ফলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে এ কাজের সবচেয়ে যোগ্য, দক্ষ ও উপযুক্ত মনে করে ছয় মাসের জন্য সৌদি আরবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর আম্মা, স্ত্রী, এক বোন ও ভাগ্নে মাওলানা মুহাম্মাদ সানী হাসানীকে নিয়ে ১৯৪৭ সালের ৯ই জুলাই করাচী থেকে জাহাজে রওয়ানা হয়ে ১৯শে জুলাই

---

[১৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

[১৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

(২৯শে শাবান) জেদ্দা পৌঁছেন। হজ্জের বেশ দেরী থাকায় তিনি প্রথম মদীনা শরীফে উপস্থিত হন।[১৬১]

কিন্তু সৌদি আরবে তখন তিনি ছিলেন নতুন, তখনও পর্যন্ত তাঁর কোন পরিচিতি গড়ে ওঠে নাই। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন বিজ্ঞ ও দূরদর্শী তিনি এ ভ্রমণের পূর্বেই তাঁর লিখিত এবং দিল্লীতে এশিয়ান কনফারেন্সে পঠিত একখানি আরবী বই إلى ممثلي البلاد العربية সাথে নিয়েছিলেন। বইখানির সাহিত্যমান ছিল খুবই উন্নত স্তরের এবং দাওয়াত প্রদানের প্রদ্ধতি ও উপস্থাপনা ছিল উন্নত মানের। সৌদি আরবে তখনও পর্যন্ত দাওয়াতী ও ইসলাহী রসেভরপুর আরবী পত্রপত্রিকা খুব কমই পাওয়া যেত। আরবরা তখন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-সভ্যতা নিয়ে ব্যস্তছিল। মিসর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাতেও ছিল শুধু নিছক সাহিত্যরস ও আধুনিকতার ছাপ।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ৩রা রমযান থেকে ২০শে জিলক্বদ প্রায় ৩মাস মদীনা শরীফে অবস্থান করেছিলেন। মসজিদে নববীতে জুমআর নামায আদায় করার পর 'মাদরাসা শরীয়াহ'-এর একটি হলে, রমযান মাসে তারাবীহর নামাজ আদায় করার পর উপস্থিত মুসল্লি ও আলিম-উলামার সমাবেশে এবং মদীনা শহরের বিভিন্ন এলাকার অনেক সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন। তাছাড়াও তিনি দীনী কাজের জন্য গাশ্ত বা ঘুরে-ফিরে সদস্য সংগ্রহসহ তাবলীগের সমস্ত কর্মসূচীকে সৌদি আরবে দ্রুত এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। জিলকদের শেষের দিকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মক্কা শরীফে উপস্থিত হন। সেখানকার বড় বড় আলিমদের মধ্য থেকে আল্লামা সাইয়েদ আলভী মালেকী, শায়খ আমীন কাতবী, শায়খ হাসান মুশশাত, শায়খ ইবনে আরাবী, শায়খ মাহমুদ শাওবিল এবং শায়খ আবদুর রাজ্জাক হামযার সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তাছাড়াও মক্কা শরীফে দীর্ঘ অবস্থানের ফলে শায়খ উমর ইবনুল হাসান আল শায়খ এর সাথে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পরিচয়। এই পরিচয় দাওয়াতের কাজে ও জামাআতের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছিল। তিনি শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল ওহাব সৌদি সরকারের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় কাযীউল কুযাত ও শায়খুল ইসলাম শায়খ আবদুল্লাহ বিন হাসানের আপন ভাই রিয়াদের "হাইয়াতে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার"-এর প্রধান ছিলেন। তিনি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত আরবী বইপত্র মনোযোগ সহকারে পড়েন এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তারা প্রত্যেকেই আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগীতা করেছিলেন।

তাছাড়াও সৌদি আরবের সঙ্গিন অবস্থার কথা বিবেচনা করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সৌদি বাদশাহর নিকট অত্যন্ত আবেগের সাথে একখানি পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে তিনি আরবদের তৎকালীন অবস্থার কথা উল্লেখ করে কিভাবে এই জাতিকে ইসলামের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা যায় তার জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় আলোচনা করেন। তিনি তাঁর পত্রে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের রাজত্বকালের অগ্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। সর্বোপরি সারা দুনিয়ার মুসলমান সৌদি আরবের কাছে কি চায়, কি আশা করে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বাদশাহদের দায়-দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেন। এ

[১৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

চিঠি তিনি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমে শায়খ উমর বিন হাসানের কাছে পৌঁছে দেন। শায়খ উমর এই চিঠি সৌদি বাদশাহকে পড়ে শোনান।[১৬২] আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে আরবের সে সময়ের সুধী সমাজে এই নবাগত ভারতীয় ইসলাম প্রচারক এবং আরবী সাহিত্যিক সবার নিকট সমভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন। ফলে আরবের যুব সম্প্রদায়, বড় বড় জ্ঞানী ও শিক্ষিত মহল, সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিক ও আলিম-উলামাদের উঁচু শ্রেণীতেও ইসলাম প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতের কাজ করা আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর জন্য খুবই সহজ হয়। ইসলামের অনুসরণ-অনুকরণ ও প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁর আবেগপূর্ণ আবেদন আরবের শিক্ষিত ও সুধী সমাজের মনোজগতে এক বিরাট বিপ্লব এনে দেয়। তারা সম্বিত ফিরে পায় ও নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং ইসলাম প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতের কাজ ত্বরান্বিত হয়।[১৬৩]

---

[১৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৭।
[১৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অধ্যাপনা ও বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন; তেমনি পারদর্শী ছিলেন গ্রন্থ রচনায়। তিনি অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে আরবী ও উর্দু ভাষায় বই-পুস্তক রচনা করে মুসলিম জাতিকে ইসলামী সাহিত্যের ভাণ্ডার উপহার দেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরবী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৬৪] সাহিত্যের এমন কোন দিক নেই যেখানে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কলম ধরে নাই। ইসলামী সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যেখানে স্পর্শ করে নাই। তিনি কুর'আন বিষয়ক, হাদীস বিষয়ক, ফিক্হ ও 'আকাইদ বিষয়ক, সূফীতত্ত্ব বিষয়ক সাহিত্য, নীতিমূলক সাহিত্য, সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক, ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ক রচনাবলী, ভ্রমণ কাহিনী, পত্র সাহিত্য, সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, আত্মজীবনী বিষয়ক প্রভৃতি রচনাবলী এমনকি শিশু সাহিত্য ও ছোটগল্প বিষয়ক রচনায় সফলতা লাভ করেছিলেন। আরবী ও উর্দু ভাষায় তাঁর বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকা দেশ-বিদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর আরবী ভাষায় রচিত ছোট-বড় ৬৬ খানা গ্রন্থের একটি তালিকা ইতঃমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যা মূলতঃ ১৭৬টি হবে।[১৬৫] তাঁর উর্দু রচনার মধ্যে ১৯৭ টি গ্রন্থের একটি তালিকা ভারতের 'আলমী সাহারা' নামক দৈনিক উর্দু পত্রিকায় তাঁর জীবনী সংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।[১৬৬] সে তালিকায় এক দেড় ফর্মার পুস্তিকা থেকে সহস্র পৃষ্ঠা কলেবরের বইও রয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ সালমানের মতে তাঁর আরবী ও উর্দুতে রচিত পুস্তকাদির সংখ্যা সর্বশেষ তথ্যমতে ২৬৫ টিতে পৌঁচেছে[১৬৭] তাঁর ইংরেজীতে প্রকাশিত পুস্তকসমূহের সংখ্যা ২০০২ সাল পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী ৪৫টি।[১৬৮] তাঁর অধিকাংশ রচনা ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, হিন্দি, তুর্কী, বাংলা, তামিল, মালয়ী, গুজরাটীসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে।[১৬৯] আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে 'আবুল হাসান আলী আন্-নদভী' এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি তাঁর জীবনে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে অসাধারণ ইসলামী সাহিত্য রচনা করে সাহিত্যাঙ্গনে দৃঢ় সম্মান জনক স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। বক্ষমান প্রবন্ধে আমি শুধুমাত্র আরবী ভাষায় রচিত অল্প কয়েকটি ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপস্থাপনা সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা ও পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাবো।

---

[১৬৪] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, তুহফা-এ দীন ওয়া দানেশ, (লক্ষ্মৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৫২-৫৩।

[১৬৫] মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.স্মারক গ্রন্থ, (ঢাকাঃ আল্-ইরফান পাবলিকেশন্স, ১১ বাংলাবাজার, ২০১০ খৃ.), পৃ. ২৬০।

[১৬৬] আযীয বরনী, পত্রিকাঃ 'আলমী সাহরা, বিশেষ সংখ্যা ৫২, নয়া দিল্লী, ৩০ এপ্রিল, ২০০৭ খৃ. পৃ. ৪৫-৪৭।

[১৬৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ.৩৩৫-৩৩৪।

[১৬৮] মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ২৬১।

[১৬৯] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, তুহফা-এ দীন ওয়া দানেশ, পৃ. ৫৪-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় রচিত ইসলামি দাওয়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা

আল 'আকিদাতু ওয়াল 'ইবাদাতু ওয়া-ছুছুলুক (العقيدة والعبادة والسلوك)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর লেখা العقيدة والعبادة والسلوك নামে আরবী সংস্করণটি প্রথমেই প্রকাশিত হওয়ার পরে এই গ্রন্থটি উর্দু ভাষায়[১৭০] দস্তুর-এ হায়াত (دستور حيات) শিরোনামে ২৪০ পৃষ্ঠার বইটি লক্ষ্ণৌ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে লেখক দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বিভিন্ন সমাজের সাথে পরিচয় লাভ করে যে বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সে আলোকে তিনি অত্র বই এ ইসলামি জীবন বিধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বইটিতে সুন্দর একটি ভূমিকা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের 'আকিদা ও বিশ্বাস, ইসলামের মূল প্রকৃতি ও এর লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, জিহাদ, আত্মশুদ্ধি, চরিত্র ও মানসগঠন, এবং 'ইবাদত সংক্রান্ত আলোচনা, পরিশেষে ইসলামি তাহযীব ও তামাদ্দুনের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য নিখঁতভাবে তুলেধরা হয়েছে বইটিতে ।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে, বর্তমান যুগ হলো আধুনিক যুগ। এ যুগের মানুষ অতি অল্প সময়ে অনেক বেশী অর্জন করতে অগ্রহী। দীর্ঘ, জটিল-কঠিন, শ্রমসাপেক্ষ, সুক্ষ্ম ও গভীরচিন্তা সাপেক্ষ কোন বিষয়বস্তু চিন্তা করে অধ্যয়নের আগ্রহ ও ইচ্ছা মানুষের আর নেই।[১৭১] তাই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মানুষের মন-মানসিকতা ও তাদের আবেদন পর্যবেক্ষণ করে আধুনিক যুগের উপযোগী করে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আধুনিক যুগের পাঠকদের জন্য এটি একটি চমৎকার বই। গ্রন্থটির ভাষা সহজ-সরল সকল শ্রেণীর পাঠক বইটি পাঠ করে সহজেই বইটির ভাব ও বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ 'ইসলামি জীবন বিধান' নামে বইটির সফল বঙ্গানুবাদ করেছেন, যা ২১৬ পৃষ্ঠায় ঢাকার মুহাম্মদ ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

কাদিয়ানিয়াত (قاديانيت)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত চার অধ্যায়ে বিভক্ত বইটির প্রথম অধ্যায়ে কাদিয়ানী আন্দোলন ও এর সাথে জড়িত দুই ব্যক্তির জীবনী ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে মীর্যা গুলাম আহমদের 'আকীদা ও বিশ্বাস ও তার দাবী-দা'ওয়া সমূহের বিবরণ ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হয়েছে।[১৭২] ৩য় অধ্যায়ে মীর্যা গুলাম আহমদের সীরাত এবং জীবন আচরণ আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে মীর্যা গুলাম আহমদের

---

[১৭০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী (৩য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

[১৭১] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ইসলামি জীবন বিধান, অনুবাদ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ২৩।

[১৭২] ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মীর্যা গোলাম আহমদ নিজেকে মুবাল্লিগ, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মুজাদ্দিদ, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নিজেকে প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে নিজেকে আংশিক নবী এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে নিজেকে নবী বলে দাবী করে।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান[১৭৩] এবং তাদের অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলা অবৈধ ফতোয়ার বিবরণ আলোকপাত করা হয়েছে।[১৭৪] চতুর্থ অধ্যায়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কাদিয়ানী মতবাদের কঠোর সমালোচনা করে এ মতবাদকে ইসলাম বিরোধী মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে কাদিয়ানী মতবাদকে নুবুওয়্যতের বিরুদ্ধে একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহ হিসেবে উপস্থাপন করে কাদিয়ানী লাহোরী দলের[১৭৫] 'আকীদা ও বিশ্বাস এবং কাদিয়ানী আন্দোলন মুসলিম বিশ্বকে কী দিতে পেরেছে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এ অধ্যায়ে।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ বইটি লিখতে গিয়ে মীর্যা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং কাদিয়ানী মতবাদের সমর্থকদের বই-বই, বুকলেট ও লিফলেট গভীর গবেষণার দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করে কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা এই বইয়ের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বইটির প্রথম তিনটি অধ্যায়ে রয়েছে কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, খলিফা ও তাঁদের মতবাদ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে কাদিয়ানী মতবাদ যে, ভ্রান্ত এবং নুবুওয়্যতে মোহাম্মদীর বিরুদ্ধে এটি বিদ্রোহ সে বিষয়ে লেখকের প্রাণবন্ত বিস্তারিত আলোচনা। বইয়ের শেষ কভার পৃষ্ঠায় রয়েছে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ২৪ টি বইয়ের একটি তালিকা, যেগুলো করাচীর নাযিমাবাদের 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম', থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত বিশ্লেষণধর্মী এ গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত উঁচু মানের সাহিত্যিক মানদণ্ডে উন্নীত যা পাঠককে বিমোহিত করতে সক্ষম।

এ গ্রন্থটি অধ্যয়নের সময় অনুধাবন করা যায় তিনি কাদিয়ানী মতবাদের বইগুলো খুব ভালভাবেই অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করেছেন। অতঃপর তাদের মতবাদ খণ্ডনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। বইটি প্রথমে আরবী ভাষায় রচিত হয়েছিল, পরে বইটিকে উর্দুতে অনুবাদ করে তিনি নিজেই প্রকাশ করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ২০২ পৃষ্ঠার এ উর্দু বইটি (৪র্থ সংস্করণ) করাচীর নাযিমাবাদের 'মজলিশ-এ নাশরিয়াবাত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বইটির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করার প্রয়াস পান যে, কাদিয়ানী মতবাদ মিথ্যা ভঙ্গুর মতবাদ এটা নুবুওয়্যতে মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ।[১৭৬] এ বইটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর মুর্শিদ 'আবদুল কাদির রায়পুরীর নির্দেশে। এ বইয়ের একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

---

[১৭৩] মীর্যা গুলাম আহমদ বিভিন্ন ভাবে ইংরেজদের সহযোগিতা করার কারণে অনেকে ইংরেজদের চর বা দোসর বলে আখ্যা দেয়।

[১৭৪] 'উলামায়ে কিরাম যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেন তখন মীর্যা গুলাম আহমদ সে জিহাদকে অবৈধ বলে মত ব্যক্ত করেন। মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কাদিয়ানিয়াত, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, ১৯৮১ খৃ.) ৪র্থ সং. পৃ. ১১৭।

[১৭৫] ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মীর্যা গুলাম আহমদের মৃত্যুর পর খাজা কামাল উদ্দীন ও মৌলবী মুহাম্মদ 'আলীর নেতৃত্বে একদল লোক মূল দল হতে আলাদা হয়ে লাহোরে দল গঠন করে। এরা গুলাম আহমদকে সংস্কারক মনে করতেন।

[১৭৬] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কাদিয়ানিয়াত, পৃ. ৮। আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২।

নাফাহাতুল ঈমান (نفحات الإيمان)

৯৭ পৃষ্ঠার 'নাফহাতুল ঈমান' আরবী বইটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্যের সংকলন, যা মিসরের 'দারুস সাহ্ওয়া লিননশর ওয়াত্ তাওযী' থেকে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৪০৪ হিজরীর রজব ও শা'বান মাসে জর্দান ও ইয়ামেন সফরকালে বিভিন্ন সমাবেশে যে সাতটি বক্তব্য প্রদান করেছিলেন, বইটিতে সেই সাতটি বক্তব্যই উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই সাতটি বক্তব্যের মর্মানুবাদ নিম্নরূপঃ

১. ঈমান ও বিশ্বস্ততার জলপ্রপাত থেকে উএশার লাভের উপায়;
২. শাহাদাত লাভ ও পারলৌকিক জীবনে সফলতার কমনায় মুসলিম শক্তির উৎস;
৩. মি'রাজ ও ইসরার অর্থ এবং তাৎপর্য;
৪. মুসলিম জাতি সদা সর্বদা শত্রুর পাহারায় নিয়োজিত, সুতরাং তাদেরকে সবসময় জিহাদে থাকতে হবে;
৫. সাবা সম্প্রদায়ের নাফরমানির শাস্তি থেকে শিক্ষনীয়;
৬. বিশ্বে আরবী ভাষার বিকাশই ইসলামের চিরন্তন মু'জিযা;
৭. ইসলামি ব্যক্তিত্বের গুণাবলী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব।

মাওলানা ওয়াজিহ্ রশীদ নদভীর লেখা বইটির শুরুতে একটি সূচীপত্র ও ভূমিকা রয়েছে। বইটি সহজ-সরল। ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ জনগনের জন্য সহজপাঠ্য।[১৭৭]

আন্-নাবিয়্যুল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল (النبي الخاتم والدين الكامل)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রচিত ৩৮ পৃষ্ঠার এ আরবী পুস্তিকাটি ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি 'আকাইদ বিষয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্যের সংকলন।[১৭৮] দেওবন্দ মাদরাসায় ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে খতমে নুবুওয়্যতের সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে বলিষ্ঠ দলিল-প্রমাণাদির মাধ্যমে নুবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ও দীন ইসলামের পরিপূর্ণতা বিষয়ে উর্দুতে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন।

রাওয়াইয়ু ইকবাল (روائع إقبال)

৩২০ পৃষ্ঠার روائع اقبال' শিরোনামে আরবী এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত যা দামেশ্ক এর বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন 'আল্লামা ইকবালের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ও গুণগ্রাহী। তাই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'আল্লামা ইকবালের চিন্তা-ধারা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে উল্লেখিত গ্রন্থটি প্রথমে আরবী ভাষায় 'روائع إقبال' নামে, পরে ইংরেজী

---

[১৭৭] আবুল হাসান নদভী, নাফহাতুল ঈমান, (মিসরঃ দারুস সাহ্ওয়া লিননশর ওয়াত্ তাওযী', ১৯৯১ খৃ.), ১ম. সং, পৃ. ১-৯।
[১৭৮] সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, আন্-নাবীউল খাতাম ওয়াদ্দীনুল কামিল, (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী', ১৯৮৭ খৃ.),পৃ. ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় 'The Glory of Iqbal' ও উর্দুতে 'نقوش اقبال' নামে ভাষান্তর করে প্রকাশ করেছেন।[১৭৯] এ গ্রন্থটির প্রথমেই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দার্শনিক কবি 'আল্লামা ইকবালের জীবন ও কর্মের উপর প্রাণবন্ত আলোকপাত করেছেন। অতঃপর ইউরোপীয় সমাজ-সংস্কৃতি, সভ্যতা-রাজনীতি ও সমাজদর্শণ নিয়ে তাঁর বিকশিত চিন্তাধারা উপস্থাপন করেছেন।[১৮০]

মানহাজুন আফদালু ফিল ইসলাহি (منهج أفضل في الإصلاح)

১৩৮৯ হিজরীতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দা'ওয়াত অনুষদের শিক্ষক ও ছাত্রদের উপস্থিতিতে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে তার বক্তব্য সংকলন করে منهج أفضل فى الإصلاح শিরোনামে ৩২ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্মৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশ করা হয়। এটি মূলতঃ নদভীর বক্তব্যের সংকলন। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া ভারতকে কেন্দ্র করে তাঁর ইসলামি দা'ওয়া বিষয়ে আরবী ভাষায় উপস্থাপিত বক্তব্যটি তাঁর গভীর জ্ঞানের ও সুক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় বহন করে।[১৮১] আরবী বইটির বিষয়বস্তু মূলতঃ ভারতের মোঘল আমলের শাসক-প্রশাসকদেরকে কেন্দ্র করে লেখা। মোঘল আমলের কোন কোন শাসকের শাসনামলে ও কার নেতৃত্বে বিদ'আতের বিস্তার ঘটেছে, আর অপর দিকে কোন কোন শাসক ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন, এবং তাঁদের দ্বারা ইসলামের কি কি খিদমত হয়েছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে অথচ নিখুঁত, পরিপাটি ও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই বইটিতে। বিশেষ করে দীনে এলাহীর প্রবর্তক সম্রাট আকবর ও অন্যান্য শাসকদের ইসলামি শরী'আত বিরোধী কার্যাবলী এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকল্পে শায়খ আহমদ ইব্ন 'আবদুল আহাদ আল-'উমরী আস-সিরহিন্দ (৯৭১-১০৩৪ হি.)-এর অবদান বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই এ বইটি ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্যের অন্তর্গত বললেও ভুল হবে না।

বইটির প্রথমেই প্রকাশকের একটি সুন্দর বাণী রয়েছে। এর ভাষা সহজ-সরল প্রাণবন্ত ও প্রাঞ্জল। যারা মোঘল শাসনামলে ভারতীয় উপ-মহাদেশে প্রচলিত বিদ'আতী কার্যাবলী এবং এর পৃষ্ঠপোষকদের নিরেট ইতিহাস ও পরিচয় জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এ বইটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।[১৮২]

কায়ফা দাখালাল' আরাবু আততারীখা? (كيف دخل العرب التاريخ ؟)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংস্কার কার্যের মিশন নিয়ে ভ্রমণ করেছেন। সংস্কার কার্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দুবাই ভ্রমণ করে ২৮ জানুয়ারী ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে দুবাই পাবলিক লাইব্রেরীতে জনাকীর্ণ এক সুধী সমাবেশে كيف دخل العرب التاريخ؟ শিরোনামে বক্তব্য প্রদান করেন।[১৮৩] তার উপস্থাপিত বক্তব্যের শিরোনামই বক্তব্যের

---

[১৭৯] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, নুকূশ-এ ইকবাল (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.), সং ৪র্থ, পৃ. ১৩

[১৮০] httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manujacturers_id=34&products_id=950 Accessed on 12-05-2008.

[১৮১] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মানহাজুন আফদালু ফিল ইসলাহী, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, নাদওয়াতুল 'উলামা, তা. বি.), পৃ. ৩।

[১৮২] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মানহাজুন আফদালু ফিল ইসলাহী, পৃ. ১৩-১৮।

[১৮৩] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩২৩; কারওয়ান-এ যিন্দিগী

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তুকে পরিষ্কার ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। পরবর্তীতে তার বক্তব্যকে সংকলন করে নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌর' আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে ২৮ পৃষ্ঠার এ আরবী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এটি মূলতঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্যের সংকলন মাত্র।

গ্রন্থকার তার এ গ্রন্থটিতে কি কারণে কোন জাতি কিভাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেয় তার তিনটি পথ নির্দেশ করেছেন। সেই সাথে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আরব জাতি রিসালাত ও হিদায়াতের মাধ্যমেই যে, ইতিহাসের পাতায় নিজেদের স্থান করে নিয়েছে, তা তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন।[১৮৪]

গ্রন্থটি পাঠ করলে লেখককে প্রখ্যাত ইতিহাস পর্যালোচক ও সমালোচক বলেই পাঠকের মনে হবে। গ্রন্থটির ভাষা তেমন কঠিনও নয়, আবার ততটা সহজও নয়। আরবী ভাষা ভাষীদের মধ্য থেকে যারা ইতিহাস রচনার নিয়মনীতি ও কিভাবে কোন একটি জাতি উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিতে পারে সে বিষয় জানতে আগ্রহীদের জন্য গ্রন্থটি অতুলনীয়।

তাদহীয়্যাতু শাবাবিল 'আরাবি কানতরাতুন ইলা সা'আদাতিল বাশারিয়্যাহ (تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية)

১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে ১৬ পৃষ্ঠার تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية শিরোনামে এ আরবী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী বক্তব্যের সংকলন একটি বিশেষ গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সংগ্রাম ও সংস্কার আন্দোলনকে গতিশীল বেগবান করার জন্য অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক ও উজ্জীবকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। তাই সংগ্রাম ও সংস্কার আন্দোলনের চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন প্রতিটি মানুষের জন্য গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক ভুমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। বর্তমান সময়ের মৃত্য প্রায় সামাজিকতা মানবতা ও মানুয়ের মনুষ্যত্বকে তাঁর অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যে ফিরিয়ে নিতে বর্তমান কালের তরুন ও যুব সমাজকেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা প্রয়োজন উল্লেখ করে এ বিষয়ে পবিত্র কুর'আনের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ গ্রন্থে। এ বিষয়ে উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাক্কী ও মাদানী জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে সাহাবীগণের জীবন উৎসর্গের ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে।[১৮৫]

২য়. খ.,পৃ. ১৬৯-১৭০।

[১৮৪] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কায়ফা দাখালাল 'আরাবু আততারীখা? (লক্ষ্ণৌঃ' আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী', ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ১৫-২৮।

[১৮৫] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, তাদহীয়্যাতু শাবাবিল 'আরাবি কানতরাতুন ইলা সা'আদাতিল বাশারিয়্যা, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৪-৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফুনা আনফুসাহুম (العرب يكتشفون أنفسهم)

ইসলামী বিশ্বের নেতৃবর্গের করণীয় বিষয়ে ৩০ জিলক্বদ ১৩৯৩ হিজরীতে "الأمة العربية المسلمة تكتشف نفسها" শিরোনামে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামী' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে আরবী ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। তার এ বক্তব্যই ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে "العرب يكتشفون أنفسهم" শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর' 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে ৪২ পৃষ্ঠার এ আরবী পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়।[১৮৬] আরব জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে লেখা বইটিতে জ্ঞানগর্ব দিক নির্দেশনা রয়েছে যা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে সম্মান ও গৌরবের আসনে সমাসীন করতে পথ দেখাবে। পুস্তিকাটিতে উপস্থাপিত বক্তব্যের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু গঠনতান্ত্রিক পরিপাটি সাহিত্যের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। পুস্তিকাটির ভাষা মোটামুটি সহজ-সরল, সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল।

আহদীসুন সারীহাতুন মা'আ ইখওয়ানিনাল 'আরাব ওয়াল মুসলিমীন
(أحاديث صريحة مع إخواننا العرب و المسلمين)

সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী ১৬-২৭ নভেম্বর ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েত ভ্রমণকালে যে সকল বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন তা একত্রিত করে أحاديث صريحة مع إخواننا العرب و المسلمين শিরোনামে ১১১ পৃষ্ঠার এ আরবী গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশ করা হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত এ গ্রন্থটি তাঁর বক্তব্যের সংকলন, তার এ গ্রন্থটিতে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই। ।

আরব বিশ্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গ্রন্থকার তার এ গ্রন্থে তাদের সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তাদের অবনতিশীল চরম সংকট সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বিশেষ করে তাদের দীন ইসলামের কাজের ক্ষেত্রে কঠোর সাধনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব তুলে ধরে তাদের অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আরব তরুন ও যুব সমাজকে সচেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।[১৮৭] লেখক তার বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করতে গিয়ে কখনো কখনো কঠোরতা অবলম্বন করেছেন; আবার কখনো কখনো ব্যক্তিগতভাবে বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন, 'আরব ভাইদের সাথে সাক্ষাত করে দীন ইসলামের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আমি নির্দেশ সূচক ভঙ্গিতে কথা বলেছি।'[১৮৮] লেখকের বক্তব্যগুলো সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ও গবেষণাধর্মী।

---

[১৮৬] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফুনা আনফুসাহুম (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ৩-৫।

[১৮৭] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আহদীসুন সরীহাতুন মা'আ ইখওয়ানিনাল 'আরব ওয়াল মুসলিমীন, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, তা. বি.), পৃ. ২৭-২৮।

[১৮৮] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আহদীসুন সরীহাতুন মা'আ ইখওয়ানিনাল 'আরব ওয়াল মুসলিমীন, পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল-মদ ওয়াল জযর ফী তারীখিল ইসলামি (المد والجزر في التا ريخ الإسلامي)

১৯৮০ খৃষ্টাব্দে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রচিত ৯৫ পৃষ্ঠার المد والجزر في التاريخ الإسلامي শিরোনামে এ আরবী বইটি লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার তার এ গ্রন্থে ইসলামপূর্ব আরবের জাহেলী অবস্থা, ইসলামের উত্থান, বিকাশ ও পূর্ণতা এবং শেষ যুগের মুসলমানদের পতনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে আরবী ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

মুসলিম জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস ও কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন 'মুসলমানদের উত্থান-পতনের সাথে সরাসরিভাবে ঈমান জড়িত, মুসলমানদের পতনের জন্য ঈমানের শূন্যতকে দা'য়ী করে তিনি আরো বলেন, ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়েই আরব জাতি বিশ্ব সভ্যতায় নিজেদেরকে মর্যাদা ও সম্মানের আসানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আবার ঈমানের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় তাদের অধঃপতন অতি ত্বরান্বিত হয়েছে। অতএব মুসলমানদেরকে অতীত ঐতিহ্য, সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য নতুনভাবে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হতে হবে; দীন, নৈতিক, চরিত্রিক ও আদর্শীক শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে'।[১৮৯] বইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাবলিল। বইটি যদিও সংক্ষিপ্ত তথাপি এতে চিন্তাশীল পাঠক ও গবেষকদের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে।

মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলামি (مسئولية الأمة الإسلا مية أمام الأمم والعالم)

২৩ আগষ্ট ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'রাবিতাতুল আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর নিরাপত্তা পরিষদের সম্মেলনে যোগদানের জন্য জর্ডান ভ্রমণ করেন। ২৪ আগষ্ট ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে আম্মানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশ্ববরেণ্য মুসলিম চিন্তাবিদ, 'আলিম, ফকিহ, স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিত্ব ও সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ এক বক্তব্য প্রদান করেন। তার এ বক্তব্যটিই 'মাসউ'লিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল-'আলমি' শিরোনামে বইকারে প্রকাশিত হয়।[১৯০] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্যের সংকলন বইটি ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে مسئولية الأمة الإسلامية أمام الأمم والعالم শিরোনামে ১৮ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থকার অত্র গ্রন্থে সূরা আনফালের والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير এ আয়াতকে কেন্দ্র করে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করে প্রসঙ্গক্রমে ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগের দু'টি পরাশক্তি রোম ও পারস্যের অধীন সমগ্র বিশ্ববাসী যে জাহিলিয়্যাতের অজ্ঞতার অন্ধকারে ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল তা বিস্তারিতভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় উস্থাপন করেন। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এ বিশ্বের অসংখ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের উপর যে কম সংখ্যক আলোকিত জ্ঞানী গুনী মানুষ ঈমানী

---

[১৮৯] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল-মদ ওয়াল জযর ফী তারীখিল ইসলামি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ), পৃ. ৯২-৯৩।

[১৯০] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ), পৃ. ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বিজয়ী হয়েছিল সে বিষয়ে প্রেরণাদায়ক বক্তব্য উপস্থাপন করে বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট প্রতিহত ও মুকাবিলা করার জন্য অতীতের মত কতিপয় আলোকিত জ্ঞানী মানুষ তথা সংস্কারকগণের উদ্যোগ গ্রহণ করা অতি প্রয়োজন, সে বিষয়ে জোরালে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাছাড়া কুর'আন-সুন্নাহ ও রাসূলের সীরাত হতে সাহাবা (রা.)-এর ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমান যোগ্য নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ করার আহ্বান জানান।[১৯১]

বইটি পাঠে লেখককে একজন বিজ্ঞ ও সার্থক মুফাসসির হিসেবে প্রতীয়মান হয়। কারণ এ বইটিতে তিনি পবিত্র কুর'আনের আয়াত ও ইতিহাসকে চমৎকারভাবে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন। বইটিতে চিন্তাশীল পাঠক, গবেষক ও সংস্কারকগণের জন্য অনেক প্রেরণাদায়ক তথ্য ও উপাদান রয়েছে। বইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য।

আল ইসলাম ওয়াল গারব (الإسلام و الغرب)

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৩২ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর বক্তব্যের সংকলন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Islamic Centre'-এর সেক্রেটারী D.G. BROWNING এর অনুরোধক্রমে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Islamic Centre'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে উদ্বোধনী সমাবেশে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য الإسلام و الغرب বক্তব্যটি রচনা করেছিলেন।[১৯২] পরে এ বক্তব্যের আরবী ভার্সন উল্লেখিত শিরোনামে বইকারে প্রকাশিত হয়। বইটির শুরুতে আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী'-এর পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ রাবি' হাসানী নদভীর কিছু কথা সংযোজিত হয়েছে যাতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ইউরোপ ভ্রমণ ও 'Islamic Centre'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার বক্তব্যে পরিষ্কার করে বলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে গ্রেট বৃটেনের মাধ্যমে ইউরোপ যে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল তাছাড়া গ্রেট বৃটেন যে মিসর, ভারতীয় উপ-মহাদেশ এবং মুসলিম বিশ্বের তুলনায় সুদুর অতীত হতেই পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, অগ্রগতি, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সফল জাতি হিসেবে পরিচয় দিয়ে আসছিল তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বৃটেন গত কয়েক শতাব্দীর বিশ্ব ইতিহাসে গঠনমূলক কাজে, বৈপ্লবিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং সেই সাথে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাসহ রাষ্ট্রীয় ভাবে গণতান্ত্রিক চর্চায় ক্রমাগতভাবে উন্নত পদক্ষেপ ও পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা নিজেরাই গনতন্ত্র চর্চায় নিয়োজিত ছিল, সে বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে তাওহীদ-'আকীদার মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে যে ব্যাপক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে, নারীর যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন হয়েছে, মানুষকে যে সামাজিক ও সুসভ্য জাতি হিসেবে কর্মতৎপর আদর্শীক ও নৈতিক উন্নত জাতিতে পরিণত করেছে তার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। আর সে করণেই বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বৃটেনের

---

[১৯১] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মাস উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি, পৃ. ৩-৪।

[১৯২] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল-ইসলাম ওয়াল গারব, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ১-৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রে পবিত্র কুর'আন এবং সীরাত চর্চা চালু হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি দৃঢ় ভাবে মনে করেন।

এছাড়াও গ্রন্থকার পাশ্চাত্যে ইসলাম প্রচার ও বিকাশের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে গিয়ে প্রাচ্যবাসীর হীনমন্যতা ও পাশ্চাত্যবাসীর উন্নত মানসিকতার বিষয় উপস্থাপন করে উভয়ের প্রভাব ব্যাখ্যা করেন। সুদূর অতীত কালে তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য সম্রাটের নিকট ইসলামের যে মিশন ও ভিশন প্রেরণ করা হয়েছিল সে বিষয় পবিত্র কুর'আনের উদ্ধৃতিসহ যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করে তৎকালীন মুসলমানদের জাঁকজমক ও বিলাসিতাহীন অনাআড়ম্বর জীবনাচড়নের বর্ণনা করে বর্তমান মুসলমানদেরকেও তাদের পথ অনুসরণকরে ইসলামের মিশন ও ভিশন প্রচার ও প্রসার করার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।[১৯৩] যেমনঃ ইউরোপে প্রাচ্যের কতিপয় বিখ্যাত মনীষী যেমন সায়্যিদ আমীর 'আলী ও ড. মুহাম্মদ ইকবাল যে পড়ালেখা করেছেন এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁরা যে ইসলামের চিন্তা-চেতনা তাদের মধ্যে তুলে ধরেছেন সে বিষয়েও তিনি উল্লেখিত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

পরিশেষে গ্রন্থকার শিক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতি, সেখানকার উন্নত মেধা-মননশীলতা ও কঠোর পরিশ্রমকারী সাহসিকতার ধারক-বাহকদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সেই সাথে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'Islamic Centre' যাতে করে তার যথাযথ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যস্তবায়নে এবং এ 'Islamic Centre' তার স্থপতিদের আশা, আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা পূরণে শতভাগ সক্ষম হয় তার জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন।[১৯৪]

আল-ফাত্হ লিল 'আরাবিল মুসলিমীন (الفتح للعرب المسلمين)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ৩৬ পৃষ্ঠার الفتح للعرب المسلمين নামক এ আরবী বইটি ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আরবী ভাষায় লিখিত এ বইটিতে গ্রন্থকার নিখুঁতভাবে ও বিচক্ষনতার সাথে আরব ও ইসরাঈলের মধ্যে সংঘাতময় ইতিহাসের পর্যালোচনা করেছেন। ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল আরব বিশ্বের হৃদয়ে ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন করার মাধ্যমে তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা যে বর্তমানে আরব রাষ্ট্রসমূহকে ধ্বংস করার গভীর হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আর সে উদ্দেশ্যেই তারা যে পারমানবিক অস্ত্রসহ অত্যাধুনিক মারনাস্ত্রের অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলছে তা তিনি গভীর উৎকণ্ঠার সাথে বর্ণনা করেছেন তার এ গ্রন্থে।'

গ্রন্থকার তার গ্রন্থে আরো উল্লেখ করে বলেন, ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল স্থানীয় যুবক শ্রেণীর মধ্যে ভীতি আতংক ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের মাধ্যমে তাদের মানসিক শক্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসরাঈল ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন ফিলিস্তিনে আক্রমন চালিয়ে তাদের কুদ্স ও পশ্চিম তীরসহ সীনাই পর্বত দখল করে নেয়। এমনকি ইসরাঈলী বাহিনী সিরিয়ার অনেক ভিতর পর্যন্ত প্রবেশ করে। বর্তমানে জায়ানবাদী ইসরাঈলের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা হচ্ছে অস্ত্রের মুখে আরব সাম্রাজ্য দখল

[১৯৩] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আলইসলাম ওয়াল গায়ব, পৃ. ১৪-২০।
[১৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

করে নেওয়া। এখন পর্যন্ত পবিত্র নগরী, সুয়েজখাল, মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ, মিসরের অনেক অঞ্চলসহ সমগ্র আরব জাতি ইসরাঈলের ত্রাস ও ভয়ানক হুমকীর মুখে রয়েছে। গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী গভীর ভাবে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন 'ইহুদী-খৃষ্টানদের দুঃসাহসিক অপতৎপরতার প্রভাবের ফলে মুসলমানরা যে হীনমন্যতা ও সংশয়বাদিতার কবলে পরে দুর্বল জাতিতে পরিণত হচ্ছে' তা তিনি মুসলিম ও বিশ্ব নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গ্রন্থকার আরো বলেন, ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনিত জীবন বিধান যা কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীর পথ নির্দেশক হিসেবে টিকে থাকবে। বিজ্ঞ গ্রন্থকার আলী হাসান আলী আল্-নদভী যুক্তি দিয়ে বলেন, 'কুর'আন সংরক্ষিত হবে না আরবী ভাষা ছাড়া। আর আরবী ভাষা সংরক্ষিত হবে না আরবী ভাষাভাষী ছাড়া এবং আরব জাতির আরবী চর্চা ছাড়া। আরব জাতির সংরক্ষণের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাঁর কুর'আন সংরক্ষণ করবেন।'[১৯৫] পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন, انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون[১৯৬] 'নিশ্চয়ই আমি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি; আর আমিই এর সংরক্ষণ করব। 'অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা আরব জাতিকেও রক্ষা ও সংরক্ষণ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও গ্রন্থকার হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যুগের ইহুদী-খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে হিংসা, হানাহানীসহ যে সব অপতৎপরতায় লিপ্ত ছিল, তাদের অপতৎপরতা ও শত্রুার প্রভাবে মুসলমানারাও যে দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যে ছিল, তা দূরীকরণে পবিত্র কুর'আন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা সাবলিল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।[১৯৭] আরব বিশ্বের অনেক নেতা তাদের পূর্ব পুরুষদের হারানো এলাকাসমূহ উদ্ধার করাসহ সেখানে স্থাপিত ইহুদী কলোনীর উচ্ছেদের বিষয়ে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে।[১৯৮] যারা আরব-ইসরাঈলকে কেন্দ্র করে মুসলিম-ইহুদী টানা-পোড়েন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী এমন আরবী ভাষা-ভাষীর জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে। গবেষণামূলক এ গ্রন্থটির ভাষা খুব সহজও নয় আবার কঠিনও নয়।

'রাওয়া'ই মিন আদাবিদ দা'ওয়াত ফিল কুর'আন ওয়াস্ সীরাত (روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة)

এ গ্রন্থটি মূলতঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর কয়েকটি বক্তৃতার সমষ্টি। আল-কুর'আনের দা'ওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কীত আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় প্রদত্ত বক্তব্যসমূহকে একত্রিত করে প্রথমে روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة ('রাওয়া'ই মিন আদাবিদ দা'ওয়াত ফিল কুর'আন ওয়াস্ সীরাত') শিরোনামে নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশ করা হয়। এ গ্রন্থটির ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে মক্কাস্থ 'আবদুল 'আযীয ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. 'আবদুল 'আব্বাস নদভী।[১৯৯] আরবী ভাষা থেকে উর্দুভাষায় অনুবাদ করে 'তাবলীগ ওয়া দা'ওয়াত কা মু'জিযানা উসলূব

---

[১৯৫] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল-ফাত্হু লিল্ 'আরাবিল মুসলিমীন, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯০ খৃ), পৃ. ২৯-৩০।

[১৯৬] আল-কুর'আন, ১৫ঃ৯।

[১৯৭] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল-ফাত্হু লিল্ 'আরাবিল মুসলিমীন, পৃ. ১৮-৩০।

[১৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৫।

[১৯৯] আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, দাওয়াত ও তাবলীগের অলৌকিক পদ্ধতি, অনুবাদঃ মাওলানা আবু তাহের রাহমানী (ঢাকাঃ বাগদাদ লাইব্রেরী, ১৯৯৯খৃ.), পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

(تبلیغ ودعوۃ کا معجزانہ اسلوب)' শিরোনামে ১৫২ পৃষ্ঠার এ উর্দু বইটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৩৯৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। এ বইটি জনসাধারনের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমাদৃত হয়।

গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার এ বই আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত নবী-রাসূলগণের বিভিন্ন দা'ওয়া সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনাবহুল শিক্ষনীয় ঘটনাকে উপস্থাপন করে পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত 'হিকমত' ও 'মাওয়েজাতিল হাসানাহ'-এর স্বরূপ-প্রকৃতি, নীতি ও প্রায়োগিক দিক উদাহরণসহ তুলে ধরেছেন, যাতে করে একজন মুবাল্লিগ, দা'য়ী ও সত্যের পথে আহ্বানকারী তার ইপ্সিত লক্ষ্যে অতি সহজেই পৌঁছতে পারে। তাছাড়াও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন থেকে শিক্ষণীয় জীবন্ত উদাহরণ উপস্থাপন করে তাঁর দা'ওয়া নীতি উপস্থাপন করার প্রয়াস চালান।[২০০]

তাবলীগ ও দা'ওয়াতের অন্যতম দুই প্রধান ভিত্তি হল 'হিকমত' ও 'মাওয়েজাতিল হাসানাহ' তথা প্রজ্ঞা ও সুন্দর বাচনভঙ্গিতে সুন্দর উপদেশ। গ্রন্থকার তার এ গ্রন্থে শুধুমাত্র দা'ওয়াত দানের পদ্ধতির কথা নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হন নাই সাথে সাথে দা'য়ীর জীবন চরিত ও আদর্শ, তার সততা ও বিশ্বস্ততা, চিন্তা কর্মের নিপুণতা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা সম্বলিত তথ্য স্থান পেয়েছে তার এ মূল্যবান গ্রন্থে।[২০১] গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল। গ্রন্থটির সূচীপত্রে ৮টি মূল শিরোনামে ভাগ করে প্রত্যেক শিরোনামের অধীনে নবী-রাসূলদের দা'ওয়াত ও তাবলীগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুলছেড়া আলোচনা স্থান পেয়েছে। দীনের পথে আহ্বানকারী আলিম উলামা ও দা'ওয়াত দানের পদ্ধতি জানতে আগ্রহীদের জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আদ্‌দা'ওয়াতু ইলাল্লাহি হিমায়াতুল মুজতামি' মিনাল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সিয়ানাতুদ্ দীন মিনাত তাহরীফি

(الدعوة إلى الله حماية المجتمع من الجاهلية وصيانة الدين من التحريف)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রচিত ৩৬ পৃষ্ঠার الدعوة إلى الله حماية المجتمع من الجاهلية وصيانة الدين من التحريف এ আরবী বইটি ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে (২য় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়। বইটি দা'ওয়া বিষয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর লেখা একটি বিশেষ প্রবন্ধ। মদীনার জামিয়া ইসলামিয়্যায় ১৩৯৭ হিজরীর ২৪ সফর হতে ২৯ সফরের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে দা'ওয়া বিষয়ের উপরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লেখক এ সম্মেলনে الدعوة إلى الله حماية المجتمع من الجاهلية وصيانة الدين من التحريف শিরোনামে এ প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে তার এ প্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়।[২০২]

---

২০০ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম পৃ. ৩২১-৩২২।

২০১ আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, দাওয়াত ও তাবলীগের অলৌকিক পদ্ধতি, অনুবাদঃ মাওলানা আবু তাহের রাহমানী, পৃ. ৬।

২০২ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আদ্‌দা'ওয়াতু ইলাল্লাহি হিমায়াতুল মুজতামি' মিনাল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সিয়ানাতুদ্ দীন মিনাত তাহরীফি (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ), পৃ. ৯২-৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকার তার এ গ্রন্থে দাওয়া বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে বলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের পর আরব বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও অরাজকতা দেখা দিতে শুরু করে। নতুন নতুন আরিষ্কার দ্বারা মুসলিম বিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হতে থাকে; তাদের চিন্তা-চেতনায় ও কাজে কর্মে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করতে শুরু করে। ফলে ধর্ম ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়। আধুনিক এ যান্ত্রিক যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্য সমকালীন মুসলিম বিশ্বের মনীষীদেরকে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানান। তিনি এ সংকট মোকাবেলায় একজন সময়োপযোগী দা'য়ীর দায়িত্ব-কর্তব্য ও কর্মপরিকল্পনা কি হতে পারে সে বিষয়ে নিখুঁত ভাবে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন তার এ বইয়ে। তাঁর উপস্থাপিত দিক-নির্দেশনাগুলো সমকালীন ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংকট মোকাবেলায় অত্যন্ত প্রয়োজন ও যুগোপযোগী ।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (১৯১৪-১৯৯৯) এমন একজন চিন্তশীল দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যিনি মুসলিম বিশ্বের চারিত্রিক, নৈতিক, আদর্শীক ও সর্বোপরি ধর্মীয় চরম সংকটে হতচকিত ও বিচলিত হয়ে পরেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের দায়িত্বশীল ধর্মপ্রচারকগণকে লক্ষ্য করে বলেন, হযরত মুহাম্মদ (স.) জীবনব্যাপী ইসলামের দা'ওয়াতের কাজ করেছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পর সাহাবী, তাবে'য়ী ও তাবে-তাবে'য়ীগণ এর দা'ওয়াতী কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁদের আন্তরিকতাপূর্ণ চেষ্টা-সাধনা ও দা'ওয়াতের প্রচেষ্টায় ইসলাম অর্ধ পৃথিবীতে বিজয়ী ধর্ম হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের পরবর্তীতে প্রতিটি যুগেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও দেশে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রয়োজনে দা'য়ীগণ তাঁদের দা'ওয়াত কার্য নিবির ও ক্রমাগতভাবে অব্যাহত রেখেছিলেন। ইসলামের শিক্ষা, নীতি, আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও বিধি-বিধান মানুষের নিকট উপস্থাপনের নীতি ও কলা-কৌশল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও দিকনির্দেশনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থটিতে। মানুষের মন-মেজায, সার্বিক সময় ও অবস্থা, যে ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দেওয়া হবে তার শিক্ষা, মানসিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোন বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান, ধারণা ও দক্ষতা আছে সেই আলোকে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কৌশলপূর্ণ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে তা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে দা'ওয়াত।[২০৩]

এ বইটির ভাষা খুবই সহজ-সরল। সাধারণ ভাবে আরবী জানে এমন পাঠকের জন্যও অর্থ ও মর্মোদ্ধার করা সহজ হবে। সমাজ সংস্কারকগণ সংস্কারের জন্য বিভিন্ন মূল্যবান দিক-নির্দেশনা সংবলিত মূল্যবান উপাদান পেতে পারেন এ বই থেকে। সমাজ সংস্কারের জন্য এ বইটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সময় উপযোগী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাযা খাছিরাল 'আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমীন (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত বিশ্বজুড়ে খ্যাতি ও সুনাম কুড়ানো ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين নামক এ গ্রন্থটি মিসরের মর্যাদাবান ও অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান لجنة التاليف و الترجمة و النشر নামক বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে সফল ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞ চিন্তাশীল লেখক ড. আহমদ আমীন কর্তৃক লিখিত ভূমিকায় এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিতে মুসলিম উম্মাহ্‌র

---

[২০৩] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আদ্‌দা'ওয়াতু ইলাল্লাহি হিমায়াতুল মুজতামি' মিনাল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সিয়ানাতুদ্ দীন মিনাত তাহরীফি, পৃ. ৯৩-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণাদায়ক আলোচনা, মুসলিম উম্মাহর উত্থান-পতনের ইতিহাস, মহানবীর আগমনের প্রাক্কালে দুনিয়ার অবস্থা, তিনি কিভাবে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছিলেন, অতঃপর তাঁর অবর্তমানে পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব কিভাবে দুর্বল হয়ে যায় ইত্যাদি বিষয়ের হৃদয়গ্রাহী যুক্তি যুক্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থকার ৩৬ বছর বয়সে "মাযা খাসিরাল 'আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন" শীর্ষক গ্রন্থ আরবীতে রচনা করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বইটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা সর্বমহলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে উর্দু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ করে 'ইনসানী দুনইয়া পর মুসলমানোঁ কে 'উরুজ ওয়া যাওয়াল কা আসর' শিরোনামে ৪০০ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়।[২০৪] এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতে অনুদিত হয়ে এ বইটি ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

তাছাড়াও এ গ্রন্থটি 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' শিরোনামে বিশিষ্ট অনুবাদক আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী কর্তৃক সহজ সরল ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় এ বইটি অনুদিত হয়েছে, যা মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা কর্তৃক ২০০৮ সালে (৬ষ্ট মুদ্রণ) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী সংস্করণ ISLM AND THE WORLD শিরোনামে Mohammad Asif Kidwai কর্তৃক অনুদিত হয়ে ২১৮ পৃষ্টায় Haji Arfeen Academy Karachi, pakistan থেকে (তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়।[২০৫] কুয়েতের দারুল কলম ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আরবী সংস্করণ প্রকাশ করে।[২০৬] কয়েকটি আরবী সংস্করণে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা চিন্তাবিদ আহমদ আমীন, ইউসুফ আল-কারযবীর, মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা ও মিসরের সায়্যিদ কুতুব শহীদ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা স্থান পেয়েছে।[২০৭] এ গ্রন্থটি মুসলিম জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ।

এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সবচেয়ে প্রিয় একটি গ্রন্থ।[২০৮] বহু খ্যাতিমান ব্যক্তি এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[২০৯] এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী হওয়ার পর প্রকাশের ব্যবস্থা না থাকায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী হতাশ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় দা'ওয়াতী কাজে মক্কা শরীফ গমন করেন এবং আল্লাহর দরবারে তা প্রকাশের জন্য আকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। মিসরের এক গ্রন্থ প্রকাশক[২১০] তাঁর গ্রন্থ প্রকাশে সম্মতি প্রকাশ করলে লেখক অতিশয় আনন্দিত হন। লেখক তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ খুশির দিনের মধ্যে একটি হল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই বই প্রকাশের ব্যাপারে চিঠি পাওয়ার দিন।

---

[২০৪] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, 'ইনসানী দুনইয়া পর মুসলমানোঁ কে 'উরুজ ওয়া যাওয়াল কা আসর', (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এতাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৫০ খৃ.) পৃ. ৪-৫।

[২০৫] ttpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?productsid=776& osCsid=140e3ccc9b650c6054b373f7c8fb312 Accessed on 12-06-07

[২০৬] দর্শন ও প্রগতি (পত্রিকা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

[২০৭] আর-রা'ইদ (পত্রিকা), পৃ. ১৬-১৭।

[২০৮] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৪।

[২০৯] লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডলইস্ট সেকশনের চেয়ারম্যান বলেন, এ শতাব্দীতে মুসলমানদের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে যে সকল ভালো ভালো প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এ গ্রন্থখানি তাঁর নমুনা এবং ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। (আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৫। সিরিয়ার জনৈক রাষ্ট্রদূত বলেন, ভারতের আলিমগণের গ্রন্থসমূহে যে রূহানিয়াত পাওয়া যায় তা মিসরীয় 'আলিমগণের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আমি কিছুদিন পূর্বে মিসরে গিয়েছিলাম। সেখানে এক লাইব্রেরীতে 'মা যা খাসিরাল 'আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন' নামক একখানা গ্রন্থ দেখলাম এবং তা পড়ে অভিভূত হলাম। আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৩৬।

[২১০] গ্রন্থ প্রকাশক ঃ লাজনাতুত তালীক ওয়াত তরজমা ওয়ান্নাশর এর সভাপতি ড. আহমদ আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকার এ গ্রন্থটিতে নেতৃত্ব হারানোর ফালে মুসলিম জাতির উপর যে অধঃপতন নেমে এসেছে সে অধঃপতনকে 'জাহিলিয়্যাত' শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপন করে সকল যুগের জাহিলিয়্যাতের স্বরূপ উম্মোচন করে বলেছেন। "যুগের ব্যবধানে জাহিলিয়্যাতের মধ্যে বাহ্যিক পরিবর্তন হলেও মৌলিকভাবে জাহিলিয়্যাত যে একই তা তিনি প্রমাণ করেছেন এ গ্রন্থখানিতে। ইসলামপূর্ব যুগে এই পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল, তিনি তাঁরও একটি চিত্র এঁকেছেন। সুসংহত চিত্র। কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। কোথাও লুকোচুরি নেই। উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম সব দিকের চিত্রই রয়েছে এতে। হিন্দুস্তান থেকে চীন, চীন থেকে রোম ও রোম থেকে পারস্যসহ মোটামুটি সমগ্র দুনিয়ার সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সে চিত্র। ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াত আর বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত একই পরিণতির দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। যেখানেই জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটবে, সেখানেই নীতি-নৈতিকতা ও ন্যায়-অন্যায় বোধ বিলুপ্ত হবে। সুতরাং জাহেলিয়াতের কোন স্থান-কাল-পাত্র নেই, বরং যখনই উম্মতের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনা ও নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক ধ্বংস এবং সামাজিক অনাচার ব্যভিচার দেখা দেবে, তখনই বুঝতে হবে জাহেলিয়াত তাদের মধ্যে জেঁকে বসেছে। যখনই মুসলিম উম্মাহ ইসলামি অনুশাসনকে এড়িয়ে বল্গাহারা জীবনে তৃপ্তি খুঁজে ফিরবে, তখনই বুঝতে হবে জাহেলিয়াতের বেড়াজালে তারা আটকা পড়েছে। এই জাহেলিয়াতেরই করুণ পরিণতি ভোগ করছে আজ বিশ্ব মানবতা, যেমনটি ভোগকরেছিলো প্রাক-ইসলামি যুগের সেই বর্বর দিনগুলোতে।"[২১১]

এছাড়াও গ্রন্থটিতে ইসলামি চেতনা ও ভাবধারা স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। তাই গ্রন্থটি ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের উপর একটি গবেষণা গ্রন্থই নয়; বরং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ইতিহাস লেখার স্টাইল থেকে মুখ ফিরিয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটিয়ে কীভাবে ইতিহাস লেখা যায়, তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি মানব জীবনের উপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী একটি গ্রন্থ, যার দ্বারা লেখক মধ্যপ্রাচ্যসহ সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছেন।[২১২]

গ্রন্থকার এ গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আরো বলেছেনঃ "মুসলিম বিশ্বের পয়গাম আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর নেতৃত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেয়। এই দাওয়াত কবুলের বিনিময় হিসাবে এই বিশ্ব ঘনঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর দিকে, মানুষের গোলামী ও দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত বিশ্বের প্রশস্ততা ও বিস্তৃতির দিকে এবং নানা ধর্মের জুলুম-নিপীড়ন থেকে নিস্কৃতি পেয়ে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের ছায়াতলে স্থান জুটবে। এ পয়গামের গুরুত্ব তুলনা মূলক অনেক বেশি সহজ। আজ জাহেলিয়াত জনসমক্ষে অবমানিত। এর অবগুণ্ঠিত চেহারা আজ সবার সামনে উদ্ভাসিত। দুনিয়া আজ তার থেকে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে। অতএব, জাহেলী নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে ইসলামি নেতৃত্বের দিকে আসার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। তবে এজন্য একটাই শর্ত আর তা হলো, মুসলিম বিশ্বকে এজন্য মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে এবং এই পয়গামকে অটুট মনোবল, দৃঢ় সংকল্প, নিষ্ঠা, হিম্মত ও সাহসিকতার সঙ্গে আপন করে নিতে হবে এবং এ বিশ্বাসে এগিয়ে যেতে হবে, দুনিয়ার মুক্তি ও পরিত্রাণ এর মাঝেই নিহিত এবং দুনিয়াকে ধ্বংস ও অধঃপতনের হাত থেকে কেবল এই পয়গামই নাজাত দিতে পারে।

---

[২১১] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মাযা খাছিরাল-'আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন অনুবাদকঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ২০০৮ খৃ.) পৃ. ২৮-২৯।

[২১২] আর-রা'ইদ (পত্রিকা), পৃ. ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে, এই গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে ইসলামি চেতনা ও ভাবধারা গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্যে খুব স্পষ্ট করে তা আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, এই গ্রন্থ নিছক ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের ওপর একটি গবেষণা গ্রন্থই নয়, বরং ইসলামি দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটিয়ে কীভাবে ইতিহাস লিখতে হবে তার একটি চমৎকার নমুনাও বটে। আর এ কাজ বড় জরুরী কাজ। কেননা আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করে এসেছি, ইতিহাস লেখার দায়িত্ব যেন শুধু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদেরকেই দেওয়া হয়েছে। আমরা যেন ইতিহাস লিখতেই জানি না, অথচ এই ইউরোপীয়রা বস্তাপচা দর্শন ও স্বধর্ম-স্বজাতির পক্ষে বেসুরো জয়কীর্তন করেছে। আমরা জানি না, এই একপেশে ইতিহাস লিখতে গিয়ে তারা নিজেদের বিবেকের চোখ রাঙানীর সম্মুখীন হয়েছে কিনা। হলেও নিঃসন্দেহে তারা বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়নি। নইলে তাদের ইতিহাস এত বিভ্রান্তিকর, এতো বিকৃত ও এত ত্রুটিপূর্ণ হতো না।

গ্রন্থকার তাঁর এই গ্রন্থে পাঠকের উদ্দেশে সে সব কথাই তিনি বলেছেন। পাঠকের হৃদয়-মনে তা প্রোথিত করার হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনাও তিনি বেছে নিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রাণময়, গতিময় ও আবেগময় ভাষা ও উপস্থাপনায় পাঠকের মন আলোড়িত হয় ঠিকই কিন্তু বল্লাহারা হয় না। কোন অপ্রীতিকর সাম্প্রদায়িকতাও এখানে পাঠকের মনকে কলুষিত করে না, বরং তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও আবেদনকে অত্যন্ত বর্ণিল ভংগীতে চমৎকার উপস্থাপনায় ও অত্যন্ত হৃদয়-নন্দিত করে পাঠকের আবেগ-অনুভূতি ও সেই বিচার-বুদ্ধির কাছে পরিবেশন করা হয়েছে। কোন অস্পষ্টতা নেই, কোন প্রচ্ছন্নতা নেই, নেই কথায় কথায় কোন দ্বন্দও। তাই কোন চাপাচাপি ছাড়াই, অথচ ঠিক লেখকের ইচ্ছে মতই পঠককে সিদ্ধান্ত নিতে একটুও বেগ পেতে হয় না। এটাই এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য।"[২১৩]
ইসলাম যে আধুনিক, যুগোপযোগী এবং আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় সক্ষম গ্রন্থটি পাঠে তাই প্রতীয়মান হয়। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ মানব জীবনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী সব বিষয়ের একটি বিরল সমষ্টি। এক সুসংহত শব্দচিত্র। লেখক তাঁর এই সুসংহত ও সুবিন্যস্ত পংক্তিমালায় ইতিহাসকে বড় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহকে সঠিক দিক-নির্দেশনা।
আর এ সম্পর্কে জনৈক চিন্তাবিদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য- 'The book provides an emphatic refutation of the charge that Islam has outlived its usefulness, and hence, it would be futile to look up to it for guidance in the modem context of things. It presents Islam as an eternal reality and a programme of life which can never grow obsolete. This thought-provoking study throws new light on motives, opprtunities and impact of Islamic and other civilizations on the material welfare as well as spiritual progress of humanity.'[২১৪]

আল্লাহ্ প্রদত্ত মিশনের ব্যাপারে মুসলিম জাতি কতটুকু সত্যনিষ্ঠ দায়িত্ব পালন করছে সে ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এ কথারই প্রতিফলন দেখা যায় এ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক

---

[২১৩] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মাযা খাছিরাল-'আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন অনুবাদকঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' পৃ. ২৯-৩১।

[২১৪] httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=776&osCsid=140e3ccc9b6560c6054b373f7c8fb312 Accessed on 12-06-07

Mohammad Asif Kidwai এর বক্তব্যে তিনি এ সম্পর্কে বলেন, "The aim of the author has been to stir the Muslims into an appreciation of Islam's glorious role in the story of human progress, and to promte in them thereby, a desire to look into themselves, with a view to fmdeng out how far they have been true to their duty and mission to the world." [২১৫]

'সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ' এ গ্রন্থটি তাঁকে উপ-মহাদেশে যেভাবে পরিচিত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল; অনুরূপভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين এ গ্রন্থ তাঁকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ গ্রন্থখানা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক সমাদৃত হয় ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। গ্রন্থটির বহু সংস্করণ অনেক দেশে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের ১৫ টি সংস্করণ বৈরুত, মিসর এবং সিরিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। তাছাড়াও সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮০ হাজার কপি এবং রিয়াদের 'মাকতাবাতুল হারাম' ১২ হাজার কপি ক্রয় করে তাদের সিলেবাসভূক্ত করে। আরবী ১৮ তম সংস্করণ, তুরস্কের অঙ্কারা থেকে তুর্কি ভাষায়, ইরান থেকে ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। '১৯৮২ খৃষ্টাব্দে কুয়েতের 'দারুল কলম' এ গ্রন্থের এক লাখ কপি ছাপার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গ্রন্থের ১২ টি উর্দু সংস্করণ ভারত এবং সমান সংখ্যক সংস্করণ পাকিস্তান থেকেও প্রকাশিত হয়।[২১৬]

আলমুসলিমুনা ফিল হিন্দ 'المسلمون فى الهند'

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'المسلمون فى الهند' শিরোনামের এ আরবী গ্রন্থটি প্রথমে ভারত ও আরব দেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রাপ্ত এ আরবী গ্রন্থটির ইংরেজী সংস্করণ 'MUSLIM IN INDIA' শিরোনামে প্রকাশিত হয়[২১৭] পরে উর্দু সংস্করণটি هندوستانى مسلمان ('হিন্দুস্তানী মুসলমান') শিরোনামে ২৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে (তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়।

আরবী এ গ্রন্থটি রচনা করার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন, 'আমার মধ্যপাচ্য ভ্রমণকালে সেখানে আমাকে বিভিন্ন সমাবেশে ভারত সম্পর্কে বিশেষ করে ভারতের মুসলমান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা কত? নদভী উত্তরে বলেছিলেন ভারতে ৪০ মিলিয়ন মুসলমান রয়েছে। উত্তর শুনে তাঁরা অবাক হত এবং তাঁদের কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করত যে, ৪০ মিলিয়ন মুসলমান! ৪০ মিলিয়ন মুসলমান ভারতে থাকলে তাহলে তাঁদের অবস্থা কেন এত নড়বড়ে? মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা মনে করত যে, এ বিশাল ভূখণ্ডে মুসলমানদের কোন অবদান বা অবস্থান নেই; নেই কোন তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির নিজস্বতা; উন্নত সাহিত্য-সংস্কৃতি, নিজস্ব স্বকীয়তা ও পরিমণ্ডল এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের নেই কোন বিশেষ অবদান।

[২১৫] httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&osCsid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07

[২১৬] আর-রা'ইদ (পত্রিকা), পৃ. ১৬-১৭।

[২১৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, হিন্দুস্তানী মুসলমান, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯২ খৃ.) ৩য় সং, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবার মধ্যপ্রাচ্যের কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করত যে, ভারতে কোন মাদরাসা-মসজিদ ও 'আলিম আছে কি না? আরবী ভাষা জানে ও কুর'আন ভালভাবে পড়তে পারে এমন মানুষ কি আছে? মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের এ ধরনের নানাবিধ প্রশ্নের কারণে আমাকে এ গ্রন্থখানা লিখতে অনুপ্রাণিত করে।[২১৮]

এ গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ভারতীয় মুসলমানদের বর্তমান সার্বিক অবস্থার ঐতিহাসিক অথচ পর্যালোচনামূলক আলোচনা, ভারতের সংস্কৃতি নির্মাণ ও দেশ গঠনে মুসলমানদের ভূমিকা ও অবদান, তাঁদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দীনী কার্যাবলীসমূহ, মুসলমানদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও কর্ম প্রেরণা এবং বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলো নিখুঁতভাবে আলোচন করেছেন।[২১৯] এ গ্রন্থ সম্পর্কে গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন, 'আমাদের দেশের বহু মুসলিম ও অমুসলিম বন্ধুদের বড় বড় কিতাব এবং ফার্সী ও পুরাতন পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃকি কার্যাবলী সম্পর্কে জানার সুযোগ হয় না। তাই এমন হালকা-পাতলা তথ্যবহুল গ্রন্থের প্রয়োজন যাতে তাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয় এবং ষা সংক্ষেপে তাদের জীবন চিত্র পরিচয় করিয়ে দেয়। আর সে চিন্তা থেকেই গ্রন্থকার এ গ্রন্থটি রচনা করেন।'[২২০] গ্রন্থটির উর্দু সংস্করণটির শুরুতেই লেখক কর্তৃক লিখিত একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। সাধারণ উর্দু জানে এরূপ ব্যক্তিও এর মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হবে। এ গ্রন্থটি এত অধিক তথ্যবহুল যে, এ ধরনের গ্রন্থ বর্তমানে অত্যন্ত বিরল। উর্দু ভাষাভাষীদের মধ্যে যারা ভারতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দীনী কার্যাবলী, শিক্ষা, সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিক রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

---

[২১৮] সা'ঈদ 'আযমী নদভী ও ওয়াজিহ রশীদ নদভী, আল-বা'সুল ইসলামি, (পত্রিকা) (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান্ নশর, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৭ খৃ.), পৃ. ৮৪।

[২১৯] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃ. ১।

[২২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজীদ ও এর তাফসীর বিষয়ক রচনাবলী

আস-সিরা' বাইনাল ঈমান ওয়াল মাদ্দিয়াহ (الصراع بين الإيمان و المادية)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক লিখিত 'আস-সূরা' বাইনাল ঈমান ওয়াল মাদ্দিয়াত' আরবী গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৯৭১ সালে কুয়েত থেকে প্রকাশিত হয় এবং এ বইটির উর্দু সংস্করণ 'মা'রাকা-এ ঈমান ওয়া মাদ্দিয়াত' ১৯৭২ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রাণাধীন আছে বলে বইয়ের প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ১৫২ পৃষ্ঠার আরবী এ বইটি[২২১] পরবর্তীতে উর্দুভাষায় ১৯৭৭ সালে করাচীর নাযিমাবাস্থ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়।[২২২] এটি বইটির ২য় সংস্করণ। এ বইটির তরজমা করতে গিয়ে অনুবাদ আবুল আ'লা মওদূদীর লিখিত "তাফহীমূল কুর'আন", আবুল কালাম কর্তৃক লিখিত "তরজুমানুল কুর'আন", এবং আশরাফ আলী থানভীর "বয়ানুল কুর'আন" থেকে সহায়তা নিয়েছেন। এই বইটিতে সূরা কাহাফের তাফসীর স্থান পেয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কুর'আন-হাদীসের আলোকে এ সূরাকে ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার মর্মার্থ কিভাবে তাঁর অনুধাবনে আসলো, বইটি কিভাবে অস্তিত্বে আসলো, এর ব্যাখ্যার প্রকারভেদ, প্রবন্ধগুলোর উৎস কি ছিল, কোন চিন্তা থেকে বইটি রচনায় সহায়তা নেয়া হয়েছে, বর্তমান বইটির ভূমিকাতে এসব তথ্য বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দীন-এ হক ওয়া দা'ওয়াত-এ ইসলাম (دين حق ودعوت إسلام)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Centre for Islamic Studies'-এর সদস্য ছিলেন। সে লক্ষ্যে তিনি প্রতি বছর এর বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন। সে ধারাবহিকতায় ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের ২৮-৩০ আগষ্ট বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান শেষে ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ সালে Leicester এর 'Islamic Foundation' ভ্রমণ করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আগমন উপলক্ষে সেখানে আয়োজিত সমাবেশে পরিচালনা পর্ষদের অনুরোধক্রমে তিনি প্রথমে উর্দুতে এবং পরে আরবীতে প্রাণবন্ত এক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সমাবেশ উদ্বোধনের সময় তেলাওয়াতকৃত সূরা ইব্রাহীমের الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون এ (২৪-২৫ নং) আয়াতের উপর ভীত্তি করে তার বক্তব্য প্রদান করতে থাকেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী উক্ত আয়াতকে তার বক্তব্যের আলোচ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। তার বক্তব্যে এ আয়াতের ই'জায বা অলৌকিকত্ব বর্ণনা করে উপস্থিত মুসলিম চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে সায়্যিদ যা'ফর মাসউদ নদভী

---

[২২১] আরবী সংস্করণটি ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে কুয়েতের দারুল কলম থেকে প্রকাশিত হয়।

[২২২] বইটির প্রকাশকঃ ফযলে রাব্বী নদভী।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাসেটে ধারণকৃত লেখকের সেই বক্তব্য সংকলন করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সেই খসরা সংকলনটি আদ্যপ্রান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[২২৩]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ২৪ পৃষ্ঠার এ উর্দু বইটি ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির প্রারম্ভে মুহাম্মদ রাবি' হাসানী নদভীর লেখা নাতিদীর্ঘ একটি প্রাঞ্জল ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকার পরই লেখকের সাহিত্য রসেভরপুর বক্তব্য রয়েছে। অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বইটি লেখা হয়েছে। যে কোন উর্দুভাষী এ বই থেকে খুব সহজেই মর্মোদ্ধার করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

'আল-মদ্‌খালু ইলাদ্ দিরাসাতিল কুর'আনিয়্যা' (المدخل إلى دراسات القرآنية)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'আল-মদ্‌খালু ইলাদ্ দিরাসাতিল কুর'আনিয়্যা' শিরোনামে এ গ্রন্থখানা প্রকাশিত হলে পাঠক মহলে এ বইটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা দ্রুত সময়ে ছড়িয়ে পরে। পরে পাঠকদের অনুরোধে মৌলবী সালমান হুসায়নী নদভী এ আরবী গ্রন্থটির উর্দু ভাষায় তরজমা করেছেন।[২২৪] ১৯৮১ সালে 'মুতালা'আ-এ কুর'আনকে উসূল ওয়া মাবাদী' শিরোনামে ১৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ উর্দু গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর 'মাকতাবা-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এ গ্রন্থটির ইংরেজী সংস্করণ 'Faith Versus Materialismt The Message of Surat al-Kahf' নামে ১২৯ পৃষ্ঠায় Islamic Book Trust থেকে ২০০৫ সালে Revised Edition হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা প্রচন্ডভাবে অনুভূত হয়। ফলে বাংলাদেশের বিশিষ্ট অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল 'আবিদীন 'কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি' নামে উক্ত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষীদেরকে উপহার দেন। অনূদিত বইটি সবুজবাগের পরশমনি প্রকাশনি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৪৪ পৃষ্ঠা সংবলিত (সাদা কাগজে ছাঁপা বোর্ড বাধাঁই, সুন্দর প্রচ্ছদ) এ গ্রন্থটির প্রকাশক হলেন মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন। দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় এ গ্রন্থটির আলোচনা 'বই পরিচিতি' শিরোনামের অধীনে প্রকাশিত হয়েছে।[২২৫]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অধ্যাপনার শুরুতে কুর'আন ভাল ভাবে অধ্যয়ন করে অনুধাবন করা ও তা থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার যে সকল গুরুত্বপূর্ণ অতি প্রয়োজনীয় নীতিমালা ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন সে সব বিষয় এ গ্রন্থটিতে উল্লেখ করেছেন।[২২৬] পবিত্র কুর'আন যে ইসলামের বড় মু'জিযা তা প্রমাণ করতে গিয়ে কুর'আনের বিভিন্ন সুক্ষতত্ত্ব ও অদৃশ্য বিষয়ের আলোচনা পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরে বলেন, কুর'আনকে যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন, সেখান থেকেই কুর'আনের ই'জায প্রকাশিত হবেই। গ্রন্থকার কুর'আনের ই'জায তুলে ধরতে গিয়ে আরো বলেন, কুর'আন সর্বকালের এক জীবন্ত মু'যিজা।

---

[২২৩] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, দীন-এ হক ওয়া দা'ওয়াত-এ ইসলাম, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৯২ খৃ.) পৃ. ৩-৪।

[২২৪] httpt// kitaabun.com/shlpping3/product_info.php?manufacturers

[২২৫] দৈনিক ইনকিলাব, ১ মার্চ, ২০০৬ খৃ., পৃ. ১৫।

[২২৬] উর্দু বুক রিভিও (মাসিক), নতুন দিল্লী, ৫ম খণ্ড, ৫১-৫২ সংখ্যা, জানু-ফেব্রুয়ারী ২০০০ খৃ., পৃ. ৭৬; আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটির শেষে পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে লেখকের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। তাঁর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মেধায় কুর'আনী জ্ঞান ও গুঢ়তত্ত্ব বিরাজমান ছিল। তাঁর বক্তব্যে কুর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যা ও পাশাপাশি কুর'আনের জটিল বিষয়েরও বর্ণনা রয়েছে।[২২৭] তাছাড়াও এ গ্রন্থটির শেষে সত্যের বিরুদ্ধাচারণ, অহংকার ও আখিরাতকে অস্বীকার করে পার্থিব বিষয়াদিকে প্রাধান্য দেয়ার মর্ম সংশ্লিষ্ট কুর'আনের আয়াত উপস্থাপন করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মানব জীবনে সফলতা লাভের ক্ষেত্রে এগুলো বড় অন্তরায় ও বড় বাধা। গ্রন্থকার আরো বলেন, শুধুমাত্র দীন অন্বেষণ ও অনুসরণ, উঐশার লাভের আগ্রহ, স্রষ্টাভীতি, অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস ও চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমেই পবিত্র কুর'আনের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করা সম্ভব হবে। যে সব পাঠকমহল উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত হবেন তাদের নিকট পবিত্র কুর'আনের কৌশলপূর্ণ জ্ঞান উপলব্ধি করাও খুব সহজ হয়ে যায়। এ গ্রন্থটি পাঠে লেখককে একজন গভীর জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং আধুনিক বিষয়ের মহাজ্ঞানী বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। অধ্যয়নে অভ্যস্ত পাঠক মহল এ গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ চিন্তার খোরাক ও পবিত্র কুর'আনের অমীয় জ্ঞানের সুধা আহরণ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

হাদীস বিষয়ক রচনাবলী

আন নুবুওয়াত ওয়াল আম্বিয়া'উ ফী-দও'ইল কুর'আন (النبوة و الأنبياء في ضوء القرآن)

পাকিস্তানের লাহোরে ১৯৭৫ সালে 'মাকতাবা-এ দা'ওয়াত-এ ইসলাম' থেকে ২৮৬ পৃষ্ঠার এ উর্দু বইটি (প্রথম সংস্করণ) প্রকাশিত হয়।[২২৮] এ বইটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষায় উপস্থাপিত ৮টি বক্তব্যের সমষ্টি যা লেখক ১৩৮২ হিজরী সালের রমযান মাস মুতাবিক ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর নিজ গ্রাম তাকিয়া কেল্লায় থাকা অবস্থায় তৈরী করেন। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি. শায়খ 'আবদুল্লাহ ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে এক সভায় প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য লেখক আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে আমন্ত্রণ জানান।[২২৯] লেখক ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মদীনা শরীফে গমন করেন। অতঃপর ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার হলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার মূল্যবান বক্তৃতা শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, মদীনা শরীফের বহু জ্ঞানী-গুণী এবং মুসলিম বিশ্বের বহু ছাত্র এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। লেখক উক্ত সভায় "আন নুবুওয়াত ওয়াল আম্বিয়া'উ ফী-দও'ইল কুর'আন" শীর্ষক শিরোনামে তার বক্তব্যগুলো পেশ করেন। পরবর্তীতে তাঁর এই বক্তব্যগুলো গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়ে

---

[২২৭] 'আলমী সাহারা, পৃ. ৩৮।

[২২৮] আবুল হাসান 'আলী নাদবী, মানসাব-এ নুবুওয়্যত আওর উসকে 'আলী মাকাম-এ হামিলীন, (পাকিস্তানঃ উর্দু বাজার, লাহোর, ১৯৭৫), পৃ. ৭।

[২২৯] মানসাব-এ নুবুওয়্যত আওর উসকে 'আলী মাকাম-এ হামিলীন, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়।[২৩০] এ আরবী সংস্করণের উর্দু অনুবাদ 'মানসাব-এ নুবুওয়ত আওর উসকে 'আলী মাকাম-এ হামিলীন' নামে বইটি প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে সংকলিত গ্রন্থটির ছয়টি সংস্করণ কায়রো[২৩১] দামেস্ক, লক্ষ্ণৌ, জেদ্দা ও বৈরুত প্রভৃতি স্থান থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়। বইটির ২য় সংস্করণ "আননাবিয়্যুল খাতাম" নামে ১৯৭৫ সালে লক্ষ্ণৌ এবং কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির ইংরেজী[২৩২] ১ম সংস্করণ লক্ষ্ণৌ (১৯৭৬) ও করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের উর্দু অনুবাদের ১ম সংস্করণ ১৯৭৫ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে, ২য় সংস্করণ ১৯৭৫ সালে করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটির আরবী ৭ম সংস্করণ দামেস্কের দারুল কলম থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি অল্প দিনের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। একাধিক ভাষায়, একাধিক সংস্করণে বইটি প্রকাশ হওয়ায় বইটির জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতে তাঁর ৮টি বক্তৃতা স্থান পায়। বক্তৃতাগুলো হলঃ (১) মুহাম্মদী নুবুওয়্যতের কৃতিত্ব; (২) মহানবীর রিসালাতের গুরুত্ব; (৩) পথ প্রদর্শকের গুণাবলী; (৪) আল্লাহর ইচ্ছা ও জড়বাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব; (৫) নবীগণের বিশেষ-বিশেষ গুণাবলীর বিবরণ; (৬) নুবুওয়ত, মানবাতা ও সভ্যতার জন্য প্রয়োজন; (৭) খতমে নুবুওয়ত-১ম (মহানবীর শেষ নবী হওয়ার প্রমাণ); (৮) খতমে নুবুওয়ত-২য় (শেষ নবী হওয়া মানুষের জন্য কল্যাণময় এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর ইহসান)।[২৩৩]

গ্রন্থটি নবীগণের ব্যক্তিত্ব নিরূপণে অত্যন্ত সহায়ক। নবীগণকে প্রেরণ করার কারণ এবং তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা ও নুবুওয়ত ও নবী-রাসূল সম্পর্কিত সকল তথ্য ব্যাখ্যাসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বক্তব্যগুলোতে উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য কুর'আন থেকে নেয়া হয়েছে। কুর'আনিক সাহিত্যে যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর গভীর দখল ছিল এ সংকলনটিই তার বড় প্রমাণ বহন করে।[২৩৪]

মহানবী (স.) যে শেষ নবী তার চমৎকার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ রয়েছে এই গ্রন্থে, সাথে সাথে এতে মহানবী (স.)-এর নুবুওয়ত ও রিসালাতের বিভিন্ন দিকও বিশদভাবে আলোচন করা হয়েছে। মহানবী (স.)-এর পর ভন্ডনবী গুলাম আহমদ কাদীয়ানীর নুবুওয়্যতের দাবী মুসলিম বিশ্বের জন্য যে বড় সাংঘাতিক আঘাত ও চ্যালেঞ্জ এ প্রসঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে বইটির সমাপ্তি টানা হয়েছে। বইটির ভাষা সাবলিল, সহজবোধ্য ও উন্নত। উর্দু ভাষা ভাষীদের জন্য বইটি থেকে অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা খুবই সহজ। বইটি পাঠে উর্দু ভাষা ভাষীরাই যথাযথ উপকৃত হবেন।

---

[২৩০] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আল-নাদবী, আন নুবুওয়্যাত ওয়াল আম্বিয়া'উ ফী-দও'ইল কুর'আন (দামেস্কঃ দারুল কলম, ২০০০ খৃ.), ৭ম. সং, পৃ. ৮।

[২৩১] এ বইটির ৮ম সংস্করণ কায়রো থেকে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

[২৩২] ইংরেজী ভাষার প্রথম সংস্করণটি "ISLAMIC CONCEPT OF PROPHETHOOD" নামে লক্ষ্ণৌর Academy of Islamic Research and publications থেকে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ ইংরেজী সংস্করণের কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

[২৩৩] আন নুবুওয়্যাত ওয়াল আম্বিয়া'উ ফী-দও'ইল কুর'আন (সপ্তম সংস্করণ), পৃ. ১৬৩-১৬৮।

[২৩৪] 'আলমী সাহারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

নাযরাত 'আলাল জামি'ইস্ সহীহি লিল্ ইমামিল বুখারী ওয়া মায়িয়্যাতু আবওয়াবিহী ওয়া তারাজিমিহী

১৯৯২ খৃষ্টাব্দে রায়বেরেলীর 'লিইহ্য়া'ইল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা' থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৪৪ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর হাদীস সাহিত্যের অনন্য রচনা। লেখক এ গ্রন্থে 'আল্লামা যাকারিয়া কান্দুলবী কর্তৃক লিখিত 'লামি'উদ্ দুরারী' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে আবূ 'আবুদল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তার অনুপম গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য, সংকলিত বুখারী গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, উপস্থাপনার বিন্যাস ও অতুলনীয় সৌন্দর্য নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

বইটির প্রারম্ভেই মাওলানা বেলাল 'আবদুল হাই হাসানী নদভীর লেখা একটি ভূমিকা রয়েছে। বুখারী শরীফের এ জাতিয় অনেক গ্রন্থ আগে লেখা হয়েছে এবং সেগুলো বাজারে থাকা সত্ত্বেও বইটি কেন লেখা হল, সে প্রসঙ্গে বেলাল 'আবদুল হাই বলেন, 'এটি এমন একটি বই যাতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী-এর দু'টি উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ রয়েছে। তিনি প্রবন্ধদ্বয় 'আল্লামা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্দুলবীর 'লামি'উদ্ দুরারী' এবং 'আল-আব্ওয়াবু ওয়াত তারাজিমু লিল্ বুখারী'-এর ভূমিকা হিসেবে লিখেছিলেন যা তাঁর মূল কিতাবের সাথে সংযুক্ত করেন। কিন্তু ব্যাপক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং অসাধারণ ও অনন্য উএশারের উদ্দেশ্যে পরিভাষার পৃথক বই হিসেবে এ বইটি তিনি রচনা করেন।'[২৩৫]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সমগ্র বইটিতে বুখারী শরীফের সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে। বইয়ে উপস্থাপিত প্রথম প্রবন্ধটি 'ইমাম বুখারী (র.)-এর জামি' সহীহির দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ' বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বুখারীর তরজমা ও অধ্যায়সমূহ' এর অর্থ ও মর্মের ধারক-বাহক। প্রথম প্রবন্ধটিতে লেখক আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'উলূমুল হাদীস, রচনার শ্রেণী বিন্যাস, বৈশিষ্ট্য, স্তর, এবং ইমাম বুখারীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত তথ্য নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আসমা'উর রিজাল শাস্ত্র, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থের সংখ্যা, সহীহ মুসলিম ও বুখারীর মধ্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের কথা এবং উদাহরণ হিসেবে হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানীর ন্যায় বহু জ্ঞানী গুনী ও মনীষী এবং তাঁদের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ননা করেছেন।[২৩৬]

২য় প্রবন্ধটির শুরুতে বুখারী শরীফের তাৎপর্য ও মাহাত্ম এবং সেই সাথে এর সংকলন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বুখারী শরীফের তরজমা, অধ্যায় ও রিজাল শাস্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত তথ্য এবং ভারতীয় উপ-মহাদেশের 'ইলমে হাদীস বিষয়ে কতিপয় প্রখ্যাত মনীষী[২৩৭] ও তাঁদের লিখিত গ্রন্থের পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধদ্বয়ে যথেষ্ট পরিমাণ পাদটীকার উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারী শরীফের আলোচনা-পর্যালোচনার ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বইটি অসাধারণ এবং প্রবন্ধদ্বয়ের ভাষা অত্যন্ত উন্নত ও প্রাঞ্জল যা পাঠকদেরকে সহজেই বিমোহিত করে ।

---

[২৩৫] সামাহাতুশ্ শায়খ আবিল হাসান 'আলী আল-হাসানী নদভী, নাযরাত 'আলাল জামি'ইস্ সহীহি লিল্ ইমামিল বুখারী ওয়া মায়িয়্যাতু আবওয়াবিহী ওয়া তারাজিমিহী, (রায়বেরেলীঃ লিইহ্য়া'ইল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা, ১৯৯২খৃ.), পৃ. ৩।

[২৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-১২।

[২৩৭] httpt//kitaabun. com/shopping3/product info.php? manulacturers

Dhaka University Institutional Repository

দাওরুল হাদীস ফী তাকবীনিল মুনাখিল ইসলামি ওয়া সিয়ানাতিহি (دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي و صيانته)

১৯৮৯ সালে লক্ষ্ণৌ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইল্‌মী' থেকে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী রচিত ৪৭ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আরবী সংস্করণটির উর্দু সংস্করণ 'ইসলামি মেজায ওয়া মাহওয়াল কী তাশ্‌কিল ওয়া হেফাযত মেঁ হাদীস কা বুনিয়াদী কেরদার' শিরোনামে ৪৫ পৃষ্ঠার এই বইটি ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়।[২৩৮] আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী মক্কাস্থ 'রাবিতাতুল্‌ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর পৃষ্ঠপোষকদের অনুরোধেক্রমে উল্লেখিত বক্তব্যটি প্রস্তুত করেন এবং এ সংস্থা কর্তৃক ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে আয়োজিত সম্মেলনে মক্কাস্থ রাবেতার সদর দফতরে শিক্ষক, জ্ঞানী গুনী, মুসলিম চিন্তাবিদ, এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে বক্তব্যটি উপস্থাপন করেন।[২৩৯] পরে এটি সংকলনাকারে ১৯৮৯ সালে 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইল্‌মী' (২য় সংস্করণ) লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়। হাদীস সাহিত্যের বক্তব্যের সংকলন এই বইটি। নতুন জাতি অর্থাৎ উন্নত মুসলিম জাতি ও সুশীল সমাজ গঠনে এবং পুর্নগঠিত জাতিকে তাদের স্বগুণে হেফাজত ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে হাদীসের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মনীষী ও চিন্তাবিদদের উক্তি ও মতামতসহ এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির শুরুতে লেখকের বক্তব্য সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা এবং পরিশেষে একটি সূচী ও লেখকের 'আল-মুরতাদা' গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কথা আলোকপাত করা হয়েছে। বইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল। এ গ্রন্থে আলোচিত শিরোনামের কথাগুলো মুসলিম সমাজ জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজন। যারা হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী তাদের জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক ও বর্তমান সময়ে অত্যন্ত উপযোগী। সীরাত ও হাদীসের মধ্যে এবং নবী ও দীনের ভূমিকার মধ্যে পাশাপাশি মুসলিম জাতি গঠনে, মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার সংরক্ষণে হাদীসের একটি তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে। মুসলিম সমাজ জীবনের মূল্যায়নে হাদীসই যে সুষ্ঠু মাএশাঠি এবং হাদীস সংরক্ষণ-সংকলনে সাহাবা, তাবে'য়ী ও তাবে তাবে'য়ীর ভূমিকা সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁত, পরিপাটি ও সুন্দরভাবে এখানে বিবৃত করা হয়েছে। তাছাড়াও হাদীস অস্বীকারকারীদের চিন্তা-চেতনা ও মনভাবকে অত্যন্ত সুকৌশলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা হয়েছে। তাই লেখকের এই সংকলনটি নতুন উপাদানে ভরপুর ও সমৃদ্ধ। এ ব্যাপারে লেখক নিজেই বলেছেন, 'মুসলিম জীবনে হাদীসের স্থান ও মুসলিম জাতির সুন্নতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত আলোচনাটি নতুন উপাদানে সমৃদ্ধ। তাছাড়া মুসলিম সমাজ এবং জাতির মধ্যে সংকট ও ক্ষতির পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। এ সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম জাতির সম্পর্ক যদি ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আল্লাহ্‌র উদারতা বা অনুকম্পা থাকবে না'।[২৪০]

---

[২৩৮] কতিপয় প্রখ্যাত মনীষী বলতে শায়খ 'আবদুল হাই হাসানী এবং শায়খ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী উদ্দেশ্য।

[২৩৯] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, দাওরুল হাদীস ফী তাকবীনিল মুনাখিল ইসলামি ওয়া সিয়ানাতিহি, (লক্ষ্ণৌঃ আল- মাজমা'উল ইসলামিল 'ইল্‌মী, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ.৩।

[২৪০] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, দাওরুল হাদীস ফী তাকবীনিল মুনাখিল ইসলামি ওয়া সিয়ানাতিহি, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

নাযরাত 'আলাল জামি'ইস্ সহীহি লিল্ ইমামিল বুখারী ওয়া মায়্যিযাতু আবওয়াবিহী ওয়া তারাজিমিহী (২য় খন্ড)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ২২৩ পৃষ্ঠার এই আরবী বইটি 'UK Islamic Academy' থেকে প্রকাশিত হয়। মুসলিম জাতির ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন গঠনের দিক-নির্দেশনা সংবলিত গ্রন্থটি হাদীসের আলোকে বিশেষ ভাবে আরবী ভাষাভাষীর জন্য লিখিত। গ্রন্থটিতে মূল আরবী টেক্সট এর পাশাপাশি ইংরেজী অনুবাদও সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়ের প্রারম্ভে পবিত্র কুর'আনের সামঞ্জস্যশীল আয়াত উল্লেখ করে তার পাশাপাশি নির্বাচিত হাদীস দ্বারা অতুলনীয় পদ্ধতিতে এমনভাবে সুসজ্জিত করে সবধরনের পাঠকের অধ্যয়নের জন্য আকর্ষণীয় করে লেখা হয়েছে, যা পাঠক শ্রেণীর জন্য অতিশয় বোধগম্য। এ প্রসঙ্গে জনৈক পর্যালোচকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য-
"Its unique style of inter-twining each subject matter with the appropriate-verses of the Qur'an at the beginning of each chapter followed by carefully selected hadiths makes it fascinating to read, a truly scholarly work made accessible to the general reader."[২৪১]

এ গ্রন্থে একটি সুন্দর ভূমিকাও রয়েছে। আরো রয়েছে বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে বাছাই করা ৫০০ উল্লেখযোগ্য হাদীস। হাদীসগুলোকে সহজ-সরল ও বোধগম্য শিরোনামের অধীনে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। 'ইবাদতে একাগ্রতা, প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা, আল্লাহ ও রাসুলের অধিকার রক্ষা, আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দান, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি, বিনয়-নম্রতা, আচরণের ভদ্রতা ইত্যাদি ৪৫ টি ছোট অধ্যায়ে বিভক্ত করে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেই সাথে এ গ্রন্থটি আচার-আচরণ ও নৈতিকতাও শিক্ষা দেয়। সৎগুণাবলী অর্জনের লক্ষ্যে আদর্শবাদী নীতির দৃঢ় ভিত রচনার জন্য শুধুমাত্র হাদীস শিক্ষার প্রেরণাই দেয় না; বরং ইংরেজী ভাষায় ইসলামি নৈতিক আচার-আচরণ, ভদ্রতা ও সভ্যতাঁকে পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করার প্রেরণা দেয়।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সংক্রান্ত অনেক বই থাকা সত্ত্বেও কেন এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে সে সম্পর্কে মন্ত ব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "The Arabic Books available for teaching students of advanced Arabic were mostly secular, and it was thought that it would be better to have these Books which would also teach certain Islamic Basics." গ্রন্থটির বিশেষ উপযোগিতার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আরব দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে।[২৪২]

---

[২৪১] httpt//kitaabun. com/shopping3/product info.php? manulacturers

[২৪২] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, নাযরাত 'আলাল জামি'ইস্ সহীহি লিল্ ইমামিল বুখারী ওয়া মায়্যিযাতু আবওয়াবিহী ওয়া
তারাজিমিহী, পৃ. ২৪-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

আল-মাদ্‌খালু ইলাদ্‌ দিরাসাতিল হাদীসিন্‌ নুবুবীয়্যাহ (المدخل إلى دراسات الحديث النبوية)

'UK Islamic Academy' থেকে প্রকাশিত আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর রচিত ৭৯ পৃষ্ঠার এ বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখকের এ গ্রন্থটিকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে Hadith Status & Rolet An Introduction to the prophet's Tradition নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিই মৌলবী বেলাল 'আবদুল হাই হাসানী নদভী কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়ে 'মুতালা'আ হাদীসকে উসূল ওয়া মাবাদী' শিরোনামে নামে প্রকাশিত হয়।[২৪৩]

ইসলামের প্রথম যুগে হাদীস বিকশিত হতে থাকে। অসংকলিত অবস্থায় এর বিকাশ ধারা হযরত 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয পর্যন্ত চলতে থাকে। বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক দলের আবির্ভাব ও জাল হাদীসের প্রচলন হাদীস সম্পদকে হুমকীর মুখে ফেলে দেয়। এমতাবস্থায় হযরত 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয ৯৯ হি. সনে খেলাফত লাভের পর বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের উদ্দেশ্যে একটি ফরমান জারী করেন। "انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنته او حديث عمر او نحو هذا فاكتبه لى فا نى خفت دروس العلم وذهاب العلماء" হযরত 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীযের হাদীস সংকলনের আহ্বান তৎকালীন যুগে বেশ সাড়া ফেলে।[২৪৪] আর তখনই হাদীস সংকলনের সূত্রপাত হয় এবং হাদীসের শুদ্ধতা যাচাই-বাছাইয়ের নীতিমালা আবিস্কৃত হয় এবং ক্রমান্বয়ে বিখ্যাত ৬টি হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। আর সে সূত্রেই মুসলিম জাতির মধ্যে হাদীসের ব্যাখ্যার এবং এর উৎসের বিশ্বস্ততার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। লেখক তার এ গ্রন্থে হাদীস, হাদীস সংগ্রহকারী, হাদীসবেত্তা, হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি, হাদীসের মৌলিক গ্রন্থের পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে নিখুঁত ভাবে আলোচনা করেছেন। একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, এ গ্রন্থটি হাদীসের মানদণ্ড, বিশ্বস্ততা ও মর্যাদা নিরূপণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই।[২৪৫]

'আছিফা (عاصفة)

আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী রচিত ৫২ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী ' থেকে ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটিও লেখকের আরবী বক্তব্যের সংকলন। আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী দীর্ঘদিন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় উপদেষ্টা পরিষদের এক সম্মেলনের আহ্বান করে। ১৯৭৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে স্থানীয় গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ, জ্ঞানী গুনী, ছাত্র শিক্ষক ও বিদেশী ছাত্র এবং বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদদের উপস্থিতিতে 'ردة ولا أبا بكر لها' শিরোনামে[২৪৬] বক্তব্য প্রদান করেন। আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর প্রদত্ত বক্তব্যটিই ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে 'আছিফা' নামে সংকলিত আকারে প্রকাশিত হয়। বইটির শুরুতে লেখকের একটি ভূমিকা এবং শেষে একটি সূচীপত্র

---

২৪৩ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.) জীবনী ও কর্ম, পৃ. ৩২২।

২৪৪ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (২য় সংস্করণ), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০খৃ., পৃ. ৪২২-৪২৩।

২৪৫ JavascripttpopupWindow('httpt//kitaabun.com/shopping3/popup_image.php?pID=1) Accessed on 03-05-2008.

২৪৬ আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী, 'আছিফা, (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৭ খৃ.) ২য় সং, পৃ. ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। সূচীপত্র ও ভূমিকা ছাড়াও এ গ্রন্থে ২২ টি শিরোনামে 'রিদ্দত' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই শিরোনামগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. দীন ইসলাম থেকে পৃথক হওয়া সাধারণ কুফরতা থেকেও জঘন্য;
২.স্বধর্ম ত্যাগের সমস্যা মানসিক সমস্যার অন্তর্গতঃ অধ্যয়নও বিশ্লেষণ প্রয়োজন;
৩. আলোর পর অন্ধকার যেরূপ সৃষ্টি হয়, ইসলাম গ্রহণের পর স্বধর্মত্যাগ তদ্রুপ কিংবা তার চেয়েও জঘন্য;
৪. ঈমানের অকৃজ্ঞতা ও ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি;
৫. হীনমন্যতার রোগই সকল মানসিক সমস্যার উৎস এবং তা হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে;
৬. পণ্ডিত ও নেতাগণ এ রোগে আক্রান্ত এবং তাদের মধ্যে অদ্ভূত অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়;
৭. বিবেকের তাড়না এবং হৃদয়ের তিরস্কার থেকে মুক্তির সুযোগ;
৮. ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দুর্বলতা হীনমন্যতার একটি প্রকার;
৯. স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা আগ্রাসী মনোভাবের লক্ষণ;
১০. প্রাচীন ইতিহাস ও হাদীস থেকে আগ্রাসী মনোভাবের দু'টি দৃষ্টান্ত;
১১. স্বধর্ম ত্যাগ ও ধর্মদ্রোহিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নেতিবাচক। তা প্রচীন ভঙ্গুর ধর্ম বিশ্বাস ও সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়;
১২. মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের বিশ্বাসগত ও চিন্তাগত ধর্মদ্রোহিতার দৃষ্টান্ত;
১৩. ইসলামের বিরুদ্ধে স্বধর্মত্যাগ ও ধর্মদ্রোহিতার বিপ্লব চালু করতে কিভাবে নেতারা সক্ষম হল;
১৪. ধর্মদ্রোহিতা ইসলামের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ এবং তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এর প্রভাব;
১৫. কেন আরব বিশ্ব ধর্মদ্রোহিতার সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে;
১৬. মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব ও ইসলামের প্রাণপ্রিয় কেন্দ্রকে দুর্বল করার জন্যই ভিন ধর্মীদের এ প্রয়াস;
১৭. রিদ্দত বা ধর্মদ্রোহিতা প্রতিরোধে নতুন শিক্ষানীতির প্রয়োজন;
১৮. মুসলিম জাতি ও জনসাধারণকে যথাযথভাবে শিক্ষাদান করা অপরিহার্য;
১৯. এ সমস্যার প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও জিহাদ পরিচালনা প্রয়োজন;
২০. ইতিহাস থেকে জিহাদ পরিচালনার দু'টি দৃষ্টান্ত;
২১. সংস্কার-সংগ্রামের পদ্ধতি এক নাও হতে পারে; কিন্তু যে কোন পদ্ধতিতে দৃঢ়তা অবলম্বন প্রয়োজন;
২২. এবং রিদ্দত তথা ধর্মদ্রোহিতা প্রতিরোধের জন্য যুব সমাজেকে আস্থাশীল হতে হবে এবং তাদেরকে প্রতিজ্ঞা নিতে হবে।[২৪৭]

উল্লেখিত শিরোনামগুলোর মাধ্যমে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রিদ্দতের পরিচয় ও বিকাশ, বিকাশে কাদের ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা, বিকাশের কারণ, রিদ্দতের পরিণতি ও রিদ্দতের শাস্তি, মুঘল আমলে ভারতীয় উপ-মহাদেশে বিকশিত রিদ্দতের স্বরূপ, মুঘল আমলে বিকশিত রিদ্দতের প্রতিরোধ কল্পে শায়খ আহমদ ইব্ন 'আবদুল আহাদ সিরহিন্দ (মৃ. ১০৩৪ হি.)-এর ভূমিকা ও কর্মপরিকল্পনা এবং রিদ্দত প্রতিরোধে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থটিতে।

[২৪৭] আবুল হাসান আলী আন্- নদভী, 'আছিফাহ, পৃ. ৫০-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

আন্নাবিয়্যুল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল (النبي الخاتم والدين الكامل)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৩৮ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি 'আকাইদ বিষয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্যের সংকলন। দেওবন্দ মাদরাসায় ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে খতমে নুবুওয়্যাতের সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে বলিষ্ঠ দলিল-প্রমাণাদির মাধ্যমে নুবুওয়্যাতের পরিসমাপ্তি ও দীন ইসলামের পরিপূর্ণতা বিষয়ে উর্দুতে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। নূরে 'আলম খলীল আমিনী তাঁর উর্দু আলোচনাকে আরবীতে ভাষান্তরিত করেন। পরে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে 'আননাবীউল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল' শিরোনামে বইকারে আরবীতে প্রকাশিত হয়।[২৪৮] বইয়ের শুরুতে মাওলানা মুহাম্মদ রাবি' হাসানী নদভীর লেখা একটি আকর্ষণীয় ভূমিকা এবং পরিশেষে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর লেখা 'আন্নাবীউল খাতাম' ও 'দাওরুল হাদীস ফী তাকবীনিল মুনাখিল ইসলামি ওয়া সিয়ানাতিহি' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন রয়েছে। লেখক বক্তব্য উপস্থাপনের শুরুতেই 'দীনের বিকাশ' এবং 'দীনের সংরক্ষণ' সম্পর্কে কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করার প্রয়াস পায়। তার পর মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং প্রসঙ্গক্রমে ইয়াহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও তাদের পণ্ডিতদের বক্তব্য তুলে ধরেন।[২৪৯] অতঃপর ক্রমান্বয়ে কাদিয়ানী মতবাদের গভীরে প্রবেশ করে তাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি এবং তাদের চিন্তা-চেতনা ও উদ্দেশ্য নিখুঁতভাবে তুলে ধরেন। কাদিয়ানী মতবাদ যে নুবুওয়্যাতে মুহাম্মদী ও পরিপূর্ণ দীন ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ তা তিনি তুলে ধরেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার বক্তব্যে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে নুবুওয়্যাতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে; তাঁর পর নুবুওয়্যাতের ধারা চালু আছে এমন ধারণা পোষন ও দাবী করা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নুবুওয়ত এবং পরিপূর্ণ দীনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ। পরিশেষে দীনের সংরক্ষণে ভারতীয় উপ-মহাদেশের বিভিন্ন মনীষীর অবদান আলোচনা করার মধ্যদিয়ে বিভিন্ন দীনী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব-কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন। বইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রঞ্জল। লেখকের চিন্তাধারা ও ভাব-ভাষা অত্যন্ত উঁচু মাপের।

---

[২৪৮] আবুল হাসান আলী আন্- নদভী, আন্নাবীউল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৩-৪।

[২৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

নীতিমূলক সাহিত্য

আস্-সিরায়ু বাইনাল ফিকরাতিল ইসলামিয়্যাতি ওয়াল-ফিকরাতিল আরাবিয়্যাতি ফিল্-আকতারিল ইসলামিয়্যাতি

'الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة العربية في الأقطار الإسلامية'

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ' الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة العربية في الأقطار الإسلامية' শিরোনামে আরবী ভাষায় এ গ্রন্থটি প্রথমবার ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে বৈরুতে 'দারুল ফিক্‌র' (دار الفكر) থেকে এবং ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে কুয়েতের 'দারুল কলম' (دار القلم) থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[২৫০] পরবর্তীতে এ গ্রন্থের ব্যাপক চাহিদার কারণে উর্দু ভাষায় 'মুসলিম মামালিক মেঁ ইসলামিয়্যাত ওয়া মাগরিবিয়াত কী কাশ্‌মাকাশ' শিরোনামে ৩৪৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি 'লক্ষ্ণৌর মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' (مجلس تحقيقات ونشريات إسلام) থেকে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক মহলে এ গ্রন্থটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বাংলাদেশের জনগণের কথা মাথায় রেখে এবং পাঠক মহলের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট খ্যাতনামা অনুবাদক 'আলিম মাওলানা ওবাইদুল হক কর্তৃক 'মুসলিম বিশ্বে ইসলামি আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব' শিরোনামে এর বঙ্গানুবাদ করা হয়, যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক মানব সমাজের অনেকের ধারণা সার্বিক উন্নতির একমাত্র পথ ও পন্থা হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার পূর্ণ অনুসরণ, অনুকরণ ও কর্মজীবনে এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা। এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্ব এ বিষয়টিকে কিভাবে দেখছে ও কিভাবে চিন্তা করছে, বিভিন্ন মুসলিম দেশ কি কি পথ অবলম্বন করেছে, আর মুসলিম বিশ্বের জন্য সঠিক পথই বা কি? এটাই এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় যা জ্ঞান আহরোণকারী প্রতিটি পাঠককে জ্ঞানের খোরাক মিটাবে।[২৫১]

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও মানব কল্যাণে পরিপূর্ণ ইসলামি দর্শন যা এক হাজার বছরেরও অধিক কালব্যাপী (৬৫০-১৬৫০) এ জীবন দর্শন মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে মানুষের মাঝে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে যথার্থভাবে প্রচলিত হয়ে আসছিল। পরিপূর্ণ ইসলামি জীবন বিধান দ্বারা মুসলমানগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ শাসন করে আসছিল। পরবর্তীতে তারা অলসতায় আচ্ছন্ন হয়ে ভোগ-বিলাস ও জড়বাদী আদর্শে জড়িয়ে পড়ে এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যায়। অলসতা, বিলাসিতা ও মুর্খতার ফল স্বরূপ মুসলমানদের মাঝে আস্তে আস্তে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৭০০ সালের পরবর্তী সময়ে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নেতৃত্ব ও রাজত্ব হারাতে থাকে। ফলে ইউরোপীয় শক্তি ও তাদের ছড়িয়ে দেয়া অপসংস্কৃতি মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করতে থাকে। ইউরোপীয় বস্তুবাদী জীবন দর্শন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলিম সমাজে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ফলে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত সভ্যতা ও

---

২৫০ আবুল হাসান আলী আন্- নদভী, মুসলিম মামালিক মেঁ ইসলামিয়্যাত ওয়া মাগরিবিয়াত কী কাশ্‌মাকাশ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাহত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮১ খৃ.) ৩য় সং, পৃ. ৯।

২৫১ প্রাগুক্ত পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক, সুসাহিত্যিক ও মুসলিম চিন্তাবিদ। তাঁর চিন্তা-চেতনায় মুসলিম বিশ্বে সৃষ্ট এ দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আর এ দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য গবেষণা ও চিন্তামূলক গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছেন যা পাঠকমহলের বহুবিধ ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োজন মিটাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।[২৫২]

ইসমা'ঈ ইয়া মিসর (إسمعى يا مصر)

নীতিমূলক সাহিত্যের এক অনন্য অসাধারণ গ্রন্থ হিসেবে إسمعى يا مصر নামক এ গ্রন্থটিকে পুনরায় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ১৬ পৃষ্ঠার (নতুন সংস্করণ) বইটি ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশিত হয়। এ বইটি একটি প্রবন্ধের সংকলন ও নীতি সাহিত্যের পর্যায়ভূক্ত। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মিসর ভ্রমণ উপলক্ষে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন যা 'আর-রিসালা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ বইর মাধ্যমে লেখক মিসরবাসীকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরব বিশ্বের নেতৃত্বকে উজ্জীবিত করার প্রেরণা দেন এবং আদর্শময় রীতি-নীতি ও রেওয়াজ চালু করার আহ্বান জানান। সেই সাথে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনে আরবী লাইব্রেরী ও ভাষা-সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানান।

অতীতে যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (স.) আরব, রোম ও পারস্যবাসীকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট রিসালাত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে ইসলামের দূত হয়ে পাশ্চাত্যে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাত প্রচার, প্রসার ও বিকাশ সাধনের জন্য মিসরকে আহ্বান জানান।[২৫৩] বইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। বইটিতে লেখকের উপস্থাপিত প্রতীকী সম্বোধন সূচক আহ্বান إسمعى يا مصر তাঁর বালাগাত-ফাসাহাতের জ্ঞানের সুগভীরতাঁকেই পরিচয় করিয়ে দেয়।

সীরাত ও ইতিহাস[২৫৪] বিষয়ক সাহিত্য

আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা (السيرة النبوية)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত "আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা" নামক এ আরবী গ্রন্থখানি[২৫৫] প্রথমে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এ গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে 'দারুশ শুকুর' জেদ্দা

---

[২৫২] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলিম বিশ্বে ইসলামি আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪খৃ.), পৃ. ৭।

[২৫৩] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ইসমা'ঈ ইয়া মিসর, (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯০ খৃ.) পৃ. ৭-১৬ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৯-১০।

[২৫৪] ইতিহাস বলতে মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির বিবরণমূলক ইতিহাসকে বোঝানো হয়েছে।

[২৫৫] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রকাশিত হয়।[২৫৬] এ গ্রন্থটি রাসূল (স.)-এর জীবন চরিত্র বিষয়ে এক অনবদ্য ও অসাধারন রচনা। অল্পদিনের মধ্যে এ গ্রন্থটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা ছড়িয়ে পরলে "নবী-এ রহমত" নামে উর্দু ভাষায় ভাষান্তরিত করা হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ৬৯৪ পৃষ্ঠা সংবলিত نبی رحمت শিরোনামের এ উর্দু গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ ১৮০৯ হিজরী সনে লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়। মুলতঃ নবী-এ রহমত হলো সীরাতুন্নবী বিষয়ক একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হলে জনগণের মধ্যে আরো ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এর ফলশ্রুতিতে আরবী ভাষাতেই এ গ্রন্থটির আরো ১০টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাছাড়াও ইতোমধ্যে ইংরেজী, তুর্কী, হিন্দি ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

'আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা' নামক এ গ্রন্থটি সীরাত পাঠকের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এ গ্রন্থটি পাঠে পাঠকের সামনে অনাবিল ভাবে ভেসে উঠবে মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের কারণ, যুক্তিকতা, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, মহত্ব, নুবুওয়্যতের মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাঁর আগমন ও প্রচেষ্টার বিস্ময়কর ফলাফলের সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ চিত্র, যা পাঠককে অনায়াসেই বিমোহিত করবে। 'আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা' নামক এ আরবী সংস্করণটির গুরুত্ব ও ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্যের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসভূক্ত করা হয়েছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর এ গ্রন্থে অন্যান্য ঐতিহাসিকের ন্যায় কেবল মাত্র ইতিহাসের নীরস ও নিস্প্রাণ ঘটনাবলী ও তথ্যসমূহের বিবরণ উল্লেখ করেন নাই; বরং ঘটনাবলী ঘটার কারণ ও তথ্যসমূহের তথ্যসূত্র উপস্থাপন করেছেন এবং ঘটনাবলী ঘটার ও তথ্যসমূহের তথ্যসূত্রের ব্যাপারে নবী করীম (স.)-এর সহিত বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা সুলভ পদক্ষেপ, তাঁর বাণীসমূহ, তাঁর গৃহিত পদক্ষেপ সমূহ থেকে সুদূরপ্রসারী ও বিজ্ঞতাসূলভ নিশ্চিত ফলাফলও উপস্থাপন করেছেন তাঁর এ গ্রন্থে।[২৫৭]

সীরাতু খাতামুন নাবিয়্যিন (Sirat Khatiman-Nabiyin)

সাধারণ আরবী ভাষা জানে এমন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৮৬ পৃষ্ঠার আরবী 'সীরাত খাতিমুন নাবিয়্যিন' গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি ইবন হিশামের 'Sirah Nabawiyyah' গ্রন্থের সার সংক্ষেপ। যুবকদের প্রেরণা ও দিক-নির্দেশনার উৎস হিসেবে এ গ্রন্থটিকে সরল, সহজবোধ্য ও সমৃদ্ধশীল করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনীর উপর লেখা যে সমস্ত সরল, সহজবোধ্য জীবনী গ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায় এটি তার মধ্যে অন্যতম প্রধান সহজ, সরল শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যয়নের উপযোগী সুপাঠ্য একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ইতিহাস সমৃদ্ধ অনেক ঘটনার আধুনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তথ্য রয়েছে। গ্রন্থটিকে পাঠদানের উপযোগী করার জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে Arabic terms সমন্বিত টীকা টীপ্পনী, শব্দার্থ, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে যা ক্লাসে text book হিসেবে উপস্থাপনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।[২৫৮]

---

[২৫৬] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহমত, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ২০০২ খৃ.), ৩য় সং. পৃ. ১৫

[২৫৭] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহমত, ৩য়. সং. পৃ. ১৬-৩৬।

[২৫৮] httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manujacturers_id=34&products_id=956 Accessed on 12-03-2007.

Dhaka University Institutional Repository

সালাহুদ্দীন আয়্যূবী (صلاح الدين الأيوبي)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর 'তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত' গ্রন্থে সালাহুদ্দীন আয়্যূবীর জীবন-কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে সেই ধারাবাহিকতায় দারুল কলমের পরিচালক মুহাম্মদ 'আলী দাওলা' এর অনুরোধক্রমে সালাহুদ্দীন আয়্যূবীর জীবনী সম্পর্কিত صلاح الدين الأيوبي নামক এ আরবী বইটি রচনা করার প্রয়াস পান।[২৫৯] ৬৫ পৃষ্ঠার সালাহুদ্দীন আয়্যূবী নামক আরবী ভাষার বইটি (প্রথম সংস্করণ) মিসরের 'দারুস সাহ্ওয়া লিন্নশর ওয়াত তাওযী' থেকে ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। লেখক গ্রন্থটির প্রথমেই 'সুলতান সালাহুদ্দীন (মৃ ৫৮৯ হি.)-এর কবরে' শীর্ষক শিরোনামে কিছু কথা এবং একটি চমৎকার ভূমিকা লিখেছেন।

'খৃষ্টানদের আক্রমণ এবং ইসলামের নতুন সংকট' নামক প্রবন্ধ দিয়ে বইটির আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এ প্রবন্ধটিতেই ইমাদ উদ্দীন জঙ্গী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর (মৃ. ৫৬৯/১১৭৪) পরিচয় এবং তাঁদের জিহাদী ও দীনীকর্ম-কাণ্ড ও চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সুলতান সালাহুদ্দীনের কবর যিয়ারত করতে গিয়েছিলেন, সে কথা 'সুলতান সালাহুদ্দীনের কবরে' শীর্ষক লেখায় তিনি সে বিষয় তুলে ধরেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ সালাহুদ্দীন আয়্যূবীর জীবন-কর্ম ও ইসলাম প্রচার ও সংরক্ষণে তাঁর অবদান উপস্থাপনের মাধ্যমে বইটি সমাপ্ত করা হয়েছে।[২৬০] বইটির ভাষা ততটা কঠিন ও দুর্বোদ্ধ নয়; আবার ততটা সহজও নয়। সালাহুদ্দীন আয়্যূবীর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে যারা জানতে আগ্রহী তাদের জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আল ইমামুল্লাযী লাম ইউওয়াফ্ফা হক্কুহু মিনাল ইনসাফি ওয়াল ই'তিরাফি (الإمام الذى لم يوف حقه من الإنصاف والاعتراف)

ভারতীয় উপ-মহাদেশে বৃটিশ শাসন কায়েমের ফলে মুসলিম জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা, তাদের কৃষ্টি-কালচার, তাহযীব-তামাদ্দুন হারিয়ে ফেলে। বৃটিশ শাসন ও তাদের অনুসারীদের দ্বারা ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-কালচার, চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষমতাচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিম এ জাতিকে বৃটিশদের শাসন-শোষণ জুলুম থেকে মুক্ত করে তাদের তাহযীব-তামাদ্দুন রক্ষার উদ্দেশ্যে সায়্যিদ আহমদ শহীদ কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যুদ্ধরত অবস্থায় বালাকোটের ময়দানে শিখদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে এ মহান ব্যক্তি তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথীসহ শাহাদত বরণ করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর এ ঘটনাবহুল জীবনী তুলে ধরতে الإمام الذى لم يوف حقه من الانصاف والاعتراف শিরোনামে ৭২ পৃষ্ঠার

---

[২৫৯] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, সালাহুদ্দীন আয়্যূবী, (মিসরঃ 'দারুস সাহ্ওয়া লিন্নশর ওয়াত তাওযী, ১৯৯১ খৃ.), ১ম সং, পৃ.৭।

[২৬০] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, সালাহুদ্দীন আয়্যূবী, পৃ. ১১-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ আরবী বইটি রচনা করেন, যা লক্ষ্ণৌর আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইল্‌মী' থেকে ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

কেন এ গ্রন্থটি লেখা হল শুরুতে এ মর্মে লেখকের যুক্তি নির্ভর একটি লেখা রয়েছে। লেখক আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, পৃথিবীতে পরিপূর্ণ মর্যাদাবান, গুণসম্পন্ন ও প্রতিভাবান অনেক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁদের স্মৃতি, অবদান এবং পরিচয় জনসম্মুখে প্রকাশ করার দাবী রাখে। তাঁদের কর্মময় মূল্যবান জীবন ও কর্ম প্রকাশ না করা তাঁদের প্রতি অবিচার করার শামিল সেই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পূর্ববর্তীদের ঘটনাবহুল জীবনী ও কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণের পথ রুদ্ধ করার শামীল। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (১২০১-১২৪৬ হি.) এমনই একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব যাঁকে মহান আল্লাহ্ ঈমান, আমল, চিন্তাশীলতার গভীরতা, ইহ্‌তিসাব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা করার যোগ্যতা দ্বারা পূর্ণতা দান করেছেন। সংস্কারকদের জন্য তাঁর সহজ-সরল ও কর্মময় জীবনকে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করার দাবীরাখে। সেই সাথে আরব বিশ্বে সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও তাঁর চিন্তা-চেতনাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিচয় করিয়ে দেয়ার গঠনমূলক চিন্তা থেকেই এ গ্রন্থটি আরবী ভাষায় লেখা হয়েছে। কেননা, উর্দু ভাষায় 'সীরাত-এ আহমদ শহীদ' নামে তাঁরই রচিত বিস্তারিত অপর একটি গ্রন্থ রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে যা গ্রন্থটিকে মৌলিক গ্রন্থে পরিণত করেছে। গ্রন্থটি সহজ সরল আরবী ভাষায় রচিত। আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যথেকে যারা সায়্যিদ আহমদ শহীদ এর জিহাদী প্রেরণা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও ফলদায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।[২৬১]

আল হাদারাতুল গারবিয়্যাতুল ওয়াফিদাতু ওয়া আছারুহা ফিল জীলিল মুছাক্কাফি (الحضارة الغربية الوافدة وأثرها في الجيل المثقف)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৭২ পৃষ্ঠার الحضارة الغربية الوافدة وأثرها في الجيل المثقف এ আরবী বইটি সায়্যিদ আকবর হুসায়ন এলাহাবাদী (১৯৪৬-১৯২১ খৃ.)-এর জীবন ও কর্ম এবং তাঁর সংস্কারধর্মী অবদানকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। ২০০৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর 'মাক্‌তাবা-এ আবুল হাসান 'আলী' থেকে বইটি (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়।

ফ্রান্স ও ইংরেজরা খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মিসর, পশ্চিম আরব, ভারত এবং প্রাচ্যে সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন চালিয়ে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে ইসলামি ও পাশ্চাত্য চিন্তার মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চল সমূহ তাদের শিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। ভারতীয় উপ-মহাদেশের উর্দু ভাষার মুসলিম কবি আকবর হুসায়ন এলাহাবাদী এরূপ চরম নাজুক পরিস্থিতি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ভারতবাসী দীর্ঘ দিন যাবত সংস্কারিক চিন্তাধারার ধারক-বাহকের মানসিকতাসম্পন্ন কবিতার পরিচয় পায়নি। তাঁর কবিতা ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির তাৎপর্য বুঝাতে এবং মুসলিম জাতির 'আকীদা দৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ দৃঢ় ভূমিকা পালন করে। তিনি তার স্বরচিত কবিতায় হাস্য-রসের মাধ্যমে

---

[২৬১] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল ইমামুলল্লাযী লাম ইউওয়াফ্‌ফা হক্কাহু মিনাল ইনসাফি ওয়াল ই'তিরাফি, (লক্ষ্ণৌঃ আল মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ৭- ৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে প্রভাবিত এবং তাদের সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের হীন মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তার দীর্ঘ জীবনে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে হাস্য-রসকে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু স্থির করেছিলেন। সেই সাথে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবক্তা সায়্যিদ আহমদ খানের রাজনীতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণের আহবায়কদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। নতুন প্রজন্মের মধ্য থেকে যারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী, ভণ্ড দীন ও 'আকীদার প্রতি সহনশীল মনোভাব প্রকাশকারীদের ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রচারক ও প্রসারক বস্তুবাদী চিন্তার ধারক-বাহকদেরও তিনি কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এর ফলে ভারতীয় উপ-মহাদেশের সমাজ ও জীবন ব্যবস্থায় নতুন জীবনের উন্মোচন ঘটে।[২৬২] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার এ বইটিতে তাঁর জীবন-কর্ম ও সংস্কারধর্মী গ্রহণযোগ্য মূল্যবান অবদান তুলে ধরেছেন।

এই বইটির প্রথমেই 'আল-বা'সুল ইসলামি'র প্রধান সম্পাদক সা'ঈদ 'আয্মী নদভী ও আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর লেখা একটি করে ভূমিকা স্থান পেয়েছে এবং সবশেষে রয়েছে একটি সূচীপত্র। সূচীপত্রে[২৬৩] লেখকের ভূমিকা ছাড়াও ৩টি মূল শিরোনাম এবং অনেক উপ-শিরোনাম রয়েছে। এসব সূচীপত্রে মধ্য দিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ জীবন-কর্ম আলোচনা করা হয়েছে।[২৬৪] বইটির ভাষা মধ্যম ধরনের সহজ। আকবর এলাহাবাদীর জীবন-কর্ম ও তার অবদান সম্পর্কে এটি একটি চমৎকার বই যা পাঠকের জ্ঞানের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' (إذا هبت ريح الإيمان)

বর্তমান বই ১৩৯৩ হিজরীর শা'বান মাসে (১৯৭৩ খৃ) اذاهبت ريح الايمان নামে 'আরাফাত ঘর, দায়েরায়ে শাহ 'আলামুল্লাহ্ (র) রায়বেরেলভীর পক্ষ থেকে নাদওয়াতু'ল- 'উলামার আরবী প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বইটি আরব দেশগুলোতে অতি দ্রুততার সাথে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ২৭১ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর 'মাকতাবা-এ ফেরদৌস' থেকে ১৪০২ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.)-এর জীবন-কর্ম আলোচিত হয়েছে। এটাকে উর্দু ভাষায়ও রূপান্তরিত করার প্রস্তাব আসতে থাকে। যাতে করে এই অবজ্ঞাত উপমহাদেশের মুসলিম যুবক ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে। এ আরবী গ্রন্থটির অনুবাদঃ যব ঈমান কী বাহার আঈ' শিরোনামে (তৃতীয় সংস্করণ) উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।[২৬৫] আরবী ও উর্দু ভাষায় এ গ্রন্থটির পাঠক মহলে ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রস্তাব আসতে থাকে বিভিন্ন মহল থেকে। পরে বিশিষ্ট অনুবাদক আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী উর্দু গ্রন্থ 'যব ঈমান কী বাহার আঈ'-এর বাংলা তরজমা করে দেন

---

[২৬২] সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আলহিদারাতুল গারবিয়্যাতুল ওয়াফিদাতু ওয়া আছরুহা ফিলজায়লিল মুছাক্কাফি (দিল্লীঃ মাকতাবা-এ আবুল হাসান 'আলী, ২০০৪), ২য় সং , পৃ. ১২-১৪।

[২৬৩] মূল শিরোনামগুলো বইটির অভ্যন্তরে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সূচীতে মূল শিরোনাম ও উপশিরোনাম মিশ্রণ করে লেখা হয়েছে।

[২৬৪] সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আলহিদারাতুল গারবিয়্যাতুল ওয়াফিদাতু ওয়া আছরুহা ফিলজায়লিল মুছাক্কাফি পৃ.৭১- ৭২।

[২৬৫] আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

'ঈমান যখন জাগলো' শিরোনামে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে দেন যা মুহাম্মদ ব্রাদার্সের মালিক মুহাম্মদ আব্দুর রউফ সাহেবের বদান্যতায় খুব সহজেই 'ঈমান যখন জাগলো' শিরোনামে মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে ২০ রজব ১৪২৮ হিজরী সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। অনেক আগেই এ গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ শেষ হয়েছে যা, এ গ্রন্থটির ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ বলে প্রতিভাত হয়।

ইসলামের ইতিহাসে যখনই ঈমানের প্রবল বাতাস বয়েছে, 'আকীদা, 'আমল ও আখলাক এই তিন শাখাতেই তখন বিস্ময়কর ঘটনাবলী বরং আশ্চর্য সব বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে। সুদৃঢ় বিশ্বাস, শৌর্য-বীর্য ও প্রত্যয়, আমানতদারী, সাধুতা , আত্মত্যাগ, সহমর্মিতাবোধ ও সেবামূলক প্রেরণা, বাহ্যিক সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রতি নির্লিপ্ততা, ঈমান ও আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্বাস ও উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি-অধিকন্তু ন্যায়বিচার, স্নেহ-মমতা, দয়ার্দ্রচিত্ততা ও বিশ্বস্ততা ও জীবন উৎসর্গের এমন সব দুর্লভ নমুনা ও প্রাণবন্ত নজীর কিংবা প্রতিচ্ছবি মানুষের সামনে প্রমানিত হয়েছিল, সে সব কল্যাণকর বিষয়গুলো মানবতার স্মৃতি থেকে ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে পেতে চরম অবনতির সীমানায় পৌছে গিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবাসী রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ সময় বিশাল মুসলিম মোঘল শাসনের অবসান ঘটে। সমগ্র ভারতবর্ষে তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং এর মিত্র হিন্দুদের জোরপূর্বক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গ পরাজয়বরণ করে নিজেদের এলাকা ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে থাকে। ইংরেজ শাসনের প্রভাবে এ সময় ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিক চারিত্রিক গুনাবলীর বিপর্যয় ঘটে আর ধর্মীয় বিধি-বিধান সর্ব ক্ষেত্রে হয় উপেক্ষিত। অন্যায়, অশ্লীলতা গর্হিত কথাবার্তা ও আচার-আচরণে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরে। সমগ্র ভারত তাদের সভ্যতায় প্রবেশ করেছিলেন। আর এ নিয়ে তারা গর্ববোধ করত। আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-বিলাস ছিল চারদিকে ছড়াছড়ি। মদ্যপান অবাধে চলত। আমীর-'উমরা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে গরীব ও নিঃস্ব শ্রেণী পর্যন্ত সবাই ছিল এ সমাজ ব্যবস্থারই শিকার। নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী এবং জাতিয় চেতনা ও অনুভূতির মান এরূপ শূন্যের কোঠায় পৌছে গিয়েছিল যে, হিজরী ১৩শ শতাব্দীর শুরুতে যখন ইংরেজ রাজত্বের শেঁকড় এ দেশের মাটিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, সে সময়েও কিছু সংখ্যক মুসলিম মেয়ে সামাজিক অনাচারে লিপ্ত হয়েছিল।[২৬৬] শিরক ও বিদ'আত মুসলিম সমাজে জেঁকে বসেছিল। কবর ও কবরবাসীদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র শরী'আত অস্তিত্ব লাভ করেছিল। হিন্দু ও শী'আ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আচার-আচরণ ও প্রথা-পদ্ধতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সমাজে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। বিধবাদের পুনর্বিবাহ, উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশ দেয়া, সালাম দেয়া ইত্যাদিকে অনেক স্থানে দোষণীয় মনে করা হত। হজ্জের ন্যায় ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকনকে রাস্তার কষ্ট-ক্লেশ ও নিরাপত্তার অভাবের অজুহাত দাঁড় করিয়ে এর ফরযিয়াতকে রহিত করা হয়েছিল। কুর'আন বুঝা, অন্যকে বুঝাতে চেষ্টা করা এবং কুর'আন নিয়ে গবেষণা করা 'উলামায়ে কিরাম ছাড়া অন্যান্যদের জন্য অসম্ভব এ ধারণা জনসাধারণের মাঝে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

---

[২৬৬] সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান', (রায়বেরেলভীঃ 'আরাফাত ঘর, দায়েরায়ে শাহ 'আলামুল্লাহ্ (র), নাদওয়াতুল 'উলামার আরবী প্রেস, ১৯৭৩খৃ./ ১৩৯৩ হি.) পৃ. ৬ -৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের এহেন খারাপ ও নাজুক পরিবেশ-পরিস্থিতি যার পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্ধারের কোন আশা-ভরসাই আর অবশিষ্ট ছিল না। এমনি পরিস্থিতিতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) ১৭৮৬ সালের নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণত বয়সে ভারতীয় উপ-মহাদেশে ইসলামের করুণ পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে তাঁর কতিপয় সাহসী বন্ধু সহকারে সংস্কার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[২৬৭] "মুসলিম বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে আসা জনৈক রোমক সৈন্যের কাছে সম্রাট হেরাক্লিরাস মুসলমানদের পরিচয় জানতে চাইলে সৈনিক এই উত্তর দেন, 'মুসলমানেরা দিনে ঘোড়সওয়ার আর রাত্রে তাহাজ্জুদগোযার তথা সংসার-বিরাগী ফকীর।' সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (র) এই উভয় গুণেরই ছিলেন এক অপূর্ব ও আদর্শ সমন্বয়। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন মর্দে মু'মিন, তেমনি অপরদিকে ছিলেন মর্দে মুজাহিদও। রসূল (স)-এর একজন সত্যিকার ও প্রকৃত অনুসারীর ন্যায় তাঁর এক হাতে ছিল কুরআন ও অন্য হাতে তলোয়ার। সাহাবায়ে কিরামের চরিত্রের অনুপম বিকাশ শেষ যুগে কেবল আমরা তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যেই দেখতে পেয়েছি। কী অসামান্য ও অটল ব্যক্তিত্বের জোরেই না তিনি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে গোটা উপমহাদেশের তৎকালীন জাহিলী পরিবেশকে ঈমানের প্রদীপ্ত আভায় রৌশন করে তুলেছিলেন, কীভাবে অন্যায়-অবিচার ও দুর্নীতির পক্ষে আর সমস্যা-সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত, অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিষবাষ্পে জর্জরিত, শিরক ও বিদ'আতের সীমাহীন দরিয়ায় নিমজ্জিত, অবনতি আর অধঃপতনের চূড়ান্ত দ্বারপ্রান্তে উপনীত একটা জাতিকে তাওহীদ ও ঈমানের আলোচিত ধারায় সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, কী করে ঝিমিয়ে পড়া মুমূর্ষ একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়ে তাঁকে মুজাহিদ কওমরূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন, সম্বিতহারা ও আত্মবিস্মৃত জাতিকে স্মৃতির রাজ্যে ফিরিয়ে এনে তাঁকে সম্বিত দান করলেন তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। মুসলিম মিল্লাতকে তার হৃত-গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই অবশেষে বেছে নিলেন তিনি দুঃসহ ও ক্লেশকর জীবনের এক অনন্ত অধ্যায়। আর এ পথেই তিনি হাসিমুখে বিলিয়ে দিলেন সর্বাপেক্ষা অমূল্য তাঁর প্রাণ-বস্তুটিকে এবং লাভ করলেন শাহাদতের মহান মর্যাদা। বলা বাহুল্য, 'ঈমান যখন জাগলো' নামের এ গ্রন্থটি আমাদের পরম শ্রদ্ধের বুযুর্গ সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী শহীদ (র)-এরই কর্মমুখর অমর জীবনলেখ্য।"[২৬৮] আর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর স্বীয় اذاهبت ريح الايمان এ গ্রন্থে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.)-এর জীবন-কর্ম, তাঁর সংগ্রামী জীবন এবং সংস্কারধর্মী চিন্তা-চেতনা অত্যন্ত সুন্দর ও সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া তাঁর সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা কতিপয় বন্ধুর ঈমানের পরিচয় ও আন্দোলন করতে গিয়ে ঘটে যাওয়া বিখ্যাত অনেক ঘটনার বিবরণ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[২৬৯] আবুল হাসান রচিত উপ-মহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামি আন্দোলনের এই জীবন্ত লেখাচিত্র সমৃদ্ধ গ্রন্থখানি আজকের তরুণ-যুবক মুসলিম সমাজের জন্য অন্তহীন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণার উৎস হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নুকূশ-এ ইকবাল (روائع إقبال)

সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্যের এক অনন্য অসাধারণ গ্রন্থ হিসেবে روائع اقبال' নামক এ গ্রন্থটিকে পূনরায় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২০ পৃষ্ঠার روائع اقبال' শিরোনামে আরবী এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত যা দামেশ্ক এর বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি চতুর্থ সংস্করণ

---

[২৬৭] সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' পৃ. ৮-১০।

[২৬৮] সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' অনুবাদকঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, 'ঈমান যখন জাগলো', (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স , ৩৮, বাংলাবাজার, ১৪২৮ হি.) পৃ.৪-৬।

[২৬৯] সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' পৃ. ১২-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

করাচীর নাজিমাবাদস্থ 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন 'আল্লামা ইকবালের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ও গুনগ্রাহী। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে 'আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারার সাথে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর চিন্তাধারা বহুলাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।[২৭০] তাই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'আল্লামা ইকবালের চিন্তা-ধারা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে উল্লেখিত গ্রন্থটি প্রথমে আরবী ভাষায় 'روائع اقبال' নামে, পরে ইংরেজী ভাষায় 'The Glory of Iqbal' ও উর্দুতে 'نقوش اقبال' নামে ভাষান্তর করে প্রকাশ করেছেন।[২৭১] ২০০২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী সংস্করণটি ১৯৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত Awakening publications (UK, USA) থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির অনুবাদক ছিলেন M Asif Kidwai. এছাড়াও 'আল্লামা ইকবাল রচিত "Asraari-Khudi" (Secrets of Self) এবং "Rumuzi-Bekhude" (Mysteries of Selflessness) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য জগতে ইসলামি দর্শের ব্যাপক অনুপ্রেরণা যোগায় এবং তার কবিতা সমাজ জীবনে মানুষের মানবিকতা, উন্নত চরিত্র, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন ও বিকাশে শক্তিশালী রসদের ভূমিকা পালন করে।[২৭২]

'আল্লামা ইকবাল ছিলেন একাধারে বিশ্বমানের স্বনামখ্যাত কবি, সুসাহিত্যিক, সমাজতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, ও ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির কঠোর সমালোচনা করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তিনি পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার ও বিষয়ের দার্শনিক চিন্তার ভাবধারার সমন্বয় ঘটিয়ে কাব্য রচনা করতেন। তাঁর রচিত কবিতায় ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির উন্নত চিন্তাশীলতার বিকাশ ঘটেছে। এ গ্রন্থটির প্রথমেই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দার্শনিক কবি 'আল্লামা ইকরালের জীবন ও কর্মের উপর প্রাণবন্ত আলোকপাত করেছেন। অতঃপর ইউরোপীয় সমাজ-সংস্কৃতি, সভ্যতা-রাজনীতি ও সমাজদর্শণ নিয়ে তাঁর বিকশিত চিন্তাধারা উপস্থাপন করেছেন।[২৭৩]

ইসলামি সাহিত্য

'আল-ইসলাম আছারুহু ফিল হাদারাহ ওয়া ফাদলুহু 'আলাল- ইনসানিয়্যা' (الإسلام أثره في الحضارة و فضله على الإنسانية)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন পর ইসলামকে আছ্রাত ওয়া ইহ্সানাত' শিরোনামে ১৪৪ পৃষ্ঠার এ উর্দু ভাষার গ্রন্থটি 'লক্ষ্ণৌর মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া

---

[২৭০] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, নুকূশ-এ ইকবাল, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯), ৪র্থ সং, পৃ. ১৩।

[২৭১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, নুকূশ-এ ইকবাল, পৃ. ৮-১০।

[২৭২] httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manujacturers_id=34&products_id=950 Accessed on 12-05-2008.

[২৭৩] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, নুকূশ-এ ইকবাল, পৃ. ১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ২০০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি লেখকের একটি আরবী প্রবন্ধের উর্দু সংস্করণ। প্রবন্ধটি তিনি 'আল-ইসলাম আছারুহু ফিল হাদারাহ ওয়া ফাদলুহু 'আলাল-ইনসানিয়্যা' এ শিরোনামে বইকারে প্রথমে প্রকাশ করেছিলেন। এ আরবী গ্রন্থটির উর্দু সংস্করণই[২৭৪] 'তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন পর ইসলামকে আছ্রাত ওয়া ইহ্সানাত শিরোনামে প্রকাশিত হয়।'[২৭৫]

লেখক এ গ্রন্থটিতে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, গোষ্টি ও সমাজের উপর ইসলামের প্রভাব তুলে ধরে প্রাণবন্ত আলোচনা করার প্রয়াস পান। বিশেষ করে 'আকীদার সুস্পষ্ট ধারণা, মানবীয় ঐক্য ও সাম্যের ধারণা, দীন-দুনিয়ার সমন্বয়ধর্মী জীবন পদ্ধতি ও সমাজ ব্যবস্থাসহ ইসলাম বিশ্ববাসীর কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য যে দশটি মৌলিক বিষয় উপহার দিয়েছেন তার আলোচনা রয়েছে এ গ্রন্থটিতে।[২৭৬] এ গ্রন্থটির শুরুতে একটি সূচীপত্র, লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম'-এর কল্যাণকামী শাম্‌স-এ হিব্‌রীয খান এবং লেখকের লেখা পৃথক একটি করে ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়াও গ্রন্থটির শেষে রয়েছে একটি গ্রন্থপুঞ্জি। সূচী পত্রে ভূমিকা ছাড়া ১২ টি মূল শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো উপ-শিরোনামের সুবিন্যস্ত করে এ গ্রন্থটিকে সাজানো হয়েছে। বিশ্ববাসীর কৃষ্টি-কালচারের উপর ইসলামের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে এ বিষয় সম্পর্কিত নতুন নতুন তথ্যকে দলিল প্রমাণ হিসেবে দেখাতে গিয়ে অমুসলিম পণ্ডিতদের সমর্থন দ্বারা সমৃদ্ধ অনেক তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তিনি এ গ্রন্থটিতে।[২৭৭] বইটিতে কেবল ঐতিহাসিক পর্যালোচনাই স্থান পায়নি; বরং বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হতাশ মানুষের মধ্যে আস্থা ও আত্ম বিশ্বাস সৃষ্টির উপাদানও রয়েছে বলে প্রাণবন্ত আলোচনা ও মন্তব্য স্থান পেয়েছে।[২৭৮] বইটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয়; ভাষা সহজ-সাবলীল। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামের অবদান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী জ্ঞান পিপাসুদের জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আহাদিছু সারিহাতুন ফি আমেরিকা (أحاديث صريحة في أمريكا)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত এ গ্রন্থটি প্রথমে أحاديث صريحة فى أمريكا শিরোনামে আরবী ভাষায় লেখা হয়েছিল। পরে উর্দু ভাষায় এ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'মাগরিব সে কুস সাফ সাফ বার্তে' শিরোনামে ১৯২ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ২০০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন সমাবেশে ও সম্মেলনে উপস্থাপিত লেখকের প্রবন্ধ ও অনেক গুলো বক্তব্যের সংকলন। এ সকল প্রবন্ধ ও বক্তব্যে তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করে প্রাচ্যের অধিবাসীদের পাশ্চত্যের অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণের সমালোচনা করে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা ও বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করেছেন।[২৭৯] আরবী তৃতীয় সংস্করণ বৈরুত থেকে এবং

---

২৭৪ মৌলবী শামস-এ তিবরীয খান উর্দু সংস্করণটির অনুবাদ করেন ।

২৭৫ মাওলানা আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী (র.), তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন পর ইসলামকে আছ্রাত ওয়া ইহ্সানাত, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৬ খৃ.), পৃ. ৯।

২৭৬ মাওলানা আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী (র.), তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন পর ইসলামকে আছ্রাত ওয়া ইহ্সানাত পৃ. ২০।

২৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

২৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

২৭৯ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, মাগরিব সে কুস সাফ সাফ বার্তে, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী চতুর্থ সংস্করণ লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়।[২৮০] বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন সংস্করণই এর জনপ্রিয়তা যে কত তুঙ্গে তা প্রমাণ করে।

গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ গ্রন্থটির মাধ্যমে ইসলাম সংস্কারের এক অতুলনীয় স্বরূপ চিত্রিত করেছেন। তিনি মানব জাতিকে তাদের স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করে জীবনকে নতুন আঙ্গিকে পরিবর্তন ও উন্নত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, জ্ঞান ও টেকনলজি মানুষকে নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দান করতে পারে। তবে এ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে মানুষের বিশ্বাস, আদর্শ ও সৎ উদ্দেশ্যের সমন্বয়ের উপর। গ্রন্থকারের এ সকল প্রবন্ধ ও বক্তব্যে ইউরোপে উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত প্রাচ্যবাসীকে পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে, সংস্কারক ও নীতি নির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মাঝে নতুন সেতু বন্ধন সৃষ্টি করে পারস্পরিক কল্যাণ লাভের আহ্বান জানানো হয়েছে।[২৮১] এ গ্রন্থের উর্দু সংস্করণটির ভাষা মধ্যম ধরনের। পশ্চাত্য সংস্কৃতির বিষয়ে এটি একটি অতুলনীয় গ্রন্থ বলে আমার বিশ্বাস।

আল ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশ্‌তাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলিমীনা (الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين)

আযমগড়ে 'দারুল মুসান্নিফীন'-এর কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮২ সালের ২১-২৩ ফেব্রুয়ারীতে 'Shibli National Post Graduate College'-এর আঙিনায় এক বিশেষ শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী[২৮২] এ সম্মেলনে 'الاسلام والمستشر قون' বিষয়ে একটি প্রাণবন্ত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে এ প্রবন্ধটিই 'আলইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশতাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলিমীনা' (الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين) শিরোনামে বইকারে প্রকাশিত হয়।[২৮৩] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ৮২ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে বৈরুতের 'মু'আস্‌সাসাতুর রিসালা' থেকে প্রকাশিত হয়। আরবী ভাষায় বইটির প্রচ্ছদেই লিখা রয়েছে- 'প্রাচ্যবিদদের রচিত গ্রন্থের মূল্যায়ন এবং ইসলামি বিষয়ে মুসলিম লেখকদের গবেষণার পর্যালোচনা'। এ কথাগুলো গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে পরিষ্কারভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ প্রবন্ধে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রাচ্যের মুসলিম লেখকদের রচিত গ্রন্থের চুলছেড়া পর্যালোচনা করে তাঁদের লেখার দুর্বল দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ব গঠনমূলক সমালোচনা করেন। পর্যালোচনা ও সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি কেবল মুসলিম লেখকদের গ্রন্থেরই সমালোচনা করেননি; বরং ভন্ড কাদিয়ানীদের লেখা গ্রন্থের ন্যায় বিতর্কিত মুসলিম লেখকদের রচিত গ্রন্থেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন।

এ ইসলাম, ২০০৪ খ.), ৫ম. সং., পৃ. ح-ز ।

[২৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ب ।

[২৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

[২৮২] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী তখন 'দারুল মুসান্নিফীন' আযমগড়ের কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন।

[২৮৩] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী আল ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশ্‌তাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলিমীনা, (বৈরুতঃ 'মু'আস্‌সাসাতুর রিসালা', ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৫-১০।

Dhaka University Institutional Repository

ছোট্ট পরিসরে রচিত বইটিতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিচক্ষনতা ও জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এ বইটিতে প্রাচ্যের বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন গ্রন্থের প্রজ্ঞাসুলভ জ্ঞানগর্ব সমালোচনা করেছেন। বইটির ভাষা খুব সহজও নয়; আবার খুব কঠিনও নয়। মুসলিম সাহিত্যিক ও গবেষকদের জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। মৌলবী সায়্যিদ সালমান হুসায়নী নদভী কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়ে এ মূল্যবান গ্রন্থটি 'ইসলামিয়্যাত আওর মাগরিবী মুশ্‌তাশরিকীন ওয়া মুসলমান মুসান্নিফীন' শিরোনামে ৯০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।[২৮৪]

ইলাল ইসলামি মিন জাদীদ (إلى الإسلام من جديد)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ২১৫ পৃষ্ঠার إلى الإسلام من جديد এ আরবী গ্রন্থটি ১৪২৮ হিজরীতে (২য় সংস্করণ) লক্ষ্মৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল ইল্‌মী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৭০ হিজরীতে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর কয়েকটি প্রবন্ধ ও বক্তব্যের সংকলন তাঁর এ গ্রন্থটি। গ্রন্থটির এ নতুন সংস্করণ সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন, 'বিভিন্ন সংকলনে আমি আমার যে প্রবন্ধগুলো স্থান দিয়েছি তার মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক 'ইলাল ইসলামি মিন জাদীদ' থেকে নিয়েছি। আর সে সব বিভিন্ন সংকলনের মধ্য থেকে অন্যতম হচ্ছে 'আল 'আরব ওয়াল ইসলাম' এবং 'আত্ তরীকু ইলাল মদীনা'। আরও অপর কিছু প্রবন্ধ লিখেছি ও বক্তব্য দিয়েছি যা 'ইলা ইসলামি মিন জাদীদ' এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে পাঠক যা কিছু পায়নি তা দ্বিতীয় সংস্করণে পাবে। তাই এ সংস্করণটির অধিকাংশ প্রবন্ধ ও বক্তব্য পুরাতন এবং কিছু সংখ্যক নতুন প্রবন্ধও এখানে স্থান পেয়েছে। আর আমার কিছু সতীর্থ এ সংস্করণটি প্রকাশ করার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করলে তাদেরকে তা প্রকাশের জন্য অনুমুতিও দিয়েছি।'[২৮৫]

বর্তমান প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ প্রবন্ধগুলো রচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি ইসলামের উত্থান-পতনের ইতিহাস, ইসলামি রাষ্ট্র ও আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য, মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব-কর্তব্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৈতিক ও চরিত্রিক চরম সংকট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল, প্রাণবন্ত, হৃদয়গ্রাহী ও সাবলীল ।

কিস্‌সাতু কিতাবিন ইয়াহকীহা মু'আল্লিফুহু (قصة كتاب يحكيها مؤلفه)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ৩৬ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশিত হয়। এটি গ্রন্থকারের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাযা খাসিরাল 'আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন' রচনার প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

[২৮৪] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, আল ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশ্‌তাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলিমীনা, পৃ. ১২- ২০।

[২৮৫] আবুল হাসান 'আলী অল-হাসানী আন্-নদভী, ইলাল ইসলামি মিন জাদীদ, (লক্ষ্মৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল' ইলমী ১৪২৮ হিজরী,) পৃ. ৫-৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

বইটির প্রথমে লেখক আত্মজীবনী লেখার নিয়ম ও পদ্ধতি তাঁর এ বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপট ও কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আমি যখন প্রায় ত্রিশ বছরে উপনীত হলাম তখন এ গ্রন্থটি সংকলন করেছিলাম।'[২৮৬] গ্রন্থটি তিনি তাঁর জীবনের শুরুতে সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় লিখেছিলেন বলে জানা যায়। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন 'আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং ভয়-ভীতি ও আশংকার মধ্যে এ কিতাবটি সংকলন করেছি। কেননা, সংকলনের ক্ষেত্রে আমি নবীন, বিশেষ করে আরবী ভাষায় এটা আমার প্রথম রচনা।'[২৮৭] গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে তিনি যে ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিক চারিত্রিক ইতিহাস সমৃদ্ধ বিভিন্ন গ্রন্থ গভীর ভাবে অধ্যয়ণ ও অনুশীলন করেছেন এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করে সে নিরিখে এ বিখ্যাত গ্রন্থটি লিখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।[২৮৮] বইটির প্রথমেই আর-রা'ইদ পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক ওয়াজিহ রশীদ নদভীর লেখা একটি ভূমিকা এবং শেষে 'মাযা খাসিরাল 'আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন' গ্রন্থে সংযোজিত গ্রন্থকারের একটি ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা সহজ-সরল। সমসাময়িক ইতিহাস লিখতে কি করণীয়, কিভাবে তথ্য-উপাথ্য ও গ্রহণযোগ্য উপাদান সংগ্রহ করতে হয় সে সব বিষয় জানতে গ্রন্থটি অতুলনীয়।

আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফুনা আনফুসাহুম (العرب يكتشفون أنفسهم)

ভারতের নাদওয়াতুল 'উলামার জেনারেল সেক্রেটারী আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৩৯৩ হিজরীর জিলকদ মাসের শেষে ও জিলহজ্জ মাসের শুরুতে মক্কাস্থ 'রবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সাধারণ সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে তিনি মুসলিম বিশ্বে দীর্ঘ দিন থেকে বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের সংকট নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন চিন্তাবিদদের সাথে আলোচনা করেন। ইসলামি বিশ্বের নেতৃবর্গের করণীয় বিষয়ে ৩০ জিলকদ ১৩৯৩ হিজরীতে 'الأمة العربية المسلمة تكتشف نفسها' শিরোনামে রাবিতা কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে আরবী ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। তার এ বক্তব্যই ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে 'العرب يكتشفون انفسهم' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে ৪২ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি প্রকাশিত হয়।

আরব জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বইটিতে উপস্থাপিত বক্তব্যের বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'লা যে আরব জাতিকে পবিত্র ইসলামি বিষয় দান করার মাধ্যমে শক্তি, মর্যাদা, সভ্যতা, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ দান করে, বিশ্ব সভ্যতায় মর্যাদার আসনে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে তারা নিজেদের সে মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছেন সে বিষয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু গঠনতান্ত্রিক পন্থায় পরিপাটি সাহিত্যের ভাষায় বর্ণনা করেছেন।[২৮৯] উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ও তাদের শিল্পবিপ্লবের প্রভাবের কারণে নুবুওয়ত-রিসালাতের যথাযথ শিক্ষা থেকে মুসলিম বিশ্বের দূরে সরে গিয়ে হীনমন্যতার বশতী হয়ে বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে তারা যে প্রভাব ও নেতৃত্বশূন্য জাতিতে

---

[২৮৬] আবুল হাসান 'আলী-হাসানী আন-নদভী, কিস্সাতু কিতাবিন ইয়াহকীহা মু'আল্লিফুহু, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ১৩।

[২৮৭] আবুল হাসান 'আলী-হাসানী আন-নদভী, কিস্সাতু কিতাবিন ইয়াহকীহা মু'আল্লিফুহু, পৃ. ২১।

[২৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

[২৮৯] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফুনা আনফুসাহুম, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ), পৃ. ৩-৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত হয়েছে তা তুলে ধরার পাশাপাশি এ বইটিতে বিশ্ব রাজনীতিতে নুবুওয়ত ও রিসালাতের মাধ্যমে আরব জাতির যে উত্থান ঘটেছিল এবং বহু বছর পর্যন্ত তারা যে বিশ্ব ইতিহাসে নিজেদের নেতৃত্বের আসন ধরে রেখেছিল, সে বিষয়ে গর্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। আরবী ভাষা জানে ও বুঝে এধরনের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা আরব জাতির অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এ বইটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বইটির ভাষা মোটামুটি সহজ-সরল, সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল।[২৯০]

কারিছাতুল 'আলামিল 'আরবী (كارثة العا لم العربي)

মহান আল্লাহ্ তা'লা আরব জাতির মাঝে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণ করে তাঁর মাধ্যমে আরব জাতিকে ইসলামের সাথে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করে নৈতিক ও চারিত্রিক মর্যাদা সম্পন্ন উন্নত জাতিতে পরিণত করেছেন। নুবুওয়ত ও রিসালাতের সাহায্যে আরব জাতি এক সময় চারিত্রিক, নৈতিক, আর্দশিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজেদেরকে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির আসনে আসিন করেছিল। কিন্তু কালের আবর্তনে ও সময়ের বিবর্তনে এ উন্নত আরব জাতি তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তা হারাতে বসেছে। পরিশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে আরব বিশ্বের সামগ্রিক দিক থেকে চরম অবনতি ও অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। বর্তমানে ইসলামি শিক্ষা ও অনুশাসনের সাথে তাদের সম্পর্ক ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার কারণে তারা এখন শক্তি সামর্থহীন প্রভাবশূন্য জাতিতে পরিণত হচ্ছে। সেই সাথে তারা নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ক্রমান্বয়ে দুর্বল জাতিতে পরিণত হচ্ছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরব বিশ্বের এহেন দুঃখজনক পরিস্থিতি ও পরিণতির কারণ গভীরভাবে নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে সে বিষয়ের কারণগুলো এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করার মাধ্যমে আরব বিশ্বকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে كارثة العا لم العربي শিরোনামে ৩২ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি রচনা করেন। যার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইল্মী' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তাছাড়াও অমুসলিমরা কেন দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হচ্ছে ও মুসলমানরা কেন দুর্বল থেকে দুর্বলতার হচ্ছে তার কারণ উদঘাটন করে মুসলিম বিশ্বের ঘনিভূত সংকট নিরসনে বিভিন্ন মূল্যবান দিক-নির্দেশনা এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গ্রন্থটিতে আরব বিশ্বের বিপর্যয়ের মৌলিক তিনটি কারণ উপস্থাপন করা হয়েছে। কারণগুলো হচ্ছে ১. ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব; ২. আরব জাতিয়তাবাদের উন্মেষ এবং ৩. আরব রাষ্ট্রসমূহের সামরিক ও স্বৈরশাসন। এ সকল বিষয় উপস্থাপন করতে গিয়ে বিজ্ঞ গ্রন্থকার পবিত্র কুর'আনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস প্রমাণ ও দলিল হিসেবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গ্রন্থটিকে বর্তমান মুসলিম জাতির দর্পণ বললেও কারো নিকট অত্যুক্তি হবে না। এ গ্রন্থটির ভাষা উন্নত মানের সাহিত্যরসে ভরপুর। মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে যারা আগ্রহী তাদের জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত উপযোগী ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।[২৯১]

---

২৯০ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফুনা আনফুসাহুম, পৃ. ১-২।

২৯১ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কারিছাতুল 'আলমিল 'আরবী ওয়া আসবাবুল হাকীকিয়্যাতু, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯১ খৃ), পৃ. ৮-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমা'ঈ ইয়া 'ঈরান (إسمعى يا إيران)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত إسمعى يا إيران শিরোনামে ৩২ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটি লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর পক্ষ থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৭৩ সালের ১১-২০ জুন ১০ দিনব্যাপি ইরান ভ্রমণ করেন। এ দীর্ঘ সময়ের ভ্রমণে তিনি একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে সেখানকার বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করে বিভিন্ন মুসলিম চিন্তাবিদের সাথে সাক্ষাত করে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এবং সে ভ্রমণের সময়ে আয়োজিত বিভিন্ন সমাবেশে যোগদান করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।[২৯২] অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ইরানের সামগ্রিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে সেখানে একটা অনুকূল ধারণা লাভ করেন। মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার উদ্দেশ্যে সেখানকার মুসলিম চিন্তাবিদদেরকে শিয়া ও সুন্নীর মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনার পরামর্শ দেন। এর পাশাপাশি ইরানের দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরে সে সব দূরকরতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে জরুরী সংস্কার কাজের আহ্বান জানান। এছাড়াও সেখানকার বিজ্ঞ ঐতিহাসিক, দূরদর্শী মুসলিম চিন্তাবিদ এবং অভিজ্ঞ লেখক মহলের ভূয়শী প্রশংসা করেন। তার এ সফরের কাহিনী তিনি তার এ বইটিতে সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত সুন্দর পরিসরে বর্ণনা করেন।[২৯৩] ইরান সম্পর্কে জানতে আগ্রহীদের জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক ভুমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আরবী ভাষা ও ইসলামি সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী

মুখতারাতুম মিন আদাবিল 'আরাবী (مختارات من أدب العرب)

আরবী ভাষা-সাহিত্যের সিলেবাস আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজন এমন বই তৈরী করা যা ভাষার মৌলিক নিয়মাবলী, শিশুদের মানসিকতা ও আধুনিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ইসলামের নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা, মহান ইসলামি ব্যক্তিত্বদের পরিচিতি এবং ইসলামের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব ও প্রতিছবি বলে প্রমাণিত হবে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমার সর্বপ্রথম ইচ্ছা হল- আমি আরবীতে এমন সব গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে একটি সংকলন তৈরী করি, যা সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সব যুগেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হিসেবে সমভাবে স্বীকৃত হবে। যা কাব্যিক ছন্দ, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা মুক্ত, যা হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস, সুস্থচিত্ত

[২৯২] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, ইসমা'ঈ ইয়া 'ঈরান (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, তা .বি.), পৃ. ৬-১০।

[২৯৩] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, ইসমা'ঈ ইয়া 'ঈরান, পৃ. ২০-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

া ও সদুদ্দেশ্যের প্রতিচ্ছবি এবং যা আরবী ভাষাকে শুধু একটি রূপ ও ঢঙ্গে প্রকাশ করবে না। এমনই এক মৌলিক চিন্তা বাস্তবায়নে প্রথমে মুখতারাত সংকলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়'।[২৯৪] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক 'مختارات من أدب العرب' শিরোনামে আরবী ভাষা ও ইসলামি সাহিত্যের এক অনন্য গ্রন্থ রচিত হয় বা লক্ষ্ণৌর 'মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান্ নশর' থেকে ১৬২ পৃষ্ঠায় ২০০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি প্রথম খণ্ড এবং এর দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২ খৃষ্টাব্দে উক্ত সংস্থা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে।[২৯৫]

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ভারত বর্ষের তৎকালীন দারুল 'উলূম ও দীনী মাদরাসাগুলোর পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তারই বড় ভাই ডা. 'আবদুল 'আলীর অনুমতিক্রমে মাধ্যমিক পর্যায়ের আরবী সাহিত্য সংকলন করেন। এ সংকলনে হাদীস ও সীরাতের অনেক বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন, 'যে আমি হাদীছ পড়ার সময়ই লক্ষ করেছিলাম, সহীহ হাদীছ গ্রন্থে এমন অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত আছে যাতে সাহাবী কিংবা সাহাবিয়াগণ হুযুরের (সা.)-এর বা নিজের কোন সফরের ঘটনা, সফরের অবস্থা, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা বিস্তারিতভাবে, অকৃত্রিম ও নিঃসংকোচে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আবেগ-অনুভূতির রূপ ও চিত্র নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছে হিজরত, হাদীছে ইফক, হযরত হালীমা সাদিয়া (রা.) বর্ণিত দুগ্ধ পানের ঘটনা, হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত তাবুক যুদ্ধ ও তাদের পরীক্ষা ইত্যাদি হলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[২৯৬] এ সব হাদীছের ভাষা ও আরব সাহিত্যের বর্ণনা শক্তি সর্বোচ্চ মানের। আরবী ভাষা, আরবী ভাষার প্রকাশ ভঙ্গী ও আরবী প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারার উৎকৃষ্ট নমুনা কুর'আনে কারীমে ছাড়া আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না। এমনিভাবে ঐ সকল হাদীছও উল্লেখ যোগ্য, যেখানে প্রাঞ্জলভাষী ও বাগ্মী কোন সাহাবী হুযুর (সা.)-এর শারীরিক সৌন্দর্যের বা অন্য কোন প্রখ্যাত সাহাবীর দৈহিক রূপের বিবরণ দিয়েছেন।'[২৯৭] এছাড়াও এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে গ্রন্থকার তাঁর এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হযরত হাসান বসরী, ইমাম গাযালী, ইবনুস সাম্মাক মাস'উদী, শায়খ মহীউদ্দীন ইব্ন 'আরাবী, ইব্ন জাওযী, ইব্ন হিব্বান আল-বাসতী, 'আল্লামা ইব্ন কাইয়িম, হাফিয ইব্ন তাইমিয়া, ইব্ন খালদুন ও শাহ অলী উল্লাহ প্রমুখ মনীষী উল্লেখ যোগ্য।

মিসবাহুল লুগাত প্রণেতা ও দারুল 'উলূমের আরবী সাহিত্যের শিক্ষক মাওলানা 'আবদুল হাফিয বলিয়াবী এ মুখতারাত সংকলনের প্রবন্ধগুলোর কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মুখতারাত সংকলনের প্রবন্ধগুলোর কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ ও টীকা সংযোজনসহ সংকলনটির প্রথম ছাপা প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পর আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বন্ধুবর, সংকলক মাওলানা 'আবদুস সালামের পরামর্শে ছাত্রদের সুবিধার্থে এ সংকলনটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেন। দামেস্কের মাতবা'তুল জাদীদা থেকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে এর প্রথম খণ্ড এবং 'দায়ি'রাতুল মা'আরিফ'

---

[২৯৪] মাওলানা সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম. পৃ. ১৩৬।

[২৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

[২৯৬] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী অন-নদভী, মুখতারাতুম মিন আদাবিল 'আরাবী, (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান নাশর, ২০০৭ খৃ.), ১ম. খ., পৃ. ১৬১-১৬২।

[২৯৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম. পৃ. ১৮২।

হায়দ্রাবাদ থেকে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে এর ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।[২৯৮] এ গ্রন্থটির প্রথম খন্ডে লেখকের একটি চমৎকার ভূমিকাসহ ৩৩টি প্রবন্ধ রয়েছে।[২৯৯] আর দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে আরো ৪১টি প্রবন্ধ।[৩০০]

১৯৫৬ সালে দামেস্ক ইউনিভার্সিটির দাওয়াতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যখন দামেস্ক ভ্রমণে গমন করেন তখন এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে 'আল-মাতবাআতুল জাদীদা'তে নাদওয়াতুল উলামার পক্ষে এর প্রথম খণ্ড অত্যন্ত সুন্দর টাইপে প্রকাশ করে তার একটি স্টক হিন্দুস্তানে পাঠিয়ে দেন। চার-পাঁচ বছর পরে ১৯৬২ সালে ২য় খণ্ড 'দায়েরাতুল মাআরেফ' হায়দারাবাদ থেকে ছাপানো হয়। ১৩৮৫ হিজরী (১৯৬৫ সালে) বৈরুতের মাকতাবাতু দারিল ফিকরিল হাদীছ, লেবানন এ বই খানি দৃষ্টি নন্দন ছাপা ও উন্নত কাগজে এক ভলিউমে প্রকাশ করেছিল। এতে প্রথম বারের মত বইখানি আরব বিশ্বে প্রচারের ও সাগ্রহে পাঠের উপযোগী হয় এবং এ বছরই তা দামেস্ক ইউনির্ভাসিটির শারইয়্যাহ অনুষদের আরবী সাহিত্যের সিলেবাসভুক্ত করা হয়।[৩০১] একজন হিন্দুস্থানী লেখকের জন্য এটা বড় সম্মান ছিল যে, নির্ভেজাল আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর লিখিত তাঁর কোন বই আরব ইউনির্ভাসিটির পাঠ্যতালিকাভুক্ত হল।

ঐ সময় বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার (যাকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর দক্ষ রচনাশৈলী ও শক্তিমান লেখনীর কারণে মিসরের অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কলামিষ্টের উপর প্রাধান্য দিতেন, সাহিত্যাঙ্গণে যার খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করছিল) দামেস্কের হাইকোর্টের বিচারক এবং বাগদাদ ইউনিভার্সিটির আরবী সাহিত্য বিভাগের সাবেক প্রফেসার উস্তাদ আলী তানতাবীর দৃষ্টিও এ গ্রন্থের উপর পড়ে। তিনি 'মুখতারাত' এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন 'এটি ইসলামি সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হতে পারে।' ইসলামের ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তির পরিচয় সাহিত্যকারে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে এ গ্রন্থে। ফলে এ সংকলনটি অত্যন্ত মূল্যবান ও আরবী ভাষায় লেখা একটি প্রানবন্ত সাহিত্য উপস্থাপনা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সিলেবাসভূক্ত করা হয়।[৩০২] এ গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় যা আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ পাঠককে বিমোহিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আদ্-দাওরুল ইসলামিল জযরামী ফী মাজালিল 'উলুমিল ইনসানিয়্যাত (الدور الإسلامي الجزرمي في مجال العلوم الإنسانية)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৯০ পৃষ্ঠার এ 'আরবী বইটি মিসরের 'দারুস সাহ্ওয়া লিননশর ওয়াত তাওযী' থেকে ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপনকৃত ২৫টি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বইটি সংকলন করা হয়েছে।

---

২৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

২৯৯ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী অন-নদভী, মুখতারাতুম মিন আদাবিল 'আরাবী, (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্‌সাসাতুস সাহাফা ওয়ান নাশর, ২০০৭ খৃ.), ১খ, পৃ. ১৬১-১৬৩।

৩০০ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী অন-নদভী, মুখতারাতুম মিন আদাবিল 'আরাবী, ২য়. খ., পৃ. ১৬৯-১৭০।

৩০১ আলামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৩৫-১৩৮।

৩০২ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

বইটির প্রবন্ধগুলোর উপস্থাপন ও ভাষ্যের পরিধি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার তথ্যবহুল। প্রবন্ধগুলোর কোন কোনটি ধর্মদর্শন ও ধর্মতত্ত্বকে কেন্দ্র করে লেখা; আবার কোন কোনটি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ে লেখা; আবার কোন কোনটি গ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থাকে লক্ষ্যকরে রচনা করা হয়েছে। বইটির প্রথমেই আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ছাত্র 'আবদুল হালীম 'আব্বাসীর লেখা একটি ভূমিকা এবং বইটির শেষে তারই লেখা একটি সূচীপত্র রয়েছে। প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশের ভাষা কঠিন ও জটিল।[৩০৩] কেবল ভাল আরবী ভাষা-ভাষী ও বিজ্ঞ আরবী সাহিত্যিকই এ প্রবন্ধগুলোর অর্থ ও মর্মোদ্ধারে সক্ষম হবে।

রাজনৈতিক তাফসীর বিষয়ক রচনাবলী

আত তাফসীরুস সিয়াসী লিল্-ইসলাম ফী মিরআতি কিতাবাতি আল-উসতায আবী আ'লা মওদূদী ওয়া আশ্ শাহীদ সায়্যিদ কুতুব (التفسير السياسى للإسلام فى مرآة كتابات الأستاذ ابي الأعلى المودودى و الشهيد سيد قطب)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ১৮২ পৃষ্ঠার এ আরবী বইটির ৮ম সংস্করণ ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে কুয়েতস্থ 'দারুল কলম' থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এ প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি মিসরের 'দারুল আফক' থেকে, বৈরুতের 'মুয়াস্সাসাতুর রিসালা' থেকে এবং ভারতের 'দারুল 'আরাফাত' থেকেও প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়। তার ফলে এ গ্রন্থটি উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। এটি লেখক আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর প্রসিদ্ধ একটি সমালোচনামূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, প্রখ্যাত লেখক ও 'আলিম সায়্যিদ কুতুব এবং 'আল্লামা মওদূদীর কতিপয় মতামতের বিপক্ষে সমালোচনা করেছেন।[৩০৪]

---

[৩০৩] সামাহাতুশ্ শায়খ আবুল হাসান নদভী, দাওরুল ইসলামিল জযরামী ফী মাজালিল 'উলূমিল ইনসানিয়্যাত, (মিশরঃ দারুস সাহ্ওয়া লিননশর ওয়াত তাওযী', ১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ৮৩-৮৪।

[৩০৪] আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, আত তাফসীরুশ সিয়াসী লিল্-ইসলাম ফী মেরাতি কিতাবাতি আল-উসতায আবী আ'লা মওদূদী ওয়া আশ্ শাহীদ সায়্যিদ কুতুব (কুয়েতঃ 'দারুল কলম', ১৯৮৭ খৃ.) ৮ম সং, পৃ.৬-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক রচনাবলী

দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক (من نهر كابل الى نهر اليرموك)
দীন ও তাবলীগ উপলক্ষে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন। তার এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল এ ৬টি দেশের মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অগ্রগতি-উন্নতি পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের দীর্ঘদিন থেকে ঘনিভূত যাবতীয় সমস্যাবলী চিহ্নিত করা এবং সেখানকার জনগণের মাঝে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাপক প্রচার করা। আর সেই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৩ সালের জুন মাসে মক্কাস্থ 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামিল' (Muslim World League)-এর পক্ষ থেকে সম্মানিত প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে পশ্চিম এশিয়ার ৬টি দেশ আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, দামেশ্ক, ইরাক এবং আম্মান নিরাপদে ভ্রমণ করেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার উক্ত ভ্রমণ ৪ জুন ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে শুরু করেন এবং ২০ আগষ্ট ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে সফলতার সাথে সমাপ্ত করেন। গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সে সব দেশ ভ্রমণ কালে বিভিন্ন স্থানে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন সেগুলোকে একত্রিত করে من نهر كابل الى نهر اليرموك শিরোনামে ৩০৪ পৃষ্ঠা সংবলিত গ্রন্থটি সংকলন করে লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে (২য় সংস্করণ) ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আর এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ আরবী ভাষায় ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের 'দারুল হেলাল' থেকে প্রকাশিত হয়।[৩০৫] গ্রন্থটি মূলতঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক একটি গ্রন্থ।

গ্রন্থকার তার এ গ্রন্থে ৬টি দেশের ভ্রমণ কাহিনীসহ স্বীয় ভ্রমণের আানন্দদায়ক অভিজ্ঞতা ও গভীর পর্যবেক্ষণ, প্রভাব বিস্তারকারী সুক্ষ্ম কথা-বার্তা ও আলোচনা, বিভিন্ন জ্ঞানী, গুণী ও চিন্তাশীল মনীষীর সাথে তাঁর যে আন্তরিকতার সাথে সৌহার্দপূর্ণ সাক্ষাত হয়েছে তা এ গ্রন্থে সহজ সরল ও সাহিত্যিক মানদণ্ডে উন্নীত ভাষায় উপস্থাপন করেন। গ্রন্থকার তার এ গ্রন্থে ভ্রমণকে কেন্দ্র করে ৬টি দেশের বিভিন্ন

[৩০৫] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৭৮ খৃ.), ২য় সং, পৃ. ৩, ১২।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সে সব বিষয় পরিপাটি করে তুলে ধরেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ধারণকৃত ক্যাসেট থেকেও বক্তব্য সংকলন করে এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। গ্রন্থকার তার এ ভ্রমণ কাহিনীতে তিনি ঐ সব দেশের প্রাচীন ইতিহাস, সেখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের জীবন প্রণালীর বিচিত্রতা, বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা, তাদের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, সংস্কৃতি, আত্মিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহ ইত্যাদি বিষয় নিখুঁতভাবে তুলে ধরেন। এ গ্রন্থটির ভাষা সহজ-সরল, সাবলিল ও বর্ণনামূলক। যেসব জ্ঞান পিপাসু এ ৬টি দেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী তাদের জন্য এ গ্রন্থটি সহায়ক ভুমিকা রাখতে সক্ষম। গ্রন্থকার যেহেতু তার ভ্রমণ শুরু করেছিলেন আফগানিস্তানের কাবুল থেকে এবং ভ্রমণ শেষ করেছিলেন আম্মানে এসে, সেহেতু তিনি দু'শহরের সাথে সংশ্লিষ্টা রেখে তার এ ভ্রমণ কাহিনীর নামকরণ করেছিলেন 'দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তাক'।[৩০৬]

পত্র সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী

রাসায়িলুল আ'লাম (رسائل الأعلام)

১৩৬৭ হিজরী থেকে ১৪০৪ হিজরী পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে বিশ্বের স্বনামখ্যাত জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিবর্গ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর নিকট বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান গর্ব আলোচনায় সমৃদ্ধ চিঠিপত্র আদান প্রদান করেছিলেন। আর এ খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর শিক্ষক, মুসলিম বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সুসাহিত্যিক, গবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক। তাদের মধ্যথেকে কেউ কেউ দীনের প্রচার-প্রসারে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অবদানের প্রশংসা করেছেন; আবার কেউ তাঁর বড় ভাই 'আবদুল 'আলীর ইনতিকালে সমবেদনা জানিয়েছেন; আবার কেউ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দিক-নির্দেশনা সংবলিত প্রেরিত চিঠির উত্তরে তাঁর নিকট চিঠিগুলো প্রেরণ করেছিলেন ১৯১ পৃষ্ঠার رسائل الأعلام এ আরবী গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত মূলতঃ ৭৫ টি চিঠির সংকলন। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ রাবি' হাসানী নদভী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

এ সংকলনটির শেষে একটি সূচীপত্র এবং শুরুতে মাওলানা রাবি হাসানী নদভীর লেখা একটি ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকায় মাওলানা রাবি হাসানী নদভী চিঠি আদান-প্রদানের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা ৫০ জন ব্যক্তির জ্ঞান গর্ব চিঠিপত্র স্থান পেয়েছে এ চিত্তাকর্ষক সংকলনটিতে। জ্ঞানগর্ব আলোচনায় সমৃদ্ধ এ চিঠিগুলোর ভাষা প্রাঞ্জল। এ গ্রন্থটি থেকে দীনের প্রচারকগণ, 'আলিম, সমাজকর্মী এবং বহুমূখী কার্যের ধারক বাহকগণ তাদের কর্মক্ষেত্রে সফলতা লাভের উপায় ও দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারবে।[৩০৭]

---

[৩০৬] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক, পৃ. ৯-১১।

[৩০৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, রাসায়িলুল আ'লাম,(মিসরঃ দারুস সাহ্ওয়া লিন্নশর ওয়াত তাওযী', ১৯৯১ খৃ.), পৃ. ৮-১২।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী

আল কেরাআতুর্ রাশিদা (القراءة الراشدة)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'আল কেরাআতুর রাশিদা' শিরোনামে আরবী ভাষার অসাধারণ এ বইটি গ্রন্থকারের একটি ধারাবহিক রচনা। প্রতিটি শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম কমলমতি শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত পাঠ্যসূচীর প্রয়োজন যা তাদের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, নৈতিকতা ও সামগ্রিক সংস্কৃতিকে আদর্শ পথে প্রভাবিত করতে পারে। 'আল কেরাআতুর রাশিদা' নামক এ বইটি রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায় যে লেখক আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ভারতের মাদরাসায় নিচের ক্লাসগুলোতে মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'আল-কিরা'তুর রাশীদা' সিরিজটি পড়িয়েছিলেন। তাছাড়াও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষা দেয়ার জন্য যে প্রচলিত আরবী বই রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশেরই ইসলাম ধর্মের সাথে কোন সম্পৃক্ততা ছিলনা।

শিশুদের পছন্দ, পাঠের পদ্ধতি, ভাষাগত শুদ্ধতা, বয়স, সাধারণ জ্ঞান এবং দীনী রূহ ও চারিত্রিক শিক্ষার দিক দিয়ে এ বইটি অতুলনীয়। কিন্তু এ বইটি লেখা হয়েছে মিসরের খৃষ্টান ও কিবতীদের লক্ষ্য করে। এ বইটিতে মিসরের বিশেষ ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমনঃ জাযিরাতুর রওযা, আল-আহরাম, হিওয়ার বাইনা মিসর ওয়াল এসকান্দারিয়্যাহ, আল-কানাতিরিল খাইরিয়্যাহ, আঞ্চলিক উৎসব ও মাহফিল, যেমনঃ ঈদু ওফাইন নীল। ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মুহাম্মাদ আলী পাশা সম্পর্কে স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। সবচেয়ে বড়কথা, তাতে মিসরের জাতিয় সংগীতও আছে, যাতে মিসরের বড়ত্ব ও মহিমা কীর্তন করা হয়েছে এবং তার বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে "ঈদু ওফাইল নীল" যাতে মিসরের খৃষ্টানরা দারুণ আকর্ষণ অনুভব করে,আরবী মাদরাসার হিন্দুস্থানী মুসলমান শিশুদের জন্য এ সংগীতে কি মাধুর্য ও আকর্ষণ থাকতে পারে? না ভারতীয় মাদরাসার ছাত্রদের ক্ষেত্রে এ বইয়ে উল্লেখিত বিষয়গুলো কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না।[৩০৮] কেননা, এক দেশের জাতিয় সংগীত, আঞ্চলিকতা ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠান অন্য দেশের মানুষের মাঝে কোন আবেগ, আবেদন ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না। লেখকের এ চিন্তার আলোকে মিসরের ঐ গ্রন্থটির স্থান পূরণের জন্য আরবী শিশু পাঠ্যের নতুন সিরিজ লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। আর এ প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৪ সালের কাছাকাছি সময়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ বইটি রচনার কাজ সমাপ্ত করেন।[৩০৯]

---

[৩০৮] আলামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ পৃ. ১৪০।
[৩০৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

এ বইটি রচনা করার সময় খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখা হয় যে, যাতে কোন পাঠ বা গল্পই যেন দীনী উপদেশ থেকে শুন্য না থাকে এবং এ থেকে যেন কোন দীনী বা আখলাকী ফলাফল বের হয় অথবা কোন দীনী শিক্ষা বা শিষ্টাচারের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয়। আর এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাতে ছাত্ররা টেরও না পায় যে, কোন জিনিস উপর থেকে বা বাহির থেকে আমদানী করে তাদের উপর চাপানো হচ্ছে। আর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্য থেকে সেই সব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন শিক্ষনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা যা শিক্ষার্থীকে কোন না কোন বিষয়ের শিক্ষা প্রদানের সক্ষম হয়। যেমন বড় ব্যক্তিত্বদের মধ্য থেকে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীয, ইমাম মালেক, আওরঙ্গজেব আলমগীর, শেরশাহ সূরী, সুলতান মাহমুদ গজনবী, সুলতান মুজাফফর হালিম, এবং বিশিষ্ট আলিমদের মধ্য থেকে ইমাম গাজালী, ইবনে তাইমিয়াঁ, মোল্লা নিযামুদ্দীন ফিরিঙ্গী মহল্লী ও শাহ আবদুল আযীযকে নেয়া হয়েছে। শিক্ষা কেন্দ্র থেকে জামেয়া আযহার, দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহেরুল উলূম ও নাদওয়ার আলোচনা স্থান দেওয়া হয়েছে এ গ্রন্থে।

গ্রন্থকার এ গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এ গ্রন্থের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যথাঃ ১. এতে নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষার অনেক উপাদান রয়েছে যদ্বারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামি সংস্কৃতি-সভ্যতা এবং কৃষ্টি-কালচার অর্জিত হতে পারে; ২. বিভিন্ন কাহিনীতে শিষ্টাচার ও দীনী আখলাক সমৃদ্ধ শিক্ষা এবং বিভিন্ন দু'আ এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে কোমলমতি শিশুরা সহজেই প্রভাবিত হয়; এবং ৩. সমগ্র সিরিজটিতে দীনী প্রাণ রয়েছে। এছাড়া পার্থিব জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, সাইন্স, প্রাণিজগৎ, নতুন আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয়কে দীনী চিন্তা ও শিক্ষার সাথে অত্যন্ত সুক্ষভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।'[৩১০]

শিশুদেরকে আকর্ষণ করার জন্য যে ধরণের কাহিনী নির্বাচন করা উচিৎ তা তিনি দক্ষহস্তে এ গ্রন্থটির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। কাহিনীগুলোকে সৎগুণাবলী, প্রশংসিত চরিত্র দ্বারা গুণান্বিত করে দীনের সাথে সমন্বয় সাধন করে উপস্থাপন করেছেন।[৩১১] বইটির বৈশিষ্ট্য ও এর ভাষাগত কৌশল ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করলে এটা দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে, এর প্রণেতা কত বড় সুসাহিত্যিক ও পণ্ডিত ছিলেন। এই সিরিজ লক্ষ্ণৌ থেকে ছাপার পরে প্রথমে দারুল উলূম নাদওয়াতে অতঃপর অন্য সব মাদরাসায় পাঠ্যভূক্ত করা হয়। পরবর্তীতে এ বইটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পরলে এ বইটিকে ভারত, পাকিস্তান ও আরবের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয় যা এ বইটির ব্যাপক জনপ্রিয়তাকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।[৩১২]

কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল আতফাল (প্রথম খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال)

---

[৩১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪।

[৩১১] 'আলমী সাহারা (পত্রিকা), পৃ. ৪৮।

[৩১২] httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&osCsid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ থাকে যে, তৎকালীন আরব বিশ্বের সর্বত্র শিশু সাহিত্য হিসেবে কামেল কিলানী কর্তৃক রচিত "হেকায়াতুল আতফাল" সিরিজ গ্রন্থ ব্যাপক জনপ্রিয় ও সমাদৃত ছিল। এই শিশু সাহিত্যের সিরিজ গ্রন্থকে দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামায়ও পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন, "আমারও এ কিতাব পড়াতে হয়েছে। আমাকেও এর জন্য খালেছ প্রগতিবাদী হয়ে যেতে হত এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি সামনে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়াতে হতো। কিন্তু ১৯৪২ সালে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার কাছে লিখিত এক পত্রে 'হেকায়াতুল আতফাল' সিরিজ দারুল উলূমের পাঠ্যভূক্ত হওয়াতে কঠোর সমালোচনা করেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী قصص النبيين للأطفال শিরোনামে শিশু সাহিত্য রচনার কাজ সম্ভবত ১৯৪৩-৪৪ সনের মাঝামাঝি সময়ে শুরু করেছিলেন এবং এ সাহিত্য রচনার ধারাবাহিকতা সফরে ও নিজ গৃহে অবস্থানকালে, ট্রেনে, রাস্তার পার্শ্বে পরিবহণের অপেক্ষায় থাকার সময়ে, লাহোর, সোহাওয়া ও নিযামুদ্দীনে অবস্থান কালে এবং চলাফেরার সময়ে মানসিক বিক্ষিপ্ততার অবস্থাতেও চালু রেখেছিলেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রচিত ১২৬ পৃষ্ঠার এ শিশু সাহিত্য গ্রন্থটির প্রথম অংশ লক্ষ্ণৌর 'মু'আস্সাতুস সাহাফা ওয়ান্ নশর' থেকে প্রকাশিত হয়। আবার এটি বাংলাদেশের বাংলাবাজারের 'আনোয়ারুল কুর'আন লিন্ নশর' থেকেও আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। قصص النبيين للأطفال শিরোনামে শিশু সাহিত্য গ্রন্থটি সর্বমোট ৪টি অংশে বিভিক্ত।[৩১৩] এটি তার প্রথম অংশ।

গ্রন্থকার শিশুদের শিশু সাহিত্যের এ সিরিজ রচনার কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন, 'আরবী ভাষায় প্রাণিকূলকে নিয়ে অতীতে বিভিন্ন কিস্সা কাহিনী লেখা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম কোমলমতি শিশুদের জন্য বাস্তবধর্মী, শিক্ষনীয়, আদর্শীক ও আকর্ষণীয় কিস্সা সংক্রান্ত কোন রচনা নেই বিধায় কুরআন ও নবী-রাসূলদের সাথে সংশ্লিষ্ট এ কিস্সা লিখেছি। কাহিনীগুলোকে কোমলমতি শিশুদের জন্য অত্যন্ত সহজ-সরল বাক্যের পুনরোল্লেখের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছি। যাতে করে শিশুরা আরবী ভাষার শিক্ষা আরবী ভাষায় বিভিন্ন মাদরাসা সমূহে পাঠ করতে পারে।'[৩১৪] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ভূমিকার শুরুতেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, শিশুরা আগ্রহের সাথে এ পুস্তকে উপস্থাপিত কাহিনীগুলো পাঠ করবে।[৩১৫] এছাড়াও এ গ্রন্থের ১ম অংশের শুরুতে একটি ভূমিকা এবং এ গ্রন্থ সম্পর্কে মিশরের আহমদ আশ্শিরবাছী-এর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত স্থান পেয়েছে।

এ শিশু সাহিত্য সিরিজ গ্রন্থের প্রথম অংশটিতে কেবল হযরত ইব্রাহীম (আ.), ইয়া'কূব (আ.) ও হযরত ইউসূফ (আ.)-এর জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার আলোকে লেখা স্থান পেয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মূর্তি ভাঙ্গার কাহিনী, ইব্রাহীমের প্রভূর পরিচয়, ইব্রাহীম (আ.) কে পুড়িয়ে মারার জন্য প্রজ্জলিত অগ্নি শীতল হওয়ার ঘটনা সরল ও সাবলিল ভাষায় আলোকপাত করা হয়েছে। হযরত ইয়া'কুব (আ.)-এর পুত্র ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধে তার ভাইদের শত্রুতা এবং সর্বশেষে ব্যক্তি জীবনে ইউসুফ

---

[৩১৩] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কিসাসুন নাবিয়্যিন লিল্ আত্ফাল, (ঢাকাঃ আনোয়ারুল কুর'আন লিননশর, তা. বি.), ১খ. পৃ. প্রচ্ছদ।

[৩১৪] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কিসাসুন নাবিয়্যিন লিল্ আত্ফাল, পৃ. ৫।

[৩১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

Dhaka University Institutional Repository

(আ.)-সফলতা ও সুন্দর পরিণতির ঘটনা অত্যন্ত সহজ-সরল,সাবলিল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।[৩১৬]

কাসসুন নাবিয়্যীন লিল্ আতফাল (দ্বিতীয় খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রচিত ৭৯ পৃষ্ঠার এ পুস্তকটি 'কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আতফাল'-শিরোনামে শিশু সাহিত্য সিরিজের দ্বিতীয় অংশ। এ দ্বিতীয় অংশটি লক্ষ্ণৌর 'মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান্ নশর' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের শুরুতেই লেখকের একটি চমৎকার ভূমিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। 'নূহ (আ.)-এর নৌকা' এ মূল শিরোনামে বইটির আরম্ভ হয়েছে এবং প্রথমেই আদম (আ.) এর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে শয়তানের হিংসা, শয়তানের চিন্তা-চেতনা ও শয়তানের কুট কৌশল, সুকৌশলে প্রথমে সৎ মানুষের বেশধরে ছবি, সে ছবি থেকে সাধারণ মূর্তিতে রূপান্তর, সাধারণ মূর্তি থেকে প্রভূর মূর্তিতে বেশ ধারণ, এছাড়াও আল্লাহর অসন্তুষ্টি, রাসূল, রাসূল-মানুষ কিংবা ফেরেশ্তা, নূহ (আ.)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ, নবুওয়্যতের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রতি তাঁর জাতির মন্তব্য? জাতির প্রতি নূহ (আ.)-এর দা'ওয়াত ও তাঁর প্রার্থনা, নূহ (আ.)-এর নৌকা, ঝড়, নূহ (আ.)-এর পুত্র ও পুত্রের করুন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা এ সিরিজ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর সমগ্র জীবন কাহিনী সহজ ভাষায় সাবলিলভাবে তুলে ধরা হয়েছে এ অংশে।

এ অংশেই দ্বিতীয় কাহিনীঃ নূহ (আ.)-এর পর, 'ঘূর্ণিবায়ু' শিরোনামে কুফুরীর পুরনাবৃত্তি, 'আদ জাতির সীমালংঘন, ও তাদের জঘন্য অপরাধ, হযরত হূদ (আ.)-কে রাসূল হিসেবে প্রেরণ, হূদ (আ.)-এর দা'ওয়াত এবং দা'ওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে হূদ (আ.)-এর প্রতি 'আদ জাতির জওয়াব ও কৌশল এবং হূদ (আ.)-এর ঈমান, 'আদ জাতির আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ ও শাস্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় কাহিনীঃ 'ছামূদ জাতির উটনী' এ প্রধান শিরোনামে 'আদ জাতির পরবর্তী করুন অবস্থা, ছামূদ জাতির মূর্তি পূজা ও কুফুরী, সালিহ (আ.)-কে নবীরূপে প্রেরণ, সালিহ (আ.)-এর দা'ওয়াত ও ধনীদের প্রার্থনা, সালিহ (আ.)-এর উপদেশ, নবুওয়্যতের বিশ্বাসের বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কিছুই চাইনা, আমাদের চিন্তা-চেতনা তোমাদের নিকট ভুল, আল্লাহর উটনী, শাস্তি ইত্যাদি অনেক উপ-শিরোনামের অধিনে হযরত সালিহ (আ.)-এর সমগ্র জীবন-কাহিনী চমৎকার ভাষা ও ভঙ্গিমায় তুলে ধরা হয়েছে। অবশেষে হযরত নূহ (আ.), হূদ (আ.) এবং সালিহ (আ.), এই তিন বিশিষ্ট নবীর চমকপ্রদ কাহিনীর মাধ্যমে قصص النبيين للا طفا ل নামক এ শিশু সাহিত্য সিরিজের দ্বিতীয় অংশের সমাপ্তি টানা হয়েছে।[৩১৭]

কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আত্ফাল (তৃতীয় খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال)

১২৮ পৃষ্ঠার এ বইটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত' قصص النبيين للا طفا ل নামক শিশু সাহিত্য সিরিজের তৃতীয় অংশ। এ অংশটি লক্ষ্ণৌর 'মু'আস্সাতুস সাহাফা ওয়ান্ নশর' থেকে প্রকাশিত

[৩১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২৩।

[৩১৭] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কিসাসুন নাবিয়্যিন লিল্ আত্ফাল, (ঢাকাঃ আনোয়ারুল কুর'আন লিননশর, তা. বি.), ২খ., পৃ. ১২১-১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এ বইটি প্রকাশের কোন তারিখ উল্লেখ নেই। গ্রন্থটির শুরুতেই সায়্যিদ কুতুব শহীদ কর্তৃক গ্রন্থটির ভূয়শী প্রশংসা করে লেখা একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে।[৩১৮]

এ শিশু সাহিত্য সিরিজের তৃতীয় অংশে নিম্নে উল্লেখিত শিরোনামে আনেকগুলো সত্য ও সঠিক গল্প উল্লেখ করা হয়েছে। যথাঃ "কেন'আন থেকে মিশর, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পরে, মিসরে বনী ইসরাঈলের বংশধর, শাস্তিস্বরূপ পাঁচটি নিদর্শন, অনুসারীসহ মূসা (আ.)-এর হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া, ফিরা'উনের সলিল সমাধি, মরুভূমিতে, বনী ইসরাঈলের অকৃতজ্ঞতা, বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধাচরণ, গুপ্ত তথ্য ফাঁস, মিসর থেকে মাদায়িন যাত্রা, মাদায়িন, (হযরত শুআইব (আ.) কর্তৃক) হযরত মূসা (আ.) অনুসন্ধান, হযরত মূসা (আ.)-এর বিবাহ, মিসরে মূসা (আ.), সীমালংঘনকারী ফিরা'উনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ, ফিরা'উনের সম্মুখে, আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত, হযরত মূসা (আ.)-এর আলৌকিক ঘটনা, উন্মুক্ত ময়দানে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য, ফিরা'উনের সতর্কবাণী, ফিরা'উনের মূর্খতা, ফিরা'উন পরিবারের মু'মিন ব্যক্তির উপদেশ, ফিরা'উন স্ত্রী (এর ঈমান আনয়ন), বনী ইসরাঈলের কঠোরতা, দুর্ভিক্ষ মিসরের ফিরা'উন, শিশু হত্যা, মূসা (আ.)-এর জন্ম, নীল নদে, ফিরা'উনের রাজপ্রাসাদে, শিশু মূসা (আ.)-এর দুধ পান, স্বীয় মায়ের কোলে মূসা (আ.), ফিরা'উনের রাজপ্রাসাদের দিকে, মৃত্যুদায়ক চড়া, গাভী, শরী'আত, তাওরাত, গোবৎস, শাস্তি, বনী ইসরাঈলের কাপুরুষতা, জ্ঞানের পথে ব্যাখ্যা, মূসা (আ.)-এর বনু ইসরাঈল"[৩১৯] এ সকল শিরোনামের অধিনে কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আত্ফাল-এর তৃতীয় অংশে হযরত মূসা (আ.)-এর পরিপূর্ণ জীবন কাহিনী সাহিত্য রসে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আত্ফাল (চতুর্থ খণ্ড) (قصص النبيين للأطفال)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৭৭ পৃষ্ঠার قصص النبيين للأ طفا ل এ আরবী বইটি শিশু সাহিত্য সিরিজের চতুর্থ অংশ। এ বইটি ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে 'মাকতাবা-এ দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা' থেকে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ চতুর্থ অংশে হযরত শুয়া'ইব (আ.), দাঊদ (আ.), সুলায়মান (আ.), আয়্যূব (আ.), যাকারিয়া (আ.), ইউনুস (আ.), হযরত ঈসা (আ.)-এর পরিপূর্ণ জীবনী জ্ঞানগর্ব গল্পাকারে এবং সবশেষে খাতামুন নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত্র আলোচনার মধ্য দিয়ে এই খণ্ড সমাপ্ত করা হয়েছে।[৩২০]

এ শিশু সাহিত্য সিরিজটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে লেখা শুরু করেছিলেন এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এসে এ সিরিজের ৩টি অংশ সফলভাবে সমাপ্ত করেছিলেন[৩২১]। শিশু সাহিত্য সিরিজের চতুর্থ অংশটি তিনি ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে লেখা সমাপ্ত করেছিলেন।[৩২২]

এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। কেন এ গ্রন্থটি তিনি লিখেছেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "This is part of a series developed by Shaykh Abul Hasan Ali Nadwi because the Arabic Books available for teaching

---

[৩১৮] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আতফাল, (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান নশর, তা. বি.) ৩খ., পৃ. ১০।

[৩১৯] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আতফাল, (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান নশর, তা. বি.) ৪খ., পৃ.৭৫-৭৮।

[৩২০] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আতফাল, পৃ. ১২৬-১২৮।

[৩২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা।

[৩২২] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

students of advanced Arabic were mostly secular, and it was thought that it would be better to have these Books which would also teach certain Islamic Basics."[৩২৩] অর্থাৎ এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ধারাবাহিক রচনার একটি খণ্ড। ছাত্রদের শিক্ষা দেয়ার জন্য যে প্রচলিত আরবী বইসমূহ রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই ধর্মের সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই। আর এ চিন্তা থেকেই তিনি এমন সব বই রচনা করেন যেগুলো একই সাথে ইসলামের মৌলিক বিষয়ও শিক্ষা দান করে।

পরিপূর্ণ এ সিরিজ গ্রন্থটির ৪টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

এক. কুর'আনের ভাষায় লেখা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গক্রমে কুর'আনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই. এ গ্রন্থটির শব্দ ভাণ্ডার কম, কিন্তু পুনরাবৃত্তির দ্বারা খুব সহজে স্মৃতিতে ধারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিন. ইসলামের বুনিয়াদ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় আকর্ষণীয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

চার. নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলী প্রাণবন্ত ভাষায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে এমন দিক-নির্দেশনা রয়েছে যাতে শিশুদের মনে শির্ক-কুফরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং অন্যদিকে তাওহীদ-রিসালাত, নবী-রাসূল ও পরকালের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

এ শিশু সাহিত্য সিরিজের প্রভাব সম্পর্কে 'আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'এ কিতাবের মাধ্যমে শিশুদের 'ইলমে কালাম তৈরী হয়ে গিয়েছে। মাওলানা মাসউদ 'আলম বলেন, এ কিতাবে ভাষা, সাহিত্য ও দ্বীনকে এমনভাবে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, যেমনঃ নখ গোশতের সাথে মিশে থাকে।'[৩২৪] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর এ সিরিজ গ্রন্থটি ভারত-পাকিস্তানের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করা হয়।[৩২৫] বইটি মিসরের পর বৈরুতের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থা 'মুআসসাতুর রিসালাহ'-এর পক্ষ থেকে কয়েক হাজার কপি প্রকাশ করা হয় এবং সৌদি আরবের অনেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যভূক্ত করা হয়।[৩২৬] এ গ্রন্থটিকে পরবর্তীতে সমগ্র ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং আরব দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে text book হিসেবে সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[৩২৭]

---

৩২৩ httpt//kitaabun.com/shopping3/product.

৩২৪ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৪২।

৩২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩।

৩২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৭।

৩২৭ httpt//kitaabun.com/shopping3/product.

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায়ঃ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় সাহিত্য সাধনা।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায়ঃ
আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় সাহিত্য সাধনা।

১ম পরিচ্ছেদঃ উর্দু ভাষায় সাহিত্য রচনায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান আলোচনা ও পর্যালোচনা করা।

- সাহিত্যকে সমাজ সংস্কার, মানসগঠন ও গঠনতান্ত্রিক কাজে ব্যবহারের নির্দেশনা।
- সাহিত্য চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত সাহিত্যের আলোচনা ও পর্যালোচনা।
  - আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত ইসলামি দাওয়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা
    - ইসলাম আওর মাগরিব (إسلام اور مغرب)
    - আসার-এ হাযের মেঁ দীন কী তাফ্হীম ওয়া তাশরীহ (عصرحاضر میں دین کی تفهيم و تشريح)
    - Qur'anic Teachings
    - কুরআনী ইবাদত' (قرانی عبادت)
  - ফিক্হ ও 'আকাইদ বিষয়ক রচনাবলী
    - আরকান-এ আরবা'আ (أركان اربعه)
    - ইসলাম কা তা'আরুফ (إسلام کاتعارف)
    - উরুব্বা আমেরিকা ওয়া ইসরাঈল (أوربا أمريكا و اسرائيل)
    - দীন-এ ইসলাম আওর আওয়ালিন মুসলমানূঁ কী দূ মুতাযাদ্ তাসবীরেঁ (دین اسلام اور اولین مسلما نوکی دو متضاد تصوریی)
    - ইসলাম এক দীন-এ মুকাম্মাল দীন-এ মুস্তাকাল তাহযীব (إسلام ايك دين مكمل دين مستقل)
    - মাযহাব ও তামাদ্দুন (مذهب وتمدن)
    - নয়া তূফান আওর উস কা মুকাবালা (نیا طوفا ن اور اس کامقابله)
    - তুহ্ফা-এ কাশ্মীর (تحفیٔ کشمیر)
  - সূফীতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলী
    - তাসাউফ কেয়া হায় ? (تصوف کیاهی)

Dhaka University Institutional Repository

- সুহবতে বা আহলে দিল (صحبتی بأهل دل)
- তাযকীয়্যা ওয়া ইহ্‌সান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক (تزکیه و إحسان یا تصوف و سلوك)
- রাব্বানিয়্যাতুন লা রাহবানিয়্যাতুন (ربانية لا رهبانية)
- সাওয়ানেহ হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র.) (سوانح حضرة مولانا عبد القادر رانبوری)
- তাযকেরায়ে হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র.)

- নীতি ও ইসলামি দর্শন সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত রচনাবলী
  - পাজা সুরাগ-এ যিন্দিগী (پاجا سراغ زندگی)
  - পুরানে চেরাগ (১ম খণ্ড) (پرانی چراغ)
  - পুরানে চেরাগ (২য় খণ্ড) (پرانی چراغ)
  - পুরানে চেরাগ (৩য় খণ্ড) (پرانی چراغ)
  - সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (১ম খণ্ড) (سیرت سید احمد شهید)
  - সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (২য় খণ্ড) (سیرت سید احمد شهید)
  - **Shaikh Ul Islam Ibn Taimiyah Life and Achievements**
  - ইসলাম কে মু'আশারাতী ওয়া খান্দানী নিযাম আওর মিল্লী তাখাসুসুস কী হেফাযত মেঁ খাওয়াতীন কা কেরদার
  - **The Minaret Speaks**
  - আল-মুরতাদা কাররামাল্লাহু (المرتضى كرم الله وجهه)
  - হায়াত-এ 'আবদুল হাই র. (حیات عبد الحی . رح)
  - বাসা'ইর (بصا ئر)
  - যিক্‌রে খায়র (ذكر خير)
  - কারওয়ান-এ ঈমান ওয়া 'আযীমত (كاروان ايمان وعزيمت)
  - কারওয়ান-এ মদীনা (كاروان مدينه)

- সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলী
  - তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (১ম খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت)
  - তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (২য় খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت)
  - তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (৩য় খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت)
  - তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (৪র্থ খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت)
  - তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (৫ম খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت)
  - হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নযর মেঁ (هندوستانی مسلمان ايك نظر ميں)
  - নায়ি দুনিয়া (আমরীকা) মেঁ ছাফ ছাফ বাতেঁ (نئی دنیا امریکه میں صاف صاف باتیں)
  - 'আলম-এ 'আরবী কা আলামিয়্যাহ (عا لم عربی کا عالمیه)
  - হাদীস-এ পাকিস্তান (حديث پاکستان)

Dhaka University Institutional Repository

- তুহ্ফা-এ দাক্কিন (تحفۂ دکن)
- 'প্রাচ্যের উপহার'
- তুহ্ফা-এ দীন ওয়া দানেশ (تحفۂ دین و دانش)
- খুলাফা-এ আরবা'আ (خلفاۓ اربعہ)
- নুবুওয়ত কা আসলী কারনামা (نبوۃ کا اصلی کارنامہ)
- মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল (مسلمنان ھندگی لئ صحیح راہ عمل)
- পন্দরবী সদী হিজরী মাযী ওয়া হালকে আয়না মেঁঃ এক তাবসিরাহ, এক জা'ইযা এক পয়গাম (پندرویں صدی ھجری ماضی و حال کی ائنہ میں ایک تبصرہ، ایک جائزہ، ایک بیغام)
- নিশান-এ রাহ (نشان راہ)
- ইসলাহিয়াত (اصلاحیا ت)
- হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.) আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত (حضرۃ مولانا محمد الیاس رح اور ان کی دینی دعوت)

ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক রচনাবলী

- দু' হাফতে মাগরিব-এ আক্‌ছা মারাকেশ মেঁ (دوھفتی مغرب اقصی مراکش میں)
- তুহফা-এ ইনসানিয়াত (تحفۂ انسانیت)
- মাকাতীব-এ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.) (مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس رح)
- হেজায-এ মুকাদ্দাস আওর জাযীরাতুল আরব' (حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب)
- স্টোরিজ ফোর্ম ইসলামিক হিষ্ট্রি (Stories From Islamic History)

আত্মজীবনী বিষয়ক রচনাবলী

- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (প্রথম খণ্ড) (کاروان زندگی)
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (২য় খণ্ড) (کاروان زندگی)
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (তৃতীয় খণ্ড) (کاروان زندگی)
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (চতুর্থ খণ্ড) (کاروان زندگی)
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (৫ম খণ্ড) (کاروان زندگی)
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (৬ষ্ঠ খণ্ড) (کاروان زندگی)
- কারওয়ান-এ যিন্দিগী (সপ্তম খণ্ড) (کاروان زندگی)

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদঃ উর্দু ভাষায় সাহিত্য রচনায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান আলোচনা ও পর্যালোচনা করা।

সাহিত্যকে সমাজ সংস্কার, মানসগঠন ও গঠনতান্ত্রিক কাজে ব্যবহারের নির্দেশনা।

প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর নাম রয়েছে। বস্তুরাজির নাম, অর্থ ও উদ্দেশ্যের সাথে নামের অনেক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। আরবরা সাহিত্যকে আদব নামে নামকরণ করেছে। এ নাম নির্বাচনে জাতির মনোভাব, সংস্কৃতি, ভাষার বৈশিষ্ট্য, যে কোন চিন্তাধারা, নাজুক ও স্পর্শকাতর পবিত্র অনুভূতি, বিশ্বাস ও মনোবৃত্তি প্রকাশে আদব এর মত অন্য শব্দ পাওয়া যায় না। আরবরা তাই সাহিত্যকে আদব নামেই নামকরণ করেছে। কেননা আদব বা সাহিত্য কখনই নৈতিকতা বিরোধী হতে পারে না। নাশকতা, বিভ্রান্তি সৃষ্টি, নিছক বিনোদন ও প্রবৃত্তিপূজার উপকরণ সাহিত্যকে বানানো যাবে না। কেননা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও শক্তি হল তা সৃষ্টি ও ধ্বংসের গতিপ্রবণতাবোধক, নীতি-নৈতিকতা, চিন্তাধারা, ও মনোভাবের পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংযোজনের প্রধান হাতিয়ার বা নিয়ামক। সে জন্য সাহিত্য অত্যন্ত উপকারীও হতে পারে। আবার ক্ষতিকর ও ধ্বংসের কারণও হতে পারে। প্রতিটি যুগেই সাহিত্যকে কাজে লাগানো হয়েছে। এর নির্মাণ ও ধ্বংসের নিদর্শনও আমাদের সামনেই রয়েছে। সাহিত্যকে আমাদের সঠিক কাজে লাগাতে হবে।[১]

সাহিত্যের দুটি বিভাগ- পদ্য ও গদ্য। পদ্য সাহিত্যের চেয়ে গদ্য সাহিত্যই বেশিমাত্রায় অশ্লিলতার পথ অবলম্বন করেছে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য গঠনমূলক পথের পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করে ধর্মহীনতা, অশ্লিলতা ও উলঙ্গপনারবেশ ধরে দ্রুতগতিতে মানবতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে প্রাচ্যের সাহিত্যিকরা এর অনুসরণ, অনুকরণ শুরু করেছে। এতে গ্রীক দর্শনের বিরাট প্রভাব ও ভূমিকা রয়েছে। কেননা গ্রীক দর্শনে জীবন দর্শনকে ধর্ম থেকে পৃথক করে ভোগবিলাসিতাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানানো হয়েছে। এর ফলে খৃষ্টধর্ম ও ইউরোপ বিশৃংখলার শিকার হয়েছে। এ সাহিত্য পরবর্তী কালে ইউরোপ থেকে প্রাচ্যের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হয়েছে। এর ফলে উপমহাদেশের লোকদের নৈতিকতা ও ধার্মিকতার অধঃপতন এসেছে। ফলে ভারতসহ দূর প্রাচ্যের শিক্ষিত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ ধর্মহীন বা ধর্মবিমুখ হয়েছে।[২]

প্রতিটি সংস্কারমূলক কাজে সংস্কারকগণ সাহিত্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। অতীতে দেখা যায় অনেক সংস্কারক সাহিত্যকে আশ্রয় করে সংস্কারমূলক কাজে নিয়োজিত হয়ে তাতে সফল হয়েছেন।

---

[১] মাওলানা সালমান, আলামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬৪।

[২] আলামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৬৪-১৬৬।

যেমন ফরাসী বিপ্লবের পিছনে এমন সাহিত্যিকদেরকে দেখা যায় যারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য লেখনি দ্বারা জনমত সৃষ্টির কাজে ভূমিকা রেখেছিলেন। সাহিত্যের মাধ্যমে যে ইতিবাচক, গঠনমূলক বা ধ্বংসাত্মক কাজ করা যায় তা অন্য কোন মাধমে সম্ভব হয় না। তাই আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে, সেই সকল ব্যক্তিই অত্যন্ত মর্যাদাবান যারা সাহিত্যের মাধ্যমে বিভ্রান্ত মানুষকে সুপথে আনতে সক্ষম হয়েছেন; ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে তাদের মনে যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হচ্ছিল তা দূর করে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, প্রত্যয়, মনোবল ও এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করাতে ভূমিকা রেখেছেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন, কম্যুনিষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাহিত্য ও অন্যান্য সরকার ব্যবস্থার অধিনে লিখিত সাহিত্যের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা আকর্ষণ ও প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে অবান্তর, প্রাণহীন ও কাউকে আকর্ষণ করার অযোগ্য। এ দু'প্রকার সাহিত্যের পার্থক্য স্থূলবুদ্ধির ব্যক্তিরাও সহজেই বুঝতে পারে।[৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি ওহীর সূচনা করা হয়েছিল ইকরা শব্দ দিয়ে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জ্ঞান চর্চার সাথে এ মুসলিম জাতির সদা-সর্বদা সম্পর্ক বজায় থাকবে। এটিই তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু ইলম বা জ্ঞানকে ইসম তথা আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পড় কিন্তু আল্লাহর নামে। ইসম থেকে যখন ইলমের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে জ্ঞান বা সাহিত্য চর্চা স্বাধীন হয়ে যাবে। তখন তা নিছক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক জ্ঞান বা সাহিত্যে পর্যবসিত হবে। বর্তমান যুগের ও পাশ্চাত্যের এটিই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।[৪]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে, লেখনি ও কথার প্রভাব যুগ যুগ ধরে স্থায়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজন লেখকের আন্তরিকতা, তার বিশ্বাস ও মনের আবেগ এবং কোন সত্য প্রকাশে তার মনের অদম্য ব্যাকুলতা। যদি ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনা ও নতুন কোন উপস্থাপনার সাথে মনের অদম্য আবেগ-অনুভূতি ও ব্যাকুলতা যুক্ত হয় তবে তাতে এমন শক্তি, গতি, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় যা হাজার হাজার মানুষের মনে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এবং শত শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তা সজীব-সতেজ ও প্রভাবশক্তি সম্পন্ন থেকে অনাগত প্রজন্মকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে।[৫]

সাহিত্য চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে, দ্বীন প্রচারকদের উচিত প্রথমেই সাহিত্য চর্চা করা। এতে তার মধ্যে এমন উৎসাহ উদ্দীপনা ও জ্ঞানের আলোকিত স্ফুরণ সৃষ্টি হবে যাতে করে সে অভিনব আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে যুগোপযোগী প্রাণবন্ত উপস্থাপনা ও উচুমানের সাহিত্যিক মানদণ্ডে উন্নীত লেখনীর মাধ্যমে প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের নিকট দ্বীনের দাওয়াত সহজেই পৌঁছাতে সক্ষম হবে। দ্বীন প্রচারক ও ধর্মীয় মহলে এ বিষয়টির বড়ই অভাব রয়েছে। এর ফলে যখন দ্বীনী কোন বিষয়ের উপরে প্রবন্ধ, গল্প বা সাহিত্যের যে কোন শাখায় দ্বীন প্রচারক, আলিম-উলামা ও ধর্মীয় মহলের কেউ কোন বিষয়ের উপরে কোন টপিক লেখি তখন তাতে না থাকে কোন প্রভাব-শক্তি, আর না থাকে কোন

---

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬৪।
[৪] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ইসলাম আওর মাগরিব (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ.২২ -২৩
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যরস এবং জ্ঞান পিপাসূদের আকর্ষণ করারমত জ্ঞানের খোরাক।[৬] ফলে আধুনিক বিশ্বের নতুন প্রজন্মকে দ্বীনের প্রতি প্রভাবিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। দ্বীনের দায়ীরা দ্বীনের শিক্ষা অর্জনের পর সাহিত্য চর্চা করলে তাতে জনসাধারণের উপর যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব পড়বে ও যথেষ্ট উপকারও হবে। দ্বীনের প্রচার প্রসার সহজ ও ত্বরান্বিত হবে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী শায়খ আবদুল কাদের জিলানী, আল্লামা ইবনে জাওযির মত আত্মসংশোধনকারী অলী আল্লাহগণও সাহিত্য চর্চা করেছেন। তারা সাহিত্যের উপর প্রভূত গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদের উস্তাদগণের অনেকে সাহিত্য চর্চা করেছেন বলে অনেক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।[৭]

বর্তমানে পাশ্চাত্য সাহিত্য কল্যাণকর গঠনমূলক পথের পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করে মানবসমাজে অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা, ধর্মহীনতা, ও বেহায়াপনার চরম বিস্তৃতি ঘটিয়েছে যা সভ্য ও সুশীল সমাজের কাম্য নয়। বর্তমানে প্রাচ্যের সাহিত্যিকরা পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অনুসরণ-অনুকরণ করে সাহিত্য রচনা করছে। এ কারণে ভারতসহ দূরপ্রাচ্যের শিক্ষিত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ আস্তে আস্তে ধর্মহীন যা ধর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। আর এ ধরনের সাহিত্যে গ্রীক দর্শনের এক বিরাট প্রভাব রয়েছে। কেননা, গ্রীক দর্শনে জীবন দর্শনকে ধর্ম থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে এবং ভোগ, বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো হয়েছে। আর এ ধরনের ভঙ্গুর পাশ্চাত্যের কু-সাহিত্য ইউরোপ থেকে প্রাচ্যে দ্রুতগতিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে ভারতীয় উপ-মহাদেশের আপামর জনসাধারণ ও বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষের নৈতিক, আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে পতন শুরু হয়েছে।[৮] এ সংকটময় চরম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যে সব মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা হচ্ছে-

১. মিথ্যা, বানোয়াট ও অলীক গল্প-কাহিনী প্রকৃত সাহিত্য হতে পারে না। সাহিত্য সেটিই যা মানব ও পৃথিবীর কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম।
২. দ্বীন প্রচারকদের প্রথমেই সাহিত্য চর্চা করা উচিত। করণ সাহিত্য, দাওয়াত ও দ্বীন এই তিনটির মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।
৩. কুর'আনের জ্ঞান বা বিদ্যাকে যেমনিভাবে আল্লাহর নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে; ঠিক তেমনি ভাবে সাহিত্যকে আল্লাহর নামের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।
৪. সাহিত্যকে নাশকতা, বিভ্রান্তি সৃষ্টি, বিনোদন ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উপাদান উপকরণ বানানোর প্রবণতা পরিহার করে সাহিত্যকে মানসগঠন ও সমাজ বিনির্মানে সঠিক কাজে লাগাতে হবে।
৫. সাহিত্যকে শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারীরূপে গড়ে তোলার জন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্যিকের আন্ত রিকতা, বিশ্বাস ও তাঁর সত্যিকারের মনের আবেগ, অনুভূতি ও ব্যাকুলতাকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
৬. পবিত্র অনুভূতি, সুস্থ চিন্তাধারা, ঈমান-'আকীদা-বিশ্বাস, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নৈতিকতার ব্যাখ্যায় সাহিত্যিককে নৈতিকতা সম্পন্ন হয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে নৈতিক নীতি অবলম্বন করতে হবে। আর অনৈতিক সাহিত্যিকের সৃষ্ট নৈতিক সাহিত্য নীতি-নৈতিক সাহিত্য হিসেবে গণ্য হয় না।[৯]

---

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।
[৭] কারওয়ান-এ যিন্দিগী (সপ্তম খণ্ড, ২য় সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫১।
[৮] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ইসলাম আওর মাগরিব পৃ.১২ -১৩
[৯] কারওয়ান-এ যিন্দিগী (সপ্তম খণ্ড, ২য় সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত সাহিত্যের আলোচনা ও পর্যালোচনা।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী অধ্যাপনা, বক্তৃতা ও গ্রন্থ রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছাত্র অবস্থায় লেখা লেখির কাজ শুরু করেছিলেন। কর্মজীবনে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে আরবী ও উর্দু ভাষায় বই ও প্রবন্ধ রচনা করে মুসলিম জাতিকে ইসলামি সাহিত্যের ভাণ্ডার উপহার দেন। সাহিত্যের এমন কোন দিক নেই যেখানে তিনি কলম ধরেন নাই। ইসলামি সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যেখানে তাঁর কলম স্পর্শ করে নাই। তিনি কুর'আন ও হাদীস বিষয়ক, ফিক্হ ও 'আকাইদ বিষয়ক, সাহিত্য ও প্রবন্ধ বিষয়ক, ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক, এমনকি শিশু সাহিত্য বিষয়ক রচনায় প্রভূত সফলতা লাভ করেছিলেন। আরবী ও উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও বই দেশ-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর অধিকাংশ রচনা ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, হিন্দি, তুর্কী, বাংলা, তামিল, মালয়ী, গুজরাটীসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।[১০] বক্ষমান আলোচনায় আমি শুধুমাত্র আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত কিছুসংখ্যক মূল্যবান রচনাবলীর বিশ্লেষণ, আলোচনা ও পর্যালোচনা তুলে ধরার প্রয়াস পাবে।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত ইসলামি দাওয়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা।

ইসলাম আওর মাগরিব (اسلام اور مغرب)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ইসলাম আওর মাগরিব নামক প্রসিদ্ধ বইটি প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে লেখক ইসলামি সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্যের সমাজ ও জীবন ব্যবস্থার মধ্যকার নানাবিধ পার্থক্য পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন অর্থাৎ ইসলামি সমাজ ও জীবন ব্যবস্থায় প্রকৃত উন্নতি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ নিহিত যা পাশ্চাত্যের সমাজ ও জীবন ব্যবস্থায় এবং তাদের সভ্যতায় অনুপস্থিত।[১১] এ বিষয়ে পরিষ্কার একটি প্রতিচ্ছবি ফুটে তুলেছেন এ গ্রন্থে।

---

[১০] আলামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ।

[১১] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ইসলাম আওর মাগরিব (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ.৩ -৭

Dhaka University Institutional Repository

আসার-এ হাযের মেঁ দীন কী তাফ্হীম ওয়া তাশরীহ (عصرحاضر میں دین کی تفہیم و تشریح)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ১২৮ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি মাওলানা মওদূদীর কুর'আনের চার বুনিয়াদী পরিভাষার উপর লেখা গ্রন্থের উপর লিখিত একটি সমালোচনা গ্রন্থ।[১২] এ গ্রন্থটি অল্পসময়ের মধ্যেই পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়। কর্মজীবনের প্রথম দিকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাথে মাওলানা মওদূদীর সুসম্পর্ক ছিল। তিনি মাওলানা মওদূদীর জামায়াতে ইসলামিতে যোগদান করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে অনেক সভা-সমাবেশ ও সম্মেলন করেছিলেন। কিছু দিন পর মাওলানা মওদূদীর কিছু বিষয় নিয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মনে সংশয়ের সূত্রপাত হয়। কারণ মাওলানা মওদূদী পূর্ববর্তী ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ও মনীষীদের সম্পর্কে লাগামহীন সমালোচনা করেন।[১৩] এছাড়াও মওদূদীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামির অতিরঞ্জিত[১৪] মনোভাব আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পছন্দ হয়নি। তাঁর মতে, মওদূদী রূহানিয়াত, ইসলাহে নফ্স ও সুন্নাত অনুযায়ী আমলের অধিকারী ছিলেন না। তাছাড়াও তিনি ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা করেন। মাওলানা মওদূদীর ধর্মীয় এ সব বিষয়কে কেন্দ্র করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। জামায়াতে ইসলামি ও মওদূদী সম্পর্কে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ধারণা পাল্টে যায়। তাই তিনি মওদূদীর সংস্রব ত্যাগ করে[১৫] 'আল্লামা মওদূদী রচিত 'আল-মুসতালাহাতুল আরবা'আতু ফিল কুর'আন'[১৬], 'তাফহীমাত' এবং 'রাসায়িল মাসায়িল;-এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মতভেদ করেন। তিনি 'আল্লামা মওদূদীর রচিত 'আল-মুসতালাহাতুল আরবা'আতু ফিল কুর'আন'-এর গবেষণাধর্মী চুলছেড়া সমালোচনা করে মাওলানা মওদূদীর বিভিন্ন মতামত খণ্ডনকল্পে বিস্তর যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে 'আসার-এ হাযের মেঁ দীন কী তাফ্হীম ওয়া তাশরীহ' শীর্ষক শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন।[১৭] কুর'আনের চার ভিত্তিগত পরিভাষা শতবর্ষ পর্যন্ত পর্দার অন্তরালে এবং ইসলামের প্রকৃত জীবনী শক্তি দৃষ্টি থেকে অন্তরালে?', 'শব্দ ও অর্থের দিক-নির্দেশনা', 'কুর'আনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য', 'সুস্থ বিবেকের প্রমাণ, 'এক মিসরী পণ্ডিত ও গুরুর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমালোচনা', 'মুসলিম জগৎ ও ইসলামের ইতিহাসের অন্ধকারময় প্রতিচ্ছবি', 'ইসলামের ইতিহাসের সংশোধন এবং উদ্ভাবনের ধারাবাহিকতা', 'ক্ষমতা ইলাল্লাহ এবং রব-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ', এবং 'সায়্যিদ কুতুবের সংঘাতময় ব্যাখ্যা' ইত্যাদি শিরোনামের ৩৮টি প্রবন্ধ[১৮] এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থটি গবেষণাধর্মী ও এর ভাষা কঠিন।

---

[১২] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৪৩।

[১৩] মাওলানা সায়্যিদ আবুল আলা-মওদূদী মনে করেন, সাহাবা (রাঃ) কুর'আন-হাদীসের ন্যায় (মেয়ার-এ হক) সত্যের মাপকাঠি নয়।

[১৪] জামায়াতে ইসলামি ও এর অনুসারীগণ ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ কুর'আন ও হাদীসের চেয়ে মাওলানা মওদূদীর বই পুস্তকের উপর অনেক ক্ষেত্রেই অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রহ. উক্ত অবস্থাকে কুর'আন-হাদীস ছেড়ে দেয়ার নামান্তর বলে মনে করতেন।

[১৫] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১০২।

[১৬] বইটি উর্দু ভাষায় রচিত 'কুর'আন কী চার বুনিয়াদী ইসতেলাহা'-এর অনুবাদ।

[১৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১০২।

[১৮] আসার-এ হাযের মেঁ দীন কী তাফ্হীম ওয়া তাশরীহ, (লক্ষ্ণৌঃ দারুল 'আরাফাত, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ৩-৫।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান অন্বেষণকারী পাঠক ও গবেষকগণ এ গ্রন্থ থেকে ইসলামের অনেক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

Qur'anic Teachings

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দিক-নির্দেশনায় সংকলিত Qur'anic Teachings শিরোনামে ৫০৫ পৃষ্ঠার এ ইংরেজী গ্রন্থটি অনুবাদ করেন Maulana Mahomed Mohamedy. এ গ্রন্থটি ২০০৪ খৃষ্টাব্দে Zam Zam Publishers হতে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি মূলতঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পবিত্র কুর'আনের আয়াতের উপর যে গভীর দূর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সে বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা সম্বলিত একটি চমৎকার সংকলিত গ্রন্থ। পবিত্র কুর'আনের নির্বাচিত বিভিন্ন আয়াতের উপরে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে তিনি যে সব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ, আকর্ষণীয় মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন ও কুর'আনের আয়াতের উপর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ব রচনাসমগ্র রচনা করেছেন, সে সব বিষয় তার এ সংকলন গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দিক-নির্দেশায় মাওলানা রাসেল উদ্দীন নদভী সংকলন করেন।[১৯] এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক মনীষী বলেন "Take this message from here. Let me remind you that your life should be Distinctive for which there is no appropriate word than FURQAN. You depart from here with a resolve in your heart that you will mould your life in such a way that people will look up to you, you should become an example to be taken for change, then the people will come towards you, to learm, to get benefited from you."[২০]

কুরআনী ইবাদত' (قرآنی عبادت)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত কুরআনী ইবাদত' শিরোনামের ২৯৬ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি মুহাম্মদ হাসানী ট্রাস্ট রায়বেরেলী থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচনা ও তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তব্যের সংকলন। পবিত্র কুর'আনের আলোকে মানুষকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামগ্রিক কল্যাণ ও সাফল্যের পথে নিয়োজিত হয়ে সময় ও শ্রম ব্যয় করার উৎসাহ প্রদানের জন্য যে সমস্ত প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছিলেন ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা সম্বলিত বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন ঐ সমস্ত রচনা ও বক্তব্য স্থান পেয়েছে তাঁর এ গ্রন্থটিতে।[২১] দৈনন্দিন কর্ম জীবনে মানুষ যে সব প্রয়োজনীয় বিষয়ের মুখোমুখি হয়, এমন সব জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে তালিকাবদ্ধ করে পবিত্র কুর'আনের আলোকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করে দিক নির্দেশনা প্রদান করে গ্রন্থটিকে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের Leicester থেকে কুরআনী ইবাদত' নামের এ উর্দু গ্রন্থটিকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে 'Guidance from the Holy Quran শিরোনামে ২০০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ

---

[১৯] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কুরআনী শিক্ষা', (লক্ষ্ণৌঃ জাম জাম পাবলিশার্স, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৪-৬।
[২০] httpt//kitaabun. com/shopping3/product info.php?manulacturers
[২১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৩২২-৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী সংস্করণটি 'আবদুর রহীম কিদওয়ী অনুবাদ করেছিলেন। প্রকাশনা সংস্থা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশক এ বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'This book is a collection of Sayyid Nadwi's writings and lectures which brings into sharper relief the eternal divine guidance for man embodied in the Qur'an. The volume instructs readers in articles of faith, devotional worship, social relations, morals and manners, religious commands and obligations, divine laws, and Qur'anic stories. It thus succeeds remarkably in projecting the Qur'anic worldviewd and its rich variety.'[২২] যারা কুর'আন নিয়ে অধ্যয়ন করতে চায়, যারা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য ইসলামের দিক-নির্দেশন সহজেই পেতে চায়, যারা ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস পরিষ্কার ভাবে অবগত হতে চায়, সে সব জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বইটি অত্যন্ত উপযোগী ও প্রয়োজনীয় ভাল উপকারী বন্ধুর ন্যায়।

সহজ-সরল ভাষার ইংরেজী এ সংস্করণটিও সাধারণ ইংরেজী জানে এমন শিক্ষিত পাঠকের জন্য অত্যন্ত পাঠোপযোগী।

ফিক্‌হ ও 'আকাইদ বিষয়ক রচনাবলী

আরকান-এ আরবা'আ (اركان اربعه)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ৩৮৪ পৃষ্ঠা সংবলিত اركان اربعه নামক এ উর্দু গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে (চতুর্থ সংস্করণ) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটির আরবী সংস্করণ বৈরুত থেকে ১৩৮৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছিল [২৩]

দারুল মুসান্নিফীন আযম গড়ের শাহ ম'ঈন উদ্দীন আহমদ নদভী এ গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, গ্রন্থকারের অন্যান্য সকল গ্রন্থের মধ্যে এ গ্রন্থটি বিখ্যাত গ্রন্থ।[২৪] এ গ্রন্থটি গতানুগতিক ধারায় লিখিত কোন সাধারণ বই নয়। এ গ্রন্থটিতে গভীর গবেষণার আলোকে এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নামায, রোযা, হজ্জ্ব ও যাকাত বিষয়ে এমন নতুন নতুন বিষয় ও তথ্যের সংযোজন করা হয়েছে যা অন্যান্য গ্রন্থে অপ্রতুল।[২৫] এ গ্রন্থটি যে চিন্তাপ্রসূত ও গবেষণাধর্মী তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমরা সকলেই অবগত যে, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ঈমান ব্যতীত নামায, রোযা, হজ্জ্ব ও যাকাত এ চারটি ভিত্তিকে আরকান-এ আরবা'আ বলা হয়। গ্রন্থকার তাঁর এ গ্রন্থে কুর'আন-সুন্নাহ্‌র আলোকে

---

[২২] অনুবাদঃ 'আবদুর রহীম কিদওয়ী (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খৃ.) পৃ.১০

[২৩] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, আরকান-এ আরবা'আ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ৮।

[২৪] শামসুল হক নদভী (সম্পাদক), তা'মীর-এ হায়াত (পত্রিকা), Vol. No. 43, Issue No. 22, লক্ষ্ণৌ, ২৫ সেপ্টেম্বর-২০০৬, পৃ. ৯।

[২৫] 'আলমী সাহারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের চারটি ভিত্তির মূল লক্ষ-উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এগুলোর প্রভাব ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৬] এছাড়াও এ গ্রন্থে আরকান-এ আরবা'আ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বিস্তর যুক্তি-তর্কসহকারে স্থান পেয়েছে। পরিশেষে অন্যান্য ধর্ম যেমন ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কার্যাবলীর সাথে ইসলামের বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাবলীর তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা বিশ্লেষণসহকারে এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[২৭] এটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর একটি অনবদ্য গ্রন্থ।[২৮] গ্রন্থটি সহজ উর্দু ভাষায় লেখা। সাধারণ উর্দু ভাষা-ভাষীদের পক্ষে মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হবে। নামায, রোযা, হজ্জ্ব ও যাকাত বিষয়ে চিন্তামূলক ও গবেষণাধর্মী যাবতীয় তথ্য ও জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী জ্ঞান পিপাসূদের জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত উপযোগী ।

ইসলাম কা তা'আরুফ (اسلام کاتعارف)

ইসলাম পরিচিতি বিষয়ে اسلام کاتعارف শিরোনামের এ গ্রন্থটি তথ্যসমৃদ্ধ অদ্বিতীয় একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে ফিক্‌হী মাস'আলা মাসায়েলের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে গ্রন্থটিকে ফিক্‌হ সাহিত্যের অন্তর্গত একটি অনন্য গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হবে না। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ১৭০ পৃষ্ঠার اسلام کاتعارف শিরোনামে এ উর্দু গ্রন্থটি (২য় সংস্করণ) রায়বেরেলীর 'দার-এ 'আরাফাত' থেকে ২০০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কেন গ্রন্থটি লেখা হল, সে প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মাওলানা রাবি' হাসানী নদভী বলেন, 'মুসলিম বিশ্বে ফিক্‌হী মাস'আলা মাসায়েল বিষয়ে লিখিত অনেক বই রয়েছে। তাছাড়াও ইসলাম পরিচিতি বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ অনেক বই রচনা করেছেন। মুসলিম সমাজে এ ধরনের প্রচুর বই থাকা সত্ত্বেও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুবিন্যস্ত, দালিলিক প্রমানাদী সাপেক্ষ ও সহজবোধ্য। যাতে করে ইসলামের সঠিক রূপ ও প্রতিচ্ছবি বিনা প্রশ্নে পাঠকের সামনে ভেসে উঠে। কারণ তৎকালীন ভারতীয় জীবন ও সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে আদর্শগত ও সংস্কৃত বিষয়ক সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন ও জটিল ছিল। ইসলামের সঠিক রূপ ও সঠিক পরিচয় সহজেই উপলব্ধি করা যায় এমন তথ্য উপস্থাপনা সংবলিত গ্রন্থ রচনা করাছিল সে সময়ের দাবী।'[২৯] তাছাড়া গ্রন্থকার নিজেই এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, 'বড় বড় বই পড়া অনেক মুসলিম ও অমুসলিম ভাইয়ের পক্ষে কঠিন। তাই এ গ্রন্থটি তাদের জন্য ইসলামের সঠিক পরিচিতি সমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।'[৩০]

এ গ্রন্থটি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে উর্দু ভাষা ছাড়াও হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইংরেজী সংস্করণটি 'Islam an introduction' শিরোনামে ডা. 'ইবাদুর রহমান কর্তৃক অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

---

[২৬] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৩৯-৩৪১; মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কাদিয়ানিয়াত(করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাজিমাবাদ, ১৯৮১ খৃ), পৃ. ২০৩।

[২৭] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, আরকান-এ আরবা'আ, পৃ. ১। আরো দ্রষ্টব্যঃ আরকান-এ আরবা'আ, পৃ. ৩৪৪-৩৫৪।

[২৮] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৪০।

[২৯] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী আল্-হাসানী আন্-নদভী, ইসলাম কা তা'আরুফ, (রায়বেরেলীঃ দার-এ 'আরাফাত, ২০০২ খৃ.), ২য় সং, পৃ. ৯।

[৩০] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী আল্-হাসানী আন্-নদভী, ইসলাম কা তা'আরুফ, ২য় সং, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত চমৎকার ও জনপ্রিয় এ গ্রন্থটির প্রথমে মাওলানা রাবি' হাসানী নদভীর কিছু কথা এবং লেখকের একটি ভূমিকা ও একটি সূচীপত্র রয়েছে। লেখক সমগ্র গ্রন্থটিকে আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে তাঁর উপস্থাপনাসমূহ সাজিয়েছেন। গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর গ্রন্থের 'প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ইসলামের অর্থ উপলব্ধি, ইসলামি 'আকীদার গুরুত্ব ও 'আকায়িদের ভিত্তি; দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে 'ইবাদত ও ইসলামের চারটি স্তম্ভ যথাঃ নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ্ব বিষয়ে মাস'আলা-মাসায়িল; তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে মুসলিমদের স্বতন্ত্র বিশেষত্ব, খতমে নুবুওয়ত ও ইসলামি সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু আলোচনা; চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে মুসলিম জাতির গুরুত্বপূর্ণ দু'টি উৎসব বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য; পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ (মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মীয় বিভিন্ন কার্যাবলী); ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়নের বিভিন্ন তথ্য; ৭ম অধ্যায়ে রয়েছে ইসলামে নারীর মর্যাদা বিষয়ে আলোচনা; এবং ৮ম অধ্যায়ে রয়েছে মনুষ্যত্বের আলোচনা ও খলিফা হিসেবে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যের বর্ণনা।'[৩১] ইসলামের খুঁটি-নাটি বিষয়ে নিখুঁতভাবে জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী তাদের জন্য এ গ্রন্থটি চমৎকার ও অতুলনীয়।

উরুব্বা আমেরিকা ওয়া ইসরাঈল (أوربا أمريكا و اسرائيل)

আমেরিকা, ঈসরাঈল ও ইউরোপ যে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার জন্য অতীত থেকে সম্মিলিতভাবে চরম আগ্রাসন ও বুদ্ধিবৃত্তিক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সে বিষয়ে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে ষড়যন্ত্রের স্বরূপ পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরা হয়েছে أوربا أمريك و اسرائيل শিরোনামের এ গ্রন্থটিতে।[৩২]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ৪৪ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশিত হয়। আবার এ গ্রন্থটিরই উর্দু সংস্করণ 'ইউরোপ, আমেরিকা আওর ইসরাঈল' শিরোনামে 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', লক্ষ্ণৌ থেকে ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৩৩]

ভারতের লক্ষ্ণৌতে নাদওয়াতুল 'উলামা কোন এক শিক্ষা বছরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'ইসলামি চিন্তা ও দা'ওয়াতের উচ্চ প্রতিষ্ঠান' শীর্ষক আলোচনা সভায় উর্দু ভাষায় জ্ঞানগর্ব প্রাণবন্ত এক বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর প্রদত্ত এই বক্তব্যটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ছিল বিধায় তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে নাদওয়াতুল 'উলামার আরবী বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক আফতাব 'আলম নদভী এ উর্দু বক্তব্যকে সহজ সরল আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে আল-বা'সুল ইসলামি পত্রিকা তা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করতে থাকে। এ প্রবন্ধগুলো আরো ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে ১৯৯৭ সালেই এই প্রবন্ধগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়।[৩৪]

---

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৮।

[৩২] আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নাদবী, উরুব্বা আমেরিকা ওয়া ইসরাঈল, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৭ খৃ.),পৃ.৩১-৩২।

[৩৩] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ইউরোপ, আমেরিকা আওর ইসরাঈল, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ২।

[৩৪] আবুল হাসান 'আলী আল্-হাসানী আন্-নদভী, উরুব্বা আমেরিকা ওয়া ইসরাঈল, পৃ. ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ করে খিলাফতে রাশেদা যুগের পর ইহুদী-খৃষ্টানরা ও অমুসলিমরা বিভিন্ন যুগে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়ে বিশ্বের ইতিহাস থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দেয়ার উদ্দেশ্যে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্রগুলোর ক্রমধারায় একাদশ শতাব্দীতে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর ইহুদী-খৃষ্টান, চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের আক্রমণ সেই বিশেষ ক্রমধারায় উল্লেখযোগ্য ষড়যন্ত্রের অংশ বিশেষ। ৪৯০ হিজরীতে এই ইহুদী-খৃষ্টানরা সিরিয়ার কিছু অংশ দখল করে নেয় এবং পরে ৪৯২ হিজরীতে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে নেয়। তাদের আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব আরো বাড়াতে থাকলে সালাহুদ্দীন আয়্যুবী প্রাণপনে যুদ্ধ করে তাদেরকে বিতাড়িত করে ইসলাম ও মুসলিমদের মান-সম্মান রক্ষা করেন।[৩৫] গ্রন্থকার তাঁর এ গ্রন্থে অমুসলিমদের এ ধরনের জুলুম, অত্যাচার ও আগ্রাসন প্রতিরোধে মুসলমানদের গৃহিত পদক্ষেপ ও সফলতার ইতিহাস এবং বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান সংকট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

পরিশেষে গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সমসাময়িক বিশ্বে সকল চলমান গভীর ষড়যন্ত্র ও সংকট প্রতিরোধ ও সফলভাবে মোকাবেলা করার জন্য মুসলমানদেরকে সদা সতর্ক ও তৎপর থাকার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থটিতে।[৩৬] প্রতিটি মুসলমানকে যথাযথভাবে ইসলামের ধারক-বাহক হিসেবে গড়েতোলার মাধ্যমে এবং যথাযথ বৈধ কর্ম-কাণ্ড ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভের চেষ্টা-সাধনা করার আহ্বান জানান। গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ,সরল ও সাবলীল। মুসলিম চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও জ্ঞান পিপাসুদের জন্য এ গ্রন্থটিতে অনেক জ্ঞান ও চিন্তার খোরাক রয়েছে।[৩৭]

দীন-এ ইসলাম আওর আওয়ালিন মুসলমাঁনূ কী দু মুতাযাদ্ তাসবীরেঁ
(دین اسلام اور اولین مسلما نوگی دو متضاد تصوریی)

উল্লেখিত গ্রন্থটিতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও ইস্না 'আশারিয়ার মতবাদের মধ্যে 'আকীদাগত তুলনমূলক পর্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ১১২ পৃষ্ঠার উর্দু ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটির (দ্বিতীয় সংস্করণ) লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় সাবলীল উপস্থাপনায় এ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় হওয়ায় জনসাধারনের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে উর্দু সংস্করণ ছাড়াও আরবী, ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায় তিনটি সংস্করণ দ্রুত প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটির আরবী সংস্করণ মিসরের 'মাকতাবা-এ সাহ্ওয়া' এবং তুরস্কের 'মাতবূআ'-এ দারুল বশীর' থেকে এবং ইংরেজী সংস্করণটি আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত হয়।[৩৮]

---

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-১০।
[৩৬] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ইউরোপ, আমেরিকা আওর ইসরাঈল, পৃ. ৪১-৪৩।
[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪ ।
[৩৮] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, দীন-এ ইসলাম আওর আওয়ালিন মুসলমাঁনূ কী দু মুতাযাদ্ তাসবীরেঁ, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৬ খৃ.), পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও ইস্না 'আশারিয়ার মতবাদের মধ্যে 'আকীদাগত তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখক আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রথমেই ইসলামি যুগের সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও জীবনাচরণ; হযরত মুহাম্মদ (স.) ও সাহাবা যুগের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি এবং খুলাফা-এ রাশিদার সর্বজন শ্রদ্ধেয় চার খলীফা যথাঃ হযরত আবু বকর (রা.), হযরত 'উমর (রা.), হযরত 'উসমান (রা.) ও হযরত 'আলী (রা.)-এর বিশ্বাসযোগ্যতা, যোগ্য নেতৃত্বের গুনাবলী, গ্রহণযোগ্যতা ও তাঁদের অনাড়ম্বর জীবন-পদ্ধতি এবং পাশাপাশি ইস্না 'আশারিয়ার বিভিন্ন মতবাদ, চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতিসহ উপস্থাপন করেছেন।

'ইসলাম কোন বংশগত কিংবা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত কোন বিষয় নয়। গ্রন্থকার এ বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝানের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে হযরত 'আলী (রা.)-এর পারিবারিক ও আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও 'আলী (রা.) খিলাফতে প্রথমে অধিষ্ঠিত না হয়ে তিনি পরে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইসলাম কোন বংশগত কিংবা উত্তরাধিকারী বিষয় নয় আল্লাহ্ তা'আলার এই হিকমতের নিদর্শন স্বরূপ তিনি প্রথমে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হননি।'[৩৯]

গ্রন্থকার আহলে সুন্নাত ওয়াল জা'মাত ও ইস্না 'আশারিয়ার তুলনামূলক ও পর্যালোচনমূলক আলোচনা উপস্থাপন করতে গিয়ে কোন পক্ষের কঠোর সমালোচনা করেননি, কিংবা কারো কোন মতবাদের আলোচন বা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কারো কোন মতবাদকে প্রাধান্য বা এক পেষে মত পোষণ করেননি। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন, 'এটি 'আকীদা অথবা কোন দলের সমালোচনা করার ও করো মতবাদ প্রত্যাখ্যানের জন্য দর্শন এবং তর্ক শাস্ত্র সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ নয়। যারা এ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থটি পড়বে তারা হতাশ হবে। দার্শনিক ও তার্কিক আলোচনা সংবলিত আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় প্রচুর বই লাইব্রেরীতে রয়েছে যার মাধ্যমে অনায়াসেই ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা যায়।'[৪০]

গ্রন্থটির প্রথমেই একটি সূচীপত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়াও এ মূল্যবান গ্রন্থটিতে ৪৯টি শিরোনামের বিবরণমূলক সংক্ষিপ্ত ও পরিপাটি গঠনতান্ত্রিক আলোচনার মাধ্যমে সফল পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে।[৪১] এ গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল ও সাবলিল। পাঠক অতি সহজেই এ গ্রন্থটি থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

---

[৩৯] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, দীন-এ ইসলাম আওর আওয়ালিন মুসলমানূঁ কী দূ মুতাযাদ তাসবীরেঁ, পৃ. ৭৪-৭৫।
[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম এক দীন-এ মুকাম্মাল দীন-এ মুস্তাকাল তাহযীব (إسلام ايك دين مكمل دين مستقل)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ‘ইসলাম এক দীন-এ মুকাম্মাল দীন-এ মুস্তাকাল তাহযীব’ শীর্ষক শিরোনামের ৩৯ পৃষ্ঠার এ উর্দু বইটি ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর ‘মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পৃথিবীতে অনেক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর সে সব ধর্ম ছিল অঞ্চল ভিত্তিক বা আঞ্চলিক ধর্ম এবং সে ধর্মগুলো ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আর হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রচারক ও ধারক-বাহক। কেবলমাত্র ইসলাম ধর্ম কোন আঞ্চলিক ধর্ম নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনে আল্লাহর মনোনিত জীবন বিধান ও স্বতন্ত্র তাহযীব তামাদ্দুন হিসেবে টিকে থাকবে। এবং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য বিরাজমান থেকে মানব জাতিকে কল্যাণের পথ দেখাতে থাকবে। এক কথায় এটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান[৪২] এবং পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র উন্নতি, অগ্রগতি, কল্যাণ, সভ্যতা, তাহযীব ও তামাদ্দুনের নাম ইসলাম। এ বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়েই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ বইটি প্রণয়ন করেছিলেন।

মাযহাব ও তামাদ্দুন (مذهب وتمدن)

‘জামে‘আ মিল্লিয়া ইসলামিয়া’র পৃষ্ঠপোষকগণের তাগিদ ও অনুরোধক্রমে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক مذهب وتمدن শিরোনামে দর্শন বিষয়ক এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জামে‘আ মিল্লিয়া কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে জামে‘আ মিল্লিয়ার বিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী এবং দিল্লীর ‘আলিম ও সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়েছিল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রবন্ধটি খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। ফলে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জামে‘আ মিল্লিয়া থেকে উক্ত রচনাটি ‘মাযহাব ও তামাদ্দুন’ مذهب وتمدن শিরোনামে বইকারে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে পাকিস্তান থেকেও এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৪৩] পরবর্তীতে জনগণের মাঝে এ গ্রন্থটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে ১১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ উর্দু ভাষার বইটি লক্ষ্ণৌর ‘মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম’ থেকে ১৪০০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থটির প্রথমেই ‘মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম’-এর সেক্রেটারীর লেখা একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। এ গ্রন্থটিতে ধর্ম, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তার আলোকে যে সব তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তাঁর আবেদন বর্তমান যুগেও সমানতালে বিদ্যমান ও প্রবাহমান। এ

---

[৪২] ইসলামের পূর্ণতা বিষয়ে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا (৫:৩)

[৪৩] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ধর্ম ও কৃষ্টি, অনুবাদঃ মাওলানা লিয়াকত আলী, (ঢাকাঃ কাসেমিয়া লাইব্রেরী, মিরপুর, ১৯৯৫খৃ.), পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটির সূচীতে ৭টি মূল শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো উপশিরোনামের অধিনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিরোনামগুলোর মর্ম হচ্ছেঃ

- এ জীবনের পর অন্য কোন জীবন আছে কিনা? জগতের শুরু ও শেষ কোথায়? এগুলো ধর্ম, দর্শন ও কৃষ্টির সাধারণ প্রশ্ন;
- বুদ্ধিবৃত্তিক, ইন্দ্রিয় নির্ভর ও প্রত্যক্ষণবাদী এ তিনটি প্রধান কৃষ্টি এবং জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা;
- পারলৌকিক জীবন মানুষের দ্বিতীয় জীবন;
- প্রশ্নসমূহ সমাধানের দ্বিতীয় উপায় ও রিসালাত সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিবরণ;
- স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরিচয়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের পরিচয়, দায়িত্বও কর্তব্য;
- সমাধানের উপকরণ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ধর্ম, দর্শন ও কৃষ্টির প্রশ্নের সমাধান হয় কিনা সে সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনা ও পর্যালোচনা; এবং
- ইসলামি জীবন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষার ফল।

অকাট্য দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ, গভীর আলোচনার মাধ্যমে গাম্ভীর্য ও গভীরতামূলক আলোচনা, ইতিহাস ও দর্শনের সমান্তরাল পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।[৪৪] এ সকল মূল শিরোনামের অধিনে উপ-শিরোনামের বিষয় বস্তুগুলোতে যুক্তিনির্ভর আলোচনা পাঠকমহলকে জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করতে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস।

নয়া তূফান আওর উস কা মুকাবালা (نیا طوفان اور اس کامقابلہ)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত نیا طوفان اور اس کامقابلہ শিরোনামে ৪৮ পৃষ্ঠার এ উর্দু ভাষার বইটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে মুসলিম বিশ্বে ক্রমান্বয়ে যে ধর্মহীন 'আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে সে সম্পর্কে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ বইয়ে যুক্তিনির্ভর প্রাণবন্ত আলোচনা করার প্রয়াস পান। এবং ধর্মহীন 'আকীদা-বিশ্বাসের মুকাবিলা ও প্রতিরোধ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ বইটির প্রথমেই একটি সূচীপত্র ও একটি ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকায় লেখক আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ বইটি লেখার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। প্রসিদ্ধ এ গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তা হচ্ছে-

১. স্বধর্ম ত্যাগ ও ধর্মদ্রোহিতার নতুন রূপ;[৪৫]
২. ইউরোপ থেকে আগত মানব-দর্শন;
৩. ধর্মদ্রোহিতা এমন দীন যাতে কোন ধর্মজ্ঞানের অনুশীলন ও চর্চা নেই;[৪৬]

---

[৪৪] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাযহাব ও তামাদ্দুন, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৪০০ হি.) পৃ. ৬-৮।

[৪৫] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী স্বধর্ম ত্যাগ ও ধর্মদ্রোহিতার নতুন স্বরূপ বলতে ইউরোপের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক আগ্রাসন বুঝিয়েছিলেন। আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪. স্বধর্ম ত্যাগ ও ধর্মদ্রোহিতা নিয়ে মুসলমানগণ কেন সচেতন নয় এটা হল উত্তরাধিকারবিহীন এক জিজ্ঞাসা[৪৭];
৫. আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দীনহীনতার ব্যাপক প্রসার;
৬. জাহিলিয়্যাতের পৃষ্ঠপোষকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিয়তাবাদ প্রসঙ্গ;
৭. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব কেন;?
৮. মুসলিম বিশ্বে জাতিয়তাবাদের সয়লাব;
৯. জাহেলিয়াত যুগ সম্পর্কে একজন মুসলমানের অবস্থান কি হওয়া উচিত;
১০. মুসলিম বিশ্বের জাহেলিয়াত প্রীতি ও ঝোক;
১১. দীনী ও চারিত্রিক বিশৃংখলা;
১২. দীনী ও চারিত্রিক অধঃপতন মুসলিম বিশ্বের জন্য বড় সংকট ও সমস্যা;
১৩. দীনী ও চারিত্রিক বিশৃংখলার এ সংকটে মুসলিম বিশ্ব ইসলামের উপর বহাল থাকবে কি থাকবে না;?
১৪. ধর্মহীনতা প্রতিরোধ করাই পবিত্রতম জিহাদ;
১৫. বর্তমানে ঈমানের দা'ওয়াত দানের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা;
১৬. নিঃস্বার্থ দা'য়ীর ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা;
১৭. দা'ওয়াত দানের ক্ষেত্রে নতুন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা;
১৮. অতীতের অভিজ্ঞতা বলেদেয় অনেক জিহাদ পরিচালনাকারী মুসলমান প্রকৃতপক্ষে সে ছিল নামসর্বস্ব মুসলমান;
১৯. ধর্মপ্রিয় মানুষ আজ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা স্বধর্মত্যাগীদের কাছে যেয়ে তাদেরকে ধর্মে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী, অপর শ্রেণী সে বিষয়ে মোটেও পক্ষপাতী নয়;
২০. সংস্কার ও দীনী বিপ্লবের জন্য যে সব পদক্ষেপের প্রয়োজন;
২১. এ পদ্ধতিতেই কর্মীদের সফলতা নিশ্চিত;
২২. বর্তমানের সঙ্গিন পরিবেশ-পরিস্থিতি;[৪৮] এবং
২৩. এ মুহূর্তে যে কাজের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হল, কাল-বিলম্ব না করে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এ সকল প্রধান শিরোনাম ও উপশিরোনামের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কেন রিদ্দত নামক দীনের বিস্তার ঘটছে?, রিদ্দতের প্রকৃত ইতিহাস, ধর্মহীনতার অপর নাম আরেকটি নতুন ধর্ম, মুসলিমদের মাঝে বিকশিত রিদ্দতকে কেন মুসলমানরা স্বীকার করে না ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি প্রমাণসাপেক্ষে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন যে, 'বর্তমান যুগের নাম সর্বস্ব মুসলমানগণের মন-মানসিকতায়ও যে রিদ্দতের বিকাশ ঘটে মুসলমানদের মধ্যেও ধর্মীয় বিধি-বিধান চরমভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে এবং তারা যে দিনে দিনে মহাসংকটের অতলতলে নিপতিত হচ্ছে সে বিষয় আলোচনা করে এ সব

[৪৬] রিদ্দতকে একটি ধর্ম হিসেবে চিহ্নত করেছেন আবুল হাসান আলী আন্-নদভী। আবুল হাসান আলী নদভী, নয়া তূফান আওর উস কা মুকাবালা, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ১১-১২। মুকাবালা, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ১১-১২।
[৪৭] প্রশ্ন হল কেন তারা মুসলামানদের মাঝে বিকশিত রিদ্দতকে স্বীকৃতি দেয় না ।
[৪৮] লেখক বুঝাতে চেয়েছেন যে বর্তমানে মানুষের ধর্মহীনতার পরিস্থিতি কিভায়ে গভীর থেকে গভীরে যাচ্ছে । আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৭২-৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

ফেতনা প্রতিরোধে কি করণীয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এ বইয়ে।[৪৯] এ বইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল।

তুহ্ফা-এ কাশ্মীর (تحفۂ کشمیر)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত تحفی کشمیر শিরোনামে ১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত উর্দু ভাষার এ গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৮ অক্টোবর, ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডক্টর অব লিটারেচর ডিগ্রি গ্রহণের জন্যে শ্রীনগরে গমন করে সেখানে তিনি ৯ দিন যাবৎ অবস্থান করেছিলেন। শ্রীনগরে ৯ দিন যাবৎ অবস্থানকালে তিনি ইসলামের দাওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে কাশ্মীরের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে চলমান সমস্যা ও এর সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি কোন কোন দিন ৩টি সমাবেশে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের সংকলনের সমষ্টিই হলো 'তুহ্ফা-এ কাশ্মীর' নামক এই বইটি।[৫০] বইটিতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে তাঁর বংশীয় ব্যক্তিত্ব সায়্যিদ 'আলী হামদানী (মৃ. ৭৮৬ হি.)-র কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে বলেন তিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাশ্মীরে তাওহীদের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। এছাড়াও তিনি বিশেষ ভাবে মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে দীনের অনুসারী ও সংস্কারকদের মাঝে নবীসুলভ আচরণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, ঈমান ও ইলমের গুরুত্ব, দা'ওয়াত দানের হিকমত ও কৌশল এবং 'আলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়গুলো বিশেষভাবে নির্দেশ করেন।[৫১] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিভিন্নস্থানে প্রদানকৃত বক্তব্য ক্যাসেটে ধারণ অবস্থায় পরবর্তী সময়ে তার হাতে পৌঁছেছিল। লেখক ক্যাসেট শুনে তা সংকলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সংকলিত বক্তব্যগুলো মানবতার বার্তা এবং মানব জাতির কল্যাণ সম্পর্কিত। লেখক বলেছেন, 'এ সকল বক্তব্যে কিছু এরূপ গভীর চিন্তা-ভাবনা ও দিকনির্দেশনার বিষয় রয়েছে যা, শুধুমাত্র কাশ্মীরের অধিবাসীদের জন্য নয়; বরং অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের শিক্ষক গবেষক ও চিন্তাবিদদের জন্য জ্ঞানের খোরাক মিটাতে খুবই প্রয়োজন।'[৫২] বইটির ভাষা সহজ-সরল ও সাবলীল।

---

[৪৯] আবুল হাসান 'আলী নদভী, নয়া তূফান আওর উস কা মুকাবালা, পৃ. ৩-৪।

[৫০] মাওলানা সয়্যিদ আবুল হসান 'আলী নদভী, তুহ্ফা-এ কাশ্মীর (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৯২ খৃ.), ২য় সং পৃ. ৭।

[৫১] মাওলানা সয়্যিদ আবুল হসান 'আলী নদভী, তুহ্ফা-এ কাশ্মীর, পৃ. ৩।

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

সূফীতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলী

তাসাউফ কেয়া হায় ? (تصوف كياهى)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, মাওলানা মানযুর নুমানী ও মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস নদভী কর্তৃক লিখিত 'তাসাউফ কেয়া হায়?' শিরোনামে ১৪৪ পৃষ্ঠার উর্দু ভাষার এ গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর 'কুতুবখানা আল ফুরকান' থেকে প্রথম সংস্করণ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি মূলত তিন জনের সংকলিত প্রবন্ধের সমষ্টি একটি সংকলন গ্রন্থ। অল্পদিনের মধ্যে এ গ্রন্থটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়লে অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের মওজুদ শেষ হয়ে যায়। পাঠক মহলে বইটির ব্যাপক চাহিদার পাশাপাশি প্রকাশকের বন্ধু-বান্ধব প্রকাশককে পুনরায় বইটি ছাপানোর অনুরোধ করলে[৫৩] তাঁদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে প্রকাশক ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

এ গ্রন্থটিতে ৮টি মূল্যবান প্রবন্ধ ও একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। যার মধ্যে ৪টি প্রবন্ধ মুহাম্মদ মানযুর নু'মানী কর্তৃক প্রণীত, ৩টি প্রবন্ধ মুহাম্মদ ইদরীস নদভীর এবং একটি প্রবন্ধ আলী হাসান আলী আল্-নদভী কর্তৃক লিখিত। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "আহলে তাসাউফ আওর দীনী জুদ্দে ওয়া জুহুদ"। গ্রন্থকার নদভী তাঁর এ প্রবন্ধে সূফী তথা তাযকীয়াতুন নফস এর অধিকারী ব্যক্তি এবং তাঁদের দীনী আমল আখলাক ও প্রচেষ্টার খতিয়ান তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ জামালুদ্দীন আফগানী, সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং মাহমুদ হাসান দেওবন্দীর মত উঁচু মাপের ব্যক্তিগণের দীনী খেদমত, আমল-আখলাক ও প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেছেন।

সৌদি সালাফীগণ তাসাউফ স্বীকার করে না।[৫৪] বরং তারা মনে করে ভালভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করলেই যথেষ্ট। পৃথক ভাবে তাসাউফ পালন করার কোন প্রয়োজন ও যুক্তিকতা নেই। হযরত ইবন তাইমিয়া ছিলেন একজন মহান সমাজ সংস্কারক। তিনি ধর্মকে বিদ'আত থেকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সৌদি আরবের সালাফীরাও তাঁর সংস্কারে প্রভাবিত হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ আহলে হাদীসও সালাফীদের প্রভাবে অনেকটা প্রভাবিত। বাংলাদেশের অধিকাংশ আহলে হাদীসরা পীর-মুরিদী বা তাসাউফকে স্বীকার করে না।[৫৫] তারা মনে করে প্রচলিত পীর-মুরিদী বা তাসাউউফে যথেষ্ট শিরক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, যাতে আল্লাহর একত্ববাদ বা তৌহিদ ধুলিস্যাত হয়ে

[৫৩] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তাসাউফ কেয়া হায়? (লক্ষ্ণৌঃ কুতুবখানা আল ফুরকান, ১৯৮১ খৃ.), পৃ. প্রকাশকের কথা।

[৫৪] ইসলামি বিশ্বকোষ (৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খৃ., পৃ. ৩০২-৩০৩; উর্দু ইনসাইক্লোপিডিয়া, লাহোর-১৯৬২ খৃ. পৃ. । ২১৭; আবদুল মতীন সালাফী, ইসলামের মূল স্তম্ভ তাওহীদ, (ঢাকাঃ ফয়সল মুদ্রণালয়, ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৬৫।

[৫৫] সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ; (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খৃ.), ১ম খ., পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য 'আলিম-'উলামা এবং দেওবন্দী 'আলিমগণ তাসাউফকে স্বীকার করে।[৫৬] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর তাসাউফের একজন বিশেষ ভক্ত এবং তাসাউফ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি তারই একটি বিশেষ অংশ। এ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর মর্মার্থ ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাসাউফের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে সূফী সম্প্রদায় এবং তাঁদের কৃতকর্মকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সমর্থন করেছেন।[৫৭]

সুহবতে বা আহলে দিল (صحبتی با اهل دل)

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বৃটিশদের সাথে যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পর ভারতীয় উপ-মহাদেশে ইংরেজ বণিক বেনিয়াদের শাসন ও শোষণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ বণিক বেনিয়াদের শাসন ও শোষণে অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও নিস্পেষিত ভারতীয় উপ-মহাদেশের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারনের মাঝে কঠিন ও দুর্বিসহ দূর্দিন নেমে এসেছিল। প্রথম দিকে ইংরেজদের প্রধান কাজ ছিল ধনিক ও বণিকদের আর্থিক শোষণ করা, হিন্দু ও মুসলিমদের খ্রীষ্টানে পরিণত করা, শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে জাতিভেদ সৃষ্টি করে ফায়দা লোটার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে পদানত করে রেখে শাসন ও শোষণ করার নীল নকশা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতিগোষ্টির মধ্যে মুসলমানদের অবস্থা ছিল চরম নাজুক। মোটকথা, তখনকার ধর্ম ও আর্থিক অবস্থা ছিল বিপন্ন। মুসলিম সমাজ এ দু'দিক দিয়ে ছিল চরম ক্ষতিগ্রস্ত। এরকম সংকটময় মুহূর্তে দিল্লির শাসন ও শোষণ উপেক্ষা করে উপ-মহাদেশের আনাচে-কানাচে বৃটিশ শাসনের ছত্র-ছায়ায় কতিপয় মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এসব মুসলিম রাজ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকা থেকে অধিক সংখ্যক 'আলিম এবং সূফী একত্রিত হতে থাকেন। সে সব 'আলিম ও সূফীগন নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী অতীতের গৌরবময় ইসলামি ঐতিহ্য ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলমানদের এ দুর্দিনে যে সব আলিম, উলামা, মনীষী ও সূফীসাধকগণ ইসলামি ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব মুজাদ্দেদী ছিলেন অন্যতম প্রধান।[৫৮]

শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব মুজাদ্দেদী ভারতের একজন আলিম ও সূফীসাধক ছিলেন। তাঁর সমকালীন ভারতের অসংখ্য মানুষ এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের অনেকেই শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব মুজাদ্দেদীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। সর্বস্তরের দলে দলে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতে তাঁর নিকট গমন করতেন। উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম ও ইসলামি চিন্তাবিদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর নিকট প্রায় গমন করতেন ও তাঁর বিভিন্ন মজলিশে বসে তার অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনেছিলেন এবং সেগুলো লিখে রাখার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রচিত 'সুহবতে বে আহলে দিল' ৩৭৬ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'কুতুব খানা আল ফুরকান' হতে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন মজলিসে শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব মুজাদ্দেদীর প্রদত্ত সেই জ্ঞানগর্ব উপদেশপূর্ণ সূফী তরীকা ও

---

[৫৬] ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও তাদের মতাদর্শ (অপ্রকাশিত), পৃ. ৫৪।

[৫৭] 'আলমী সাহারা, পৃ. ৪০।

[৫৮] ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে সায়্যিদ আবুল হাসান নদভীর সাথে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব মুজাদ্দেদী (র.)-এর ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.), সুহবতে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (র.) অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

দিক-নির্দেশনামূলক বক্তবই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[৫৯] এটি মূলতঃ প্রখ্যাত সূফী শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব মুজাদ্দেদীকে কেন্দ্র করে সূফীতত্ত্ব ও নীতি নৈতিকতামূলক বক্তব্যের সমাহার।

মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার কর্তৃক বইটির বঙ্গানুবাদ 'সুহবতে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (র.) 'শিরোনামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সূফী সংক্রান্ত উপদেশ ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক হবে।

তাযকীয়্যা ওয়া ইহ্সান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক (تزکیہ و إحسان یا تصوف و سلوك)

ইসলামি শরিয়তের আওতায় ব্যক্তি জীবনে সৃষ্টিকর্তাকে ব্যাপক ভাবে উপলব্ধি করার জন্য যারা সূফিবাদ চর্চা করে তাদেরকে এবং যারা সূফীবাদকে অনারবীয় বিদ'আত ও ভ্রান্ত মনে করেন তাদের মতকে অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে তাদের মতামত, চিন্ত-চেতনা ও যুক্তিকে খণ্ডন করতে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বস্তুবাদের আগ্রাসনে নিমজ্জিত সমাজের জন্য বরং সূফীবাদের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা যে অনস্বীকার্য সে কথা স্পষ্টকরে তুলে ধরার জন্যই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'তাযকীয়্যা ওয়া ইহসান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক' নামক গ্রন্থটি লিখেছেন। তিনি তার এ গ্রন্থের মাধ্যমে সূফীবাদের প্রয়োজনীয়তা, গ্রহণযোগ্যতা ও যুক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে (২য় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির আরবী পঞ্চম সংস্করণ কুয়েত, বৈরুত ও দামেশ্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৬০]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক লিখিত এ গ্রন্থটি সূফীবাদের উপর একটি অতুলনীয় ও প্রশংসনীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রথমে ভূমিকা ও সূচীপত্রে ১৩টি মূল শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো উপ-শিরোনামে আকর্ষণীয় প্রবন্ধ রয়েছে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে গ্রন্থটির শেষের মলাটে গ্রন্থকারের একটি জ্ঞানগর্ব বক্তব্য স্থান পেয়েছে। গ্রন্থকার তার বক্তব্যে বলেন, 'দীনের সেই শাখা এবং ইসলামের সেই ভিত্তি যাকে কুর'আন তাযকিয়্যা, হাদীস ইহসান এবং পণ্ডিতগণ ফিকহে বাতিন নামে স্মরণ করে। শরী'আতের প্রাণ, দীনের কল্যাণ এবং জীবনের ভিত্তি ছাড়া পরিপূর্ণ দীন অর্জিত হয় না।' এছাড়া এ গ্রন্থটিতে কতিপয় সূফীর জীবন ইতিহাস এবং সূফীবাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে।[৬১] উর্দু ভাষা-ভাষীদের মধ্য থেকে যারা সূফীবাদ সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য ও জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী তাদের জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সুফলদায়ক পথ নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাবলিল।

রাব্বানিয়্যাতুন লা রাহবানিয়্যাতুন (ربانية لا رهبانية)

ভারতীয় উপ-মহাদেশের কতিপয় বিখ্যাত সূফীর পরিচয় ও তাঁদের সংস্কারধর্মী অবদান এবং সমাজ ব্যবস্থায় সূফীবাদের প্রয়োজনীয়তা, গ্রহণযোগ্যতা, যুক্তিকতা ও প্রভাব যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'রাব্বানিয়্যাতুল লা রাহবানিয়্যাতুন' শিরোনামে এ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৯০ পৃষ্ঠার এ আরবী গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর 'আল-

---

[৫৯] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী,'সুহবতে বে আহলে দিল' (লক্ষ্ণৌঃ 'কুতুব খানা আল ফুরকান', ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ৪০-৪১।

[৬০] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তাযকীয়্যা ওয়া ইহসান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৮৯ খৃ.), ২য় সং, পৃ. ৩।

[৬১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তাযকীয়্যা ওয়া ইহসান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক, পৃ. শেষের মলাট।

Dhaka University Institutional Repository

মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে অনৈসলামিক ও বিদ'আতী কার্যাবলীর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছিল। এ সকল অনৈসলামিক ও বিদ'আতী কার্যাবলীর প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন সূফী ও সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতীয় উপ-মহাদেশে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রে সূফীদের ভূমিকা সর্বজনবিদিত ও সর্বজনস্বীকৃত ইতিহাস। সূফীবাদ সম্পর্কে এ গ্রন্থটিতে ব্যাপক আলোকপাত করা হয়েছে। মূলতঃ এ গ্রন্থটি সূফী সাহিত্যের অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

উল্লেখ্য যে, 'শূন্যতা পূর্ণতাকে অপরিহার্য করে দেয়' এ শিরোনামে তাসাউফ যে একান্তই ইসলামেরই বিষয় সে বিষয়টি তিনি কুর'আন-সুন্নাহ ও রাসূল (স.)-এর আছারের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজ সরল ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এ গ্রন্থে।[৬২] গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখক স্বয়ং বলেছেন, 'বিভিন্ন দেশের নতুন প্রজন্মের অনুরোধক্রমে ও স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য মনে করে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশায় আজ বইটি প্রকাশ করছি। আশা করছি আল্লাহ্ মনে প্রশান্তি এনে দিবেন এবং সুপ্ত ঈমানকে জাগিয়ে তুলবেন। আর চিন্তাবিদ ও লেখক চিন্তার খোরাক পাবেন'।[৬৩]

গ্রন্থটির প্রথমেই একটি ভূমিকা ও একটি সূচীপত্র রয়েছে। এ গ্রন্থে রয়েছে তাসাউফ এর পরিচয় ও ক্রমবিকাশ, শরী'আতের সাথে এর সম্পর্ক ও মুসলিম সমাজে তাসাউফের প্রভাব, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের চারিত্রিক সংকট ও সংকট নিরসনে দিক-নির্দেশনা, ভারতীয় উপ-মহাদেশের কতিপয় প্রখ্যাত সূফী সাধকের কর্মময় জীবন ও অবদান এবং শায়খুল ইসলাম ইব্ন তায়মিয়ার সংস্কারিক জীবন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।[৬৪] এ গ্রন্থটির ভাষা সহজ সরল ও অত্যন্ত উঁচু মানের। পাঠকমহলের মধ্যে যাদের আরবী ভাষায় বিশেষ দখল রয়েছে এবং যারা ভারতীয় উপ-মহাদেশের সূফীদের জিহাদী প্রেরণা, আমল-আখলাক, আমলের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী তাদের জন্য এটি একটি অনন্য গ্রন্থ।

সাওয়ানেহ হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র.) (سوانح حضرة مولانا عبد القادر رائپوری)

জীবনের প্রথম দিকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মাওলানা মওদূদীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এক সঙ্গে কাজ করতে থাকেন, কিন্তু কিছু দিন পর মাওলানা মওদূদীর ধর্মীয় কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মানসিক ও চিন্তাগত পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্ববর্তী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ইসলামি চিন্তাবিদ ও মনীষীদের ব্যাপারে মওদূদীর লাগামহীন কঠোর সমালোচনা[৬৫] এবং মাওলানা মওদূদীর ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করার ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামির অতিরঞ্জিত[৬৬] মনোভাব আবুল হাসান আলী আন্-নদভী পছন্দ করতে পারে নাই। তাই তিনি

[৬২] আবুল হাসান 'আলী আল্-হাসানী আন-নাদবী, রাব্বানিয়্যাতুন লা রাহবানিয়্যাতুন, (লক্ষ্ণৌঃ আল্-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৬খৃ.), পৃ. ৭-১৩।

[৬৩] আবুল হাসান 'আলী আল্-হাসানী আন-নাদবী, রাব্বানিয়্যাতুন লা রাহবানিয়্যাতুন, পৃ. ৫।

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৯০।

[৬৫] সায়্যিদ আবুল আলা-মওদুদী রহ. মনে করেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কুর'আন-হাদীসের ন্যায় (মেয়ার-এ হক) সত্যের মাপকাঠি নয়।

[৬৬] জামায়াতে ইসলামি ও এর অনুসারীগণ মাওলানা মওদূদীর রহ. এর বই-পুস্তকের উপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন যে

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মওদূদীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। মাওলানা মওদূদীকে পরিত্যাগ করার পর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পা গ্রহণের ব্যাপারে উন্নত, গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ দিক-নির্দেশনা পাওয়ার জন্য নতুন দীনী বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের অভাব বোধ করতে লাগলেন। অবশেষে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাওলানা মনযুর নু'মানী (র.)-এর সহযোগিতায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মাওলানা 'আবদুল কাদির রায়পুরী (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ফলপ্রসূ দিক-নির্দেশনা পাওয়ার ক্ষেত্রে দীনি বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের অভাব পূরণ করেন।[৬৭]

এরপর থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আজীবন 'আবদুল কাদির রায়পুরীর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দীনী ব্যক্তিত্ব ও আল্লাহ্ প্রেমিক হযরত 'আবদুল কাদির রায়পুরী (র.) (মৃ. ১৯৬২)-এর জীবনী বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে 'সাওয়ানেহ হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র.), শিরোনামে ৩৫২ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থটি লক্ষৌর 'মাকতাবা-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়। মুলতঃ এটি মাওলানা 'আবদুল কাদির রায়পুরী (র.)-এর জীবনী গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থটিতে রায়পুরীর জীবন-কর্ম, তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞানগত গুণাবলী, দূরদর্শীতা, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানগর্ব দিক-নির্দেশনামূলক বাণীসমূহ এবং সেই সাথে সমকালীন বিশিষ্ট 'আলিমগণের প্রভাবও বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।[৬৮] এছাড়াও আবদুল কাদির রায়পুরীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, প্রশংসনীয় গুণাবলী, আল্লাহর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক, এবাদতে একনিষ্ঠতা ও বিশুদ্ধ ভালবাসা, ব্যাপক উদারতা ও প্রভাব এবং তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক তথ্য স্থান পেয়েছে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর লেখা এ গ্রন্থটিতে।[৬৯] গ্রন্থটির ভাষা সহজ সরল ও প্রাঞ্জল।

তাযকেরায়ে হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র.)

হিজরী ১৪ শতকের বিখ্যাত বুযর্গ, দীনি ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট 'আলিম হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র.) (১৩১৩ হি.)-এর জীবন ও কর্ম, তার সার্বিক অবস্থা, প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং তাঁর বিভিন্ন মূল্যবান দূরদর্শিতামূলক দিক-নির্দেশনা ও জ্ঞানগর্ব উপদেশমূলক বাণী বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'তাযকেরায়ে হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র.), শিরোনামে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ১৪২ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি ১৩৯৯ হিজরীতে লক্ষৌর 'মাকতাবা-এ দারুল 'উলূম' থেকে প্রকাশিত হয়। এটি মূলতঃ একটি জীবনী গ্রন্থ।[৭০] যারা মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদীর কর্মময় জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এই বইটি অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কারণে মাওলানা আবুল হাসান আলী আল্ নদভী রহ. জামায়াতে ইসলামির এ অবস্থাকে কুর'আন-হাদীস ছেড়ে দেয়ার নামান্তর মনে করেছিলেন।

[৬৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৯০।

[৬৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১০।

[৬৯] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, তাযকীয়্যা ওয়া ইহসান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক, (লক্ষ্ণৌঃ 'মাকতাবা-এ দারুল 'উলূম', ১৩৯৯ হি.), ২য় সং, পৃ. ১৭৬।

[৭০] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী,তাযকীয়্যা ওয়া ইহসান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক, পৃ. ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

নীতি ও ইসলামি দর্শন সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত রচনাবলী

পাজা সুরাগ-এ যিন্দিগী (پاجا سراغ زندگی)

জ্ঞানের সাধক ও বাহক আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর সমগ্র জীবনে জ্ঞানের অন্বেষনে ও জ্ঞান বিতরণে অতিবাহিত করেছেন এবং সেই ধারাবাহিকতায় তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা বছরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের সামনে যে সব জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেনামূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন সেগুলো একত্রিত করে সংকলন করে করাচীর নাযিমাবাদস্থ 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম (مجلس نشریات اسلام)' থেকে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে 'পাজা সুরাগ-এ যিন্দিগী' শিরোনামে ১৮৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বইটি অল্পদিনের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে বাংলা ভাষীদের জন্য এ গ্রন্থটিকে বাংলাদেশের প্রখ্যাত অনুবাদক আবু তাহের মিছবাহ কর্তৃক অনুদিত হয়। যা 'তালিবে ইল্‌মের জীবন পথের পাথেয়' শিরোনামে 'দারুল কলম আশরাফাবাদ' (কুমিল্লা পাড়া), কামরাঙ্গীরচর, ঢাকাঃ ১২১১ থেকে রজব, ১৪২৩ হিজরী মোতাবেক সেপ্টেম্বর, ২০০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'পা-জা সুরা-গে যিন্দেগী' নামে এ গ্রন্থটি মূলতঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্যের সংকলন।[৭১]

সাধারণত দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধনী মজলিসে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে ছাত্রদের সামনে গ্রন্থকার এ সকল বক্তৃতা প্রদান করেছেন। প্রতিটি বক্তৃতা বড় দরদ-ব্যথার সাথে হৃদয়ের ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সবক'টি বক্তৃতার মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় চিন্তা ছিলো অভিন্ন। একজন তালিবে ইলমের দৃষ্টি কী কী মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকা উচিত? এবং এই সীমাবদ্ধ পরিবেশে থেকেও নিজেদেরকে তারা কত সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহ তাদের মাঝে যে প্রতিভা ও যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন সেগুলোর উদ্ভাস ও বিকাশ ঘটিয়ে ইলম ও আমল এবং রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার যে সুউচ্চ চূড়ায় তারা আরোহণ করতে পারে সে বিষয়ে রয়েছে দিক নির্দেশনা।[৭২]

গ্রন্থকার আরো বলেন 'হায়! আমি, তুমি, সে-আমরা সকলে এ পরম সত্য যদি উপলব্ধি করতে পারতাম যে, দুনিয়ার জীবন শুধু একবার, এ সুযোগ ফিরে আসে না দ্বিতীয়বার। তদুপরি তালিবে ইলমের 'ছাত্রজীবন' হলো শাহী যামানা। যা কিছু অর্জন করার, করতে হবে এখনই; অন্যথায় আফসোস করতে হবে সারা জীবন। এ সতর্কবাণী গ্রন্থকার তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় বারবার উচ্চারণ করেছেন এবং তিনি বলেছেন- 'সম্ভব হলে আমি আমার দিল-কলিজা খুলে তোমাদের সামনে রেখে দিতাম যাতে বুঝতে পারো

---

[৭১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, পাজা সুরাগ-এ যিন্দিগী (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, ১৯৭৮ খৃ.), পৃ. ৯ ভূমিকা

[৭২] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, 'পা-জা সুরা-গে যিন্দেগী' অনুবাদঃ আবু তাহের মিছবাহ, শিরোনামঃ যা 'তালিবে 'ইল্‌মের জীবন পথের পাথেয়', (ঢাকাঃ 'দারুল কলম আশরাফাবাদ', কামরাঙ্গীরচর, ১৪২৩ হি./২০০২খৃ.) পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

আমার দরদ-ব্যথা ও অন্তর্জ্বালা, কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, কেননা ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাকেই আল্লাহ মাধ্যম বানিয়েছেন।'[৭৩]

পাক-ভারত উপসহাদেশের জ্ঞানী ও অন্তর্জ্ঞানী সকলেই বলেছেন, 'পা-জা সুরা-গে যিন্দেগী গ্রন্থটি হলো তালিবানে উলূমে নবুয়াতের জীবনপথের অমূল্য পাথেয় এক গ্রন্থ। সুতরাং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আমাদের উভয়েরই কর্তব্য হবে কিতাবটিকে পাথেয়রূপে গ্রহণ করা এবং সেভাবে নিজেদের গড়ে তোলার সাধনায় আত্মনিয়োগ করা। মুসলিম বিশ্বের অধঃতন ও অবক্ষয়ের এ কঠিন সময়ে ওলামায়ে উম্মতের কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে গ্রন্থকারের সুতীব্র অনুভূতি, সেই সঙ্গে কর্তব্য পালনে তাদের ব্যর্থতার কারণে তাঁর সীমাহীন হৃদয়-যন্ত্রণা, সর্বোপরি নাদওয়াতুল উলামার ব্যাপক-বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার গুরুত্ব ও নাযুকতা সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি- সম্ভবত এগুলোই গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে এতটা অস্থির ও বে-কারার করেছে, আর অপর দিকে এক সুন্দর ভবিষ্যতের আশাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে আশ্বস্ত করেছেন।[৭৪]

এ ছাড়াও এ গ্রন্থটির সূচীতে মূল শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো মূল্যবান জ্ঞানগর্ব দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য স্থান পেয়েছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যে দরদ-ব্যথা নিয়ে এ বক্তৃতাগুলো প্রদান করেছেন এবং যে ব্যাকুলতা নিয়ে দীর্ঘ জীবনের সুগভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং অধ্যয়ন-অভিজ্ঞতার সারনির্যাস তুলে ধরেছেন তা এ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বিকশিত ও সুপ্রকাশিত হয়েছে।[৭৫] এ আশায় যে, হয়ত কারো হৃদয়-সমুদ্রে আলোড়ন ও তরঙ্গ-জোয়ার সৃষ্টি হবে এবং উম্মাহর আগামী দিনের রাহবার হওয়ার সাধনায় সে আত্মনিয়োগ করবে। তাঁর এ সকল বক্তব্যে তিনি জ্ঞান অন্বেষণকারীদের সঠিক মান-মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং প্রচেষ্টা ও ফলাফল পরিষ্কার ও পরিমার্জিত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৭৬]

পুরানে চেরাগ (১ম খণ্ড) (پرانی چراغ)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত পুরানে চেরাগ (১ম খণ্ড) এ উর্দু গ্রন্থটি ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে রচিত এবং ৪৬৪ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি করাচীর 'এডুকেশন প্রেস' থেকে মুদ্রিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে করাচীর নাজিমাবাদস্থ 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাচীন কালের প্রদীপস্বরূপ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ যাঁরা বিভিন্নভাবে দেশ ও জাতির অগ্রগতি, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণসাধনে সদা তৎপর ছিলেন এবং জাতি গঠনে অফুরন্ত অবদান রেখে গেছেন। যাঁদের অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। পুরানে চেরাগ (আগেকার প্রদীপ) নামেই সেই সব প্রতিভাধর জ্ঞানী গুণীদের কর্ম ও অবদানের দিকেই বইটির বিষয়বস্তু ইঙ্গিত করে।

---

[৭৩] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, 'পা-জা সুরা-গে যিন্দেগী' অনুবাদঃ আবু তাহের মিছবাহ, শিরোনামঃ 'তালিবে 'ইল্মের জীবন পথের পাথেয়' পৃ. ৮।

[৭৪] প্রাগুক্ত,পৃ. ৮

[৭৫] প্রাগুক্ত,পৃ. ১১

[৭৬] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

পুরানে চেরাগ নামক ৩ খণ্ডের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থটির এটি প্রথম খণ্ড। এ গ্রন্থটিতে (১৮ জন) সমকালীন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, ধর্মপরায়ণ মানুষ, লেখকের মাশায়িখ,[৭৭] কয়েকজন খ্যাতনামা আলিম,[৭৮] শিক্ষাগুরু,[৭৯] মহান ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধব[৮০] (যাঁদের নাম বিস্মৃত প্রায়) তাদের জীবনী, কার্যাবলী ও তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোচন ও হৃদয়গ্রাহী বিভিন্ন বিবরণ স্থান পেয়েছে। এছাড়াও বইয়ের প্রথমাংশে এ গ্রন্থটি সম্পর্কে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর একটি চমৎকার বক্তব্য রয়েছে। এ গ্রন্থটি তাঁদের ইনতিকালের পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের জীবিত অবস্থায় জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করলে তা আংশিক জীবন চরিত লিখা হয়ে বটে; সেটা পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখা হয়ে উঠবে না। অধিকন্তু জীবিতদের ব্যাপারে মন্তব্য করাও কঠিনও বটে; এসব কারণে গ্রন্থকার বিভিন্ন উন্নত প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের ও তাঁদের কার্যাবলীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে জাতিয় দায়িত্ব পালন করেছেন।

গ্রন্থটিতে উঁচুমানের গতিশীল সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তবে তা খুবই সাবলিল ও মার্জিত ভাষা। এর ভাষা লক্ষ্ণৌর স্কুল ধাঁচের এবং আল্লামা শিবলীর ব্যবহৃত ভাষার ন্যায় উঁচুমানের ভাষা। সর্ব সাধারণের জন্য এ গ্রন্থটি পাঠের জন্য সহজ নয়; বরং বুদ্ধিজীবী বিশেষ করে ইতিহাসবিদ ও জীবন চরিতকারকদের জন্য বিশেষ উপযোগী ও ফলপ্রসূ বলে প্রতিয়মান হয়।

বইটি এ নামে নামকরণ করার কারণ সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, 'আমি আলাদ্দীনের চেরাগ' সম্পর্কে কিচ্ছা পড়েছিলাম যে, আফ্রিকার জাদুকর আলাদ্দীন চেরাগ হারিয়ে বহু নতুন চেরাগ নিয়ে চীন দেশে পৌঁছেন এবং দরজায় দরজায় গিয়ে বলেন, 'আপনারা পুরানো চেরাগ দিয়ে তার পরিবর্তে নতুন চেরাগ গ্রহণ করুন'। এক সরল ব্যক্তি তাঁর পুরানো চেরাগ দিয়ে নতুন চেরাগ গ্রহণ করল। এমতাবস্থায় আলাদ্দীন তার হারানো পুরাতন চেরাগ পেয়ে গেল। এতে ক্ষতির কোন কারণ নেই। কারণ পুরাতন হলেও তা থেকে আলো ছড়াচ্ছে। নতুনদের জীবনী না লিখে পুরাতন মহান ব্যক্তিদের জীবনী রচনা করে এ গ্রন্থের নাম 'পুরানে চেরাগ' নামে অভিহিত করেন'।[৮১] ব্যক্তি পুরাতন হলেও তাঁদের জীবন, কার্যাবলী ও বিস্তর অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান যুগের পাঠকগণ অনেক কল্যাণপ্রদ উপদেশ সহজেই পেতে পারেন।

পুরানে চেরাগ (২য় খণ্ড) (پرانی چراغ)

'পুরানে চেরাগ' নামক গ্রন্থটি জীবন চরিত বিষয়ক সাহিত্যের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থ যা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত হয়েছে। ৪৩২ পৃষ্ঠার এই উর্দু গ্রন্থটি ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে করাচীর 'এডুকেশন প্রেস' থেকে মুদ্রিত হয়ে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে করাচীর নাজিমাবাদস্থ 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে (২য় খণ্ড) প্রকাশিত হয়।

---

[৭৭] বড় বড় মাশায়িখঃ যেমন- আশরাফ 'আলী থানভী, আহমদ 'আলী লাহোরী এবং ওছীউল্লাহ ফতেহপুরী উদ্দেশ্যে।

[৭৮] খ্যাতনামা 'আলিমঃ যেমন- সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, সায়্যিদ মানযির আহসান গিলানী, সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী উদ্দেশ্য।

[৭৯] মহান ব্যক্তিত্বঃ যেমন- মাওলানা শাহ হালিম, সায়্যিদ হাসান মুন্সী ও সায়্যিদ সিদ্দীক হাসান প্রমুখ মনীষী উদ্দেশ্য।

[৮০] বন্ধুঃ যেমন- মাসউদ 'আলী নদভী ও ডা. সায়্যিদ প্রমুখ উদ্দেশ্য।

[৮১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পুরানে চেরাগ, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, ১৯৭৫ খৃ.), ১খ. ২য় সং, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ স্মৃতিচারণমূলক সাহিত্য গ্রন্থে যে ২৪ জন মহান ব্যক্তির জীবনী ও কর্ম স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের মধ্য থেকে ভারতের কিছু খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি,[৮২] কিছু বুজর্গ ও দীনি ব্যক্তিবর্গ[৮৩], স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক[৮৪], কতিপয় বড় বড় 'আলিম,[৮৫] সমসাময়িক সম্মানিত বন্ধুবর্গ[৮৬] এবং কিছু স্নেহভাজন প্রিয় ব্যক্তিবর্গ[৮৭] (যারা ইনতিকাল করেছেন) -দের জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থটির প্রথমেই একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থটি উঁচুমানের সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করে লেখা হয়েছে; তবে তাঁর লিখিত 'তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত'- গ্রন্থের ভাষা থেকে তুলণামূলকভাবে এ গ্রন্থটির ভাষা সহজ। গ্রন্থটি জীবন চরিত বিষয়ক সাহিত্যের অন্তর্গত একটি অসাধারণ রচনা। যারা মহাপুরুষদের ঘটনাবহুল জীবনী, কর্ম ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব কর্ম জীবনে সফল হতে চায়, গ্রন্থটি তাঁদের জন্য বিশেষ উপকারী ও ফলদায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ গ্রন্থটি তাঁর নিজস্বগুনে ভারত ও পাকিস্তানে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।[৮৮]

পুরানে চেরাগ (৩য় খণ্ড) (پرانی چراغ)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'পুরানে চেরাগ' (৩য় খণ্ড) নামক গ্রন্থটি লক্ষ্মৌর 'মাকতাবা-এ ফেরদৌস' থেকে ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৮৯] ৩৩০ পৃষ্ঠার রচিত এ গ্রন্থটি বিগত মহান ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণমূলক একটি সাহিত্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনে যে সব প্রসিদ্ধ যুগখ্যাত 'উলামা, মাশায়িখ, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ইসলামি চিন্ত াবিদ, বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানী-গুনী মনীষীবৃন্দের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন এবং যে সব ব্যক্তিবর্গ গ্রন্থকারের শিষ্যত্বে স্মরণীয়, বরণীয় ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভে ধন্য হয়েছিলেন[৯০] যাদের ইন্তিকালে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। গ্রন্থকার তাঁদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে যাঁদের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন হলেন- সায়্যিদ কুতুব শহীদ, শায়খ হাসানুল বান্না, শায়খ মিন্নাতুল্লাহ্ রহমানী, মাওলানা ইউসুফ কান্দুলবী, মাওলানা কারী তায়্যিদ[৯১] ও মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ প্রমুখ। এ গ্রন্থ পাঠে লেখকের জীবন চরিত বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা ও তাঁর পাণ্ডিত্যের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি স্মৃতিচারণমূলক জীবনী গ্রন্থ হলেও তাঁদের জীবনী থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ব্যাপক দিক-নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় বাস্তবধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এ গ্রন্থটি দেশ-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

---

[৮২] মাওলানা 'আলী জাওহার, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও ড. জাকির হোসাইন প্রমুখ উদ্দেশ্য।

[৮৩] মাওলানা মাসউদ 'আলী নদভী, মাওলানা আবদুল বারী নদভী প্রমুখ মনীষী।

[৮৪] 'আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, প্রফেসর রশিদ আহমদ ও চৌধুরী গোলাম রসূল উদ্দেশ্য।

[৮৫] মাওলানা 'আবদুস শুকুর ও মাওলানা 'আবদুল 'আযীয উদ্দেশ্য।

[৮৬] সূফী আবদুর রব (এম-এ), মাওলানা 'আবদুস সালাম এবং মাওলানা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী উদ্দেশ্য।

[৮৭] মুহাম্মদ মিয়া ও মৌলবী ইসহাক নদভী উদ্দেশ্য।

[৮৮] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পুরানে চেরাগ, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, ১৯৮১ খৃ.), ২খ. ২য় সং, পৃ. ৫।

[৮৯] উর্দু বুক রিভিউ (মাসিক), পৃ. ৭২।

[৯০] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৪০।

[৯১] মাওলানা কারী তায়্যিদ দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (১ম খণ্ড) (سیرت سید احمد شہید)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক ২৪ বছর বয়সে লিখিত 'সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (১ম খণ্ড)' ৬০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত উর্দু ভাষার এ গ্রন্থখানার ৮ম সংস্করণ লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।[৯২] এটি উর্দু ভাষায় লেখকের প্রথম গ্রন্থ।[৯৩] এ গ্রন্থটিতে হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদের বিস্তারিত জীবনী ও কর্ম প্রচেষ্টাসহ তাঁর ইসলাহী ও সংস্কারিক কার্যক্রমের বিস্তারিত হৃদয়গ্রাহী বিবরণ রয়েছে। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি ভারত উপমাহাদেশের উলামা-মাশায়েখ ও শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত[৯৪] পেয়েছিলেন। এত অল্প বয়সে এত বড় একটি গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে তিনি উপ-মহাদেশে যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। তাঁর পরিচয়ের সময় বলা হতো যে, ইনি সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদের লেখক।[৯৫] গ্রন্থটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়লে পরবর্তীতে ইংরেজী সংস্করণ লক্ষ্ণৌ এবং আরবী তৃতীয় সংস্করণ কুয়েত ও বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়।[৯৬]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর এ গ্রন্থে সৈয়দ আহমদ শহীদের জীবনীসহ তাঁর সংস্কার কার্যাবলীর হৃদয়গ্রাহী বিবরণ তুলে ধরেছেন। ভারতীয় উপ-মহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানরা শাসন ক্ষমতা হারায় এবং তাদের তাহযীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার বৃটিশ ও তাদের অনুসারীদের দ্বারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিম জাতিকে বৃটিশদের শাসন-শোষণের কবল থেকে মুক্ত করে রক্ষা করা ও স্বীয় তাহযীব-তামাদ্দুন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের লক্ষে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বিশাল মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে বালাকোটের ময়দানে জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শিখদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে এ মহান ব্যক্তি তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথীসহ শাহাদত বরণ করেছিলেন।

এ গ্রন্থটিতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সায়্যিদ আহমদ শহীদের জন্ম থেকে বাইয়াতে ইমামত পর্যন্ত তাঁর জীবনের বহু খুঁটিনাটি বিষয় পরিষ্কার ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।[৯৭] গ্রন্থটিতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সৈয়দ আহমদের ঘটনাবহুল জীবনী তুলে ধরে সৈয়দ আহমদকে একজন বড় 'আলিম হিসেবে প্রতষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। যারা সৈয়দ আহমদের ঘটনাবহুল জীবনী সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এটি একটি অনন্য গ্রন্থ।

---

[৯২] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯৪ খৃ.), ১খ. ৮ম. সং, পৃ. ৩।

[৯৩] আর-রা'ইদ (পত্রিকা), পৃ. ৪৪।

[৯৪] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৩৪।

[৯৫] প্রাগুক্ত, ৩৩৪

[৯৬] প্রাগুক্ত, ৩৩৫

[৯৭] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃ. ৭-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (২য় খণ্ড) (سیرت سید احمد شہید)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৫৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ উর্দু গ্রন্থখানা লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়েছে যা ৫০টি অধ্যায়ের মাধ্যমে সফল সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এ গ্রন্থটিকে মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত করে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'লেখক এ কিতাব প্রচুর সময় নিয়ে লিখেছেন এবং মুসলিমগণের হাতে সুপথ, সাহসিকতা এবং দৃঢ়তার এক সহীফা হিসেবে এ গ্রন্থটি তিনি উপস্থাপন করেছেন।' প্রথম সংস্করণের বর্ধিত অংশ হিসেবে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)-এর খলিফা ও মুরীদগণের অবস্থাও গ্রন্থকার আকর্ষণীয় ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এ বর্ধিত অংশ 'কারওয়ান-এ ঈমান ওয়া 'আযীমত' নামে পৃথক গ্রন্থ হিসেবে লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৮৪ সালে প্রকাশ করেন।

সীরাতের তথ্য ও আরো বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভ্রমণ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। সে সময়ে তিনি ভারতের অনেক দীনী প্রতিষ্ঠানের পরিচয় লাভ করেন ও প্রখ্যাত দীনী ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য, দোয়া ও সহযোগিতা লাভে ধন্য হয়েছিলেন।[৯৮]

Shaikh Ul Islam Ibn Taimiyah Life and Achievements

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ১৬৭ পৃষ্ঠার এ ইংরেজী বইটি একটি আরবী প্রবন্ধের অনুবাদ। তিনি ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের ২৭-২৮ অক্টোবর বানারসে অনুষ্ঠিত সীরাত সম্মেলনে আরবীতে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। আরবী এ প্রবন্ধটি 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়।[৯৯] উক্ত প্রবন্ধের ইংরেজী সংস্করণ হচ্ছে Shaikh Ul Islam Ibn Taimiyah Life and Achievements শিরোনামের এ বইটি। ইংরেজী এ সংস্করণটি Muhiddin Ahmad কর্তৃক অনুদিত হয়ে 'UK Islamic Academy' থেকে প্রকাশিত হয়। এটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত গ্রন্থ যাতে ইব্ন তাইমিয়্যার জীবন-কর্ম ও তাঁর কৃতিত্ব এক নজরে (at a glance) দেখে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা যায়। Shaykh al-Islam Taqi ud-Din Abu'l-Abbas Ahmad Ibn al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyah al-Hanbali তিনি ৬৬১ হি./১২৬৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ইরাকের সীমান্তের নিকটবর্তী পশ্চিম তুরস্কের হারান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারের বেশ ঐতিহ্য ও সুনাম ছিল।[১০০] সিরিয়ার হাম্বলী

---

[৯৮] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯০ খৃ.), ২খ., পৃ. ৩-৯।

[৯৯] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদবী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম খ., পৃ. ৫৫-৫৬।

[১০০] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদবী, শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার জীবন ও অর্জন (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ

Dhaka University Institutional Repository

মাযহাবের প্রধান বিচারপতি Shams ud-Din Al-Maqdisi ছিলেন তাঁর অন্যতম শিক্ষক। তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা ছিল দু'শতাধিকেরও বেশী। Ibn Taymiyah-র ১৭ বছর বয়সে কাযী মাকদিসি তাঁকে আইন প্রণয়ন করার জন্য কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। কাযী মাকদিসি প্রায় গর্ব করে বলতেন যে, 'It was he who had first permitted an intelligent and learned man like Ibn Taimiyah to give Fatwa.'আর এ বয়স থেকেই তিনি ভাষণ দিতে আরম্ভ করেন।
ইবন তাইমিয়্যার শিক্ষা ছিল হাম্বলী ধর্মতত্ত্ব ও আইনকে কেন্দ্র করে। তিনি হাম্বলী মাযহাবের পড়ালেখা ছাড়াও অন্যান্য ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে ব্যাপক লেখাপড়া করেছেন। তিনি গ্রীক দর্শন, কুর'আন-সুন্নাহ, ইসলামের ইতিহাস ও অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। Ibn Taymiyah যখন ৩০ বছর বয়সে উপনীত হন তখন তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পান। কিন্তু প্রশাসন কর্তৃক বেঁধে দেয়া শর্তের কারণে তিনি সে প্রস্তাব স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেন।[১০১] এ গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

ইসলাম কে মু'আশারাতী ওয়া খান্দানী নিযাম আওর মিল্লী তাখাস্সুস কী হেফাযত মেঁ খাওয়াতীন কা কেরদার

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'ইসলাম কে মু'আশারাতী ওয়া খান্দানী নিযাম আওর মিল্লী তাখাস্সুস কী হেফাযত মেঁ খাওয়াতীন কা কেরদার' শিরোনামের ১২ পৃষ্ঠার এ উর্দু বইটি ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আঞ্জুমান-এ খাওয়াতীন-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্র গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও সমান অবদান ও গুরুত্ব রয়েছে। সেই সাথে ইসলাম নারীকে দিয়েছে অসাধারণ মর্যাদা। ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র গঠন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নারীর রয়েছে প্রশংসনীয় অবদান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পরিবার এবং সামজকে সুন্দর করতে পুরুষের যেমন ভূমিকা রয়েছে; অনুরূপভাবে নারীদেরও বলিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই পরিবার বা সমাজ তথা রাষ্ট্র সুন্দর, সফল, সার্থক ও সমৃদ্ধশালী হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ বইয়ে সুন্দর সমাজ বিনির্মানে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে স্বল্পপরিসরে চিন্তাপ্রসূত গঠনতান্ত্রিক আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১০২] ইসলাম ও নারী সম্পর্কে যারা জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এ বইটি অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯১ খৃ.), পৃ. ৬-৭।

[১০১] httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&osCsid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07

[১০২] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হুসাইনী নদভী, 'ইসলাম কে মু'আশারাতী ওয়া খান্দানী নিযাম আওর মিল্লী তাখাস্সুস কী হেফাযত মেঁ খাওয়াতীন কা কেরদার', (লক্ষ্ণৌঃ 'আঞ্জুমান-এ খাওয়াতীন-এ ইসলাম', ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৫-১১।

Dhaka University Institutional Repository

The Minaret Speaks

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ৩১ পৃষ্ঠার এ বইটি Islamic Academy, Leicester, UK থেকে প্রকাশিত হয়। ইতিহাস মানব জাতিকে অতীত থেকে জ্ঞান লাভ করে ভবিষৎ-এ সফলভাবে জীবন পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। সে জন্য প্রতিটি মানুষ তথা ছেলে-মেয়েদের ইতিহাস চর্চা করা উচিত। ছেলে-মেয়েদের মাঝে ইতিহাস জানা ও চর্চা করা সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ভারতের দিল্লীতে অবস্থিত ইসলামের বিখ্যাত স্মৃতি চিহ্ন কুতুব মিনার এবং উহার সংশ্লিষ্ট ইতিহাস বর্ণনা করেছেন আলোচ্য বইটিতে। কুতুব মিনার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এ বইটিতে অনায়াসেই পাওয়া যাবে। বইটির ভাষা সহজ, সরল ও প্রাণবন্ত।[১০৩]

আল-মুরতাদা কাররামাল্লাহু (المرتضى كرم الله وجهه)

১৯৫৫-১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক দিন তাঁর বড় ভাই মৌলবী ডাক্তার 'আবদুল 'আলী দরদভরা কণ্ঠে বলেছিলেন যে, 'আলী! হযরত 'আলী (রা.)-এর জীবনের উপর গ্রন্থ লেখা উচিৎ। আল্লাহ্ তোমাকে তা লেখার যোগ্যতাও দিয়েছেন।[১০৪] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বড় ভাই মৌলবী ডাক্তার 'আবদুল 'আলীর অনুপ্রেরণার পরিপ্রেক্ষিতে এ গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ৪৮০ পৃষ্ঠার المرتضى كرم الله وجهه শিরোনামের এ উর্দু বইটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে জানুয়ারী ২০০৫ খৃষ্টাব্দে (চতুর্থ সংস্করণ) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির তৃতীয় উর্দু সংস্করণ লক্ষ্ণৌ ও পাকিস্তানের করাচী থেকে এবং আরবী তৃতীয় সংস্করণ দামেশ্ক থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটির ইংরেজী প্রথম সংস্করণ লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১০৫]

এ গ্রন্থটি মুলতঃ খুলাফা-এ রাশিদার চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা.)-এর ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণধর্মী প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে হযরত 'আলী (রা.)-এর বংশগত বিশেষত্ব, বিশ্লেষণধর্মী জীবনী, খলীফাদের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের মধ্যে ঐশী হিকমত, ইসলামের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিন খলীফার সাথে হযরত 'আলী (রা.)-এর পারস্পরিক সহযোগিতা ও অতুলনীয় অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, হযরত 'আলী (রা.)-এর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত খিলাফতকাল, তাঁর সংগ্রামী জীবন ও সংকটময় সময়, এবং অভিভাবকসূলভ অসংখ্য প্রশংসনীয় কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের প্রচার-প্রসার, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত গঠনমূলক প্রাণবন্ত আলোচনা স্থান

---

[১০৩] httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&osCsid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07

[১০৪] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হুসাইনী নদভী, আল-মুত্তাদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯৫ খৃ.), ৪র্থ সং, পৃ. ২১-২২।

[১০৫] সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হুসাইনী নদভী, আল-মুত্তাদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। এছাড়াও হযরত হাসান-হুসায়ন (রা.)-এর জীবনী-কর্ম, তাদের চারিত্রিক গুণাবলী ও তাঁদের সমকালীন যুগোপযোগী ঐতিহাসিক ভাবে গৃহীত সঠিক সিদ্ধান্ত, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পরিবারবর্গের উত্তম প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলী ও আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় এ গ্রন্থের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।[১০৬] যারা শুধুমাত্র পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে হযরত 'আলী (রা.) ও তাঁর বংশধর সম্পর্কে জানতে প্রবল আগ্রহী তাদের জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত উপযোগী ও তথ্যবহুল। একক ব্যক্তি সম্পর্কে এ রকম নিখুঁদ আলোচনায় ভরপুর তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রায় বিরল। বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ ও সংস্করণ প্রমাণ করে যে গ্রন্থটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল এবং পাঠকের নিকট এ গ্রন্থটি পাঠকালে মনোমুগ্ধকর হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

হায়াত-এ 'আবদুল হাই র. (حيات عبد الحى . رح)

মাওলানা 'আবদুল হাই ছিলেন সমকালীন যুগের যুগ শ্রেষ্ট ঐতিহাসিক, বিখ্যাত পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি ছিলেন আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সম্মানিত পিতা এবং নাদওয়াতুল 'উলামার প্রাক্তন সম্মানিত পরিচালক এবং ইতিহাস বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'নুযহাতুর খাওয়াতির'-এর রচয়িতা। মাওলানা 'আবদুল হাই ছিলেন সমকালীন যুগের যুগ শ্রেষ্ট ঐতিহাসিক, তিনি ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন দেশের চার হাজার জ্ঞানী-গুণী, অভিজাত ব্যক্তিবর্গের জীবনী-কর্ম ও তাদের সার্বিক অবস্থা সংরক্ষণ করেছিলেন। এমন একজন বিদগ্ধ ঐতিহাসিক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের কর্ম জীবন ও তাঁর সার্বিক অবস্থা জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করা ছিল সময়ের দাবী। এরকম একটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা 'আবদুল হাই-এর ইনতিকালের পর তাঁর বড় ছেলে মাওলানা ডাক্তার সায়্যিদ 'আবদুল 'আলী হুসাইনী (র.) সংক্ষিপ্ত আকারে মাওলানা 'আবদুল হাই এর জীবনী লিখে 'ইয়াদে আইয়্যাম'[১০৭] (বিগত দিনের স্মৃতি) শিরোনামে একটি বই লেখার প্রয়াস চালায়। এর কিছুদিন পর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বিস্তারিতভাবে মাওলানা 'আবদুল হাই এর জীবনী ও কর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন[১০৮] حيات عبد الحى . رح শিরোনামে গ্রন্থটিতে মাওলানা 'আবদুল হাই (র.) ছাড়াও তাঁর সমসাময়িক অনেক বিখ্যাত 'আলিম ও ইসলামি চিন্তাবিদদের পরিচয়ও প্রসঙ্গক্রমে এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ২০০৪ খৃষ্টাব্দে ৩৬৯ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি 'সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমী' দারুল 'আরাফাত রায়বেরেলী থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি 'নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন' দিল্লী থেকেও প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। গ্রন্থটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও চাহিদার কারণে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকেও এর কয়েকটি সংস্করণ ইতঃমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।[১০৯] গ্রন্থটি মূলতঃ উপ-মহাদেশের ইতিহাস বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'নুযহাতুর খাওয়াতির'-এর রচয়িতা মাওলানা 'আবদাল হাই (র.)-এর জীবনী সম্পর্কিত একটি ইতিহাস বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থটির ভাষা মোটামুটি সহজ, সরল, সাবলীল ও এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

---

[১০৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-১০।

[১০৭] স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'ইয়াদে আইয়্যাম' মাওলানা 'আবদুল হাই রচিত। মাওলানা 'আবদুল হাই এটি রচনা করেন তাঁর প্রাণপ্রিয় বন্ধু মাওলানা হাবীবুর রহমান খান এর অনুরোধে। মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), হায়াত-এ'আবদুল হাই র. (রায়বেরেলীঃ দারুল 'আরাফাত, সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমী, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৩৩১-৩৩২।

[১০৮] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), হায়াত-এ 'আবদুল হাই র. পৃ. (বেলাল আবদুল হাই-এর) আরযে নাশের

[১০৯] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.: জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

বাসা'ইর (بصائر)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত بصائر শিরোনামের ৫৬ পৃষ্ঠার এ উর্দু বইটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার তার এ বইটিতে ভারতীয় উপ-মহাদেশের কতিপয় সংস্কার আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয়, তাঁদের কর্ম ও অবদান সম্পর্কে নিখুঁতভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকার এ বইটি লেখার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, ভারতীয় উপ-মহাদেশে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও বিকাশে অনেক 'আলিম উলামা সংস্কার আন্দোলনে যথেষ্ট ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন যা সর্বমহলে অনস্বীকার্য স্বীকৃত ঘটনা বটে। কিন্তু ভারত উপ-মহাদেশের বিভিন্ন দল ও গোষ্টি তাদের দলীয় স্বার্থ সিদ্ধি হাসিল করার অসৎ উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও বরেণ্য এ সকল 'আলিম-উলামাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অপপ্রচার ও প্রপাগান্ডা চালিয়ে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও ভূমিকাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। দেশ, জাতি ও বৃহত্তর মুসলিম জাতির কল্যাণ ও মঙ্গলের সার্থে পরিচালিত এ সকল আন্দোলনের ব্যাপারে আপামর জনসাধারণের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের সামনে ইতিহাসের সঠিক ঘটনা উপস্থাপনের জন্য এবং ঘনিভূত যাবতীয় ভুল বুঝাবুঝির নিরসন ও অবসান কল্পে ভারতীয় উপ-মহাদেশের সংস্কার আন্দোলন ও দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঠিক পরিচয় ও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপস্থাপনের লক্ষে এবং সেই সাথে মুসলমানদেরকে যাবতীয় শির্কী ও বিদ'আতী কার্যক্রম থেকে সর্বাংশে মুক্ত করে ইসলামের সুশিতল ছায়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ বইটি রচনা করেছেন।[১১০] অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় লিখিত এ বইটি পাঠে পাঠকগণ ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। যারা ভারতীয় উপ-মহাদেশের মুসলমান ও স্বনামধন্য সংস্কারকদের পরিচয় ও অবদান সম্পর্কে জানতে প্রবল আগ্রহী তাদের জন্য এ বইটি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

যিক্রে খায়র (ذکر خیر)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'ذکر خیر' শিরোনামে ১৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত উর্দু ভাষার এ বইটি লক্ষ্ণৌর 'মাকতাবা-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত। এ বইটি লেখক আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর সম্মানিত মাতা সায়্যিদা খায়রুন্নেসার শিক্ষা-দীক্ষা ও তাঁর ঈর্ষানীয় বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন এবং মুসলিম জাতির জন্য অপরিমেয় অসাধারণ অবদান বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন। এটি একটি চমৎকার বই যা প্রতিটি মা ও শিশুর জন্য অসাধারণ জ্ঞানগর্ব শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করতে পারবে।[১১১] এ বইটির ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে বিশিষ্ট অনুবাদক আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী বাংলাভাষাভাষীদের জন্য অনুবাদ করে 'আমার আম্মা' নামে 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ই ইসলাম' চট্টগ্রাম থেকে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেছেন।

---

[১১০] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, বাসা'ইর, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ৫-৬।

[১১১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), যিকরি খায়র, লক্ষ্ণৌঃ 'মাকতাবা-এ ইসলাম',তা. বি) পৃ.৩১।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মাতা সায়্যিদা খায়রুন্নেসা ছিলেন, একজন বিদূষী রমণী ও পবিত্র কুর'আনে হাফিয[১১২] এছাড়াও তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের আসাধারণ মহিলা কবি।[১১৩] তিনি ৩১ আগষ্ট ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেছেন। তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের মুসলিম মহিলাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁর ইনতিকালের দু'মাস পর মাসিক 'রিযওয়ান' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় তাঁর কর্ম ও জীবনী, জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁর মূল্যবান বাণী, ও তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর (মাতার) কর্মময় জীবনীকে কিছুটা সংযোজন-বিয়োজন করে বই আকারে ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেছেন।[১১৪] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ বই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'আশা করি এ গ্রন্থে প্রকাশিত লেখাগুলো সবার নিকট মূল্যবান হিসেবেই বিবেচিত হবে এবং প্রতিটি পাঠকই আগ্রহ সহকারে পাঠ করবে। ফলে পাঠকের মাঝে সৎ গুণাবলী ও প্রভাব সৃষ্টি হবে এবং শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সুফলদায়ক হিসেবে বলিষ্ট ভূমিকা রাখবে।[১১৫] প্রতিটি শিশুর ভবিষ্যৎ বিনির্মানে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য যে কোন পিতামাতাই প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও নিয়ামক শক্তি লাভ করে শিশুকে সঠিকপথে পরিচালিত করতে সহায়তা পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কারওয়ান-এ ঈমান ওয়া 'আযীমত (کاروان إيمان وعزيمت)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর 'کاروان إيمان وعزيمت' শিরোনামের ১৭৫ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)-এর সংস্কারধর্মী আন্দোলন, তাঁর খলীফা ও মুরীদ এবং সংস্কারধর্মী চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (র.), মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ 'আলী রায়পুরী (র.), মাওলানা ইয়াহিয়া 'আযীমাবাদী, এবং হযরত মাওলানা সায়্যিদ খাজা আহমদ নাসিরাবাদীর জীবন-চরিত সুন্দর ও সাহিত্যিক ভাষা উপস্থাপন করেছেন।[১১৬] এ গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। এ গ্রন্থটির একটি সংস্করণ 'মাকতাবা-এ ইসলাম' থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।

---

[১১২] জানা যায় আবুল হাসান আলী আলূ নদভী রহ. এর মাতা সায়্যিদা খায়রুন্নেছা তাঁর বংশীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম কুর'আন হিফয করেছিলেন। তিনি কুর'আনের হিফজ মাত্র তিন বছরেই সমাপ্ত করেন। মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), আমার আম্মা, অনুবাদঃ আবু সাঈদ ওমর আলী, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ২০০৬ খৃ.), পৃ. ১৮-১৯।

[১১৩] মুকাদ্দিমাতু কিতাবু নাজারাতি ফিল আদাবি লীল শাইখ আবিল হাসান 'আলী নদভী, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯৫ খৃ.), পৃ. ৬।

[১১৪] আবু সাঈদ ওমর আলী, আমার আম্মা (অনুবাদ), পৃ. ৭-৮।

[১১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।

[১১৬] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ ঈমান ওয়া 'আযীমত, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৪-৮।

Dhaka University Institutional Repository

কারওয়ান-এ মদীনা (کاروان مدینه)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত کاروان مدینه শিরোনামের ২২৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি করাচীর 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তব্য এবং সীরাত বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলিত একটি অনন্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনী ও সত্ত্বা, তাঁর শিক্ষা ও কর্ম, আল্লাহর পথে তাঁর আহ্বান, মানুষের জন্য তার অপরিমীত সাহায্য-সহযোগীতা দান, ইহসান ও মানব কল্যাণে তাঁর ব্যাপক অবদান বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। আর এ গ্রন্থটি লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মন-মনন, মেধা ও মানসিকতায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে আল্লাহর পথে মানুষকে ধাবিত করা। সংকলিত এ গ্রন্থটির বেশ কিছু অংশ প্রথমে আরবী ভাষায় রচিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।[১১৭] এ গ্রন্থটির ভাষা খুব একটা সহজ নয় আবার খুব কঠিনও নয়। উর্দু ভাষা অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের পক্ষেই এ গ্রন্থটি হতে মর্ম উদ্ধার করা সহজ হবে বলে আমি মনে করি।

সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলী।

তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (১ম খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত ৪৩৬ পৃষ্ঠার এ বইটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে (২য় সংস্করণ) ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি অল্প দিনের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিশিষ্ট খলীফা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী কর্তৃক বাংলা ভাষায়ও এ গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে যা বাংলা বাজার 'মুহাম্মদ বাদ্রার্স' থেকে ১ম সংস্করণ ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং ২০০৩ সালে এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বইটির ভিতরের বিষয়বস্তু বইটির নামেই বুঝা যায়। গ্রন্থটিতে একটি চমৎকার ভূমিকা, ১ম শতাব্দীর সংস্কার কার্যাবলীর বিবরণ, 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয-এর সংস্কার কর্ম-কাণ্ড, ২য় শতাব্দীর সংস্কার কার্যাবলীর আলোচনা, হাসান বসরীর কর্ম-কাণ্ড, 'আব্বাসী সাম্রাজ্য, দীনী দা'ওয়াত, হাদীস ও ফিক্‌হ সংগ্রহ ও সংকলন, আল-কুর'আন, ফিতনা-এ খালক এবং

---

[১১৭] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, (করাচীঃ 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৮ খৃ.), পৃ. ৪-১১।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, মু'তাযিলা ফিতনা, আবুল হাসান আশ'আরী, তাঁর অনুসারী ও দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব, এক নতুন মুতাকাল্লিমুন এর প্রয়োজন শীর্ষক অনেকগুলো প্রবন্ধ রয়েছে এ গ্রন্থটিতে।
মূলতঃ এ গ্রন্থে মুসলিম বিশ্বের সংস্কারমূলক চেষ্টাসমূহের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ এতে ধর্ম প্রচারকদের বিস্তারিত জীবনীসহ মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা সংস্কারক ও তাদের কার্যাবলী, এবং তাদের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ সংস্করণে বইটিতে দু'টি বিষয়ের সংযোজন করা হয়েছে তাহলো 'ফিতনা-এ তাতার এবং ইসলামের এক নতুন পরীক্ষা' শিরোনামের অধীন তাতারী হামলার কারণ ও প্রতিকার এবং ভূমিকাতে কিছু নতুন বিষয়ের সংযোজন করা হয়েছে।[১১৮]

এছাড়াও শেষে রয়েছে কিছু সংশোধন ও শুদ্ধিকরণ। তাছাড়াও রয়েছে 'আবদুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হি.), ইমাম গাযালী (১০৫৮-১১১১ খৃ.), হযরত 'আল্লামা ইব্‌ন জৌযী (৫০৮-৫৯৭ হি.), শায়খুল ইসলাম আযুদ্দীন (৫৭৮-৬৬০হি.), নূরুদ্দীন জঙ্গী (মৃ. ৫৬৯/১১৭৪), সালাউদ্দীন আয়্যুবী (মৃ.৫৮৯ হি.), তাতারী ফিৎনা, ইসলামের নতুন পরীক্ষা (শীর্ষক প্রবন্ধ), মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর জীবনী (৫৪৩-৬৭২ হি.) এবং তাঁদের কার্যাবলীর আলোচনা ও মূল্যায়ন। গ্রন্থের প্রারম্ভে ২য় সংস্করণ উপলক্ষে লেখকের একটি আলোচনা ও সবশেষে একটি Index রয়েছে। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তাঁর মুর্শিদ রায়পুরী বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইসলামি চিন্তাবিদ মানাযির হাসান গীলানীও বইটির ভূয়সি প্রশংসা করেছেন।[১১৯] এ গ্রন্থটিতে উন্নত মানের সাহিত্য রসে ভরপুর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী মহল এ গ্রন্থ থেকে প্রভূত উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (২য় খণ্ড) (تاریخ دعوۃ و عزیمت)

আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত ৪৪৮ পৃষ্ঠা সংবলিত এ গ্রন্থটি ১৯৫৬ সালে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় এবং আযমগড়ের 'দারুল মুসান্নিফীন' থেকে ১৯৫৭ সালে ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর অনেক বন্ধু-বান্ধব তাকে সংক্ষিপ্তাকারে এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের পরামর্শে এ গ্রন্থটি লেখা আরম্ভ করতে গিয়ে দেখেন যে, এ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করতে গেলে বহু তথ্য বাদ পড়ে যায়। ফলে লেখকের কিছু সংখ্যক বন্ধু তাঁকে বিস্তারিতভাবে গ্রন্থটি লিখতে পরামর্শ দিলে তিনি তাদের[১২০] পরামর্শ অনুযায়ী এ গ্রন্থটি বৃহত্তম কলেবরে রচনা সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে গ্রন্থকার মানাযীর আহসান গিলানী এবং শাহ হালীম আতাকে তাদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বিশেষভাবে স্মরণ করেন। কিন্তু সে সময় তাঁরা জীবিত ছিলেন না।

এ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণই এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে। এ গ্রন্থটির প্রথম দিকে রয়েছে লেখকের লেখা চমৎকার একটি ভূমিকা এবং শেষে রয়েছে নির্ঘন্ট। এতে অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা 'আলিম সংস্কারক শায়খুল ইসলাম হাফেয ইব্‌ন তাইমিয়ার জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক, সংস্কারিক কার্যাবলী, 'ইলমী খিদমত, তার প্রশংসনীয় গুণাবলী, তার প্রশংসনীয় রচনাবলীর বিস্তারিত

---

[১১৮] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.), ২য় সং, ১খ. পৃ. ৯-১০।

[১১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

[১২০] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.), ২য়. খ, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা রয়েছে। তাছাড়াও তাঁর যোগ্য ছাত্রবৃন্দের[১২১] জীবনী ও অবদান সম্পর্কে বিস্তর বর্ণনা রয়েছে এ গ্রন্থটিতে। তাছাড়াও ইব্‌ন তাইমিয়া ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। তাঁর সংস্কার কার্য আরবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সৌদি বাদশাহসহ তথাকার জনগণ তাঁর মতবাদে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। যারা তাঁর সংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী এ গ্রন্থটি তাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ভূমিক রাখবে। এ গ্রন্থটির একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এ গ্রন্থটি পাঠে গ্রন্থকারের ভাষাগত, তথ্যগত ও সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও বুৎপত্তির পরিমাণ অনুধাবন করা যায়। সাধারণ পাঠকের চেয়ে, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এ গ্রন্থ থেকে প্রভূত জ্ঞান লাভে ধন্য হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (৩য় খণ্ড) (تاریخ دعوة و عزیمت)

আলী হাসান আলী আল্-নদভীর রচিত ৩৩৬ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৭৯ সালে (চতুর্থ সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে ।[১২২] এ চতুর্থ সংস্করণই এ গ্রন্থটির ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে। উর্দু ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থটি পাঠকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হলে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তা অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ৩য় খণ্ডের বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন বিশিষ্ট অনুবাদক আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী।[১২৩] ঢাকাঃ বাংলা বাজারের মুহাম্মদ ব্রাদার্স থেকে ১৯৮১ সালে ১ম সংস্করণ এবং এর তৃতীয় সংস্করণ ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার এ ৩য় খণ্ডটির রচনা সম্পর্কে বলেন, '১ম ও ২য় খণ্ড রচনার পর আমার পীর 'আবদুল কাদের রায়পুরী আমাকে ৩য় খণ্ডটি রচনার তাগিদ দেন।[১২৪] তাঁর আহ্বানে আমি এ গ্রন্থখানি রচনা করি। তিনি আমাকে আরো বলেন, ৭ম শতাব্দীর পর থেকে উপ-মহাদেশে যারা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তাদের এবং যাঁদের আন্দোলনে পরবর্তী বংশধর সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছে তাঁদের জীবনী ও অবদান আমি এ গ্রন্থে তুলে ধরেছি। গ্রন্থকার বলেন, 'রায়বেরেলীর সাই নদীর বন্যার কারণে আমি নিজ গ্রাম (ময়দান পুরে) আটকেপরি; কোথাও যাওয়ার কোন সুযোগ না পেয়ে ৩য় খণ্ডের রচনায় মনোনিবেশ করি।[১২৫] তিন সপ্তাহের মধ্যে এ গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্ত করি।' আমীর হাসান লিখিত 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ' শরফুদ্দীন বিহারীর জীবনীমালা 'সীরাত-এ শরফ' আমীর খোর্দ প্রণীত সিয়ারুল আওলিয়া, ও লেখকের পিতা সায়্যিদ 'আবদুল হাই এর 'নুযহাতুল খাওয়াতির' প্রভৃতি স্বনামধন্য গ্রন্থ থেকে তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা সমাপ্ত করেন। এ ৩য় খণ্ড রচনায় যারা তাঁকে বিভিন্নসময়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তিনি তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

---

[১২১] যোগ্য ছাত্রবৃন্দ ঃ হাফেয ইব্‌ন কাইউম, ইব্‌ন 'আবদুল হাদী ও হাফেয ইব্‌ন রজব উদ্দেশ্য।

[১২২] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রহ. এ বইটির রচনার কাজ লাহোরে অবস্থান কালে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেছিলেন। এবং ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে বইটির ১ম সংস্করণ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ২য় ও ৩য় সংস্করণ ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের পর ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। খৃষ্টাব্দে বইটির ১ম সংস্করণ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ২য় ও ৩য় সংস্করণ ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের পর ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

[১২৩] ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী উক্ত খণ্ডের অনুবাদ কাজ আরম্ভ করেছিলেন এবং ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে তা সমাপ্ত করেছিলেন।

[১২৪] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.), ৩খ, পৃ. ১২।

[১২৫] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়াও এ গ্রন্থে খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া, খাজা মু'ঈন উদ্দীন চিশতী, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানীরীর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক রয়েছে। বিশেষ করে তাঁদের সংস্কারিক কার্যাবলী, তাঁদের পীর-মুরীদগণের জীবনী ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়কে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হিন্দুস্থানে চিশতীয়া কেন্দ্রের আলোচনাসহ খাজা মু'ঈন উদ্দীন চিশতী, খাজা কুতুবদ্দীন বখতিয়ার কাকী এবং খাজা ফরীদ উদ্দীন গাঞ্জশাকর এর জীবন-কর্ম ও তাদের সংস্কারমূলক কার্যের বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে খাজা নিযামুদ্দীন এর জীবনী ও কর্ম এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর গুণাবলী রয়েছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর অভ্যাসগত কাজের বিবরণ ও ৫ম অধ্যায়ে উপকারী বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। আর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ফয়েয-বরকতের বিবরণ ও ৭ম অধ্যায়ে খাজা মু'ঈন উদ্দীন চিশতীর শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রথমেই চকমৎকার ভাষায় লিখিত একটি ভূমিকা রয়েছে এবং শেষাংশে রয়েছে একটি নির্ঘন্ট। এ গ্রন্থটি পাঠে পাঠক, গবেষক ও জ্ঞান আহরোণকারীগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান লাভে ধন্য হবে বলে আমি মনে করি।

তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (৪র্থ খণ্ড) (تاریخ دعوۃ و عزیمت)

আবুল হাসান আলী আল্-নদভী কর্তৃক রচিত تاریخ دعوۃ و عزیمت শিরোনামের ৪৩৬ পৃষ্ঠা সংবলিত-এ উর্দু গ্রন্থটির ৩য় খণ্ড লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে ১৭ বছর পর প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিতে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম, মুসলিম দার্শনিক, সে যুগের স্বনামখ্যাত মুজাদ্দিদ শেখ আহম্মদ সিরহিন্দ এর বিস্তারিত কর্ম ও জীবন, তাঁর প্রশংসনীয় সংস্কারিক কার্যাবলী সমূহ এবং তাঁর সিলসিলার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আলিম ও মাশায়েখগণের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে প্রাণবন্ত আলোচন স্থান পেয়েছে।

এ গ্রন্থটিতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১০ম হিজরী শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ও সংস্কৃতিক অবস্থাসমূহ বর্ণনা করেছেন।[১২৬] বিশেষ করে সম্রাট আকবরের দীন-এ এলাহীসহ অন্যান্য বিধর্মীয় কাজ-কর্মের বিবরণসহ মুজাদ্দিদ আলফে সানীর কর্ম ও জীবন (জন্ম থেকে খিলাফত পর্যন্ত), সেই সাথে তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া লোমহর্ষক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, তাঁর ধর্ম প্রচার ও সংস্কারিক কর্মের বিস্তারিত বিবরণ প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও ওহদাতুল ওজূদের[১২৭] বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ আলফে সানীর ওহদাতুল শহুদ প্রতিষ্ঠা করার বিবরণ সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে সম্রাট আকবর থেকে জাহাঙ্গীর পর্যন্ত রাজা-বাদশাহদেরকে সঠিক পথে আনয়নের জন্য মুজাদ্দিদ আলফে সানীর প্রানপণ চেষ্টা ও প্রচেষ্টার বিবরণসহ মুজাদ্দিদ-এ আলফে সানীর প্রসিদ্ধ দু' খলীফা[১২৮] ও তাঁদের খলীফাগণের দ্বারা মুজাদ্দিদ আলফে সানী কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কারিক কাজের পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ রয়েছে এ গ্রন্থটিতে।

---

[১২৬] এ সময় প্রথম ১০০০ বছরের সমাপ্তি ও পরবর্তী এক হাজার বছরের শুরু। এ সময়ে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বের দাবী রাখে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ।

[১২৭] ওহদাতুল ওজূদ বলতে এক সত্ত্বার অস্তিত্বে বিশ্বাস অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরূপ বিশ্বাসীদেরকে ওজূদিয়া বলা হয়ে থাকে।

[১২৮] খাজা মুহাম্মদ মাসুম এবং সায়্যিদ আদম বিন্নুরী উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রন্থের রচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেন, 'আমার বয়স যখন ২২/২৩ বছর তখন মৌলবী হাকীম ডা. সায়্যিদ 'আবদুল আলী[১২৯] আমাকে উপদেশ দেন, আমি যেন মুজাদ্দিদ-এ আলফে সানী সম্পর্কে লেখা-পড়া করি; এর পর তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি এবং এর পর আমি 'তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত'-এর ৩য় খণ্ড লিপিবদ্ধ করে মুজাদ্দিদ সম্পর্কে পুনরায় অনুসন্ধান করতে থাকি। অতঃপর দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত' এর উক্ত খণ্ডটি রচনা করে প্রকাশ করি।'[১৩০]

তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (৫ম খণ্ড) (تاريخ دعوة و عزيمت)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত' تاريخ دعوة و عزيمت' শিরোনামে ৪৪৮ পৃষ্ঠার উর্দু ভাষার এ গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ২০০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত'-এর সকল খণ্ডের জনপ্রিয়তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে পাঠকমহলের অনুরোধে এবং আরবী ও ইংরেজী ভাষাভাষীদের সুবিধার্থে আরবী ও ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশ করা হয়েছে। মহিউদ্দীন আহমদ কর্তৃক অনূদিত হয়ে 'Saviours Of Islamic Spirit' নামে Darul Ishaat, Karachi থেকে তিন খণ্ডে এ গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হয়েছে। এর আরবী সংস্করণটি 'রিজালুল ফিক্র ওয়াদ্-দা'ওয়াত ফিল ইসলাম' নামে প্রকাশিত হয়।[১৩১]

মূলতঃ এ ৫ম খণ্ডে ভারতীয় উপ-মহাদেশের শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও সমাজ সংস্কারক শাহ ওলীউল্লাহ[১৩২] মুহাদ্দিস দেহলবীর জীবনী ও তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কার্যের বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ইসলামের জন্য সমাজ সংস্কারকদের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় উক্ত গ্রন্থটি সমাজ সংস্কারকদের ইতিহাসের ৫ম খণ্ড।[১৩৩] এ গ্রন্থের প্রথমেই রয়েছে সূচী পত্র এবং লেখকের লেখা একটি আকর্ষণীয় ভূমিকা এ গ্রন্থটিকে ১২ টি অধ্যায়ে বিভক্তকরে মূল শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো উপ-শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে মুসলিম বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতীয় উপ-মহাদেশের প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ, বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হারানোর কারণ পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

তছাড়াও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যের বিবরণ প্রদানের এক পর্যায়ে শাহ ওলী উল্লাহ্ (র.)-এর জীবনী ও তাঁর জিহাদী কর্ম-কাণ্ড, তাঁর সংস্কার কার্যের বিবরণ, 'আকীদা-বিশ্বাস ও কুর'আনের প্রতি সর্বস্তরের মানুষকে তাঁর দা'ওয়াত, সুন্নাত ও হাদীসের প্রচার-প্রসার করাসহ ফিক্হ ও হাদীসের সমন্বয় সাধনে তাঁর বলিষ্ট ভূমিকার বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও তাঁর রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থের আলোকে ইসলামি শরী'আতের বিভিন্ন দিক, তাঁর রচিত কিতাব 'ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء'-এর আলোকে খিলাফতের

---

[১২৯] লক্ষ্ণৌর নাদওয়াতুল 'উলামার পরিচালক ছিলেন সায়্যিদ 'আবদুল 'আলী ।

[১৩০] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮০ খৃ.), ৪খ. পৃ. ১১।

[১৩১] httt//Kitaabun.com/shopping3/prduct_info.php?manufacturers_id=34&products

[১৩২] দীন ও দুনিয়ার সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা হল শাহ ওলীউল্লাহর শিক্ষা দর্শন, যে ব্যবস্থায় দীন-দুনিয়ার উন্নতি বিদ্যমান ছিল। দারুল উলূম দেওবন্দ 'আলীগড় কলেজ ও দারুল 'উলূম লক্ষ্ণৌ তাঁর এ চিন্তাধারা থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

[১৩৩] এ খণ্ড প্রকাশের পূর্বে 'তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত' এর ৪টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল উক্ত বইয়ের ৫ম খণ্ড।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা এবং খুলাফা-এ রাশিদুন-এর খিলাফতের বলিষ্ট প্রমাণের যথেষ্ট বিবরণ স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থটিতে। অসাধারণ এই গ্রন্থের শেষের দিকে গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মোঘল আমলে শাহ ওলী উল্লাহ্ (র.)-এর জিহাদী কার্যক্রমের বিবরণ, মুসলিম জাতির বিভিন্ন স্তরের পরিসংখ্যান বা খতিয়ান, তাঁদের বৈপ্লবিক সমাজ সংস্কার কার্যের বিবরণ, শাহ ওলীউল্লাহর সন্তান-সন্ততি, তাঁদের বিশেষ বিশেষত্ব, এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর বিবরণ স্থান পেয়েছে।

ভূমিকার এক অংশে গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেছেন, এ খণ্ডটিতে ১২শত হিজরীর ঐ সকল সংস্কারকের জিহাদী কার্যক্রমের বর্ণনা স্থান পেয়েছে যাদের প্রভাব আজো বিদ্যমান।[১৩৪] গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। পাঠকমহলের মধ্যে যারা এ উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবীর কর্ম ও জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য 'তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত'-এর এ ৫ম খণ্ডটি অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নযর মেঁ (هندوستانی مسلمان ایك نظر میں)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'هندوستانی مسلمان ایك نظر میں' শিরোনামের ১৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত উর্দু ভাষার এ গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি মুসলিম সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়। আরো ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে উর্দু ভাষায় (তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই জনগনের ব্যাপক চাহিদার কারণে এ গ্রন্থটির ৩য় সংস্করণ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। বহির্বিশ্বেও প্রাঞ্জল উর্দু ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে প্রথমে হিন্দী ও পরে ইংরেজী ভাষায় ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়।[১৩৫]

মানব জাতির জন্য ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামে এমন কোন দিক নেই যার আলোচনা করা হয় নাই। মানব জাতির কল্যাণের জন্য এবং ইসলামি সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে ইসলামি জীবন বিধানে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার এ গ্রন্থে ইসলামের বিভিন্ন দিক ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছেন। এর প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে জন্ম থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত একজন ভারতীয় মুসলমানের ধর্ম ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলীর বিবরণ। ২য় অধ্যায়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানের কার্যাবলী এবং তাঁদের কার্যাবলীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ভারতীয় মুসলিমদের আচার-আচরণ, সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা, ইসলামি শরী'আতের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও অসামঞ্জস্যশীল প্রচলিত কিছু রেওয়াজ সংক্রান্ত আলোচনা। চতুর্থ অধ্যায়ে মুসলিম জাতির বিভিন্ন উৎসব সংক্রান্ত বিষয়াবলীর প্রাণবন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মুসলিমদের ধর্মীয় 'ইবাদত সংক্রান্ত নিয়ম নীতির ফিরিস্তি এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলমানদের কিছু জাতিগত বৈশিষ্ট্যের বিবরণ সহজ সরল ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১৩৪] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৫ খৃ.), ৫খ. পৃ. ৩-১০।

[১৩৫] তারীখ-এ দা'ওয়াত 'আযীমত, ৫ম. খ., পৃ. ৪-৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম সুদূর অতীত থেকে ইসলামি জীবন বিধানের আলোকে জীবন-যাপন করে আসছেন। ভারতীয় উপ-মহাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুসলিম বসবাস করলেও তারা অনারব। সুতরাং তাদের ধর্মীয় অনুভূতি, আচার-আচরণ, তাহযীব-তামাদ্দুন, রসম-রেওয়াজ ও প্রচলিত অভ্যাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে আরব মুসলিমদের তুলনায় ভারতীয় উপ-মহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে সামান্যতম ভিন্নতর হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে কারণে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর সমকালীন যুগের ভারতীয় মুসলিম জাতির মধ্যে প্রকৃত ইসলামপ্রীতি কতটুকু ছিল, তাদের প্রচলিত রসম-রেওয়াজ কি ছিল, তাদের আচার-আচরণ কেমন ছিল, তাদের 'আকীদা-বিশ্বাস ও সংস্কৃতি কুর'আন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের কর্মকাণ্ডে কুর'আন-সুন্নাহ অনুসরণ করছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে উল্লিখিত এ গ্রন্থে।[১৩৬] ফলকথা এ গ্রন্থটিকে ভারতীয় মুসলিমদের জন্য দর্পণ বললেও অত্যুক্তি হবে না এবং যারা ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এ গ্রন্থটি খুবই প্রয়োজনীয় তথ্যবহুল একটি গ্রন্থ বলে আমি বিশ্বাস করি।

নায়ি দুনিয়া (আমরীকা) মেঁ ছাফ ছাফ বাতেঁ (نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'নয়ে দুনিয়া (আমরীকা) মেঁ ছাফ ছাফ বাতেঁ' শিরোনামে ১৪০ পৃষ্ঠার এ বইটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের মে থেকে জুন পর্যন্ত আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণ করে সেখানকার বিখ্যাত ৫টি[১৩৭] বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সেমিনারে যোগদান করে ২০টি[১৩৮] আকর্ষণীয় বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। তাঁর প্রদানকৃত সে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, পাশ্চাত্যের কৃষ্টি-কালচার, আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং আমেরিকায় বস-বাসরত মুসলিমদের ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, বিজ্ঞতাসূলভ অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ অমিত সম্ভাবনার বিষয়গুলো আলোচ্য গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থটির প্রথমেই একটি সূচীপত্র রয়েছে, তারপরেই রয়েছে লেখকের লেখা একটি আকর্ষণীয় ভূমিকা। সূচী পত্রের বিষয়গুলো দু'টি মূল শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো উপ-শিরোনামের আওতায় আলোচনা করা হয়েছে। মূল শিরোনামগুলো হলো 'পাশ্চাত্যের কৃষ্টি-কালচার ও আমেরিকার জীবন পদ্ধতি অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ১৩-৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'এবং 'আমেরিকায় অবস্থানরত মুসলমানদের সম্ভাবনা, আশা ও পরামর্শ ৬৫-১৩৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।[১৩৯] এ গ্রন্থটির শেষ পৃষ্ঠায় রয়েছে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর লেখা 'মাগরিব সে কুস সাফ সাফ বাতেঁ' গ্রন্থের একটি বিজ্ঞাপন। গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। যে সব পাঠক মহল আমেরিকা ও কানাডার কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে গভীর ভাবে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য গ্রন্থটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

---

[১৩৬] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নযর মেঁ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.) ৩য়. সং, পৃ. ৫-১০।

[১৩৭] বিখ্যাত পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল-কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভিও বিশ্ববিদ্যালয়, টরেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং উট বিশ্ববিদ্যালয়। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, নয়ে দুনিয়া (আমরীকা) মেঁ সাফ সাফ বাতেঁ (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৮ খৃ.), পৃ. ৫-৯।

[১৩৮] মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, নয়ে দুনিয়া (আমরীকা) মেঁ সাফ সাফ বাতেঁ পৃ. ৯-১০।

[১৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

'আলম-এ 'আরবী কা আলামিয়্যাহ (عالم عربي كا عالميه)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'عالم عربي كا عالميه' শিরোনামে ২০০ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মুসলিম বিশ্বের হৃদয়বিদারক বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ নিয়ে কুর'আনের আলোকে ঐতিহাসিক পর্যালোচনামূলক আর্কষনীয় মূল্যবান যে সব বক্তব্য তিনি বিভিন্ন স্থানে প্রদান করেছিলেন, সে সকল বক্তব্যগুলোকে সংকলন করে গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয় "আলম-এ 'আরাবী কা 'আলামিয়্যাহ"। এ গ্রন্থটি মুলতঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিভিন্ন বক্তব্যের সমাহার একটি সংকলিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন, 'এ গ্রন্থটির রচনা ও বক্তব্যসমূহ বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপন করা হয়েছে। বক্তব্যগুলোর ভাব ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বহুলাংশে ঐক্যতা ও মিল বিদ্যমান। এ গ্রন্থে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ ও এর সমাধানের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে'।[১৪০] এ গ্রন্থটির ভাষা খুব বেশী সহজও নয়; আবার ততটা কঠিনও নয়। পাঠকদের মধ্যথেকে যারা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এ গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিক রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

হাদীস-এ পাকিস্তান (حديث پاكستان)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'হাদীস-এ পাকিস্তান' শিরোনামে ১৮৫ পৃষ্ঠার উর্দু ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থটি ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন বিশ্বের খ্যাতনামা মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ জুলাই 'রাবেতা আল-আলমে আল-ইসলামি'র উদ্যেগে পাকিস্তানের করাচীতে আয়োজিত সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সে সব এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন এবং পাকিস্তানের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা অবলোকন করে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন।[১৪১] তাঁর প্রদেয় এ সকল বক্তব্যের সমষ্টিই হাদীস-এ পাকিস্তান নামক এই গ্রন্থটি।[১৪২] অল্পদিনের মধ্যেই এ গ্রন্থটি ব্যাপক সুনাম আর্জন করতে সক্ষম হলে পরবর্তীতে এ গ্রন্থটির আরবী সংস্করণ 'আত্ তারীকু ইলাস্ সা'আদাতি ওয়াল কিয়াদাতি' নামে লক্ষ্ণৌর আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে প্রকাশিত হয়।[১৪৩] মূলতঃ এটি তাঁর বক্তব্যের সংকলনে একটি সংকলিত গ্রন্থ।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্যের ভাষা সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। সমকালীন মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী জ্ঞান পিপাসূদের জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক হবে ও সমকালিন বিশ্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় চিন্তার খোরাক পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

---

[১৪০] মুফাক্কির-এ ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, 'আলম-এ 'আরবী কা আলামিয়্যাহ, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম তা. বি.), পৃ. ১৭।

[১৪১] কারওয়ানে যিন্দিগী. ২খ, পৃ. ২৫৫-২৬৬।

[১৪২] মুফাক্কির-এ ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, হাদীস-এ পাকিস্তান, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম তা. বি.), পৃ. ৩।

[১৪৩] লিসামাহাতিশ্ শায়খিন্ নাদবী রাহিমাহুল্লাহ তা'আলা আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী, আত্ তারিকু ইলাস্ সা'আদাতি ওয়াল কিয়াদাতি', (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল'ইলমী, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

তুহ্‌ফা-এ দাক্‌কিন (تحفۂ دکن)

আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী কর্তৃক রচিত ৮৪ পৃষ্ঠার উর্দু ভাষায় লিখিত এ বইটির ২য় সংস্করণ লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ২০০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী ছিলেন বিশ্বের খ্যাতনামা মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ইসলামি চিন্তাবিদ। ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং যেখানেই ভ্রমণে গিয়েছেন সেখানকার সমাজ-সংস্কৃতিক অবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে চিন্তা ফিকির করেছেন এবং সেখানে অবস্থানরত মুসলিম জনগোষ্ঠি ও ইসলামি জাতিসত্ত্বাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পৃথিবীর যেখানেই গেছেন সেখানে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনে যোগদান করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় ১১-১৭ অক্টোবর ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ ও আওরঙ্গবাদের বিভিন্ন সমাবেশে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী উপস্থিত থেকে যে সব মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন সেই সব মূল্যবান বক্তব্যের সংকলনই হলো এ বইটি। ক্যাসেটে ধারণকৃত লেখকের বক্তব্যসমূহ কিছুটা সংযোজন-বিয়োজন ও সংশোধন করে গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়া হয়েছে। এ বইটিতে ঐ সকল বক্তব্য সংকলন করা হয়েছে যাতে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী বিশ্বের দীনী ব্যক্তিত্ব, দার্শনিক, ধর্মসংস্কারক এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি চিন্তাবিদ ও মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া তিনি সংস্কার বিষয়ে সেখানকার সংস্কারকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

বইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর বক্তব্যগুলোতে ব্যাপক ও গভীর চিন্তার খোরাক ও উপাদান রয়েছে। এ বইটির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মাওলানা রাবি' হাসানী নদভী বলেন, 'বইটি কেবল দাক্ষিণাত্যের উপহারই নয়; বরং চিন্তা-ভবনার উৎস, শিক্ষিত সমাজ ও যুবক মুসলমানদের সংস্কারের উপায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকদের দিকনির্দেশক এবং গভীর জ্ঞান চর্চার ফসলও বটে'।[১৪৪]

'প্রাচ্যের উপহার'

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম, ইতিহাস বেত্তা ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী কর্তৃক রচিত তোহফায়ে মাশরিক নামক গ্রন্থটি ইসলামি চেতনার উন্মেষে লেখা এক অনবদ্য গ্রন্থ যা মানব কল্যাণে অনন্য আবদান রাখতে সামর্থ হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতামালার সংকলনের সমন্বয়ে একটি সংকলিত গ্রন্থ। সংকলিত এই গ্রন্থ তোহফায়ে মাশরিক, তোহফায়ে কাশ্মীর, তোহফায়ে দাকান ও হাদীসে পাকিস্তান এর সমন্বয়ে 'প্রাচ্যের উপহার' নাম দিয়ে বাংলাভাষায় তরজমা করে প্রকাশ করা হয়। মূল উর্দুভাষা থেকে বাংলাভাষায় তরজমা করেছেন

---

১৪৪ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী, তুহ্‌ফা-এ দাক্‌কিন, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৫ খৃ.), ২য়. সং, পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

জনাব আবু সঈদ মুহাম্মদ উমর আলী, হাফেজ আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইসমাঈল ইউসুফ। এই মূল্যবান গ্রন্থটি ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১৪৫]

এ সংকলিত অনুবাদ গ্রন্থে মোট পাঁচটি বক্তৃতা স্থান পেয়েছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর এসব বক্তৃতামালায় ইলমী ও একাডেমিক, দাওয়াতী ও সংস্কারমুখী চিন্তাধারা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি বক্তৃতায় বাংলাদেশী জনগণের সুগভীর গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। অন্য দিকে এটাও এক বাস্তব সত্য, আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান খুব বেশী নয়। আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যে অনৈসলামিক ভাবধারার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধ, প্রবাদ, উপমা ও অলংকারে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধ্যান ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন ছাপ নেই। এই অবস্থা দুঃখ জনক ও অশুভ ইঙ্গিতবাহী। এজন্যই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার বক্তৃতায় বাংলা ভাষা উন্নয়নে অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব দানের জন্য মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও আলিম সমাজকে প্রজ্ঞাময় পরামর্শ দিয়েছেন।[১৪৬] আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরবী ও ফারসী ভাষার উল্লেখ করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেছেন যে, ইসলাম পূর্ব যুগে আরবী ভাষা ছিল একটি শিরকবাহী ভাষা, অথচ আজ ইসলামকে বাদ দিয়ে আরবী ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করার কোন উপায় নেই। তদ্রুপ ফারসী ভাষাকে মনে করা হয় মুসলমানদের ভাষা। কেননা আলিম ও ইসলামি চিন্তানায়কগণ ফারসী ভাষাও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। হিন্দুস্তানী আলিমগণও উর্দু ভাষাকে অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেয়নি। ফলে আজ একথা কেউ বলতে পারেন না, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলিম সমাজ দুর্বল। বাংলা ভাষার সাথে বাংলাদেশী আলিমদের আচরণ অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। বাংলা ভাষার উন্নয়নে ও বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে তাকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে আলিম সমাজেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত, যেন ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা রেফারেন্সের মর্যাদা লাভ করতে পারেন। সেই সাথে তিনি বাংলাদেশের আলিম সমাজকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধিকরে অমুসলিম ও অনৈসলামি শক্তির হাত থেকে তার নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন এবং যথাসম্ভব অল্প সময়ে বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ইসলামি সাহিত্য তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন"।[১৪৭]

ভাব ও তথ্যগত দিক থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্য নির্ভরযোগ্য ও সারগর্ব, সর্বপরি পাঠকবর্গ যেন তা থেকে যুগ সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারেন সে দিকেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। তাই দেখা যায় হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখার পরও আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সদাসক্রিয় লেখনী মক্কাভিমুখের গতিময় যাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিল, না তা দিগভ্রান্ত হয়ে তুর্কিস্থানমুখী হয়েছে।[১৪৮] এছাড়াও যুগোপযোগী রচনাশৈলী, সাহিত্যরস, ভাষা মাধুর্য ও সাবলীলতাও সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গি তার লেখার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা পাঠককে বিমোহিত করে। এই

---

[১৪৫] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী, তুহ্ফা-এ দাক্কিন, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী, 'প্রাচ্যের উপহার' অনুবাদঃ আবু সঈদ মুহাম্মদ উমর আলী, হাফেজ আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইসমাঈল ইউসুফ, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ২০০৮ খৃ.), পৃ. ২।

[১৪৬] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী, 'প্রাচ্যের উপহার' অনুবাদঃ আবু সঈদ মুহাম্মদ উমর আলী, হাফেজ আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইসমাঈল ইউসুফ, পৃ. ৬।

[১৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৭-৮

[১৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ.৬-১১

Dhaka University Institutional Repository

বক্তৃতামালার গ্রন্থে ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যা পাঠকমহলকে উপকৃত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

তুহ্‌ফা-এ দীন ওয়া দানেশ (تحفہ دین و دانش)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত تحفۂ دین و دانش শিরোনামে ১১২ পৃষ্ঠার উর্দু ভাষায় লিখিত এ বইটি 'লক্ষ্ণৌর মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ বইটি নভেম্বর, ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের মালে, উজ্জীন ও আনযুরে উপস্থাপিত আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বক্তব্যের সংকলনের সমন্বয়ে সংকলিত একটি গ্রন্থ। লেখক আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ বইটিতে ভারতীয় উপ-মহাদেশের অধঃপতনশীল সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি, চারিত্রিক ক্ষয় ও অবনতি, ঘুনে ধরা সামাজিক কাঠামোতে বিরাজমান বিভিন্ন ত্রুটি ও মারাত্মক ব্যাধি দূরীকরণে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন করেছেন। ভারতবাসীর মাঝে দীনী শিক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার লক্ষে দীনী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রয়াস চালান এবং দীনী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার কারণে অনাগত অশুভ পরিণতির কথা তুলে ধরে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সতর্ক করেছেন। এ বইটি সম্পর্কে গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন, '(মালে, উজ্জীন ও আনযুর) ভ্রমণের পর সেখানকার ও বাইরের দেশের শিক্ষিত সমাজ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের জন্য গবেষণার উপাদান হিসেবে 'তুহফা-এ দীন ওয়া দানেশ' কে পেশ করা হয়েছে। এ বইটি কেবলমাত্র ভারতবাসীর জন্য নয়। বরং মুসলিম উম্মাহর জন্য এ বইটি জ্ঞানের আলোকবর্তীকা হিসেবে কাজ করবে।

বইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ,সরল ও প্রাঞ্জল। বইটিতে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক পরিচয় ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা রয়েছে। বইটি কেবল যে ভারতবাসীর জন্য সংস্কারের প্রেরণা যোগাবে তা নয়; বরং তা অন্য যে কোন দেশের জন্য চিন্তা-গবেষণার খোরাক যোগাতে সক্ষম এবং বইটি সমাজ সংস্কারকগণের পাশাপাশি সাধারণ মুসলমান ও জ্ঞান পিপাসূদের জন্যও অত্যন্ত সুফলদায়ক বলে আমি বিশ্বাস করি।[১৪৯]

খুলাফা-এ আরবা'আ (خلفائ اربعہ)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত ৪৮ পৃষ্ঠার এ বইটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটি লেখকের বক্তব্যের সংকলন। তিনি ১৯৯১ সালের ২৮ জুলাই ভারতের 'দারুল মুবাল্লিগীন লক্ষ্ণৌ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত 'শুহাদা-এ ইসলাম' সম্মেলনে 'আহলে সুন্নাত-ওয়াল জামা'আত-এর প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে এ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি প্রদান করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর এ মূলব্যান বক্তব্যটি ক্যাসেটে ধারণ করা হয়েছিল। তাঁর এ বক্তব্যটির লিখিত সংকলন না থাকায় সায়্যিদ যা'ফর মাস'উদ হাসানী নদভী ক্যাসেট থেকে শ্রবণ করে লিখিত সংকলনটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে দেখার জন্য দেন। তিনি এই লিখিত সংকলনটিকে নিজে পুনরায় সংযোজন-বিয়োজন করে বই হিসেবে সংকলন করেছেন।[১৫০]

---

[১৪৯] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী (র.), তুহ্‌ফা-এ দীন ওয়া দানেশ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৮৭ খৃ.) পৃ. ২-১৩।

[১৫০] (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯১ খৃ.), পৃ. ২-৮।

Dhaka University Institutional Repository

শি'আ সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, হযরত 'আলী (রা.) প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন; কিন্তু তাকে চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত করা হয়েছে। তাদের মতে, এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ। গ্রন্থকার এ বইটিতে খুলাফায়া-এ রাশিদার চার খলিফার পর্যায়ক্রমিক খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার বিন্যাসকে মহান আল্লাহর রহমত ও হিকমতের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও প্রমাণ হিসেবে প্রমাণ করতে স্বচেষ্ট হন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সমগ্র বইটিতে প্রথমে কেন হযরত আবূ বকর (রা.), অতঃপর কেন হযরত 'উমর (রা.), তারপর কেন হযরত উসমান (রা.) এবং সর্বশেষ কেন হযরত 'আলী (রা.) খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হলেন এর গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মহান আল্লাহর হেকমতের ব্যাখ্যা করেন। তিনি এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চার খলীফার বিশেষ বিশেষ গুণাবলী এবং খিলাফতকালে তাঁদের সংস্কারধর্মী কার্যাবলীর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তর বর্ণনা করেছেন।[১৫১] এ বইটির খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার বিন্যাস সম্পর্কে আলোচিত চিন্তামূলক ও গবেষণাধর্মী এ বইটি একটি যুক্তিপূর্ণ প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গণ্য হতে পারে।

নুবুওয়ত কা আসলী কারনামা (نبوة کا اصلی کارنامه)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত نبوة کا اصلی کارنامه শিরোনামে ২৪ পৃষ্ঠার উর্দু ভাষার এ বইটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটিও তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংকলনে সংকলিত একটি বই।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বর্তমান যুগের যাবতীয় সমস্যা-সমাধানে এবং মুসলিম জাতির হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলিম জাতিকে দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য ১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চমৎকার জ্ঞানগর্ব এক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে জাতি গঠনে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অবদান বর্ণনা করে সেই নীতি ও সালফে-সালিহীনের নীতি অবলম্বন করে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, 'এক সময় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক দিক-নির্দেশনায় নৈতিক ও চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত একটি উন্নত জাতির আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তারা বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদেরকে সফল উন্নত জাতি হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষমও হয়েছিল। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর তাদের ব্যাপক উদাসীনতা ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদি চিন্তা দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অমূল পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। ফলে সেই উন্নত মুসলিম জাতি ক্রমান্বয়ে তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য হারাতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে বৈষয়িক উন্নতিতে নিমজ্জিত হয় এবং তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক পদস্খলন ঘটে। ফলে বিশ্বের এ উন্নত জাতি ক্রমান্বয়ে ইসলামপূর্ব জাহিলিয়্যাতের দিকে ধাপে ধাপে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এ গ্রন্থটিতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী উল্লেখিত চরম সংকট মুকাবিলায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিয়ে আসা ঈমান-ইখলাস ও তাঁর সুন্নাত এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাল্ফি সালিহীনের কর্মনীতি ও তাদের নির্দেশনা অবলম্বন করার পরামর্শ প্রদান করেছেন।[১৫২] সহজ, সরল, বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপিত এ গ্রন্থটিকে মুসলমানদের উত্থান-

---

[১৫১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, খুলাফা-এ আরবা'আ কী তারতীব-এ খিলাফত্ মেঁ কুদরত ওয়া হেকমত-এ এলাহী কী কারফরমা'ঈ আওর হযরত হুসায়ন (রা.)-কে আকদাম মেঁ উম্মত কে লিয়ে রহনুমা'ঈ পৃ. ৯-২৮।

[১৫২] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, নুবুওয়ত কা আসলী কারনামা, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ৩-৭।

Dhaka University Institutional Repository

পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বই হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। এ গ্রন্থটির বর্ণনা ভঙ্গি চমৎকার ও আকর্ষণীয়।

মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল (مسلمانان هندكى لئے صحيح راه عمل)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৭ মার্চ ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের জামে'আ ইসলামিয়া দারুল 'উলূমে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে 'মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল' শিরোনামে আকর্ষণীয় প্রাঞ্জল ভাষায় একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাঁর এ প্রবন্ধটি জনগণের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে তাঁর বহুল প্রশংসিত এ প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে 'মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল' শিরোনামে ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর প্রবন্ধের সংকলন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের নিজেদেরকে সংখ্যালঘু না ভেবে একটি বৃহত্তম জাতি হিসেবে ভাবার আহ্বান জানিয়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকরাসহ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেছেন, মুসলিম হিসেবে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়ে প্রয়োজনে অধিকার আদায়ের জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন করে সকল শ্রেণীর মানুষকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং সর্বপরি নিজেদের বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। এছাড়াও পৃথক জাতি হিসেবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ চর্চা ও এর পৃষ্ঠপোষকতা করে সৌভাগ্য অর্জনের এবং নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতি প্রতিরোধ করে মুসলমানদের উন্নত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলী পুনরুদ্ধারের জন্য সদা সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি তাঁর এ গ্রন্থে।[১৫৩]

তাছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ভারতীয় মুসলিম জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য ভারতীয় মুসলমানদেরকে আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা স্মরণ করে দেন। লেখক তাঁর এ প্রবন্ধটিতে ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ মুসলমানদের চেষ্টা-সাধনা, অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার জন্য জাতিগত কর্মসূচীর পাশাপাশি চিন্তা-গবেষণার নীতি, পদ্ধতি ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নির্ধারণে সহায়ক হয় এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থাপন করেছেন।[১৫৪] বইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল সুস্পষ্ট ও বোধগম্য যা প্রবন্ধ আকারে লেখা, বিধায় বইটিতে কোন সূচীপত্র নেই।

[১৫৩] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৪-১১।

[১৫৪] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল, পৃ. ৩-৪।

পনদরবী সদী হিজরী মাযী ওয়া হালকে আয়না মেঁঃ এক তাবসিরাহ, এক জা'ইযা এক পয়গাম
پندرویں صدی ہجری ماضی و حال کی ائنه میں ایک تبصرہ، ایک جائزہ، ایک بیغام

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী 'পন্দরবী সদী হিজরী মাযী ওয়া হালকে আয়না মেঁঃ এক তাবসিরাহ, এক জা'ইযা এক পয়গাম' শিরোনামের ৫৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত উর্দু ভাষায় লিখিত এ বইটির ২য় সংস্করণ লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১ নভেম্বর ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে 'Student Islamic Movement' লক্ষ্ণৌর গঙ্গাপ্রাসাদ মেমোরিয়াল হলে হিজরী ১৫শ শতককে স্বাগতম জানানোর উদ্দেশ্যে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় ভাষায় জোরালো এক বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। সেই বক্তব্যটিই পরবর্তিতে উল্লেখিত শিরোনামে বইকারে প্রকাশিত হয়েছে।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর এ বইয়ে হিজরী সন ও শতাব্দীর যে শুভ সূচনা হয়েছে সে সম্পর্কে এবং হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে মুসলমানদের করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি তাঁর আলোচনায় আরো বলেন, নতুন শতাব্দীর আগমনে যে কেবল সুনির্দিষ্ট কোন জাতি বা ব্যক্তির স্মৃতিই কেবল পুনরুজ্জীবিত হয় না, বরং তা যে অতীতের গৌরবময় সৌভাগ্যের বার্তাকেও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৫৫] তিনি আলোচনায় আরো বলেন, এ শতবর্ষ এবং প্রতিটি শতবর্ষই মানুষকে তার অধিকতর প্রিয় বস্তু পরিহার করে নতুন নতুন বিষয় গ্রহণ করার হাতছানি দেয়। সে জন্য হিজরী ১৫শ শতক শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই বার্তা নিয়ে আসে নাই, বরং প্রতিটি সৎ উদ্দেশ্যের ধারক-বাহক, মানুষের কল্যাণকামীতা ও সংস্কার প্রত্যাশীদের জন্য নতুন জীবনের নতুন বার্তা নিয়ে এসেছে এ শতবর্ষ।[১৫৬] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে অতীত কালে বিভিন্ন শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগত শতাব্দীতে মুসলমানদের কি করণীয় তা কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।[১৫৭] হিজরী ১৫শ শতকের মুসলিম বিশ্বের জন্য ১০ টি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তিনি নির্দেশ করেছেন তাঁর এ গ্রন্থে। পরিকল্পনাগুলো নিম্নরূপঃ

১. নতুন নতুন সমস্যার সমাধান ও মানব জাতিকে তার সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানের উদ্দেশ্যে মুসলিম শিক্ষিত সমাজ, গবেষক, সংস্কারক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস, আস্থা ও কর্ম ক্ষেত্রে দৃঢ়তা কার্যকরি করা।
২. 'সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-'আকীদার সংরক্ষণ এবং তাদের মধ্যে দীনী আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করা।
৩. ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে সম্পর্ক রেখে মুসলিম রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে নতুন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে;

---

[১৫৫] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পন্দরবী সদী হিজরী মাযী ওয়া হালকে আয়না মেঁঃ এক তাবসিরাহ, এক জা'ইযা এক পয়গাম, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৮-৯।
[১৫৬] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পন্দরবী সদী হিজরী মাযী ওয়া হালকে আয়না মেঁঃ এক তাবসিরাহ, এক জা'ইযা এক পয়গাম, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৯৮ খৃ.) ২য়. সং, পৃ. ২।
[১৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-সভ্যতার দোর্দণ্ড প্রতাপ মুকাবিলা ও পরিহার করে ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ সাধন করা।
৫. রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশসমূহের ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিধি-বিধানকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন না করা এবং
৬. দ্বীনী হাকায়িকসমূহ, কুর'আনের বিশ্বাসগত ভাষা-পরিভাষা ও দ্বীনের সঠিক পরিচয়কে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন থেকে রক্ষা করা।
৭. নুবুওয়তী সত্তার সাথে মুসলমানদের আত্মিক ও ব্যবহারিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও তার সংরক্ষণ করা।
৮. নতুন প্রজন্মের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও তাদেরকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণমূলক আন্দোলন ও কার্যক্রম চালু করা।
৯. প্রতিটি সমাজ ও মুসলিম দেশসমূহে ইসলামের পবিত্রতা, কুর'আনী শিক্ষা, ন্যায়নিষ্ঠা, মূলনীতি, সঠিক উৎসাহ-উদ্দীপনা, রাসূল (স.)-এর অনুপম আদর্শ এবং প্রাথমিক যুগের ইসলামি জীবন দর্শন চালু রাখার এবং অপরিচিত শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি পরিহার করা।
১০. অমুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহে তাদের পরিবেশ-পরিস্থিতির ভারসাম্যতা রক্ষা করে তাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন'।[১৫৮]

এ বইটি সম্পর্কে গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী স্বয়ং বলেছেন, 'এটি হিজরী প্রথম শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের কিংবা গুরুত্বপূর্ণ প্রখ্যাত সংস্কারকদের সংস্কার আন্দোলনের ডাইরেক্টরী নয়; বরং হিজরী শেষ শতাব্দীর আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত স্মরণিকা, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এবং এক জাগরণের বার্তা'।[১৫৯] এ বইটির ভাষা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল।

নিশান-এ রাহ (نشان راہ)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত ৩২ পৃষ্ঠার এ উর্দু বইটির চতুর্থ সংস্করণ 'লক্ষ্ণৌর মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকশিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উপস্থাপিত একটি প্রবন্ধই হলো এ বইটি। দেশ বিভাগের পর ভারতের লক্ষ্ণৌতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৬ আগষ্ট লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ ও প্রকাশকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আয়োজিত এ সম্মেলনে তৎকালিন বিশ্বে মুসলমানদের সামগ্রিক অবস্থাতুলে ধরে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন তার উপস্থাপিত এ প্রবন্ধটিতে। এ প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় উপ-মহাদেশের সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে পরিষ্কার চিত্র; ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের দেশ বিভাগের পর নব যুগের নব নব বিপদজনক বহুবিধ দিক; নতুন প্রজন্মের দীনী অনুভূতির ক্ষেত্রে গাফলতি ও কমতি; ইসলামি দা'ওয়াতের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং সাধারণ মুসলমান যে দীনী অনুভূতি থেকে আস্তে আস্তে দূরে অবস্থান করছে সে বিষয়ে আলোচনা করার

---

[১৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৫৪।
[১৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়াস পান। বইটির ভাষা অত্যন্ত উঁচু মানের ও এর মর্মার্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও খুবই উঁচুমানের। প্রবন্ধটির ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে পরবর্তী সময়ে এটি 'আল-ফুরকান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১৬০]

ইসলাহিয়াত (إصلا حيا ت)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'إصلا حيا ت' শিরোনামে ১৭২ পৃষ্ঠার উর্দু ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থটি ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে পুনার 'উর্দু মারাঠী প্রকাশন' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সংস্কারধর্মী চিন্তা-দর্শন সম্বলিত বক্তব্যের সংকলন। এ গ্রন্থটিতে সীরাত-এ নুবুবী, ঈমান-'আকীদাসহ সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের জবাব ও প্রাণবন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়া তিনি নতুন নতুন উদ্ভাবিত বিভিন্ন সংকটের সমাধানের ক্ষেত্রে নতুন প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করার এবং নতুন পদ্ধতিতে সংস্কার কার্য পরিচালনা করার আহ্বান জানিয়েছেন আলোচিত এই গ্রন্থে। পরিবর্তিত বিশ্বের বাস্তবিক অবস্থা, দুনিয়তে নতুন নতুন আবিস্কারের জন্মোৎসব ও সম্ভাবনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের অনুসন্ধান সম্পর্কে আকর্ষণীয় আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থটিতে। এ গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ 'মাকতাবা-এ ইসলাম' লক্ষ্ণৌ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।[১৬১]

---

[১৬০] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, নিশান-এ রাহ (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮০ খৃ.), ৪র্থ সং, পৃ. ৫।

[১৬১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), (ভারতঃপুনার 'উর্দু মারাঠী প্রকাশন', ১৯৮৯ খৃ.) পৃ. ৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.) আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত (حضرة مولانا محمد الياس رح اور ان كى دينى دعوت)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.) আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত' শিরোনামের ২৭২ পৃষ্ঠার এ উর্দু ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি ১৯৭৯ সালে করাচীর মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র) (১৮৮৬-১৯৯৪) ভারতের দিল্লীর দক্ষিণে অবস্থিত মেওয়াতে[১৬২] তা বলীগ আন্দোলনের শুভসূচনা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এ আন্দোলন ভারতের মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা স্বকীয়তা হারিয়ে আস্তে আস্তে বিকাশ লাভ করতে থাকে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সহসায় অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানরা ইসলামের মূল ভিত্তি থেকে ক্রমান্বয়ে সরে যাচ্ছে। বিধায় মুসলমানদের আসূ বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন, এবং "মুসলিম! মুসলিম হও" এই শ্লোগানকে মূল মন্ত্র হিসেবে সামনে রেখে ৬টি মূলনীতির আলোকে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম আরম্ভ করেছিলেন। মূলনীতিগুলো হল-

- কালিমার যথার্থ অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা;
- পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়িম করা;
- জ্ঞানার্জন ও আল্লাহকে স্মরণ করা;
- মুসলমানদের সম্মান করা;
- নিয়তের পরিশুদ্ধতা অর্জন করা;
- আল্লাহর বাণী, দিক নির্দেশনা প্রচার, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।[১৬৩]

গ্রন্থটির পারম্ভেই 'আল্লামা সুলায়মান নদভী ও মাওলানা মনযুর নুমানীর লেখা চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। আর এ সমস্ত ভূমিকায় মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তা'লীম ও তাযকীয়া এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে।[১৬৪] এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতীয় উপ-মহাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারে ব্যর্থতার কারণ এবং নবী-রাসূলদের ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি ব্যাখ্যাসহকারে তুলে ধরা হয়েছে।[১৬৫] এ গ্রন্থে লিখিত প্রবন্ধগুলো তাবলীগ জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াছ (র.) (১৯৮৬-১৯৯৪)-এর জীবনী, তাঁর কার্যক্রম ও কর্ম পরিকল্পনা, তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর তাবলীগের পদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞানগর্বে পরিপূর্ণ একটি চমৎকার বই।

---

[১৬২] দিল্লীর দক্ষিণে অবস্থিত একটি এলাকার নাম হচ্ছে মেওয়াত ।

[১৬৩] httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&osCsid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07

[১৬৪] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.) আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.), পৃ. ৯-১৪।

[১৬৫] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.) আওর উনকী দীনী দা'ওয়াত, পৃ. ১৮-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মাওলানা রাবি' হাসানী নদভী বলেন, 'মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.)-এর তাবলীগ ও দা'ওয়াতী আন্দোলন এবং আন্দোলনের মর্যাদা এবং দা'ওয়াত ও সংস্কার কাজের গুরুত্ব ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের উপর এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উপকারী বই'।[১৬৬] এ গ্রন্থটির ইংরেজী সংস্করণ "Life and Mission of Maulana Muhammad Ilyas" শিরোনামে "Haji Arfeen Academy" Karachi থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১৬৭] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মাওলানা ইলিয়াছের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সাথে অনেক বছর গভীর সম্পর্ক ধরে রেখেছিলেন[১৬৮] এবং তাঁর এ তাবলীগ আন্দোলন অনুসরণ করে তিনি সমগ্র ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছিলেন।

---

[১৬৬] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩১০।

[১৬৭] httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&osCsid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07

[১৬৮] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক রচনাবলী

দু' হাফতে মাগরিব-এ আক্ছা মারাকেশ মেঁ (دو ہفتے مغرب اقصی مراکش میں)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'দু হাফতে মাগরিব-এ আক্ছা মারাকেশ মেঁ' শিরোনামে ১২০ পৃষ্ঠার এ উর্দু গ্রন্থটি ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'মাকতাবা-এ ফেরদৌস' থেকে প্রকাশিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মরক্কোতে ভ্রমণ করেছিলেন। আর সে ভ্রমণ কাহিনীই তুলে ধরতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী উল্লেখিত গ্রন্থটি লিখেছেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার ভ্রমণের কাহিনী সম্বলিত গ্রন্থটিকে দু'টি অংশে বিভক্ত করেছেন। প্রথমাংশে মরক্কোর অবস্থান, বর্বর জাতি, অতীত ইতিহাস, সেখানকার ইসলাম বিজয়ের ইতিহাস, সূফী-সাধক, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপাথ্য প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

আর এ গ্রন্থটির দ্বিতীয়াংশে রয়েছে মরক্কোয় তার স্বীয় ভ্রমণ কাহিনীর প্রাঞ্জল উপস্থাপনা।[১৬৯] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মদীনার জেদ্দা থেকে ভ্রমণ শুরু করেছিলেন। জেদ্দা থেকে মে মাসের ৬ তারিখে Casablanca পৌঁছেছিলেন। অতঃপর ঐতিহাসিক শহর 'ফেস' ভ্রমণ করে তিনি মে মাসের ১৫ তারিখে মরক্কোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।[১৭০] মরক্কো ভ্রমণকে কেন্দ্র করে তিনি কোন কোন শহরে অবস্থান করেছিলেন এবং কোথায় কোথায় সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন, তার ধারাবাহিক ইতিহাস সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন। তাছাড়াও বর্তমান সময়ে মরক্কোর মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা ও মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। গ্রন্থটির শেষ পর্যায়ে 'নতুন যুগের নতুন চ্যালেঞ্জ', 'পশ্চিমাদের নতুন টেকনিক', 'ইসলামি তামাদ্দুনের বিপরীত নির্দেশনা', 'পশ্চিমা সংস্কৃতির অপূর্ণাঙ্গ সংস্করণ' ইত্যাদি শিরোনামে সুচিন্তিত মতামত ও দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে যা জ্ঞান পিপাসূদের জন্য জ্ঞানের খোরাক মিটাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।[১৭১]

তুহফা-এ ইনসানিয়াত (تحفۂ انسانیت)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত تحفی انسانیت শিরোনামে ২৩২ পৃষ্ঠা সংবলিত উর্দু ভাষার এ গ্রন্থটি ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি মূলতঃ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ভ্রমণ কাহিনী যা ভুপাল, ইজ্জিয়্যিন, আনজুর ও মালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে তিনি মানবতার মহান বাণী আন্তরিক ভাবে প্রচার করেছেন।

---

[১৬৯] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী দু হাফতে মাগরিব-এ আক্ছা মারাকেশ মেঁ, (লক্ষ্ণৌঃ 'মাকতাবা-এ ফেরদৌস', ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ৪৯।

[১৭০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী (২য় খণ্ড), পৃ. ২৩৬।

[১৭১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, দু হাফতে মাগরিব-এ আক্ছা মারাকেশ মেঁ, পৃ. ১১১-১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

দল-মত নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীকে মানবতার মূল্যবোধের প্রতি আমন্ত্রণ করা, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের পূনর্জাগরণ সৃষ্টি করা, মানুষকে তাদের ভুলে যাওয়া মনুষ্যত্ব ও চারিত্রিক শিক্ষার কথা স্মরণ করে দেওয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেছেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর প্রথম ভ্রমণেই ছাত্র-শিক্ষক, আইনবিদ, রাজনীতিবিদ, জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ও সমাজ তত্ত্ববিদদের কয়েকটি সম্মেলনে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেছিলেন।[১৭২] সেই মনুষ্যত্ববোধের প্রথম আমন্ত্রণের পর তিনি বহুবার দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সম্মেলনে ও জ্ঞানী-পণ্ডিতদের বিভিন্ন সমাবেশে মানবতার আহ্বান জানিয়েছেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ গ্রন্থের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন যে, ২৮, ২৯ এবং ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের এলাহাবাদ থেকে মানবতার বার্তার আন্দোলনের শুভ সূত্রপাত হয়েছে ।

অতঃপর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে ৩০ নভেম্বর থেকে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মানবতার বার্তা নিয়ে তিনি কয়েকটি সম্মেলন যথা উজ্জিয়িন, দোহার, মান্ডু এবং ভুপাল[১৭৩] এলাকাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মানবতার কল্যাণের দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন।[১৭৪] আর এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তিনি যে মানবতার আহ্বান সংশ্লিষ্ট ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন উহার সংকলনই হচ্ছে বক্ষমান আলোচ্য গ্রন্থটি। লেখক নিজেই তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ বক্তব্যের সংকলিত গ্রন্থটি শুধুমাত্র মানবতার বার্তার সম্মেলনের দর্পণই নয়; বরং এক উত্তম দার্শনিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এবং আকর্ষণীয় সফরনামাও বটে' যা জ্ঞান অন্বেষণকারী পাঠকবর্গকে জ্ঞানের খোরাক মিটাতে সাহায্য করবে।[১৭৫]

মাকাতীব-এ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.) (مكاتيب حضرت مولانا محمد الياس رح)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত (مكاتيب حضرت مولانا محمد الياس رح) শিরোনামের ১৪৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি 'কুতুব খানা আঞ্জুমানে তরাক্কী উর্দু', জামে' মসজিদ দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি মূলতঃ মাওলানা ইলিয়াছ (র.)-এর চিঠি পত্রের সমন্বয়ে প্রকাশিত একটি সংকলিত গ্রন্থ।

মাওলানা ইলিয়াছ ছিলেন খুবই উচু মানের আল্লাহ প্রেমিক এক বান্দা। তিনি মানুষের ইহকাল ও পরকালের সার্বিক মঙ্গলের জন্য সব সময় কাজ করে গেছেন। মুসলিম জাতির মধ্যে সামগ্রিক সংস্কারিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁর ভক্তদের নিকটে দিক-

---

[১৭২] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তুহফা-এ ইনসানিয়াত, [تحفہ انسانیت] (হাদীসে মালাহাহ), (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৯২ খৃ.), ২য়. সং. পৃ. ১।

[১৭৩] ভারতের কিছু এলাকার নাম হল-উজ্জিয়িন, দোহার, মান্ডু এবং ভুপাল।

[১৭৪] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তুহফা-এ ইনসানিয়াত, পৃ. ৮।

[১৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশনা দিয়ে বহু চিঠি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সেই জ্ঞান গর্ব মূল্যবান চিঠি-পত্রগুলো অক্লান্ত পরিশ্রম করে সংগ্রহ করে এ গ্রন্থে সংকলন করেছিলেন।[১৭৬]
এ গ্রন্থটিতে ৬৫টি চিঠি রয়েছে যার মধ্য থেকে ৩৪টি চিঠি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর নামে ৫টি মিঞাজী মোঃ ঈসা ফিরোজপুরী মেওয়াতীর নামে, ২০ চিঠি বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ ও বন্ধু-বান্ধবের নামে এবং সর্বশেষ ৬টি চিঠি মেওয়াতে কর্মরত তাবলীগ কর্মীদের নামে মাওলানা ইলিয়াছ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল।[১৭৭] উর্দু ভাষা বুঝতে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যারা মাওলানা ইলিয়াছ-এর দিক-নির্দেশনা, চিন্তা-ধারা ও মন-মানসিকতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তারা সংকলিত এ গ্রন্থ থেকে মূল্যবান জ্ঞান ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারবেন।

হেজায-এ মুকাদ্দাস আওর জাযীরাতুল আরব' (حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب শিরোনামের ১১১ পৃষ্ঠার এই উর্দু গ্রন্থটি ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে করাচীর নাযিমাবাদস্থ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়।[১৭৮] বিখ্যাত এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর লেখা কতগুলো মূল্যবার চিঠি-পত্রের সমষ্টি যা তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরব রাষ্ট্র প্রধান, আমীর ও সুলতানদের নিকট তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতেই তিনি পাঠিয়েছেন। তাছাড়াও এ গ্রন্থটিতে ঐ সব মূল্যবান প্রবন্ধও সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা গ্রন্থকার সৌদি আরবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করেছেন।

সারা মুসলিম বিশ্বের আশা-ভরসার স্থল সৌদি আরব যেখানে মুসলমানদের পবিত্রভূমি (কিবলা) অবস্থিত। ফলে সৌদি আরবের সমৃদ্ধি সারা মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি। এ রাষ্ট্রের পতন সারা মুসলিম বিশ্বের পতন। সে দৃষ্টিকোণ থেকে সৌদি আরবকে রক্ষার দায়িত্ববোধ থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সৌদি আরবের সরকার প্রধানের নিকট পত্র লিখেছিলেন এবং বিভিন্ন সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। তিনি এ সকল প্রবন্ধ ও চিঠি-পত্রের মাধ্যমে সৌদি সরকারকে এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনা যদি খিলাফত আমলের ন্যায় করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই সারা বিশ্ববাসী তাদের কিবলার অনুসরণ করবে। তাঁর এ সব চিঠি-পত্র ও প্রবন্ধেরই সমাহার এ গ্রন্থখানি। এ সব পত্রে মুসলিম জাহানের করুণ অবস্থার কথা তুলে ধরে অবস্থার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। বইটি একই খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।[১৭৯]

এ গ্রন্থটি নীতিমূলক সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত একটি দিকনির্দেশনামূলক গ্রন্থ।[১৮০] গ্রন্থটির প্রথমেই একটি ভূমিকা রয়েছে, তাছাড়াও রয়েছে সৌদি বাদশাহ সঊদ ইব্ন 'আবদুল 'আযীয এর নিকট পাঠানো পত্র (পত্রের মর্মার্থঃ সৌদি আরবকে একটি সাফল্য ও উদাহরণ দেয়ার মত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা

---

[১৭৬] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, মাকাতীব-এ হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (র.), (দিল্লীঃ 'কুতুব খানা আঞ্জুমানে তরাক্কী উর্দু' জামে' মসজিদ, তা. বি.), পৃ. ৩-১০।

[১৭৭] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ১০৪।

[১৭৮] করাচীর তানবীর প্রেস থেকেও উক্ত বইটি মুদ্রিত হয়েছিল।

[১৭৯] ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল উক্ত বইয়ের।

[১৮০] এটি একটি নীতিমূলক সাহিত্য। নীতিমূলক সাহিত্যে অন্তর্ভূক্ত না করে পত্র সাহিত্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যেহেতু চিঠির মাধ্যমে নীতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন, যা সমগ্র বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় হয়।), সৌদি আরবের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও যুবরাজ আমীর ফয়সাল ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয এর নামে পাঠানো পত্র[১৮১] (পত্রের বিষয় বস্তু-মক্কা শরীফের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং এর রক্ষার গুরুত্ব), ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে সৌদি আরবের শিক্ষামন্ত্রী শায়খ হাসান ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌র বরাবরে পাঠানো পত্র[১৮২] (পত্রের মর্মার্থ এই-শিক্ষাই দেশ ও জাতিকে নতুনভাবে গড়তে সাহায্য করে। সুতরাং এর প্রতি সব চাইতে বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিৎ।), ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া লেখকের[১৮৩] ভাষণের কিছু অংশ (ভাষণের মর্মার্থ এই-জাজিরাতুল আরব মুহাম্মদী দা'ওয়াত এবং জিহাদের ফল।), ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে আমীর ফয়সাল[১৮৪] ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয এর নামে পাঠানো পত্র (পত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে আরাম-আয়েশের জীবন-যাপন, রাষ্ট্রে অমঙ্গল হওয়ার এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা), রাবেতা আলম-এ ইসলামির সেক্রেটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মদ সুরুর[১৮৫] আস্‌-সব্বান এর নামে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিত পত্র[১৮৬] (পত্রের মর্ম ছিল এই-কার্যসূচী মসজিদ-এ হারাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়া চাই), ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল যুবরাজ এবং নায়েব-এ প্রধানমন্ত্রী ফাহদ ইব্‌ন 'আব্দুল 'আযীযের বরাবরে লিখা পত্র (পত্রের বিষয়বস্তু-ইসলামের শেষ ঠিকানা মক্কা শরীফ রক্ষায় অবহেলা), ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে 'আবদুল 'আযীয বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে পাঠকৃত লেখকের প্রবন্ধ (প্রবন্ধের বিষয়বস্তুঃ জাজিরাতুল আরবের শিক্ষা-দীক্ষা প্রোগ্রাম ও জাতিয় জীবনে এর প্রভাব।), ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে 'আবদুল 'আযীয বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে[১৮৭] লেখকের প্রবন্ধ (প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হল- সৌদি আরবের শিক্ষানীতি, এর ভাল দিক এবং মন্দ দিকের অপসারণ।), কুয়েতের আমীর শায়খ 'আবদুল্লাহ্‌ আল-সালেম আস-সাবাহ্‌ এর বরাবরে লিখিত পত্র (পত্রের বিষয়বস্তু-মঙ্গলময় রাষ্ট্র ও ধর্ম রক্ষায় আরব উপ-দ্বীপের রাষ্ট্র প্রধানদের কর্তব্য) এবং সবশেষে আল বা'সুল ইসলামি পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মদ আল হাসানীর লেখা প্রবন্ধ স্থান পায়। শেষ কভার পৃষ্ঠায় নবী-এ রহমত প্রথম খণ্ডের ছাপানো বইয়ের বিজ্ঞাপন রয়েছে।[১৮৮] উর্দু ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থটির ভাষা খুব সহজ নয়।

[১৮১] আবুল হাসান আলী আল্‌ নদভী রহ. ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম হজ্জ করেছিলেন এবং দীর্ঘ ৬ মাস মক্কায় অবস্থান করেছিলেন, মুসলিম বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারী উক্ত মর্মের উপর একটি পত্র লিখে সৌদি বাদশাহ এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

[১৮২] এটি মূলতঃ 'নাহবুত 'আরবীয়াতুল ইসলামিয়া আল-হুররিয়া' শীর্ষক বইয়ের একটি প্রবন্ধ ছিল। এ বইটি শিক্ষা কারিকুলাম প্রবন্ধের সমষ্টি। বৈরুত এবং মিসর থেকে এ বইয়ের কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

[১৮৩] আবুল হাসান আলী আল্‌ নদভী রহ. সৌদি শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বানে সেখানে গিয়েছিলেন। দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

[১৮৪] ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন আমীর ফয়সল ।

[১৮৫] রাবেতার প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন সুরুর আস্‌-সাব্বান।

[১৮৬] আবুল হাসান আলী আল্‌ নদভী রহ. রাবেতার সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পেরে রাবেতার সেক্রেটারীর নিকট উক্ত পত্রটি পাঠিয়েছিলেন।

[১৮৭] অনুষ্ঠানটি ছিল মূলতঃ ইসলামি শিক্ষা সম্মেলন।

[১৮৮] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, হেজায-এ মুকাদ্দাস আওর জাযীরাতুল 'আরব' (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, ১৯৭৯ খৃ.), পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

স্টোরিজ ফোর্ম ইসলামিক হিস্ট্রি (Stories From Islamic History)

'Islamic Academy', Leicester UK থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী রচিত Stories From Islamic History শিরোনামে ৭৭ পৃষ্ঠার এ ইংরেজী বইটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরে মুসলিম ছেলে-মেয়েদেরকে ইসলামের অনুকরণীয় আচার-আচরণ ও আদর্শ পরিচয় করিয়ে দেন। এছাড়াও এ গ্রন্থটিতে খলিফা ও সাহাবাদের কিছু ঘটনা, সিরিয়ার কিছু উপকথা এবং শহীদ ও অন্যান্য ধার্মিক মুসলমানদের বিভিন্ন চমকপ্রদ সত্য ঘটনা স্থান পেয়েছে।[১৮৯]

আত্মজীবনী বিষয়ক রচনাবলী

কারওয়ান-এ যিন্দিগী (প্রথম খণ্ড) (کاروان زندگی)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দীর্ঘ দিন যাবত দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে তাবলীগ কাজ ও গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আকস্মিকভাবে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করার পর অবসর যাপন করতে থাকেন। আর তখন তিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আত্মজীবনী লেখার কাজ আরম্ভ করেন এবং মার্চ, ১৯৮৩ সালে তিনি প্রথম খণ্ডের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত করেন।[১৯০] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৫১৮ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি আত্মজীবনীমূলক সিরিজ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড যেখানে প্রকাশের কোন তারিখ উল্লেখ নেই। লেখক এ গ্রন্থটিতে তাঁর বংশ পরিচয় ও তাঁর বংশের আর্থিক অবস্থা, বংশীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিদের পরিচয়, তাঁর শিক্ষাজীবন ও বাল্য জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর ভ্রমণ কাহিনী, জীবনের প্রথম বক্তব্য প্রদান, প্রথম গ্রন্থ রচনা ও প্রথম প্রবন্ধ পাঠের প্রেক্ষাপট, হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক তাঁর পথ ও পন্থা অনুসারে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে দীনের প্রচার-প্রসারে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর ভ্রমণ কাহিনী আলোচনা করেছেন। এছাড়াও গ্রন্থকার তাঁর জন্ম ১৯১৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সময়ে ঘটে যাওয়া জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ এ গ্রন্থে নিখুঁদভাবে সাহিত্যিক মানদণ্ডে উন্নীত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থটির প্রথমেই একটি সূচীপত্র ও লেখকের একটি ভূমিকা

---

[১৮৯] httpt//kitaabun.com/shopping3/product

[১৯০] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৯-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। গ্রন্থটির সূচীতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তাঁর বৈচিত্রময়, কর্মময় সফল জীবনকে ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে নিখুঁদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৯১] পাঠক এ গ্রন্থটি পাঠ করে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক তথ্য অবগত হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

কারওয়ান-এ যিন্দিগী (২য় খণ্ড) (کاروان زندگی)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৪২০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক সিরিজ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড যেখানে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই। এ গ্রন্থটিতে ১৯৬৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, তাঁর কর্মকাণ্ড, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, দেশ ভ্রমণ ও দেশ-বিদেশ ভ্রমণকালে সংঘটিত বিভিন্ন শিক্ষনীয় ঘটনাবলীর বর্ণনা নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। এছাড়াও মুসলিম জাতির বিভিন্ন সংকট-সমস্যা ও সম্ভাবনা, তাঁর রচিত বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে আলোচনা, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এবং কুর'আন-সুন্নাহ ও ঐতিহাসিক আলোচনা ও পর্যালোচনার আলোকে সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ খণ্ডটি ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে।[১৯২] এ গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। পাঠকগণ এ গ্রন্থ থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অনেক অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

কারওয়ান-এ যিন্দিগী (তৃতীয় খণ্ড) (کاروان زندگی)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৩৬০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই। এ গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক সিরিজ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড। এ গ্রন্থটিতে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর জীবনের সার্বিক অবস্থা ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রাঞ্জল ভাষায় আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় তুলে ধরেছেন।[১৯৩] তিনি তাঁর বিশ্বব্যাপি সংস্কার কার্য ও সংস্কার কার্য পরিচালনায় উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান, সংস্কার কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে বিশ্বের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও তাঁর বিস্তর অভিজ্ঞতা, সংস্কারের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া, মুসলিম বিশ্বের নানাবিধ ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী ও অনাগত ঐতিহাসিকদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্যবলীর উপস্থাপনায় এ গ্রন্থটিকে সাজানো হয়েছে।, এ ছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর নতুন নতুন দেশ ভ্রমণের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সেমিনার-সিম্পোজিয়াম বিষয়ক বর্ণনা ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ব পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত' আন্দোলন ও আন্দোলন অব্যাহত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা ও পরামর্শ প্রদান এবং, ভারতের উদ্বেগজনক পরিবেশ-পরিস্থিতির বর্ণনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থটিতে। সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থটি থেকে পাঠকগণ সহজেই জ্ঞান আহোরণ করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস ।

---

[১৯১] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, (করাচীঃ 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম', তা. বি.), ১ম. খ., পৃ. ১-৬।

[১৯২] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য় খ., পৃ. ৩-৮।

[১৯৩] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৩য় খ., পৃ. ৩-১০।

কারওয়ান-এ যিন্দিগী (চতুর্থ খণ্ড) (کاروان زندگی)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত ৪৪০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি তাঁর চতুর্থ খণ্ড যেখানে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই।

এ গ্রন্থটিতে ১৯৮৮ সাল থেকে শুরুকরে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর জীবনের সার্বিক অবস্থা, উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম, দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবরণ উঁচুমানের সাহিত্যিক মানদণ্ডে উন্নিত ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থকার এ গ্রন্থটিতে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের ইনতিকাল, লেখকের হেজায ও 'আরব আমিরাত ভ্রমণ, কাব্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার সম্পর্কে আলোচনা, কতিপয় প্রখ্যাত মনীষীর ইনতিকালের সংবাদ ও শোকসভা সম্পর্কে আলোচনা, হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সাধারণ সম্মেলনের বিষয়, সর্বভারতীয় দীনী তা'লীমী সম্মেলন বিষয়, কানপুরে অনুষ্ঠিত 'All India Muslim Personal Law Board'-এর নবম সম্মেলনের কথা, তুরস্ক ও ইউরোপ ভ্রমণ ও সেখানে লেখকের উপস্থাপিত বক্তব্যসমূহ প্রসঙ্গ নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে ইসলামি সাহিত্যের অবদান বিষয়ে আলোচনা, দেশের অস্থিতিশীল পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবরণ ও সেই নাজুক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লেখকের জ্ঞানগর্ব দিক-নির্দেশনার বিষয় আলোচনায় উঠে এসেছে এ গ্রন্থে। ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, ভাগলপুরের বিপর্যয় ও এর করুন পরিণতি, প্রশাসনিক সংস্কারের দাবী ও অপরিহার্যতা, সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণের দাবী ও এর প্রয়োজনীয়তা, ভবিষ্যতে সফলতা লাভের উপায় ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

তাছাড়াও লেখকের পুনরায় হিজায ভ্রমণ, মাওলানা 'আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর উপর আয়োজিত সেমিনারে লেখকের অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান প্রসঙ্গ, মাওলানা আযাদ মেমোরিয়াল একাডেমিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান, এছাড়াও লেখকের কতিপয় এলাকায় 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলনে যোগদান, লেখকের মাদ্রাজ ভ্রমণ, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মাশীরুল হকের শাহাদাত ও দুঃকজনক ঘটনার বিবরণ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং এর সাথে 'All India Muslim Personal Law Board'-এর প্রতিনিধি দলের সাক্ষাত ও মুসলিম বিদ্বেষী আইন প্রনয়ণ না করার আহ্বান, আবার 'পায়াম-এ ইসানিয়াত'-এর সম্মেলনে লেখকের অংশগ্রহণ, বোম্বে-বাঙ্গাঁলোরে ভ্রমণ ও বাঙ্গাঁলোরে 'মাজমাউল ফিক্হী ইসলামি'-এর তৃতীয় সাধারণ সভায় যোগদান প্রসঙ্গ, FORUM FOR COMMUNAL UNDERSTANDING AND SYNTHESIS (FOCUS) সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে লেখকের অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে।

বাবরী মসজিদ বিষয়ে লেখকের চিন্তা ও বিবরণ, পাকিস্তানের বিপর্যয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাবিপ্লব, মিনার সঙ্গীন ঘটনা, ইরানের দূরাবস্থা, গ্রন্থকারের কিছু নতুন রচনার প্রসঙ্গ ও সে সম্পর্কে তাঁর কৃতজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ, আরব বিশ্বের মর্মবিদারক ঘটনার বিষয়ে সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আলোচনা, লেখকের এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা-ভ্রমণ ও হিজায ভ্রমণ প্রসঙ্গ, কিছু পাকিস্তানী বন্ধুদের সাথে লেখকের সাক্ষাত ও সাক্ষাতকার, বিভিন্ন বিষয়ে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর সম্মেলন, ও রাবিতার সম্মেলনে অংশ গ্রহণ, করমানিকপুরে লেখকের ভ্রমণ ও সীরাত সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য, সাহারানপুর ও রামপুরে লেখকের ভ্রমণ প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক প্রাণবন্ত আলোচনা ও সহজ, সরল, বিবরণ স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে।[১৯৪]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আত্মজীবনীমূলক সিরিজ গ্রন্থের পূর্বের তিনটি খণ্ডে ঘটনা ও সারাংশ পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এ ৪র্থ খণ্ডটিতে কোন অধ্যায় নেই। এ গ্রন্থটিতে কেবল ক্রমিক সংখ্যার শিরোনামে বিন্যস্ত করে লেখকের ভূমিকাসহ ১০৩ টি শিরোনামে ও পরিশেষে একটি নির্ঘন্টের মাধ্যমে এ খণ্ডটি সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে। এ ৪র্থ খণ্ড সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "এটি কোন দর্শন ও সাহিত্যের বই নয়, বরং বিংশ শতাব্দীর ভারতের মুসলমানদের অবস্থা, উৎসাহ-অনুভূতি, ঘটনাসমূহ ও ঘটনার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং তাদের সুখ-দুঃখের পরিচয় সম্বলিত বই। তাই এটা অনাগত মুসলিম ঐতিহাসিকদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করতে সক্ষম হবে।"[১৯৫]

কারওয়ান-এ যিন্দিগী (৫ম খণ্ড) (کاروان زندگی)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৩৫৮ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই। এ গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক সিরিজ গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড। এ গ্রন্থটিতে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে লেখকের নিজের জীবনের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কাজ ও ঘটনা, ভ্রমণ ও সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির বিস্তর বিবরণ রয়েছে।

এ গ্রন্থটির প্রথমেই একটি আকর্ষণীয় ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়াও গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ গ্রন্থটিতে তৎকালীন ভারতের সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃংখলা, সাদ্দাম হুসায়নের কুয়েত দখল ও উপসাগরীয় যুদ্ধ, সৌদি বাদশাহ ফাহদ ইব্ন 'আবদুল 'আযীযের বরাবরে লেখকের পত্র প্রেরণ ও বাদশাহ কর্তৃক পত্রের উত্তর প্রদান, ভারতের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ড, উপসাগরীয় যুদ্ধের পর মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা দূর করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নরসিমা রাওয়ের ক্ষমতা গ্রহণ, তুর্কিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ফাউন্ডেশনে লেখকের বক্তব্য উপস্থাপনের বিষয়, ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতানীতির আলোচনা, চার খুলাফা-এ রাশিদার পর্যায়ক্রমিক দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর আলোচনা, ভারতের ভূপালে রাবেতা আদব-এ ইসলামির সম্মেলন ও লেখকের বক্তব্য প্রদানের বিষয়, বানারসে সীরাত কনফারেন্স ও লেখকের বক্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে প্রাণবন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থটিতে।

তাছাড়াও 'All India Muslim Personal Law Board'-এর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন প্রসঙ্গে আলোচনা, লেখকের কর্ণাটক ভ্রমণ ও মুরাদাবাদের দীনী তা'লীমী কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ, পায়াম-এ

---

[১৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৮।

[১৯৫] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ., পৃ. ৩-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইনসানিয়াতের উপর দু'টি সম্মেলনের প্রসঙ্গ, কয়েকজন প্রখ্যাত মনীষীর ইনতিকালের বিষয়, মসজিদ-এ আক্সার ইমামের লক্ষ্ণৌতে আগমন, লেখকের নেপাল ভ্রমণ, ইত্তিহাদ-এ মিল্লাত এর কনফারেন্সে লেখকের অংশগ্রহণ, লেখকের ইউরোপ ভ্রমণ ও সেখানকার কতিপয় জ্ঞানগর্ব বক্তব্য ও দিক-নির্দেশনা, রায়বেরেলীতে ইসলামি চিন্তা ও দা'ওয়াত বিষয়ে কনফারেন্স, রাম জম্মভূমির সমস্যা ও সমাধান প্রসঙ্গ, লেখকের প্রতি নরসিমা রাওয়ের চিঠি ও চিঠির জওয়াব প্রদান প্রসঙ্গ, নরসিমা রাওয়ের সাথে লেখকের একাধিকবার সাক্ষাতকারের বিষয়, বাবরী মসজিদ নিয়ে সংঘটিত সমস্যা সমাধানের উপায় বিষয়ে বিবরণ, বোম্বে ও মহারাষ্ট্রে সৃষ্ট বিশৃংখলার কারণ ও প্রতিকার, ভারতের উদীয়মান বিপর্যয় ও সৃষ্ট বিশৃংখলা প্রতিরোধে লেখকের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য ও দিল্লী ভ্রমণ এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে লেখকের কয়েকবার সাক্ষাত বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর 'All India Muslim Personal Law Board'-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ, Foundamentalist সম্পর্কে লেখকের যুক্তিযুক্ত প্রাণবন্ত আলোচনা, ভারতের বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য কতিপয় দিক-নির্দেশনা ও মুসলিম জাতির আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ, লেখকের পাটনা ভ্রমণ ও 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর কতিপয় সমাবেশে বক্তব্য প্রদানের বিষয়, 'শাবাব-এ ইসলাম' সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান ও ইসলামে শহীদদের মর্যাদার উপরে আলোচনা ও বক্তব্য প্রদান, লেখকের ইস্তাম্বুল-লন্ডন-নিউইয়র্ক ও হেজায ভ্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক বিবরণ রয়েছে।[১৯৬] এছাড়াও গ্রন্থকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রতিটি পাঠক, লেখক, গবেষক, রচয়িতা, ঐতিহাসিক, দেশপ্রেমিক ও সংস্কারকদেরকে এ ৫ম খণ্ড থেকে জ্ঞান ও চিন্তার খোরাক আহরণ করে কর্ম জীবনে উপকার লাভের আহ্বান জানিয়েছেন।[১৯৭]

কারওয়ান-এ যিন্দিগী (৬ষ্ঠ খণ্ড) (کاروان زندگی)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উর্দু ভাষায় রচিত ৩৮০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম' করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক সিরিজ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ড যেখানে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই। এ গ্রন্থটিতে ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর জীবনের সার্বিক অবস্থা, বিভিন্ন কার্যাবলী এবং সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ চমৎকার ভাবে উল্লেখ করেছেন।

এ গ্রন্থটিতে রয়েছে কতিপয় প্রখ্যাত দীনী ব্যক্তিত্বের ইনতিকালের ঘটনা, নাজীরাবাদের সম্মেলনে 'জাতিগত দৃঢ়তা ও সম্মিলিত মীমাংসা' বিষয়ে লেখকের বক্তব্য ও দিকনির্দেশনা, দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার নতুন পরিচালক, মাওলানা হাকীম 'আবদুল হাই রচিত 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থের নতুন সংস্করণের সংবাদ, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, ভারতের গাজীপুর ভ্রমণ ও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, বানারসে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর পক্ষ থেকে 'হাদীস-নুবুবীর সাহিত্যিক মান ও বৈশিষ্ট্য' বিষয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার বিষয়ে আলোচনা, লক্ষ্ণৌর

---

[১৯৬] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৫ম. খ.,পৃ. ৩-৬।
[১৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

'ইসলাহ-এ মু'আশারাহ'-এর কনফারেন্সে লেখকের 'সকল মুসলমান এবং পরিপূর্ণ ইসলাম' বিষয়ে আলোচনা সভার বিবরণ, 'রাবিতাতুল আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর মক্কায় আয়োজিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ, লক্ষ্ণৌর সিকারতা ভবনে অনুষ্ঠিত 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সেমিনারে লেখকের অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান, মীরাঠে সমাজ-সংস্কার বিষয়ে কনফারেন্সে লেখকের অংশগ্রহণ, ভারতে প্লেগ রোগের আবির্ভাব ও এর বিস্তাররোধ করণীয় ও দিকনির্দেশনা, দক্ষিণ ভারতে লেখকের দু'টি ভ্রমণের বিবরণ, দারুল 'উলূম লক্ষ্ণৌতে পুলিশী এ্যাকশন ও এর ক্ষতিকর প্রভাব, সুদানের ইসলামি কনফারেন্সে লেখকের প্রতিনিধি প্রেরণের কথা, 'ভ্রমণ সাহিত্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' বিষয়ে আওরঙ্গবাদে অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর ১১তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লেখকের অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান, 'Institute of Integral Technology'-এর নতুন কম্পিউটার সেন্টার উদ্বোধন উপলক্ষে লেখকের বক্তব্য ও দিকনির্দেশনা প্রদান, বস্তি এলাকায় 'ইসলাহ-এ মুআ'শারাহ'-এর কনফারেন্সে অংশগ্রহণ, কাতার ভ্রমণ ও বিভিন্ন বিষয়ে লেখকের বক্তব্য প্রদান, মিসরের 'Muslim Universities Federation'-এর সম্মেলনে লেখকের প্রতিনিধিত্ব, বক্তব্য ও দিকনির্দেশনা প্রদান বিষয়ে অলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থটিতে।

এছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর নাগপুর ও বোম্বে ভ্রমণের বর্ণনা, ভারতের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি, দিল্লী ভ্রমণ ও 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান, লেখকের ইউরোপ ভ্রমণ ও লন্ডনে ইসলামিক সেন্টারের পরিচালনা পর্ষদের আলোচনা সভায় যোগদান ও বক্তব্য প্রদান, মাদরাসা ও 'আলিম-উলামাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সেমিনারে অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান, ফিরোজাবাদের রেল দূর্ঘটনার উল্লেখ, প্রখ্যাত আরো কতিপয় মনীষীর ইনতিকালের সংবাদ, ভারতের বর্তমান উদ্বেগজনক পরিবেশ ও পরিস্থিতি, উত্তর প্রদেশের প্রশাসনের উঁচু স্তরের বিশৃংখলার বিবরণ, ভারতীয় মুসলমানদের পরিস্থিতির উপর ঐতিহাসিক আলোচনা ও পর্যালোচনার বিষয়, আহমদাবাদের 'All India Muslim Personal Law Board'-এর বৃহত্তম সম্মেলনে লেখকের অংশগ্রহণ, 'All India Muslim Personal Law Board'-এর কার্যকরী পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান, গাজীপুরে মাদরাসা সংরক্ষণে আয়োজিত কনফারেন্সে লেখকের অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান, রমযান মাসে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ, লেখক কর্তৃক নাদওয়াতুল 'উলামার নতুন ছাত্রাবাস 'আবদুল হাই'-এর শুভ উদ্বোধনের বিবরণ, লেখকের সাথে সাক্ষাত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড় এর লক্ষ্ণৌতে আগমন ও দক্ষিণ ভারতে লেখকের ভ্রমণ, ৭ জুন ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর সম্মেলনে লেখকের অংশগ্রহণ, মুসলিম জাতির নাজুক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বর্তমান সংকট, লেখকের সংস্কারের উদ্দেশ্যে ইস্তাম্বুল-লন্ডন-হিজায ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিক বিবরণ স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থটিতে।[১৯৮] এ গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। পাঠক ও গবেষকগণ এ গ্রন্থ থেকে অজানা অনেক তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে বলে আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি।

[১৯৮] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৩-৭।

Dhaka University Institutional Repository

কারওয়ান-এ যিন্দিগী (সপ্তম খণ্ড) (کاروان زندگی)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর রচিত ৩১০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি 'মাকতাবা-এ ইসলাম' লক্ষ্ণৌ থেকে (২য় সংস্কারণ) ২০০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক সিরিজ গ্রন্থের সপ্তম খণ্ড। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ ৭টি খণ্ডের মাধ্যমে তাঁর আত্মজীবনীমূলক সিরিজের গ্রন্থের সফল পরিসমাপ্তি টেনেছেন। তাঁর এ আত্মজীবনীমূলক খণ্ডগুলোতে জীবনের প্রতিটি খঁটিনাটি দিক অত্যন্ত নিখুঁত ও পরিপাটি করে সাহিত্যিক ভাব ও ভাষায় আকর্ষণীয় বর্ণনা ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

এ সপ্তম গ্রন্থটিতে ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে লেখকের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন এবং সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবরণ, নিজের জীবনের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কাজ, ঘটনা ও ভ্রমণের বিবরণ রয়েছে। 'কারওয়া-এ যিন্দিগী'-এর আরবী সংস্করণ 'ফী মাসীরাতিল হায়াতি' শিরোনামে (৩ খণ্ডে) প্রকাশিত হয়েছে। আরবী ভাষায় লিখিত প্রথম কন্ডে 'আল্লামা তানতাবীর লেখা একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। উর্দু ভাষায় লিখিত সপ্তম খণ্ডটির প্রথমেই একটি সূচীপত্র ও লেখকের লেখা একটি ভূমিকা রয়েছে।

তাছাড়াও শুধুমাত্র নিজের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা, পর্যবেক্ষণ ও ভ্রমণসমূহের বিবরণই স্থান পায়নি এ গ্রন্থে, বরং দেশ ও যুগের বহু বাস্তবিক অবস্থা, ঘটনা, আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তেন বিস্তর বিবরণ রয়েছে এ গ্রন্থটিতে। পাঠকের আবেগ ও অনুভূতিকে সংরক্ষণ ও সুদৃঢ় করার মানসে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে মূল্যবান অনেক সংবাদ, তথ্য ও দিকনির্দেশনা যা পাঠক ও জ্ঞান অন্বেষণকারীদের প্রভূত উপকারে আসবে।[১৯৯] আর পরিশেষে রয়েছে একটি নির্ঘন্ট। আর বইটির সূচীতে ক্রমিক সংখ্যায় ৭৪টি শিরোনাম রয়েছে। শিরোনামগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভারতের সংস্কারমূলক আন্দোলন, মাযহাব বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দিক-নির্দেশনা, লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মাওলানা হাকীম 'আবদুল হাই হাসানী (র.)-এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার বিষয়ে আলোচনা, সাহিত্যে সঠিক প্রাণ সঞ্চার ও একে ধ্বংসের উপায় হিসেবে ব্যবহার না করতে লেখকের আহ্বান, 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'র সম্মেলন, লাহোরে 'রাবেতা আদব-ইসলামি'-এর আন্তর্জাতিক সেমিনার বিষয়ক আলোচনা, মীনার দুর্ঘটনার বিবরণ ও দিকনির্দেশনা, দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় কাদিয়ানী ও তাদের বিশৃংখলা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দিকনির্দেশনা প্রদান, লেখকের জুদপুর ও দিল্লী ভ্রমণ এবং মুসলিম বিশ্বে হীনমন্যতা ব্যাধির প্রভাব ও পরিণতি এবং প্রতিরোধে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দিকনির্দেশনা প্রদান। হেরেম শরীফ ভ্রমণ ও 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর সম্মেলনে লেখকের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান, তাছাড়াও জাতীয় নির্বাচন ও বিজেপির শাসন ব্যবস্থার বিষয়, দিল্লী ও আলীগড় ভ্রমণ ও মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড এবং দীনী সমারেশে লেখকের অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান, পুনাতে 'রাবেতা আদব-এ ইসলামি'-এর সম্মেলনে যোগদান ও বক্তব্য প্রদান, দাক্ষিণাত্য মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউটের এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সুলতানপুর জেলায় অনুষ্ঠিত 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলনে যোগদানের বিষয়, দক্ষিণ ভারত ও ভটকলের লেখকের সফল ভ্রমণ বিবরণ, বর্তমান ভারতের পরিবেশ-পরিস্থিতি, আম্মান ও হেরেম শরীফ ভ্রমণ এবং সেখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লেখকের যোগদান প্রসঙ্গ, সিরিয়া, মদীনা ও মাদ্রাজ ভ্রমণের আকর্ষণীয়

[১৯৯] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৭ম খ., পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ, ভারতের সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বন্দে মাতাম ও স্বরস্বতী বন্দনা পড়ার সরকারী নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা এবং পরবর্তীতে এ নির্দেশ রহিতকরণ বিষয়ে লেখকের বিভিন্ন ধরনের কর্ম তৎপরতার বিষয়, গুয়ায় অনুষ্ঠিত 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলনে বিষয়, কানপুরে খতমে নুবুওয়ত বিষয়ে কনফারেন্সে লেখকের যোগদান ও বক্তব্য প্রদান, দুবাই এ্যাওয়ার্ড এর সংবাদ ও বাধ্য হয়ে অসুস্থতা সত্ত্বেও লেখকের দুবাই ভ্রমণ ও পুরস্কার গ্রহণের বিষয়, ইসলামি সাহিত্যের সেমিনারে লেখকের যোগদান ও বক্তব্য প্রদান দারুল 'উলূম সাবিলুর রাশাদ এর সম্মেলনে লেখকের অংশগ্রহণ এবং ছাত্রদের মাঝে সনদ বিতরণ, লেখকের বাঙ্গাঁলোর, মাঙ্গুর ও ভটকল ভ্রমণের কাহিনী, 'পায়ম-এ ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলনে লেখকের যোগদান ও বক্তব্য প্রদান, কতিপয় বিখ্যাত মনীষীর ইনতিকাল বিষয়ে আলোচনা, লেখকের অসুস্থতা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর লক্ষ্ণৌতে আগমন ও লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তাবলীগ জামাতের সমাবেশে লেখকের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য এবং ব্রুনাই সুলতান এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রাণবন্ত বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে এ গন্থে।[২০০] আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উপস্থাপনা, সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল বর্ণনা ধারার আকর্ষণ এত বেশি যে, যে কোন ধরণের পাঠক তাঁর আত্মজীবনীর একটি খণ্ড পাঠ করলে বাকী খণ্ডগুলো পড়তে আগ্রহী না হয়ে পারবে না বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

[২০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়ঃ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়ঃ

আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা।

১ম পরিচ্ছেদঃ সাংবাদিকতা চর্চায় আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর দূরদর্শিতা, নিখুঁত রূপরেখা প্রণয়ন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তা চেতনা ও গৃহীত বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃঢ় পদক্ষেপসহ তার মূল্যবান অবদানসমূহ ব্যাখ্যা করা।

- ভূমিকা
- সংবাদ, সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা চর্চা
  - সংবাদ
  - সাংবাদিক
  - সাংবাদিকতা চর্চা
- সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্র বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমধারা
- ইসলামি ধারার সাংবাদিকতার সূচনা ও ক্রমবিকাশ
- সাহিত্য ও সাংবাদিকতা এক বৃন্তে গাথা
- আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা আরম্ভ
- বিনাবেতনে আরবী পত্রিকায় কাজ করা
- কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভী
- বিশ্বব্যাপী আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর অসংখ্য সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও অসংখ্য সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতাসহ বক্তব্য প্রদান, প্রবন্ধ পাঠ ও তা পত্রিকায় প্রকাশ
  - সৌদি সরকারকে পত্র প্রেরণ
  - 'তা'মীর-এ হায়াত' নামক পত্রিকায় আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চালু
  - লক্ষ্ণৌতে সাধারণ সভার আয়োজন (১৯৪৮)
  - তাবলীগ জামা'আতের সমাবেশে যোগদান
  - 'নেদা-এ মিল্লাত' পত্রিকায় আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর একটি সাক্ষাতকার
  - আরব বিশ্বের নেতৃত্বকে উজ্জীবিত করতে আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর 'আর-রিসালা' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ
  - তুর্কী পত্রিকায় আবুল হাসান আলী আন্‌-নদভীর প্রবন্ধ প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

- লন্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ
- ভারতের পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ
- সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রবন্ধ পাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশ
- 'মুসলমানান-এ হিন্দ সে সাফ সাফ বাতেঁ' শিরোনামে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ

➡ আরব জাতীয়তাবাদের প্লাবন ও দীনী মূল্যবোধের দাবী প্রেক্ষিত আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা

- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে পশ্চিমাদের আশংকা
- পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের কৌশলপূর্ণ ধৃষ্টতা
- আরব জাতীয়তাবাদের মুখোশ উম্মোচনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা
- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চার প্রত্যক্ষ ফল মিসরের রাজতন্ত্রের অবসান
- সাংবাদিকতা চর্চার প্রাণ পুরুষ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরব জাতীয়তাবদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ
- সাংবাদিকতা চর্চার সাহসী পুরুষ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাহসী প্রচেষ্টা
- সত্য ও সাহসী সাংবাদিকতা চর্চাকারী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

➡ সমাজতন্ত্র, আরব জাতীয়তাবাদ ও মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরোধিতা প্রেক্ষিত আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা

- মুসলিম জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক পরাধীনতা ও তা দূরীকরণে সাংবাদিকতা চর্চার প্রয়োজনীয়তা

➡ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অগ্রগতিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা।

➡ উপসংহার

➡ গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদঃ সাংবাদিকতা চর্চায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দূরদর্শিতা, নিখুঁত রূপরেখা প্রণয়ন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তা চেতনা ও গৃহীত বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃঢ় পদক্ষেপসহ তার মূল্যবান অবদানসমূহ ব্যাখ্যা করা।

ভূমিকা

সংবাদপত্রকে একটি রাষ্ট্রের ফোর্থ স্টেট বলা হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে সংবাদপত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যমও বটে। আধুনিক জীবনের জন্য দু'টি বিশেষ কারণে সাংবাদিকতা[১] চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রথমতঃ সাংবাদিকতার বিষয় বৈচিত্র্য এতই ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে, তা আধুনিক জীবনের অন্তহীন চিন্তার খোরাক যোগাতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। যার মাধ্যমে পাঠক মহল শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐকান্তিক সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে এবং তারা সহজেই তাদের আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারে। একটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাঠক কেবলমাত্র স্বদেশী নয়, বরং বহির্বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা এমনকি খেলাধুলা, বিনোদন ও চিত্র জগতের খবর একই সঙ্গে উপভোগ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সংবাদপত্রের পাঠকপ্রিয়তা ও পাঠকসংখ্যা স্বল্পমূল্য ও সহজলভ্যতার কারণে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আধুনিক জীবনে সাংবাদিকতা একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে মূল্যায়িত হচ্ছে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা এখন সর্বজন বিধিত সবার কাছে সাদরে গৃহীত একটি জ্ঞান চর্চার সহজ ও আনন্দদায়ক মাধ্যম। বলা যেতে পারে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য এক বৃন্তে গাঁথা দুটি ফুল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে মুসলিম জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক পরাধীনতা ও তা দূরীকরণে সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অগ্রগতিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। তাই সাংবাদিকতা চর্চার উৎকর্ষ সাধনে তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে যে বিশেষ অবদান রেখেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

সংবাদ, সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা চর্চা

আদর্শ মানবতাবাদী সুশীল সমাজ বিনির্মান ও স্থিতিশিল সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার লক্ষে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। কেননা, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কাঠামোয় গণতন্ত্র ও সংবাদমাধ্যম পরস্পর হাত ধরাধরি করে বিকশিত হয়। সে কারণে একটি স্বাধীন 'সংবাদক্ষেত্র' তথা আজকের সাংবাদিকতায় দেশপ্রেম,

---

[১] সাংবাদিকতা (Journalism) একটি বিশেষ জ্ঞান ও পেশার নাম, যার মাধ্যমে দৈনিক পত্রিকায় লেখার মূলনীতি অবগত হওয়াসহ এসব লেখার মুদ্রণ, সম্পাদনা ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। মাজদী ওয়াহবা, মু'জামু মুসত্বালাহাতি আল আদাব (বৈরুতঃ মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৭৪ খৃ.) পৃ. ২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অঙ্গীকার, উন্নতি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, সততা, স্বচ্ছতা, মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শবাদী সাংবাদিকতা চর্চার সার্বজনীন নীতিমালা এবং সর্বোপরি পেশাদারী মনোভাব একান্তই অপরিহার্য। কারণ সাংবাদিকতাকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের (Fourth estate) কার্যক্রম হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় সর্ব মহলে এবং সাংবাদিকতা চর্চা করার গুরুত্ব অপরিসীম। গুরুত্বের বিচারে রাষ্ট্রের আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগের পরেই সংবাদক্ষেত্রের (Press) স্থান হলেও প্রথমোক্ত তিনটি স্তম্ভ এই চতুর্থ স্তম্ভ সাংবাদিকতা চর্চা ছাড়া বর্তমান যুগে বহুলাংশে অকার্যকর,অপূর্ণাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ বটে। [২]

সংবাদ, সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা চর্চা একে অপরের সাথে নিবিড় ভাবে জড়িত। সংবাদ, সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা চর্চা এ তিনটির একটিকে বাদ দিয়ে অপর দু'টির কল্পনাও করা যায় না। সংবাদ, সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা চর্চা পরস্পর সম্পৃক্ত জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ, দায়িত্বপূর্ণ পদ ও একটি মহৎ পেশাও বটে। মানুষের তথ্য জানার অধিকার এবং গণমাধ্যমের তথ্য জানানোর অধিকার, দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার প্রশ্নে সামাজিক অঙ্গীকার নিয়ে সংবাদ, সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা চর্চা করার বিষয়গুলো সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রতিনিয়ত অতন্ত্র প্রহরী বা পর্যবেক্ষকের ('Watchdog') ভূমিকায় প্রতিভাত হয় প্রতিনিয়ত।[৩]

সংবাদ

'সংবাদ' এটি বাংলা শব্দ। 'সংবাদ' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'NEWS' একটি বচনহীন বা বচনোত্তীর্ণ প্রত্যয়। বাংলা ভাষায় এ শব্দটি বিশেষণ করলে দাঁড়ায় সম্+বাদ= সংবাদ। 'সম' অর্থ সমসাময়িক বা সাম্প্রতিক; আর 'বাদ' এর অর্থ হলো উক্তি, বার্তা, কথন, ভাষণ, ইত্যাদি; অর্থাৎ, 'সংবাদ' বলতে সাম্প্রতিক বা সমসাময়িক বার্তা বা তথ্য পরিবেশনাকে বোঝায়। [৪]

আর 'সংবাদ' শব্দটির প্রতিশব্দ ও ভাব অর্থ হিসেবে যেসকল শব্দসমূহ চয়ন করা হয়েছে সেগুলে হলো; খবর, খবরাখবর, বার্তা, বিবরণ, বৃত্তান্ত, সমাচার, নিউজ, বুলেটিন, সন্দেশ, উদ্দেশ, খোঁজখবর, তত্ত্বতালাশ, তথ্যসন্ধান, প্রতিবেদন ও বিবরণ রিপোর্ট ইত্যাদি। সংবাদ বলতে এখানে মূলত দৈনিক খবরের কাগজ/সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, নিউজ এজেন্সি, বেতার বার্তা, রেডিও ও টিভি নিউজকে বোঝানো হয়েছে। [৫]

আর আশোক মুখোপ্যাধ্যায় সংকলিত সংসদ সমার্থ শব্দকোষ (২য় সংস্করণ) গ্রন্থে সংবাদের সমার্থক শব্দ হিসেবে যেসব শব্দকে স্থান দেওয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- খবর, খবরাখবর, খোঁজ, খোঁজখবর, সংবাদ, সমাচার, বৃত্তান্ত, বিবরণ, বার্তা, সন্দেশ, নিউজ, তথ্য, তত্ত্বতালাশ, ইত্যাদি। এই সব শব্দ সমুহদ্বারা সংবাদ বলতে মূলত বহুমাত্রিক ধারার বিভিন্ন সংবাদকে বোঝানো হয়েছে। যেমনঃ ক) সুখবর, ভালো খবর, সুসংবাদ, শুভসংবাদ, সুবৃত্তান্ত, কুশলবার্তা, কুশলসংবাদ, মঙ্গলবার্তা, খোশখবর; খ) দুঃসংবাদ, দুর্বার্তা, খারাপ খবর; গ) ভেতরের কথা, হাঁড়ির খবর, গুহ্যসংবাদ, গোপন সংবাদ, স্কুপ, হাটহদ্দ, নাড়ীনক্ষত্র; ঘ) পাকা খবর, ঠিক খবর, উড়ো খবর, মিথ্যে খবর,

---

[২] অলিউর রহমান, সাংবাদিকতা ধারণা ও কৌশল (ঢাকাঃ শ্রাবণ প্রকাশনী, রুম নং ২৮ (নিচতলা) ও ১৩২ (দোতলা), আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ২০০৭ খৃ.), পৃ.২২-২৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩-২৪

[৪] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, যথাশব্দ ভাব অভিধান (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৩ খৃ.), পৃ.২০-২১

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

বাজে খবর; ঙ) তাছাড়াও টাটকা খবর, তাজা খবর, লেটেস্ট নিউজ ইত্যাদি নানরূপ খবরের অস্তিত্ব, প্রচলন ও প্রকাশিতরূপ আমরা সমাজে বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করে থাকি।[৬]

তাছাড়াও ইংরেজি ভাষায় সংবাদের প্রতিশব্দ হলো 'News'-এর 's' অক্ষরটি বাদ দিলে পাওয়া যায় 'New' শব্দটি; সেদিক থেকে বিশেষণ করলে 'News'-শব্দটির অর্থ হলো নতুন কোনো কিছু; অর্থাৎ, 'News is something new' কিংবা 'What is new is news'. আবার সংবাদ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'News' শব্দটি বচনহীন বা বচনোত্তীর্ণ প্রত্যয় হলেও কারো কারো মতে, 'New'-এর বহুবচন হিসেবে 'News' শব্দটিকে গণ্য করলে সংবাদ হলো একাধিক মাত্রার নতুন কোনো কিছু; অর্থাৎ, 'News is variety of newness'.

সংবাদ শব্দটির ইংরেজি ভাষায় 'News' শব্দটিকে অক্ষর হিসেবে (N-E-W-S) এভাবে বিশেষণ করলে দেখা যায় সংবাদ হলো উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম-এই চার দিকের ব্যাপার বা বিষয় যা ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত North, East, West, South-এই শব্দসমূহের আদ্যক্ষর মাত্র; অর্থাৎ, দিকসচেতন মানুষের কাছে দিকসমূহের মধ্যে উলিখিত চারদিকের গুরুত্ব সর্বাধিক বেশী এবং মানুষ এ চারিদিকের সংবাদ ও খবরাখবর জানতে সবসময় আগ্রহী হয়ে থাকে। সে কারণে, North, East, West, South-এই চারদিকের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত 'News' শব্দটির অর্থ ও মমার্থ বিশেষণ করে খুব সহজেই বলা যায়ঃ সংবাদ হলো আমাদের চারদিক বা চারপাশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী, যাকে ইংরেজী ভাষায় বলা হয়- 'Information from these points (North, East, West & South) and all points between'.[৭]

কোন কোন গবেষকের মতে, সংবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'News'-এর 's' অক্ষরটিকে বাদ দিলে পাওয়া যায় 'New' শব্দটি; আর 'New' শব্দটির অর্থ হলো নতুন কোনো কিছু; অর্থাৎ, 'News is something new' কিংবা 'What is new is news'. আবার 'News' ইংরেজি শব্দটি বচনহীন বা বচনোত্তীর্ণ প্রত্যয় হলেও কারো কারো যুক্তিতে, 'New'-এর বহুবচন হিসেবে ধরলে সংবাদ হলো একাধিক মাত্রার নতুন কোনো কিছু; অর্থাৎ, 'News is variety of newness'.

আর সংবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'Modern News Reporting' গ্রন্থের প্রণেতা যথেষ্ট স্পষ্ট করে সংবাদের অনেকগুলো সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন।[৮] সেখান থেকে কয়েকটি সংজ্ঞা এখানে উলেখ করা হলোঃ

- 'What is news in Midland may be nonsense in Moscow. What is news to the old may be folly to the young. What is news to a man may be tedium to a woman. What is news to a farmer may be trash to teacher. What is news to the pauper may be trivia to the prince.

- 'News in any event, idea or opinion that in timely, that interests or affects a large number of people in a community and that is capable of being understood by them.'

---

৬ অলিউর রহমান, সাংবাদিকতা ধারণা ও কৌশল, পৃ.২০-২১

৭ অশোক মুখোপাধ্যায়, সংসদ সমার্থ শব্দকোষ (কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ২০০০ খৃ.), ২য় সং, পৃ.

৮ Carl Warrent, Modern News Reporting (3rd edition) (New York: Harper & Row Publishers, 1995 AD), P. 20-23; অলিউর রহমান, সাংবাদিকতা ধারণা ও কৌশল, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

- 'News is what the newspaper prints and radio broadcasts.'
- 'News is anything and everything interesting about life and materials in all their manifestation.' [৯]

গণমানুষকে আকর্ষণ করে এবং তাদের জানার আগ্রহ মিটাতে পারে যে বিষয়গুলো এমন কিছুই হলো সংবাদ; অর্থাৎ সমাজের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন সবকিছুই সংবাদ। প্রায় একই কথা Melvin Mencher তাঁর ভাষায় আরও স্পষ্ট, সহজ ও পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন এভাবেঃ 'News is an account of current event, idea or problem that interests people.' [১০]

সাংবাদিক

'সাংবাদিক' শব্দটি বাংলা শব্দ। 'সাংবাদিক' শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসেবে যেসব শব্দ বেশী বেশী ব্যবহার হয় তার মধ্যে রয়েছে- সংবাদদাতা, প্রতিবেদক, নিজস্ব সংবাদদাতা, বিশেষ সংবাদদাতা, সংবাদ প্রতিনিধি, সংবাদবাহী, সংবাদবাহক, খবরদাতা, সমাচারদাতা, ভাষ্যকার, জার্নালিস্ট, রিপোর্টার, স্টাফ রিপোর্টার, কলামনিস্ট প্রভৃতি। সংবাদকে পুঁজি করে প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে সাংবাদিক (Journalists) বলা হয়।[১১]

'সাংবাদিক' সম্পর্কে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'ওয়েবস্টার' ডিকশনারিতে বলা হয়েছে, 'Journalist...a person whose occupation is journalism.' [১২]

'সাংবাদিক' সম্পর্কে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে "Professional Journalism" গ্রন্থের শুরুতেই বলা হয়েছে, 'A Professional Journalist is easily identified: he is on the payroll of a journal; he reports for his paper, or he may write features or editorials or edit copy. He is known by different names: Reporter, Feature Writer, Special Correspondent, Sub-Editor, Assistant Editor, Sports Editor, City Editor, Commercial Editor, and News Editor.' [১৩]

---

[৯] Carl Warrent, Modern News Reporting, P.23.

[১০] Melvin Mencher, News Reporting and Writing (7th edition), (New York: Mc Graw-Hill, 1997 AD), P.12-13

[১১] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, যথাশব্দ ভাব অভিধান (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ৯-১০।

[১২] David B. Guralink, Webster's New World Dictionary (New Delhi: Oxford & IBH Publishing co. Pvt. Ltd., T.B), p.15

[১৩] Kamat, Professional Journalism, (New Delhi: Vikas Publishing House Private Limited, 1993), P. 5-6.

Dhaka University Institutional Repository

আবার Journal শব্দ থেকে 'Journalism' ও 'Journalist' শব্দের উৎপত্তিগত সূত্র ধরে বলা যায়, 'যিনি Journal বিশারদ তিনিই সাংবাদিক'।[১৪]

আর ১৯৭৪ সালে প্রণীত 'বাংলাদেশ সংবাদপত্র আইনে' একজন পেশাদার সাংবাদিককে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয়েছে এভাবে; 'পেশাদার সাংবাদিক হচ্ছেন একজন সার্বক্ষণিক সাংবাদিক যিনি একটি সংবাদপত্র বা এতদসংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন..... যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন সম্পাদক, লিডার রাইটার (সম্পাদকীয় লেখক), বার্তা সম্পাদক, সহ সম্পাদক, ফিচার লেখক, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, অনুলিপি পরীক্ষক (কপি টেস্টার), কার্টুনিস্ট, সংবাদ আলোকচিত্রী, ক্যালিগ্র্যাফিস্ট ও প্রুফ রিডার (সংবাদক সংশোধক)।'[১৫]

সাংবাদিকতা চর্চা

আর ইংরেজী ভাষায় Journal অর্থঃ দৈনিক সংবাদপত্র, অন্যান্য সাময়িকী এটি noun, আর Journalism অর্থ সাংবাদিকতার পেশা Journalist অর্থ সাংবাদিক।[১৬] আর আরবী ভাষায় صحافة অর্থ সাংবাদিকতা আর ممارسة الصحافة সাংবাদিকতার চর্চা।[১৭] 'সাংবাদিকতা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Journal'; 'জার্নালিজম' শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'জার্নাল' প্রত্যয় থেকে। জার্নাল (Journal) বলতে সাধারণত দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত মুদ্রিত উপস্থাপনাকে বোঝায়। 'যথাশব্দ' ভাব-অভিধান নামক গ্রন্থে 'সাংবাদিকতা' শব্দটির প্রতিশব্দ ও সমার্থক হিসেবে যেসব শব্দ উলেখ করা হয়েছে তার মধ্যে উলেখ যোগ্য হলো- জার্নালিজম, সংবাদ জগৎ, সংবাদ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, নিউজ এজেন্সি/ব্যুরো, সংবাদমাধ্যম, প্রচারমাধ্যম, মিডিয়া, সম্পাদকতা, প্রেস ইত্যাদি।[১৮]

আর জার্নাল শব্দটির সঙ্গে ইজম (ism)' শব্দাংশটি যোগ করা হয়েছে (যার অর্থ- অভ্যাস, আচরণ বা বিশ্বাসবোধ সংক্রান্ত ধারণানিচয়)। ফলে সহজ কথায় জার্নালিজম প্রত্যয়টির অর্থ দাঁড়ায়, 'জার্নাল সংশিষ্ট সামগ্রীক কার্যক্রম'। আর 'journalism' সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে 'ওয়েবস্টার' ডিকশনারিতে বলা হয়েছে, 'journalism....the work of gathering, writing, and publishing or disseminating news, as through newspapers etc. or by radio and TV'.[১৯]

"Journalism- Made Simple" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক সাংবাদিকতার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথম অধ্যায়টি শুরু করেছেন এভাবেঃ 'What is Journalism? Journalism is information. It is communication. It is the events of the day distilled into a few words, sounds or

---

[১৪] A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English Oxford University Press, Sixth editiont p.699

[১৫] অলিউর রহমান, সাংবাদিকতা ধারণা ও কৌশল, পৃ.২২-২৫।

[১৬] English-Bangali Dictionary (Dhaka-Bangla Academy, 1999) Fifteenth Reprint P.420

[১৭] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ৩৪,নর্থ ব্রুকহল রোড. বাংলাবাজার ২০০০খৃ.) পৃ. ৫১১,

[১৮] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, যথাশব্দ ভাব অভিধান, পৃ. ১৩-১৪।

[১৯] David B. Guralink, Webster's New World Dictionary, p.10

Dhaka University Institutional Repository

pictures, processed by the mechanics of communication to satisfy the human curiosity of a world that is always eager to know that's new'. [২০]

আর "A Concise Course in Reporting for Newspapers- Magazines- Radio & the TV" গ্রন্থের প্রথমেই 'সাংবাদিকতা' প্রত্যয়টির কর্মপরিধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখকদ্বয় উলেখ করেছেন এভাবেঃ 'The term journalism embraces all the forms in which and through which the news and the comments on the news reach the public. All that happens in the world, if such happenings hold interest for the public, all the though, action and ideas which these happenings stimulate become the basic material for the journalist.' [২১]

"Professional Journalism" গ্রন্থের শুরুতে 'journalism' সম্পর্কে বলা হয়েছে এভাবে 'খবর ও খবরের ভাষ্যগুলো যে আকার ও মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌছায় তাকে সাংবাদিকতা বলা হয়।' [২২]

"বিষয় সাংবাদিকতা" নামক গ্রন্থের সূচনা অধ্যায়ে বিজ্ঞ লেখক সাংবাদিকতা সম্পর্কে নিজস্ব একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবেঃ 'সাংবাদিকতা চলমান জীবনের বাক্যময় প্রতিচ্ছবি, যা কখনও মৃন্ময় কখনও বস্তুনিষ্ঠ। সাংবাদিকতা এই প্রতিচ্ছবিকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করে তাকে আবার সাধারণের কাছে ফিরিয়ে দেবার এক জটিল পদ্ধতি। সাংবাদিকতা বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য ও দ্রুতলয়ের ইতিহাসের সংমিশ্রণ। সাংবাদিকতা জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি বর্ণনার এক প্রকৌশল।' [২৩]

---

[২০] David Wainwright, Journalism Made Simple (Kolkata: Rupa & Co. 1983), P.119

[২১] Ahuja, B. N. & Chhabra S.S., A Concise Course in Reporting for Newspapers- Magazines- Radio& The TV (Delhi: Surjeet Publications, 1990 AD), P. 11-12

[২২] M.V. Kamat, Professional Journalism, (New Delhi: Vikas Publishing House Private Limited, 1993), P. 17

[২৩] ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিষয় সাংবাদিকতা (কলকাতাঃ লিপিকা প্রকাশনী, ২০০৩ খৃ.), ৫ম সং, পৃ.১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্র বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমধারা

বিশ্বে সর্বপ্রথম চীনে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। চীনারা সরকারি ব্যবস্থাপনায় খ্রিষ্টপূর্ব ৯১১ সালে সংবাদপত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিল। তার পরে জুলিয়াস কায়সারের শাসনামলে রোমানরা খ্রিষ্টপূর্ব এক শতাব্দী[২৪] পূর্বে সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এ সংবাদপত্রে সরকারী ফরমান ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও প্রকাশ করা হত। এ সময়কালের সংবাদপত্র প্রকাশের পর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংবাদপত্র প্রকাশের যে ধারাবাহিক যোগসূত্র তা আর পাওয়া যায় না। এরই মধ্যে পেরিয়ে যায় ইতিহাসের দীর্ঘ সময়। তার পরে আবার ১৫৩৬ সালে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে ভেনিস শহরে। এ সংবাদপত্রের মূল্য ছিল এক গেজেট (gezetta)। এ মুদ্রার নামকরণ থেকেই ভেনিস শহরে প্রকাশিত সংবাদ পত্রের নামকরণ করা হয় গেজেট (gezetta) নামে বা গেজেটিয়ার নামে। এ নামানুসারেই ১৬৩১ সালে প্রকাশিত প্রথম ফরাসি সংবাদপত্রেরও নাম ছিল গেজেট।[২৫]

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে মোঘল শাসনামলে বিশেষ করে বাবর থেকে আরম্ভ করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত ১৫২৬-১৭০৭ সাল পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। দিল্লীর মুসলিম শাসকবর্গ বিভিন্ন ধরনের খবর সংগ্রহ ও তা লেখার জন্য লেখক নিয়োগ করতেন। এ সব সংবাদ সংগ্রাহকরা বড় বড় শহরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করে তা লিখে রাজধানীতে প্রেরণ করতেন। মোগল আমলের এ সমস্ত সংবাদ সংগ্রাহকরাই ছিলেন আধুনিক সাংবাদিকদের পূর্ব পুরুষ বা আদিপুরুষ বা মডেল। এর প্রায় একশত বছর পর ইংল্যান্ডে ১৬৩৩ খ্রি. 'দি পাবলিক ইন্টেজেন্স' নামে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল যার প্রকাশক ছিলেন স্যার লজার লেস্ট্রে। প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'দি নিউজ' বা 'উইকলি নিউজ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৬২২ সালে। তাছাড়াও এর পূর্বে ইটালি শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে সমুদ্র বন্দরে আগত জাহাজ সমূহের মালামাল সংক্রান্ত খবরাখবর পরিবেশন করা হত। ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ ছিল মূলতঃ কপি হাউজ ও ক্লাবে সংবাদ সরবরাহের এক বিশেষ খবরপত্র। কোন কোন সময় এ সব সংবাদপত্র ডাকবাহী ঘোড়ার গাড়ীযোগে বাইরেও প্রচার করার জন্য পাঠানো হত। ১৭৮৫ খ্রি. লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত মর্নিং পোষ্ট পত্রিকাটি 'দি টাইমস' নামে এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা ভাষায় ১৮১৮ সালে প্রথম মাসিক সংবাদপত্র 'দিগদর্শন' চালু হয়। এ সময় আরো অপর দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পন' ও 'বাংলা গেজেট' সংবাদপত্রদ্বয়ও প্রকাশিত হয়েছে।[২৬] দীর্ঘ ইতিহাসের পথ পেরিয়ে সংবাদপত্র তার চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা নিজ থেকেই মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। সংবাদ-সংবাদপত্র-সাংবাদিকতা বা সাংবাদিকতা সাহিত্য যে নামে যে ভাবেই বলি না কেন তা এখন মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

---

[২৪] ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, রোমানরা খ্রিষ্টপূর্ব এক শতাব্দী পূর্বে নয়, বরং খৃষ্টপূর্ব ৬৯১ সালে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল। জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবি আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, (কায়রোঃ দারু আল-হিলাল, তা. বি.), ৪র্থ. খ., পৃ. ৫১।

[২৫] ছোটদের বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ই. ফা. বা. সম্পাদনা পরিষদ), ১ম. খ., পৃ. ৪৬৭-৪৬৯।

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮-৪৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি ধারার সাংবাদিকতার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

গতানুগতিক সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা চর্চা মানব সমাজের বিভিন্নমুখী কল্যাণ সাধনে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করছে। গতানুগতিক সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা চর্চার সূচনা চীন দেশে অনেক পূর্বে হলেও ইসলামি ধারার সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতা চর্চার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। ইসলামি ধারার সাংবাদিকতা চর্চার সূচনা ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতঃ প্রথমেই চলে আসে প্রবন্ধ সাহিত্যের কথা। কারণ ইসলামি ধারার সাংবাদিকতা চর্চা প্রবন্ধ সাহিত্যের চলা পথে পথ ধরে পথ চলার সূচনা করেছে।

আর আধুনিক আরবী প্রবন্ধ সাহিত্য ১৮৫০ সালে ফরাসী আইনজ্ঞ Michal Eyquem de Montaige (১৫৩৩-১৫৯২ খ্রি.) কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। তিনি বিশ্ব সাহিত্যে আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভাবক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।[২৭] তবে তাঁর পূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ বংশোদ্ভূত (ফ্রান্সিস বেকন) Francis Bacon ও অষ্টাদশ শতাব্দীর জনসন প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাথমিক রূপরেখা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।[২৮] তবে আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্য যুগপতভাবে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের শুভ সূচনার ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। অর্থ্যাৎ সাংবাদিকতা চর্চা ও সংবাদপত্রের সূচনার ইতিহাস জানতে হলে আমাদেরকে প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনার ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এ ইতিহাস আমাদেরকে এক শতাব্দী কিংবা অর্ধ শতাব্দী পিছনে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ড. মুহাম্মদ মানদূর ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে এ কথা ঠিক নয় যে, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা সাহিত্যের উদ্ভবের সাথে সাথে শিল্প হিসেবে প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে। বরং মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার তথা সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশের বহু শতাব্দী পূর্বেই প্রবন্ধ সাহিত্য ও শিল্পের[২৯] উন্মেষ ও প্রকাশ ঘটেছে। প্রাচীন গ্রীকদের কিছু সাহিত্যিক প্রবন্ধ সাহিত্যকে শিল্প সাহিত্যের অন্তর্গত একটা শিল্প হিসেবে চর্চা করতেন। আর এ ক্ষেত্রে এ দুই মন্তব্যের সমন্বয় বিধানকল্পে পরিষ্কার ভাবে বলা যায় যে, প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভবে নয়, বরং এর বিকাশ ও ব্যাপক প্রচারের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকাশ ও চর্চার মাধ্যম হিসেবে সাংবাদিকতা সাহিত্যের নিবিড় সম্পৃক্ততা অনস্বীকার্য। সংবাদপত্রের জীবনমুখীতা ও গণ-সম্পৃক্ততা প্রবন্ধ সাহিত্যকে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের অনুগত করেছে। নিপুণ উপস্থাপনা, ভাষার সাবলীলতা, বিষয়ানুগতা, পরিচ্ছন্ন ও পারম্পর্যপূর্ণ বাক্য বিন্যাস ইত্যাদি প্রবন্ধ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এ ছাড়াও ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচরণ নিশ্চিত হয়েছে। এর বিষয়বস্তুতে প্রকাশ মাধ্যমের ধারণবৈচিত্র ও রচনা কৌশলে কখনও সাহিত্যরীতি কিংবা সাহিত্য মিশ্রিত তত্ত্ব-মনস্বতা লক্ষ করা যায়।[৩০]

কিন্তু আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর জোয়ার যখন পুরোমাত্রায় সর্বত্র প্রবাহমান, তখন আরবী প্রবন্ধ সাহিত্যসহ সাহিত্যের সকল অঙ্গনে প্রাচীন সাহিত্য-রীতি বর্জনের এক দুর্নিবার আন্দোলন সূচিত হয় ও আধুনিক সাংবাদিকতা

---

[২৭] ড. 'ইয আল-দীন ইসমা'ঈল, আল-আদাব ওয়া ফুনূনুহ, (দার আল-ফিকর আল-আরাবী, তা. বি.) পৃ. ১৭৭।

[২৮] মাজদী ওয়াহ্বা, মু'জামু মুসত্বালাহাতি আল-আদব, পৃ. ১৫০।

[২৯] সংবাপত্র এেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে বিশেষ শৈল্পিক প্রতিভার অধিকারী হতে হয়। সমাজ পর্যবেক্ষণ করার তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ ও পাঠকদের মানসিকতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁদেরকে বিশেষ পারদর্শী হতে হয়। সংবাদপত্রের প্রতি মানুষের ঝোঁক সৃষ্টির কাজটি সাংবাদিকদেরকে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পবোধসম্পন্ন যোগ্যতার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। নাগরিক জীবনের দ্রুততা ও সময়ের সংকীর্ণতার কথা বিবেচনায় রেখে তাঁদেরকে তাঁদের সংবাদপত্রের আকার-আয়তন ও উপস্থাপন-কৌশল নির্ণয় করতে হয় নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পবোধসম্পন্ন মানসিকতার দ্বারা।

[৩০] ড. সাইয়্যি হামিদ আল-নাসসাজ ও সহযোগীবৃন্দ, আল-আদাব আল-'আরাবী আল-হাদীছ, (মিশরঃ ওয়াযারাতু আল-তারবিয়্যাহ ওয়া আল-তা'লীম, ১৯৯৭ খৃ.) পৃ. ১৭৬-১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

চর্চার ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে প্রস্তুত হতে থাকে।[৩১] এ পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহের বিষয়বস্তু হিসেবে রাজনীতি প্রাধান্য পায়। বিশেষত যখন অবিসংবাদিত সংস্কারবাদী নেতা জামালুদ্দীন আল-আফগানী মিশরীয় জীবন ধারায় এক সর্বাত্মক সংস্কারের তীব্র আন্দোলন সূচনা করেন তখন থেকে ইসলামি ধারার প্রবন্ধ সাহিত্য বৃহত্তর পরিসরে সংবাদ পত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। এ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে মুহাম্মদ আব্দুহু, রশীদ রিদাসহ[৩২] আরো অনেকে এগিয়ে আসেন। ফলে তাঁদের প্রবন্ধ সাহিত্যে অধিকতর বাস্তববাদী চিন্তা-চেতনাপ্রসূত বিষয়বস্তুর প্রতিফলন ও শব্দ চয়নে আরো পরিশীলিত এবং পরিচ্ছন্ন রীতি অনুসৃত হয়। এ পর্যায়ের প্রাবন্ধিকরা সমাজের দেহভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট সকল অনিষ্টকর উপকরণ উচ্ছেদের প্রচেষ্টা চালান ও সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যান। এ পর্যায়ের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আদীব ইসহাক, 'আব্দুল্লাহ্ নাদীম[৩৩], মুহাম্মদ 'আব্দুহু, ইব্রাহীম আল-মুওয়ায়লিহী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয়।[৩৪]

মিশরীয়রা যখন ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার (১৮৮২-১৯১৪) বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠে, তখন তারা ঔপনিবেশিকতার অবসান কল্পে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এ সব সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কেননা প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে এক একটি পত্রিকা ও পতিপয় বুদ্ধিজীবী নিয়োজিত থাকতেন। আল-শায়খ আলী-ইউসুফ[৩৫] 'হিযব আল-ইসলাহ্' নামক সংগঠনের মতাদর্শ المؤيد (আল-মু'আয়য়াদ) পত্রিকার মাধমে প্রচার করতেন। লুৎফী আল-সাইয়্যিদ[৩৬] তার 'হিযব আল-উম্মাহ' দলটির পক্ষে (الجريدة) 'আল-জারীদাহ্' পত্রিকায় এবং মুস্তাফা কামিল 'আল-হিযব আল-ওয়াতানী' সংগঠনের মতাদর্শ (اللواء) 'আল-লিওয়া' নামক পত্রিকায় বহু বৈচিত্রপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করে বুদ্ধিজীবী মহলসহ জনসাধারণকে সংগঠিত করতে সক্ষম হন। এ পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহের ভাষা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষকে তীব্রতর করার প্রয়োজনে আরো শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হতে দেখা যায়।[৩৭]

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর ত্রিশ-পঞ্চাশ দশকের সময়কালে মিশরীয় প্রবন্ধ সাহিত্য নতুন স্তরে উন্নীত হয়। এ পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহ সংবাদপত্রের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের রূপ পরিগ্রহ করে রাজনৈতিক নীতি আদর্শের অনুগত হয়ে

---

[৩১] ড. সাইয়্যিদ হামিদ আল-নাসসাজ ও সহযোগীবৃন্দ, আল-আদাব আল-'আরাবী আল-হাদীছ, পৃ. ১৭৬।

[৩২] রশিদ রিদা ত্রিপলীর নিকটবর্তী কালমুন গ্রামে ১৮ অক্টোবর ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিপলীতে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা, তখন তিনি স্বদেশ ছেড়ে মিশর ও লেবাননে পাড়ি জামান। ১৫৯৪ সালে শাকিব আরসালানের সাথে পরিচিত হন এবং শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য জগতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ছিলেন ইমলামী মনোভাবাপন্ন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। ১৯৬৫৬ সালের ২২ আগস্ট মৃত্যু বরণ করেন। ইউসুফ কাওকান, আ'লামু আল-নাছর ওয়া আল-শি'র ফী আল-'আসরি আল-'আরাবী আল-হাদীছ (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৬ খৃ.), খ.১, পৃ. ১৯১-১৯৯।

[৩৩] 'আব্দুল্লাহ্ নাদীম ১৮৪৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি المحروسة ও العصر الجديد পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। পরবর্তীকালে الطائف পত্রিকা বের করেন এবং দেশ প্রেমের জিহাদে অংশ গ্রহণ করে দেশাত্মবোধক উৎসাহ-প্রেরণা বোধক লেখা-লেখির অপরাধে কারাবরণ করেন। পরে কায়রো থেকে الأستاذ পত্রিকা সম্পাদনা করতে থাকলে ব্রিটিশরা তাঁকে নির্বাসিত করে। তিনি আধুনিক কালের যুগোপযোগী রচনায় অবদান রাখেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সংবাদিক ও কলামিষ্ট। তিনি ১৮৯৬ সালে মৃত্যু বরণ করেন। দ্র. হান্না আল ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখি আল-'আদাব আল-'আরাবী, (বৈরুতঃ দার আল-জীল, ১৯৮৬ খৃ.) পৃ. ৯৩।

[৩৪] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, আল-আদাব আল-হাদীছ, পৃ. ২৩৮-২৪০।

[৩৫] আল-শায়খ 'আলী ইউসুফ ১৮৬৩ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খুব বড় মাপের একজন মিশরীয় সাংবাদিক। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৭ সালে الأدب নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। তারপরে তিনি ১৮৮৯ সালে المؤيد পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। যুগশ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে তাঁর পরিচিতি সর্বত্র। তিনি ১৯১৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন। আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাহ্ ওয়া আল-আ'লাম, (বৈরুতঃ দার আল-মাশরিক, ১৯৮৬ খৃ.) ২৮তম সং. পৃ. ৩৭৮।

[৩৬] তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ লুৎফী সাইয়্যিদ। তিনি দাকহালিয়্যা প্রদেশের বারকিন নামক স্থানে ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেন। তিনি ১৮৯৪ সালে আইন বিষয়ে অধ্যয়ন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি আজীবনই আরবী সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। المنتخبات ও تأملات এ দু'টি তাঁর অনবদ্য প্রবন্ধ সংকলন। ১৯৬৩ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইউসুফ কাওকান, আ'লাম আল-নাছর ওয়া আল-শি'র ফী আল-'আসর আল-'আরবী আল-হাদীছ, (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৭ খৃ.) খ-৩, পৃ. ১-৮।

[৩৭] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, আল-আদাব আল-হাদীছ, পৃ. ২৩৮-২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

বহুলাংশে রাজনীতি বিষয়ক হলেও এর অঙ্গন ও ক্ষেত্র আরো ব্যাপকতর প্রসার হতে থাকে। এ ধারার সংবাদপত্র ও প্রবন্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক পর্যালোচনার বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে সমাজের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হতে থাকে। ফলে এ সময়কালের সাংবাদিকতা চর্চা তথা প্রবন্ধ সাহিত্যের দুর্নিবার ও জীবন ঘনিষ্ঠ আবেদনে সাড়া দিতে গিয়ে জন্ম হয় মুস্তাফা আল-সাদিক আল-রাফিয়ীর।[৩৮] এমনিভাবে ত্বহা হুসায়ন, মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কাল, ইব্রাহীম আব্দুল কাদির আল-মাযিনী, 'আব্দুর রহমান শুকরী ও 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদের মত প্রথিতযশা লেখকদের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যারা কেবলমাত্র স্বদেশে নয় বরং আরব বিশ্বের সর্বত্র তাঁদের সংস্কারের বাণী ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন সাংবাদিকতা চর্চার মাধ্যমে।[৩৯]

অতঃপর আরবী প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয়বস্তুগত ব্যাপ্তি আরো বিস্তৃত হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপক স্তরের সংবাদপত্র প্রকাশের ফলে কেবল সমাজ-রাজনীতি নয় বরং ধর্ম-দর্শনসহ জীবনের সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এবং জীবন ধর্মী বিষয়বস্তুসমূহ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে সমাদৃত হতে থাকে ।

অপর দিকে শাম বর্তমানে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডান ও লেবানন অঞ্চলের প্রবন্ধ চর্চা ছিল লক্ষণীয়ভাবে গতিশীল। খ্রীষ্টানেরা তাদের বক্তব্য প্রচারের জন্য সংবাদপত্রের আশ্রয় নিলে পরবর্তী পর্যায়ে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলশ্রুতিতে প্রবন্ধ সাহিত্যের অঙ্গন আরো ব্যাপক বিস্তৃত হতে থাকে। এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে (التقدم) 'আল-তাকাদ্দুম', (حديقة الأخبار) 'হাদীকাতু আল-আখবার', (النجاح) 'আল-নাজাহ্', প্রভৃতি সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ পর্যায়ের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বুতরুস আল-বুস্তানী[৪০], সুলায়মান আল-আসীরের[৪১] নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আরবী সংবাদপত্রের প্রকৃতিগত বিবর্তন, পরিবর্তন ও উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এসে আরবী সংবাদপত্র ও ইসলামি ধারার সাংবাদিকতা চর্চা এবং গতানুগতিক সাংবাদিকতা চর্চা সমান্তরালভাবে গুরুত্ব পায় ও আধুনিক মানে উন্নীত হয়। এ পর্যায়ে আরবী সংবাদপত্র ও গতানুগতিক সাংবাদিকতা চর্চা শিক্ষামূলক ও বর্ণনাধর্মী চিত্রায়ননির্ভর প্রবন্ধ সমূহের প্রাচুর্যে সাংবাদিকতার অঙ্গন কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে। এ স্তরেই আরবী সাংবাদিকতা ও ইসলামি ধারার সাংবাদিকতা চর্চা সাহিত্যের আধুনিক রূপ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ পর্যায়ের সাংবাদিকতা সাহিত্যে ছোটগল্প পরিবেশনের নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। এ সব ছোট গল্পে পাশ্চাত্য ধারার অনুকরণের বর্জন প্রবনতা ও পারিপার্শ্বিক সমাজের নিখুঁত উপস্থাপনা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এর পাশাপাশি

---

[৩৮] লেবাননী বংশোদ্ভূত মুস্তাফা সাদিক আল-রাফি'য়ী মিশরের তানতা নামক স্থানে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩০ বছর বয়সে শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেও তিনি নিরলস সাহিত্য সাধনা অব্যাহত রাখেন। ইসলামকে আশ্রয় করে তাঁর রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধসমূহ ইসলামি সাহিত্যকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি ও অসংখ্য প্রবন্ধ তাঁকে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে পরিণত করেছে। তিনি ১৯৩৭ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। ইউসুফ কাওকান, আ'লামু আল-নাছর ওয়া আল-শি'র ফী আল-'আসর আল-'আরবী আল-হাদীছ (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৭ খৃ.), খ-৩, পৃ. ১২-২৫; হান্না আল-ফাখূরী, তারিখি আল-আদাব আল-'আরাবী, পৃ. ৩১০।

[৩৯] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, আল-আদাব আল-হাদীস, (রিয়াদঃ ১৪১৮ হি/১৯৯৭ খৃ.), ১ম. খ. পৃ. ২৩৮-২৪০।

[৪০] বুতরুস ইবন বুলস আল-বুস্তানী ১৮১৯ সালে লেবাননের দিব্বীয়া নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। লেবাননের বিখ্যাত বুতরুস পরিবারেই তিনি বেড়ে উঠেন ও শিক্ষা অর্জন করেন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক ও অভিধানবিদ হিসেবে সমধিক পরিচিত লাভ করেন। তাঁর অনেক সৃষ্টির মধ্যে قاموس المحيط অনবদ্য সৃষ্টি। ১৮৮৩ খ্রি. তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইউসুফ কাওকান, আ'লামু আল-নাছর ওয়া আল-শি'র ফী আল-'আসর আল-'আরাবী আল-হাদীছ, খ-১, পৃ. ১০৫-১০৯।

[৪১] ১৮৫৬ খ্রি. লেবাননের এ্যাবকাসটিন গ্রামে সুলায়মান ইবন খাত্তাব ইবন সালুম ইবন নাদির আল-বুস্তানী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুতরুস আল-বুস্তানীর নিকট বৈরুতে বাল্যকালে পাঠ গ্রহণ করে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তিনি বহুভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। তিনি ইরাক, স্পেন, ভারত, মিশরসহ বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক। তিনি পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ১৯২৫ খ্রি. তিনি মারা যান। ইউসুফ কাওকান, আ'লামু আল-নাছর ওয়া আল-শি'র ফী আল-'আসর আল-হাদীছ, (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৫ খৃ.), খ-১, পৃ. ১১০-১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, চিকিৎসা, খেলাধুলা এবং বিনোদন প্রভৃতি বিষয়ের সংবাদও পরিবেশিত হতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলামি ধারার সাংবাদিকতা চর্চা আরো বৃহত্তর পরিসরে সম্প্রসারিত হয়। আলিম-উলামা, লেখক-গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ সমাজ সংস্কার, ইসলামি শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং ইসলামি ধারার রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সাংবাদিকতা চর্চায় ব্যাপক হারে সম্পৃক্ত হয়। ফলে ইসলামি ধারার সাংবাদিকতা চর্চা ও সংবাদপত্র সমাজে প্রশংসনীয় ভাবে গৃহীত হয়।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতা এক বৃন্তে গাথা

আজকের যুগে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের অবস্থান খুবই কাছাকাছি। কাগজে খবর এখন আর নিরেট খবর হয়ে থাকছে না। সাহিত্যও শুধুমাত্র বই-এর পাতায় আবদ্ধ থেকে জ্ঞান বিতরণে সীমাবদ্ধ থাকছে না। খবরের কাগজের প্রয়োজনীয়তা ও সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা এখন এক অভিন্ন প্রয়োজনীয়তায় রূপ নিয়েছে। সাংবাদিকতার ভাষা ও বর্ণনা শৈলী একে টেনে নেয় সাহিত্যের কাছে। তেমনি সংবাদময় সাহিত্য কর্মও লক্ষণীয় যা পাঠককে সাহিত্যের স্বাদ আস্বাদনে সক্ষম। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার এই একত্রিত রূপ রেখা এখন প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হচ্ছে।[৪২]

সংবাদ মাধ্যমের কাজই হচ্ছে সংবাদের প্রকাশ, সম্প্রচার ও সরবরাহ। পাঠক নিরেট তথ্য পাবেন এটিই হচ্ছে সংবাদপত্রের প্রথম এবং মূল চাওয়া। তবে শক্ত ও নিরেট খবরও সৌকর্যমন্ডিত হয়ে উঠতে পারে সংশ্লিষ্ট পরিবেশনাকারী ও সম্পাদনাকারীর মুন্সিয়ানায়। তাঁর সাহিত্য রসেভরপুর উপস্থাপনা পাঠককে বিমোহিত করতে পারে। পাঠক পত্রিকা পাঠে যেন হারিয়ে যায় পত্রিকার পাতায় পাতায় সাহিত্য রসে পরিবেশিত খবর পাঠে। এ ধরণের সৃজনশীল সাংবাদিকের পরিবেশনা গুণে পাঠক-দর্শক ঘটনা জেনে নেয়ার সাথে সাথে সুযোগ পান শিল্প রসে সিক্ত হবার। এ ধরণের লেখা বা পরিবেশনার ছাপও জীবন্ত থেকে যায় পাঠকের মনের ক্যানভাসে।[৪৩]

'জার্ণালিজম ইজ লিটারেচার ইন আ হারি'। সাংবাদিকতা হচ্ছে দ্রুত লয়ের সাহিত্য। তাই তাড়াহুড়ো এবং তাৎক্ষণিকভাবেই অসংখ্য হিউম্যান স্টোরি লেখা হয়ে থাকে যা সত্য অথচ অসাধারণ মানবিক ও সামাজিক আবেদনপূর্ণ যা পাঠকের মন কাড়ে। আমেরিকায় গে টেলাসি, হেনরি মিনার প্রমূখ সাংবাদিক-সাহিত্যিক 'নিউ জার্ণালিজম' এর রূপকার, যা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকে এক মেরুকরণে একত্রিত করেছে।[৪৪] পাশ্চাত্যে সাংবাদিকতাকে নিছক কোন ঘটনার বিবরণ বলে বিবেচনা করা হয় না। তাইতো প্রতিবেদনকে বলা হচ্ছে স্টোরি অর্থাৎ গল্প। একজন সৃজনশীল সাংবাদিক রিপোর্টিং-সম্পাদনা-সম্পপাদকীয়, যে শাখাতেই কাজ করুণ না কেন- তাতে তার নিজস্বতার প্রতিফলন থাকবেই। শুধু সাংবাদিকতা কেন, যে কোনও লেখালেখি অথবা সম্প্রচারের বেলাতেই সহজ, সরল ও সাবলিলতায়ই যে বড় পরীক্ষা। সহজতা আর স্বাভাবিকতার মধ্যেই ফুটে ওঠে সৌন্দর্য। 'সহজ কথাটি যায় না বলা সহজে'- রবিঠাকুর কী সহজ করেই না বললেন সহজ এই কথাটি! তাই সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার কোন বিরোধ নেই। যে লেখা মনে ভাব জাগায়,

---

[৪২] শাহেদ জাহিদী, সাংবাদিকতা শিকড় থেকে শিখর, (ঢাকাঃ পলল প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ৯০।

[৪৩] শাহেদ জাহিদী, সাংবাদিকতা শিকড় থেকে শিখর, পৃ. ৯০।

[৪৪] সাংবাদিকতা শিকড় থেকে শিখর, পৃ. ৯০-৯১।

Dhaka University Institutional Repository

গঠনে যার সৌন্দর্য-তাই সাহিত্য। সাহিত্যের মতো সাংবাদিকতারও উদ্দেশ্য পাঠকের মনে তথ্য জানার সাথে সাথে ভাবগত বদল আনা ও সাহিত্য রসের স্বাদ আস্বাদন করা।[৪৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ইউরোপ আমেরিকায় সাহিত্য-সাংবাদিকতার ভেদরেখা টানার প্রবণতা ঘুচতে থাকে। সমারসেট মম, বার্নার্ড শ'র মতো সাহিত্যিকরা প্রথম যৌবনে যুক্ত ছিলেন সাংবাদিকতা চর্চায়। সাহিত্য থেকে সাংবাদিকতায়, সাংবাদিকতা থেকে সাহিত্যে কিংবা দুই জগতেই বিচরণের নজির ইতিহাসে কম নেই। তাই বলবো সংবাদ-সাহিত্য এক বৃন্তের দুই ফুল। ইংরেজপূর্ব বাংলায় এমনকি ইংরেজ শাসনামলের গোড়ার দিকে সংবাদপত্রহীনতার দিনগুলোতে খবর জানানোর কাজ করতে হয়েছে খোদ সাহিত্যকদেরকে।[৪৬] সাংবাদিকতায় সাফল্যের জন্য চাই যুতসই যোগাযোগ কৌশলের প্রয়োগ। পাঠক-দর্শক সাইকোলজি যত বেশি আয়ত্ত্বে থাকবে, ফীডব্যাকও মিলবে তত পজিটিভ। অ্যামপ্যাথি অর্থাৎ অন্যের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করার যে শক্তি সে শক্তি লেখা লেখির জন্য অপরিহার্য।[৪৭]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী পুরো মুসলিম বিশ্বের সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলে মনে করতেন। মুসলিম উম্মাহর দুঃখ বেদনাকে তিনি নিজের দুঃখ বেদনা বলে মনে করে তা থেকে উত্তরণের জন্য কলম ধরেছেন। মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় তাঁর কলম গর্জে উঠেছে বার বার। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকা বিশ্বের অনেক দেশে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। তারপরেও তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বিভিন্ন রকম আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রেও তিনি সত্য প্রকাশে ভয় পেয়ে লেখা-লেখি ও পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেন নাই। কারণ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন উঁচুমানের স্বনাম খ্যাত বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ধর্ম প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য বিশ্বব্যাপী যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন তা তিনি প্রচার করেছেন সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চার মাধ্যমে। তিনি নিজে সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক, প্রাবন্ধিক, পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[৪৮]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে, সাহিত্যের কোন জাতীয়তা, দেশ, ভাষা-পরিভাষা, অঞ্চল বা ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। সাহিত্যের শর্ত হচ্ছে কথা এরূপভাবে উপস্থাপন করা যাতে হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি হয়। বক্তা কথা বলে প্রশান্তি লাভ করে এবং শ্রোতা উপস্থাপিত বক্তব্য থেকে স্বাদ পায়। আর সৌন্দর্যপ্রিয় ব্যক্তি এরূপ যে, সৌন্দর্য যে আকৃতিতেই আসুক না কেন সে তাঁকে পছন্দ করে। তাই সাহিত্য যে আকৃতিতেই যে ভাষায়ই হোক না কেন তা সাহিত্যই।[৪৯]

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামির প্রথম সম্মেলনে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ইসলামি দাওয়া বিষয়ক সাহিত্যের ভিতকে দৃঢ় করা, ইসলামি দাওয়া সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগের নিয়মনীতি তৈরী করা, নতুন গল্প, সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ, জীবনী সাহিত্যের নিয়মনীতি প্রণয়ন করা। ইসলামি সাহিত্যের ইতিহাস নতুনভাবে প্রণয়ন করা, ইসলামি সাহিত্যিকদের আদর্শ নির্ধারণ করা, শিশু সাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেয়া এবং সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সাহিত্যিকদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ আন্দোলনের দ্বিতীয় সম্মেলন ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ভূপাল, দিল্লী, লাহোর, পুনা, আযমগড় ও

---

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১।

[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২।

[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৩।

[৪৯] আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৯৩-১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এ আন্দোলনের বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং নিয়মিত পত্র-পত্রিকা বের হচ্ছে।[৫০]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ইসলামি চিন্তাচেতনার আলোকে সংস্কার করার প্রয়াস চালিয়ে সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি ও দিকনির্দেশনাসমৃদ্ধ স্বীয় রচনা, প্রবন্ধ ও বক্তব্য তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন মানুষের সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য ইসলামি সাহিত্যের ব্যাখ্যা করেন। তিনি সাহিত্যকে কেবল আমোদ-প্রমোদের উপায়-উপকরণ বানিয়ে সীমিত না করে বরং ইসলামি সাহিত্যকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করে সর্বাত্মক উপকার লাভের আহ্বান জানান।[৫১]

সাহিত্যের বিষয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর চিন্তাচেতনা কেবল ভাষা ও আহ্বানগতই ছিল না; বরং তিনি তা নিজে কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। তাই তাঁর আরবী-উর্দু রচনা ও বক্তব্যে সাহিত্যের ছাপ দেখা যায়। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায়ই তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ইসলামি দাওয়া সাহিত্যের বিকাশ সাধন, উন্নয়ন ও সুদৃঢ় করণের জন্য যে চিন্তাভাবনা করতেন তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করতেন। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন সমাবেশে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'রাবেতাতুল আদাবিল ইসলামি'র আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন। তুরস্ক, মারাকেশ, মিসর, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইউরোপের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে ইসলামি দাওয়া বিষয়ক সাহিত্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সভাপতির বক্তব্য উপস্থাপন করা ছাড়াও অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাণবন্ত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন।[৫২]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা আরম্ভ

লেখা পড়া শেষ করার আগেই আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৩২ খৃ. 'আদ্-দিয়া (الضياء) নামক একটি আরবী পত্রিকায় সহযোগী ও অবৈতনিক লেখক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। আর ১৯৩৪ খৃ. প্রাতিষ্ঠনিক লেখাপড়া শেষ করে দারুল 'উলূম লক্ষ্ণৌতে শিক্ষকতার কাজে যোগদানের মধ্য দিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে কর্মজীবনের শুভসূচনা করেছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি তাফসীর, হাদীস, আরবী সাহিত্য, ইতিহাস এবং যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠদান করতেন।[৫৩] কৃতিমান, সুযোগ্য বিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে অনেক যোগ্য ও কৃতিছাত্র বের হয়েছে। শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক হিসেবে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এর অবদান বিশ্বজনীন স্বীকৃত। অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতা চর্চার পাশাপাশি আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দা'ওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টিতে গভীর মনোযোগ সহকারে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৪ খৃ. প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যাপনা ত্যাগ করে গ্রন্থ রচনা, তাবলীগ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত হয়ে গ্রন্থ রচনা, তাবলীগ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকে পরেন। তিনি আজীবন দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

---

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-১৯৩।

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৫৩ মাওলানা মুহাম্মদ কাযিম নদভী, মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম,২০০৩), ১খ. পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিনাবেতনে আরবী পত্রিকায় কাজ করা

আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করার পর আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ব্যাপক ও বৃহত্তর পরিসরে আরবী ভাষা চর্চায় মনোযোগী হন। সে সময় লক্ষ্ণৌর দারুল 'উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর তত্ত্বাবধানে 'আদ্-দিয়া (الضياء) নামে একটি আরবী পত্রিকা বের হত। এ আরবী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মাসঊদ 'আলম নদভী। আরবী ভাষার প্রতি ব্যাপক অনুরাগী হওয়ায় আলী হাসান আলী আল্-নদভী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হতে এই আরবী পত্রিকায় অবৈতনিক লেখক ও সহযোগী হিসেবে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খৃ. নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌর শায়খ তাকীউদ্দীন হোলালী নাদওয়া ত্যাগ করে ইরাক চলে যান। তার চলে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরে মাওলানা মাসঊদ 'আলম নদভীও ইরাকে তাঁর নিকট চলে যান। ফলে পত্রিকা সম্পাদনার যাবতীয় দায়িত্ব বর্তায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর উপর। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের জন্য মাসিক ৪০ টাকা সম্মানী ধার্য করা হয়। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী নাদওয়াতুল 'উলামায় শিক্ষক হিসেবেও কাজ করতে শুরু করেন। অতঃপর ১২ জুলাই ১৯৩৫ খৃ. উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষক হিসেবে তিনি নিয়োগ লাভ করেন। সাংবাদিকতা চর্চার পাশাপাশি নাদওয়াতুল 'উলামায় তিনি দক্ষতার সাথে আরবী সাহিত্য, তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস এবং মানতিক বা যুক্তিবিদ্যা বিষয়েও পাঠ দান করেন।[৫৪]

কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ১৯৩২ সালে নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা 'আয-যিয়া' এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৪০ সালে উর্দু পত্রিকা 'আন-নাদওয়া' বের করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনসহ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৯৪৮ সালে আঞ্জুমানে তা'লীমাতে ইসলামের পক্ষ থেকে 'তামীরে হায়াত' নামে একটি উর্দু ভাষায় পত্রিকা নিজ তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় প্রকাশ শুরু করেন। তাছাড়াও তিনি ১৯৫৮-৫৯ সালে দামেশ্‌ক থেকে প্রকাশিত 'আল-মুসলিমুন' পত্রিকায় নিয়মিত অসংখ্য প্রবন্ধ লেখেছেন। এ পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধ ردة و لا ابابكرلها শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর 'নয়া তুফান আওর উসকা মুকাবালা' নামে উর্দু তরজমায় তা অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া উস্তাদ মুহব্বুদ্দীন খতীবের পত্রিকা 'আল-ফাতাহ' তেও আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৬৩ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে 'নেদায়ে মিল্লাত' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু হলে তিনি এর পৃষ্ঠপোষক হন। তাছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১৯৫৫ সালে নাদওয়া থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা البعث الإسلامي ও ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা 'আর-রায়েদ' এবং ১৯৬৩ সালে উর্দু পত্রিকা পাক্ষিখ 'তা'মীরে হায়াতে' ও 'আল 'ফুরকান'-এর সম্পাদক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'র আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন। তুরস্ক, মারাকেশ, মিসর, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইউরোপের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে ইসলামি সাহিত্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সভাপতির বক্তব্য উপস্থাপন করা ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন যেগুলো

[৫৪] মাওলানা মুহাম্মদ কাযিম নদভী, মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়া ও আরব বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৫৫] তাছাড়া নিয়মিত সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চার ধারাবহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকাতায় 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর রিয়াদের সদর দফতর থেকে আরবী ত্রৈমাসিক 'مجلة الأدب الإسلامى' লক্ষ্ণৌর দফতর থেকে উর্দু ত্রৈমাসিক 'كاروان أدب' এবং পাকিস্তানের শাখা থেকে 'قافله أدب إسلامى' প্রকাশিত হতে শুরু করে। বর্তমানেও এ সাহিত্য সংস্থা নিয়মিত সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখছে।[৫৬]

বিশ্বব্যাপী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অসংখ্য সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও অসংখ্য সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতাসহ বক্তব্য প্রদান, প্রবন্ধ পাঠ ও তা পত্রিকায় প্রকাশ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, পত্রিকার সম্পাদক গবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি তাঁর সাহিত্য, সমাজ সংস্কার ও ইসলাম প্রচার প্রসার বিষয়ক সুস্থ চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলিম বিশ্বের অনেকেই তাঁর চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন। বিশ্বব্যাপী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাহিত্য, সমাজ সংস্কার ও ইসলাম প্রচার প্রসার বিষয়ক সুস্থ চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী তুলে ধরতে তিনি নিজে ভারতসহ বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়ম করেছেন। তিনি অসংখ্য সম্মেলনের আয়োজক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিশ্বব্যাপী আয়োজিত এ সব সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়ম ও সম্মেলনের অধিকাংশ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করাসহ দিকনির্দেশনামূলক প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উপস্থাপিত অধিকাংশ প্রবন্ধ দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৫৭] উদাহরণ স্বরূপ পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

সৌদি সরকারকে পত্র প্রেরণ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন ইসলাম প্রিয়, মহানবী ও সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি মুসলিম বিশ্বকে সর্বদা মহানবী ও সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শের অনুসারী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সৌদি আরবের স্থান সর্বোচ্চ। কেননা, সৌদি আরব ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মুসলমানদের তীর্থ স্থান; মহানবীর জন্মস্থান; মহানবী (স.) সেখানে শায়িত আছেন এবং সেখানে বহু সাহাবী শহীদ হয়েছেন। এক কথায় ইসলাম প্রচার-প্রসার ও ইসলামি আদর্শ বিস্তারের দৃষ্টিকোণ থেকে সৌদি আরব যেমনি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে তেমনি তা মুসলিম বিশ্বের হৃদয়স্বরূপ। এ পবিত্র স্থান অসুস্থ হলে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব অসুস্থ হবে, এর সুস্থতার উপর সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সুস্থতা নির্ভর করে।[৫৮] এ অনুভূতি থেকে সৌদি আরবকে সুস্থ রাখার ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা তুলে ধরে সৌদি বাদশাহ ও আমিরদের নিকটে প্রায় পত্র লেখতেন। সৌদি সরকারও আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পত্রসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।[৫৯] সৌদি

[৫৫] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ১৯১-১৯৩।

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

[৫৭] 'আলমী সাহারা (পত্রিকা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

[৫৮] হাদীস-'আলা ইন্না ফিল জাসাদি মুদগাতুন'। বুখারীঃ কিতাবুল ঈমান, বাব-৩৯; মুসলিমঃ কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং-১০৭; ইব্‌ন মাজা কিতাবুল ফিতান, বাব নং-১৪; হেজ্জায-এ মুকাদ্দাস আওর জাযীরাতুল 'আরব, পৃ. ৭।

[৫৯] সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদবী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারসহ অপরাপর রাষ্ট্রের সরকারের নিকট পত্র লেখা ছিল আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চার একটি অংশ। এ থেকে প্রমাণ করে তিনি কত উঁচু মানের আলিম, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন।

'তা'মীর-এ হায়াত' নামক পত্রিকায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চালু

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন বিশিষ্ট আলিম ও ইসলাম প্রচারক। তিনি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময়ে মক্কায় ছিলেন। ৩০ জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সে দিনই আকস্মিকভাবে গান্ধীজীকে হত্যা করা হয়।[৬০] এ হত্যাকান্ড মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে হতবাক করে দেয়। এ অবস্থায় মুসলিমদের কেউ কেউ জাতীয়তাবাদী ধারার দিকে, কেউ পশ্চিমামুখী গনতন্ত্রের দিকে, আবার কেউ স্বীয় চিন্তাচেতনা অনুযায়ী ইসলামি রীতিনীতি পালন করতে থাকে। তিনি ১৯৪৮ সালে লক্ষ্ণৌতে 'আঞ্জুমান-এ তা'লীম' নামে ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে আহমদ 'আলী লাহেরীর শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে কুর'আন-হাদীস শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এ শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণের নিকট সমাদৃত হয়। এ সময় তিনি এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 'তা'মীর-এ হায়াত 'নামে একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকাতে তাঁর ইসলামি শিক্ষা বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তাছাড়াও দেশ বিভক্তির পর ভারতের বিভিন্ন দলের মাঝে ইসলামের কিছু বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ইসলামের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে যে বিষয়গুলো নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনের জন্য 'তা'মীর-এ হায়াত' ও আল 'ফুরকান' নামক পত্রিকায় প্রশ্ন-উত্তর পর্বে একটি অধ্যায় চালু করেন। তিনি প্রশ্ন-উত্তর পর্বে নিয়মিত পাঠক ও প্রশ্নকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন।[৬১]

লক্ষ্ণৌতে সাধারণ সভার আয়োজন (১৯৪৮)

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তার জীবনে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় তিন সহস্রাধিক সভা-সমাবেশ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ম করেছেন। তিনি ২৬ আগষ্ট ১৯৪৮ সালে লক্ষ্ণৌতে মুসলিমদের চলমান অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য সমাজের শিক্ষিত মুসলিমদেরকে নিয়ে এক সাধারণ সভার আয়োজন করেন। এ সভায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য[৬২] প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে হিজরী ১৩ শতকের ভারতীয় উপ-মহাদেশের সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি; ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের দেশ বিভাগের পর সৃষ্ট সংকট; নতুন প্রজন্মের দীনী অনুভূতির হ্রাস; ইসলামি দা'ওয়াতের মাহাত্ম ও তাৎপর্য এবং সাধারণ মুসলিম যে দীনী অনুভূতি থেকে দূরে অবস্থান করছে তা সাবলিল ভাষায় বর্ণনা করেন। তাছাড়াও এ সভায় তিনি ইংরেজ শাসনের প্রভাব মুকাবিলায় তৎকালীন মুসলিম সমাজের প্রতিরক্ষা শক্তি ও জাতিগত সম্মানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংকট মুকাবিলায় সর্বস্তরের জনগণকে যথা সম্ভব কার্যকরি ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।[৬৩]

---

[৬০] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৩৪২।

[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

[৬২] এ বক্তব্য পরবর্তীতে 'নিশান-এ রাহ' নামে কয়েক স্থান থেকে প্রকাশিত হয়।

[৬৩] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নাদবী, নিশান-এ রাহ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮০ খৃ.), ৪র্থ. সং, পৃ. ১৫-৩০; কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৩৪৫-৩৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাবলীগ জামা'আতের সমাবেশে যোগদান

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলাম প্রচারক। ইসলাম প্রচার করার ক্ষেত্রে তিনি সাহিত্য চর্চা, প্রবন্ধ পাঠ, সাংবাদিকতা চর্চাসহ অসংখ্য সভা-সমাবেশ করেছেন। সে ধারাবাহিকতায় তিনি ৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত তাবলীগ জামা'আতের সমাবেশে 'صورت وحقيقت' শিরোনামে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের মাঝে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, কোন বিষয়ের বাহ্যিক অবস্থা ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক। ইসলামের বিধি-বিধান পালনেও এ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ বিধি-বিধান তার ভাব-গম্ভীর্যের সাথে আদায় করা অপরিহার্য। তবে যদি দায়সারাভাবে পালন করা হয়, তা ইসলাম সংরক্ষণের জন্য অনুকূল হবে না। রহমত, সাফল্য, স্রষ্টার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের মান-সম্মান, ভয় ও শিষ্টাচার বাস্তবতা তথা হাকীকতের সাথে সম্পৃক্ত। মূলতঃ ইসলামের যাবতীয় কার্যাবলী রাস্তবিকভাবে সম্পাদনের মাধ্যমেই ইসলামের পূর্ণ সংরক্ষণ হয়ে থাকে।[৬৪] তাঁর লিখিত ও পঠিত এ প্রবন্ধের প্রভাব এতই চিত্তাকর্ষক ছিল যে, ইহা আরবী ভাষায় অনুদিত হয়ে বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি ১৯৫০ সালে মক্কা-মদীনায় পাঠ করলে সেখানকার অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ তা সংগ্রহ করে এত অধিক সংখ্যক বার পড়েছিলেন যার কারণে তা তাদের মুখস্ত হয়ে যায়।[৬৫] এভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের অংশ হিসেবে তিনি লক্ষ্ণৌতে বিভিন্ন সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করতেন। তাছাড়াও আরব বন্ধুদের সাথেও তাঁর সব সময় পত্র যোগাযোগ অব্যাহত থাকত।

'নেদা-এ মিল্লাত' পত্রিকায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর একটি সাক্ষাতকার

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দীনী প্রতিষ্ঠান 'জামি'আ ইসলামিয়া'র ছাত্র-শিক্ষকদের সামনে পত্রিকায় সাক্ষাৎকারমূলক 'نشان منزل' শিরোনামে বক্তব্য প্রদান করেন, যা 'নেদা-এ মিল্লাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি সাক্ষাৎকার মূলক বক্তব্যে মানুষের প্রতি নবী-রাসূলদের অসাধারণ ভালবাসা ও স্নেহের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, সন্তানের শারীরিক বৃদ্ধি ও উন্নতি হয় পিতামাতার প্রত্যক্ষ তদারকির মাধ্যমে। কিন্তু তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় কেবল নবী-রাসূলদের ভালবাসা এবং স্নেহের মাধ্যমে কিংবা তাদের রেখে যাওয়া দিক-নির্দেশনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। পিতামাতার মধ্যে যারা কিছুটা সচেতন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তারা সন্তানের সকল আবদার ও চাহিদা পূরণ করেন না; বরং সন্তানের জন্য যা কল্যাণকর এমন আবদারই তারা পূরণ করে থাকেন। সন্তানদের জন্য সুফলদায়ক বিষয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। যেভাবে পিতা-মাতা সন্তানের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ঠিক অনুরূপভাবে নবী-রাসূলগণও মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁরা মানুষের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। আল্লাহ্ নবী-রাসূলগণের মাঝে উম্মতের জন্য এমন ভালবাসা ও স্নেহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার তুলনায় সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসা এবং স্নেহ অত্যন্ত ম্লান ও ক্ষীণ। উম্মতের কল্যাণের জন্য নবী-রাসূলদের ভালবাসা ও স্নেহের অনুভূতি এত বেশী যার তুলনা অত্যন্ত বিরল, কোন কিছুর সাথেই তার তুলনা করা চলে না। পরিশেষে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ, মানুষের স্বার্থবাদী নীতি পরিহার, যাকাত প্রদান না করার

[৬৪] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ১ম. খ., পৃ. ৩৫০।

[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০-৩৫১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিণাম তুলে ধরে যাকাত আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা সহ ইত্যাদি বিষয়ে[৬৬] ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'নেদা-এ মিল্লাত' পত্রিকায় তাঁর একটি সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়, যা পাঠকের মাঝে ব্যাপক সুনাম অর্জন করে।[৬৭]

আরব বিশ্বের নেতৃত্বকে উজ্জীবিত করতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর 'আর-রিসালা' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় বাকপটু এক বক্তা ও তুখোর কলম যোদ্ধা। তিনি মিসর ভ্রমণ উপলক্ষে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে إسمعي يا مصر শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা 'আর-রিসালা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক মিসরবাসীকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরব বিশ্বের নেতৃত্বকে উজ্জীবিত করার প্রেরণা দেন এবং আদর্শময় রীতি-নীতি ও রেওয়াজ চালু করার আহ্বান জানান। সেই সাথে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনে আরবী লাইব্রেরী ও ভাষা-সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানান।

অতীতে যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (স.) আরব, রোম ও পারস্যবাসীকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট রিসালাত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে ইসলামের দূত হয়ে পাশ্চাত্যে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাত প্রচার, প্রসার ও বিকাশ সাধনের জন্য মিসরকে আহ্বান জানান।[৬৮] তাঁর এ বিখ্যাত প্রবন্ধটি ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী' থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। নীতি সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত এ পুস্তিকাটির ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। পুস্তিকাটিতে লেখকের উপস্থাপিত প্রতীকী সম্বোধন সূচক আহ্বান إسمعي يا مصر তাঁর বালাগাত-ফাসাহাতের জ্ঞানের গভীরতাঁকেই পরিচয় করিয়ে দেয়।

তুর্কী পত্রিকায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর প্রবন্ধ প্রকাশ

১২-১৬ আগষ্ট, ১৯৮৯ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কা হয়ে ইস্তাম্বুলে গিয়ে এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ স'উদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফের ড. 'আবদুল কুদ্দুস (রাবেতার সহকারী পরিচালক), মক্কাস্থ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাহমুদ হাসান যিনি, মদীনার বিখ্যাত কবি যিয়াউদ্দীন সাবূনী, জেদ্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান শিক্ষক ড. হুসন আমরানী, জামে'আ ইসলামিয়্যা মদীনা মুনাওয়ারার বিখ্যাত শিক্ষক ড. আবদুল বাসেত বদর, কুয়েতের সাবেক মন্ত্রী আল-জামি'আয়ে খাইরিয়্যার পরিচালক শায়খ ইউসুফ, বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমকালীন চিন্তাবিদ মুহাম্মদ কুতুব (মরহুম সায়্যিদ কুতুব শহীদ এর ভাই), প্রসিদ্ধ কবি 'আবদুল্লাহ ইদরীস, এবং তুরস্ক ও আরবী ভাষার কবি 'উসমান যকী যোগদান করেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের মৌলবী সুলতান যওক এ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নাযমুদ্দীন আরবাকান আবুল হাসান আলী আন্-নদভীও তাঁর সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে

---

[৬৬] খুতবাত-এ 'আলী মিয়া'র (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১-৩৫৪।

[৬৭] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৮৭-৯০।

[৬৮] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ইসমা'ঈ ইয়া মিসর, (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯০ খৃ.) পৃ. ৭-১৬ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, পৃ. ৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

আসেন। সম্মেলনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর বক্তব্যে তুর্কী জাতির ধর্মীয় খিদমত এবং কার্যাবলীর কথা অত্যন্ত গৌরবের সাথে স্মরণ করেন। অতঃপর সমকালীন নেতা ও চিন্তাবিদদেরকে তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর এ বক্তব্য পত্রাকারে 'তুর্কী কে মুজাহিদ-এ মিল্লাত-এ ইসলামি' (ترکی کی مجاهد ملة اسلامی) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। [৬৯]

লন্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তুরস্ক ভ্রমণ শেষে ১৯৮৯ এর মার্চের শেষে লন্ডনে গমণ করেন এবং ২৩ মার্চ অক্সফোর্ডের ইসলামিক সেন্টারের ট্রাস্টিস বোর্ড (Trustees Board)-এর বার্ষিক সভায় যোগদান করেন। এ সভায় আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক অতিথি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এতে 'انسانیت کی محسن اعظم اور شریف متمدن دنیا کا اخلاقی فرض' শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন যা লন্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৭০]

ভারতের পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ

৭-৯ অক্টোবর, ১৯৮৯ সালে হায়দ্রাবাদের 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর সম্মেলন "তাহরীক-এ আযাদী ওয়া ইসলাহ-এ 'আওয়াম মেঁ আদব-এ ইসলামি কা হিস্যা تحریك آزادی و اصلاح عوام میں ادب اسلامی کا حصه শিরোনামে সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন।[৭১] আর এ সম্মেলনের শেষে 'উম্মত-এ মুসলিমা কী দোবাড়ী যিম্মাদারী (امت مسلمه کی دوہری ذمه داری) বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পরে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর এ দু' বক্তব্যই ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৭২]

সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রবন্ধ পাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন অসংখ্য সংগঠন, সভা-সেমিনার ও সম্মেলনের সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ সংস্কার ও মানবতার কল্যাণের জন্য ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে অকাতরে আজীবন অকৃপণভাবে অসংখ্য সংগঠন, সভা-সেমিনার ও সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁর এ মহান কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতির ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে ২৭ জানুয়ারী, ১৯৯০ সালে 'রাবিতাতুল্ আলামিল ইসলামি' (Muslim World League)-এর পৃষ্ঠপোষকদের অংশগ্রহণে মক্কায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ সম্মেলনের পর সেখানে 'বিশ্ব মসজিদ সম্মেলন' এবং ফকীহদেরকে নিয়ে আরো একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাছিল। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীই ছিলেন উল্লেখিত তিনটি সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক । এ সম্মেলন ত্রয়ে যোগদানের উদ্দেশ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ২৩ জানুয়ারী, ১৯৯০ সালে লক্ষ্মৌ থেকে বোম্বে এবং ২৬ জানুয়ারী বোম্বে থেকে জেদ্দায় পৌঁছে ২৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত 'রাবিতাতুল্ আলামিল

---

৬৯ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, (লক্ষ্মৌঃ মাকতাবা-এ ইসলাম, ২০০১ খৃ.), ৪র্থ. খ., পৃ. ৯১-৯২।

৭০ সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪১২।

৭১ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ.,পৃ. ১১৪-১১৫।

৭২ সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪১২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি' (Muslim World League)-এর সম্মেলনে যোগদান করেন। পরে 'বিশ্ব মসজিদ সম্মেলন এ যোগদান করেন; কিন্তু ফিক্‌হী সম্মেলনে তিনি যোগদান না করেই নিজ জন্মভূমি ভারতে দ্রুত প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনে মদীনায় পৌঁছে ৭ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর মদীনা থেকে মক্কা ও মক্কা থেকে জেদ্দা এবং জেদ্দা থেকে রিয়াদ এবং পরিশেষে রিয়াদ থেকে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। অবশেষে ১৮ ফেব্রুয়ারী জেদ্দা হয়ে বোম্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ২০ ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌতে পৌঁছেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ ভ্রমণে মক্কা-মদীনায় ২২/২৩ দিন অবস্থান করে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং সম্মেলনে যোগদান করে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।[৭৩] জেদ্দায় অবস্থানকালে শায়খ 'আবদুল্লাহ্ 'আলী এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী এ সেমিনারে 'উছ ওয়াকত দুনিয়া কী সব সে বড়ে জরুরত এক মিছালী ইসলামি মু'আশরাহ মাহওয়াল হায়' শিরোনামে বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে 'হাজাতুল 'আলমি ইলাল মুজতামা'ইল ইসলামি মিসালী আফদাল' শিরোনামে ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় তা পত্রাকারে প্রকাশিত হয়।[৭৪] তাছাড়াও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ১২ জুন তারিখে বাঙ্গালোরে 'পায়াম-এ ইনসানিয়াত'-এর একটি সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সেমিনারের শেষ পর্যায়ে তাঁর উপস্থাপিত উর্দু বক্তব্যের ইংরেজী সারমর্ম উপস্থাপন করা হয়। তাঁর এ বক্তব্য ১৯৯০ সালে 'সালার' পত্রিকার জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৭৫]

'মুসলমানান-এ হিন্দ সে সাফ সাফ বাতেঁ' শিরোনামে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ভারতীয় মুসলমানদের সামনে আগত বিপদ-আপদ ও সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করে 'মুসলমানান-এ হিন্দ সে সাফ সাফ বাতেঁ' শিরোনামে এক বিশেষ প্রবন্ধ লেখেন যা ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে বিশেষ একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৭৬] লেখক ভারতের বর্তমান সামগ্রিক পরিবেশ পরিস্থিতির পর্যালোচনা পূর্বক বিদ্যমান বিভিন্ন ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সে সব দূর করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন তাঁর এ প্রবন্ধটিতে।[৭৭] এছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত শির্কী 'আকীদা ও বিশ্বাসের আলোকে যাবতীয় আমলের উৎখাত, চারিত্রিক ও নৈতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করাসহ যাবতীয় সমস্যা মুকাবিলা করার জন্য শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি[৭৮] ভারতীয় মুসলমানদেরকে বর্তমান ও অনাগত বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন এ প্রবন্ধের মাধ্যমে। এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' লক্ষ্ণৌ-এর পরিচালক, শুভাকাংখী শাম্‌স-এ তিবরীয খান বলেন, 'এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় মুসলমানদেরকে সতর্ক ও সচেতন করে কিছু কথা ও জ্ঞানগর্ব আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংকট সম্পর্কে চিন্তা-ভানবার খোরাক যোগাবে।'[৭৯]

---

[৭৩] কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ৪র্থ. খ., পৃ. ১৬৭-১৬৯।

[৭৪] সাওয়ানেহ্-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ৪১৬-৪১৭।

[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২২৭।

[৭৬] মুসলমানান-এ হিন্দ সে সাফ সাফ বাতেঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-৩৩।

[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী কর্তৃক রচিত 'মুসলমানান-এ হিন্দ সে সাফ সাফ বাতেঁ' শিরোনামের এ প্রবন্ধটিকে পরবর্তীতে লক্ষ্ণৌর 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' থেকে ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে উর্দু ভাষায় বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটির ভাষা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। ভারতীয় উপ-মহাদেশের মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত শির্‌ক ও বিদ'আতের পরিচয় জানতে এবং শির্‌ক ও বিদ'আত থেকে দূরে অবস্থান করার ব্যাপারে পাঠক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পাবেন।

আরব জাতীয়তাবাদের প্লাবন ও দীনী মূল্যবোধের দাবী প্রেক্ষিত আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন অভিজ্ঞ লেখক, ইতিহাস অনুসন্ধিতসু পরায়ণ বিজ্ঞ গবেষক, পশ্চিমা বিশ্ব সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণসহকারে অধ্যয়নকারী এক ইতিহাসবিদ। একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা তিনি মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে উৎসর্গ করেছেন। মুসলিম বিশ্বকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভয়াল ষড়যন্ত্রের থাবা থেকে রক্ষা করতে তিনি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কুট কৌশল, শটতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চালাকির মুখোশ উম্মোচন করতে কলম ধরেছেন। পরধন লোভে মত্ত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন থেকে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে রক্ষা করতে তিনি সাহস যোগিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন ও যুগোপযোগী দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন 'পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইসলামকে সকল যুগেই নিজেদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে মনে করেছে। তারা সবকিছুই সহ্য করতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের ঐক্য কখনো সহ্য করতে পারে না। শতাব্দীকাল পূর্বেই ইহুদীদের কুচক্রী মস্তিষ্ক আর খৃষ্টানদের অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি একত্রিত হয়ে ইসলামি বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। যা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগীতা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হতে থাকে পর্যায়ক্রমে। সর্বপ্রথম তারা তুর্কিদেরকে আরবদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। মুসলমানদেরই হাতে ইসলামি খেলাফতের অবসান ঘটায় স্থায়ীভাবে। আরবদেরকে প্রথমে তুর্কীদের মোকাবেলার জন্য আরব জাতীয়তাবদের শ্লোগান তোলে। এই শ্লোগানকে একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনের আরব বাসিন্দাদেরকে তাদের বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে ইহুদীদের বসতী স্থাপন করা হয়। ইহুদীদের জন্য ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম করা হয় এবং তাদের পাহারাদারীর দায়িত্বও পালন করে পশ্চিমা শক্তি। এভাবে পশ্মিমা বিশ্ব আরব বিশ্বের ঘাড়ে চেপে বসে একের পর এক মুসলিম দেশ সমূহের ঘাড় মটকাতে থাকে। [৮০]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে পশ্চিমাদের আশংকা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মতে পশ্চিমাদের আশংকা হলো ইসলামি জাহানের সাথে যদি আরবদের যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক থাকে, তাহলে বিশ্বের মানচিত্রে মুসলমানরা এক মহাশক্তি হয়ে আবির্ভূত হয়ে। আরব বিশ্বের কিছু বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সাহিত্যিক পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নকে পরিনত হয়ে আরব জাতীয়তাবাদকে আরব সংস্কৃতির একটি অংশ প্রমাণ করার জন্য মিসরের কিবতী এবং ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননের ইহুদী খৃষ্টান লেখক-সাহিত্যিকরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তাই প্রতিষ্ঠা করা হয় আরব লীগ, আর মৃত্যু ঘটানো হয় 'ওয়াহ্দ

[৮০] মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), পৃ. ২০৪-২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ' এর। তুর্কি খেলাফতের অবসানের পর তারা নতুন আরবী সাহিত্যের আবিষ্কার করে। এ সাহিত্যের মূলনীতি ছিল সেকুলারিজম ও খৃস্টানদের প্রাচীন মতবাদ ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও, রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাষ্ট্রকে দাও। রাষ্ট্রের সাথে গীর্জার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম মানুষের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপার।[৮১]

তাঁদের এ আন্দোলন সমাদৃত ও সফল হওয়ার পর তাঁরা দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রে জাল বিছাতে শুরু করে। ষড়যন্ত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা নিয়ে আসে দেশ পূঁজার শ্লোগান। যেসব ইহুদী ও খৃষ্টান লেখক সাহিত্যিক ইউরোপ-আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিল, তারা তাদের জন্মভূমি সিরিয়া ও লেবাননের কথা এমনভাবে স্মরণ করে যেমন কোন নিষ্ঠাবান খোদাপ্রেমী আল্লাহর স্মরণে বিভোর থাকে। এই আরব বংশোদ্ভুত আমেরিকান কবিরা 'বিরহ সাহিত্য' নামে গদ্য-পদ্যের এক বিরাট স্তুপ গড়ে তোলে। এতে অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। যেমনঃ খলীল জিবরান, আবু আইলিয়া মাযী, ফরহাত মিখাইল নাইমা প্রমুখ। এরা নিজেদের পুর্বপুরুষদের আবাস ভূমিকে পূঁজনীয় সাব্যস্ত করে। এ সাহিত্যের প্রভাব পড়ে আরবের উঠতি যুবকদের উপর। ফলে ইসলামের অনুসরণ-অনুকরণের চেয়ে তাঁদের নিকটে দেশই সবচেয়ে বড় হয়ে দাড়ায়। আরবের উঠতি যুবকরা ইসলামের চেয়ে আরব জাতীয়তাবাদ ও দেশ পূঁজার চিন্তায় মশগুল থাকে। ফলে ক্রমান্বয়ে ইসলামের সাথে তাঁদের দূরত্ব বাড়তে থাকে।[৮২]

ইউরোপ-আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের ধারক বাহকগণ দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রে সফল হওয়ার পর তারা তৃতীয় ষড়যন্ত্রে জাল বিছাতে থাকে। তাঁরা ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন করে নতুন আঙ্গিকে নতুন শ্লোগান তুলতে থাকে। তাঁরা ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ফলে জনগণের মধ্যে এ ধারণা ও শ্লোগান প্রচার করতে থাকে যে, ধর্ম হল জনগণের পায়ের বেড়ি; প্রতিটি ব্যক্তি যে কোন নৈতিক বিধি মেনে চলতে পারে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। কথা এখানেই শেষ নয়। আরব জাতীয়তাবদের বিষ যখন সকলের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা-ই একটি ধর্মে পরিণত হয় এবং তা ইসলামের সমান্তরাল ধর্ম বলেও তাঁদের মন-মস্তিস্কে জেঁকে বসে। পক্ষান্তরে মুসলিম বিজেতা ও হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কোন অবদানেরই স্বীকৃতি দেয়া হত না। অথচ তিনিই মিসরকে কিনানা ভূমি থেকে ইসলামি ভূমিতে রূপানতরিত করেছিলেন। তদস্থানে মিসরের ফেরাউনদের গুণগান করা হত। জামাল আবদুন নাসের প্রকাশ্যভাবে নিজেদের সাত হাজার বছরের সভ্যতার জন্য গর্ব প্রকাশ করেন।[৮৩]

পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের কৌশলপূর্ণ ধৃষ্টতা

ইসলামের ব্যাপারে খৃষ্টান ঐতিহাসিক ও ইহুদী বুদ্ধিজীবীদের আচরণ ছিল এই যে, তারা ভিতর থেকে ইসলামি আকায়েদের শিকড় কেটে দিতে থাকে যা সহজেই উপর থেকে কোন সাধারণ মুসলমান বুঝতে পারত না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁদের আলোচনা, লেখা-লেখি ও বক্তব্যকে মনে হবে তারা সাধারণ মূলনীতি অনুযায়ী এ সব বক্তব্য রাখেন। তাদের শিল্প ও সাহিত্য ছিল এই যে, নেহায়েত মূর্খতাসুলভ ও হাস্যকর বিষয়কে তারা ইতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করত। ফলে শ্রোতারা টেরই পেত না, তারা কী উদ্দেশ্যে এভাবে বলে, এভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করে। যেমন হিট্টি তার আরবের ইতিহাস গ্রন্থে কুরআন মজীদ সম্পর্কে বলেন, 'এ হল মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ। এতে এমন দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা সৌন্দর্য ও সত্যতার ধারক বলে মনে হয়। অর্থাৎ পুরো কুরআন মজীদই অনর্থক। তবে ঘটনাক্রমে দু'টি আয়াত সত্য ও সুন্দর বলে মনে হয়েছে।

---

[৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৫।

[৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৬।

[৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫-২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মুসলিম উম্মাহতে স্মরণ করে দিয়ে বলেন আরব বার্থ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর মিশেল আফলাক ছিলেন সিরীয় বংশোদ্ভূত একজন খৃস্টান। শেষ বয়সে তিনি ইরাকে চলে আসেন এবং এখানেই তার মৃত্যু হয়। তিনি ১৯৫৬ সালে বার্থ পার্টির বার্ষিক রিপোর্টে বলেন- 'আরবরা প্রতি যুগেই নিজেদের জীবনের সঙ্গী হয়েছে। এর প্রাচীন ইতিহাসে তারা কখনই পিছিয়ে থাকেনি। এমনকি মরুভূমির বেদুঈনরা তাদের অশিক্ষার অন্ধকার পরিবেশেও তখনকার ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী ধর্মকে নিজেদের উন্নতির সোপান বানিয়েছে। কিন্তু আরবরা উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। উন্নয়ন ও প্রগতি তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। তারা ইতিহাসের কোন বাঁকেই থেমে যায় না, দিকভ্রান্ত হয় না। কিন্তু মরুভূমি থেকে বেরিয়ে তাদেরকে জীবনের রাজপথে আসতে হবে।' এই যে তাদের চালাকিপূর্ন কথা ও বক্তব্যের মার প্যাচ মানুষ সহজেই তা বুঝতে পারেনা। পাঠক চিন্তা করুন; মরুভূমির বেদুঈনরা তাদের অশিক্ষার অন্ধকার পরিবেশেও তখনকার ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী ধর্মকে নিজেদের উন্নতির সোপান বানিয়েছে। অর্থ্যাৎ মরুভূমির বেদুঈনরা অশিক্ষার অন্ধকারে থাকার কারণে ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী ধর্মকে তারা মেনে নিয়েছে আসলে ইসলাম ধর্ম উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সক্ষম নয়। এটা সেকেলে ধর্ম এটা উন্নতির সোপান হিসেবে অনুসরণের অযোগ্য। কোন সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ এ ধর্মকে অনুসরণ অনুকরণ করতে পারেনা।[৮৪]

আরব জাতীয়তাবাদের মুখোশ উম্মোচনে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন চিন্তাশীল লেখক ও অনুসন্ধিতসু পরায়ন ইতিহাসবিদ। তিনি ইতিহাস থেকে জেনেছেন বুঝেছেন ও মানবজাতিকে জানাবার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়ও তিনি ছিলেন প্রথিতযশা সাংবাদিক ও লেখক প্রকৃত সত্য মানুষকে জানানোই সাংবাদিকতা চর্চার মূল উদ্দেশ্য তাই তিনি কোন ভয়ে ভীত না হয়ে মানুষকে সাহসের সাথে সত্য তথ্য অবলিলায় প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিককার আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও প্রবক্তারা ছিলেন খৃস্টান কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা। এই সব খৃস্টান কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে তুর্কিদের ধর্মবিশ্বাস ও ইসলামি ভ্রাতৃত্বের কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা ছিলেন সেই পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, যার ভিত্তি ছিল জাতীয় মর্যাদা ও জাতিবন্দনার চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সময়ে আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের নেতা ছিলেন ডক্টর কারস নেম্বার, ইবরাহীম বায়েজী ও উস্তাদ নজীব আজেরদী নামে জনৈক লেবাননী খৃষ্টানগণ। অতঃপর বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পরে জাতীয়তাবদের পশ্চিম সংস্করণ ও ভাবধারা, যা ছিল একটি স্বতন্ত্র চিন্তা-দর্শন এবং এতে ধর্মের মতই চেতনা, উদ্দীপনা, ভাবগাম্ভীর্য ও শ্রদ্ধাবোধ পরিলক্ষিত হয়। যা মানুষকে ধর্মহীন করে তোলে আস্তে অস্তে।

আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের নেতা, লেবাননী মুসলমান, বুদ্ধিজীবী নাসেরুদ্দীন তাঁর বহুল প্রচারিত গ্রন্থ 'কাযিয়্যাতুল আরব' এ লিখেছেন 'একজন স্বাধীনচেতা, সজ্ঞান, ভদ্র, সজন, হৃদয়বান, আত্মমর্যাদাশীল উদার মুসলমানের নিকট ঈমানের প্রশ্নের চেয়ে আরবদের প্রশ্ন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশের প্রতি বিশ্বাস তেমনই হতে হবে, যেমনটি হয় আল্লাহর প্রতি।' তিনি আরব জাতীয়তাবদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরো লিখেছেন- আরব জাতীয়তাবাদ অশিক্ষা, দারিদ্র, ব্যাধি, অবিচার, অত্যাচার, অনাচারসহ সকল প্রকার অনিয়ম এবং আরব পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত সকল প্রকারের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। এ জাতীয়তাবাদ ধর্ম ও রাজনীতির ভিন্নতায় বিশ্বাস করে। এতে ধর্মীয় ব্যক্তিদের রাজনীতির অনুমতি[৮৫] থাকবে না। একজন আরবের জন্য এতে এ

---

[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫-২০৭।

[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা থাকবে যে, সে যেখানেই থাকুক না কেন, দু'টি বিষয়ে সে পুরো পক্ষপাতিত্ব করবে- নিজ জাতীয়তার জন্য এবং ন্যায় ও সত্যতার জন্য। তিনি আরও লিখেছেন- আরব জাতীয়তাবাদ স্বয়ং একটি ধর্ম। কেননা খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের আগমনের পূর্বেও তার মাহাত্ম বর্তমান রয়েছে। আরবরা যতদিন পর্যন্ত উন্নতি লাভ করতে পারবে না। মুসলমানরা যেমন তাদের নবী ও কুরআন মজীদের প্রতি, ক্যাথলিক খৃষ্টানরা যেমন বাইবেলের প্রতি, প্রটেসট্যান্টরা যেমন লুথারের সংস্কারমূলক শিক্ষার প্রতি, ফরাসীয়রা যেমন বিপ্লবের প্রতি এবং রাশিয়ানরা যেমন সমাজতন্ত্রের প্রতি মোহান্ধ, আরবদের তেমনি আরব জাতীয়তাবদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও উদ্দীপ্ত হতে হবে। সেন্ট পিটারের আহ্বানে খৃষ্টানরা যেমন ক্রুসেডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আরবদের ও তেমনি আরব জাতীয়তাবদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।' আশ্চর্য বিষয় হলো আরব মুসলমানরা মধ্যপ্রাচ্যের সংখ্যালঘু অথচ ধূর্ত খৃষ্টানদের চক্রান্তের শিকার হল আরাব জাতীয়তাবদের ছায়ায়। খৃষ্টানরা মনে করে এভাবেই তারা আরব বিশ্বের নেতৃত্ব অর্জন করতে পারবে এবং মধ্যপ্রাচ্যকে ইসলামি জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন এভাবে খৃষ্টানরা ইসলাম থেকে মুসলমানদেরকে দূরে রাখতে চায়। তাঁরা চায় ধর্মহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে। তাঁরা ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে সড়িয়ে রাখতে চায়। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো জাতীয়তাবাদের নামে ঈমানের বলে বলিয়ান যোগ্য ও মানবাতাবাদী আদর্শ নেতৃত্বের পরিবর্তে অযোগ্য নেতৃত্ব ও পুতুল সরকার রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় বসাতে চায় যাতে করে মুসলিম বিশ্বের সম্পদ গ্রাস করা যায়। অর এটা হলো তাঁদের অনেক চক্রান্তের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য চক্রান্ত।[৮৬]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চার প্রত্যক্ষ ফল মিসরের রাজতন্ত্রের অবসান

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৫২ সালের পর থেকে খৃষ্টান ও ইহুদীদের নানামুখী চক্রান্তের বিষ ও ভয়াল থাবা গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে মিসরের বাদশাহ ফারুককে দেশান্তরিত করে মিসরের সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছিল। মিসরে যখন বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তখন মুসলমানরা আন্তরিকভাবে এ বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিল। কারণ জনগণ রাজতন্ত্রকে কখনও মনে প্রাণে ভালবাসতনা। আর রাজতন্ত্রের খারাপ দিকগুলো জনগণের কাছে খুবই স্পষ্ট ছিল। বাদশাহর বিলাসিতার কাহিনী হাটে-বাজারে খোলামেলা আলোচিত হত। তাছাড়াও রাজতন্ত্রের পক্ষে সাংবাদিকদের শঠতাপূর্ণ কলমবাজি, তোষামোদীদের প্রশংসা এবং সাহিত্যিকদের উক্তিসমূহ থেকে অনুদিত হত যে, তারা সবাই থিয়েটারের অভিনেতা অভিনয় করছে। প্রকৃত সত্য ও ব্যস্তবতার সাথে তাদের কথার কোন মিল ছিল না।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী যখন প্রথমবারের মত মিসর ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন ছিল বাদশাহ ফারুক ইবনে ফুয়াদের শাসনকাল। বাদশাহর রাজকীয় ব্যয়ের কথা লোকেরা নির্ভয়ে আলোচনা করত। বস্তুতঃ তার দোষত্রুটি ও কুকর্ম গোপন থাকবার মত ছিল না। জনগণ মিসরের রাজতন্ত্রের অবসানের অপেক্ষায় ছিল। তাই মিসরে বিপ্লব সংঘটিত হলে এবং রাজতন্ত্রের অবসান হলে এ বিপ্লবকে মিসরবাসী মিসরের জন্য শুভ সূচনা বলে বিবেচনা করে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীও ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি মিসরে রাজতন্ত্রের অবসানে উল্লসিত হয়ে এ বিষয়ে (ذهب عصر الف و ليلة) (আলিফ লায়লায় যুগের অবসান হল) শীর্ষক শিরোনামে অত্যন্ত শক্তিশালী নিবন্ধ লিখেছিলেন। উস্তাদ আহমাদ হাসান যায়্যাত-এর 'আর-রিসালায়'

[৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। অল্পসময়ের মধ্যে এ নিবন্ধটি সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সুনাম অর্জন করে। নিবন্ধের সারবস্তু জনগণকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত ও আনন্দিত করে। জনগণ ও পাঠকের ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে এ নিবন্ধটি পুনরায় 'মিম্বারুশশারক' নামক পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।[৮৭]

কিন্তু আবুল হাসান আলী আন্-নদভী দুঃখ করে বলেন, 'এটা মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামি জাহানের দূর্ভাগ্য যে, এই আনন্দ অল্পদিনের মধ্যে সাময়িক বলে প্রমাণিত হল। অল্পদিনের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর আশা আকাশের নীলিমায় মিশে যেতে লাগল। সেনা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল নজীব। তিনি এক বছর যাবত মিসরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন- আপনি কাকে আদর্শ মনে করেন? তিনি জবাব দিলেন, গান্ধিজীকে। মুসলমানরা এ উত্তর শুনে আশ্চর্য ও হতবাক হয়ে গেল। মুসলমানদের কামনা ছিল তিনি হযরত নবী করিম (সা.) এর 'উসওয়ায়ে হাসানা' ই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনকে অনুসরণীয় বলে বক্তব্য রাখবেন যা মিসরবাসীর বাসনা ও অন্তরে কামনা। কিন্তু পরে প্রকৃত সত্য জানা গেল যে, বিপ্লবের প্রকৃত নেতা ছিলেন জামাল আবদুন নাসের এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। মিসরের এই বিপ্লবী সরকারের কেবলা মক্কা নয়, মস্কো। ফলে পশ্চিমা শক্তিগুলো যা চেয়েছিল, তাই শুরু হয়ে গেল। আলিম সমাজ এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করতে পারল না। বিপ্লবের নেতার জেনারেল নজীব এক বক্তব্যে বললেন (أشتري الفتوى بفرخة) অর্থাৎ 'আলিমদের কোন মূল্য আমার নিকট নেই। তাদের ফতোয়া আমি এক মুরগীর বাচ্চা দিয়ে কিনে নেব।' রেডিও মিসরের 'ছওতুল আরব' প্রোগ্রামে এক একজন শিল্পী, বুদ্ধিজীবী তার সকল বঞ্চনা ও অনগ্রগতির জন্য মাতম করতে থাকত এবং বলত আরব জাতীয়তাবদের উপর পূর্ণ আস্থা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত মিসরের মুক্তি আসবে না। অথচ মুসলমানদের আন্তরিক ও যথার্থ বিশ্বাস হল- ঈমান আকীদা মজবুত ও শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য আসবে না। এই ছিল মিসরের বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতি। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী খৃষ্টান, ইহুদী ও তাদের দোসরদের এইসব নানামুখী চক্রান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন।[৮৮]

সাংবাদিকতা চর্চার প্রাণ পুরুষ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরব জাতীয়তাবদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ

এ রকম চরম নাজুক পরিস্থিতে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী আরব জাতীয়তাবদের বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি আরব জাতীয়তাবদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করে প্রতিনিয়ত লেখতে থাকেন। এ সময়ে আরবী মাসিক পত্রিকা 'আল-বা'ছুল ইসলামি' অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর কলমে এমন তেজোদীপ্ত প্রবন্ধ ও নিবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হতে থাকে যে, মিসর সরকার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে মিসর ও আরব জাতীয়তাবদের বিরুদ্ধে লেখা লেখির কারণে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মিসর, দামেশ্‌ক ও বাগদাদে 'আল-বা'ছুল ইসলামি' মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা, প্রচার ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।[৮৯]

---

[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৯।

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

[৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিকতা চর্চার সাহসী পুরুষ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাহসী প্রচেষ্টা

মিসর, দামেশ্ক ও বাগদাদে 'আল-বা'ছুল ইসলামি' মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা, প্রচার ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী তাঁর প্রতিবাদ মুখর লেখা লেখি বন্ধ করেন নাই। তিনি এক জন সত্য প্রকাশে সাহসী সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি তাঁর অব্যাহত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মিসর ও আরব বিশ্বের উলামায়ে কেরাম বিশেষকরে ইসলামি বিপ্লব প্রত্যাশীদের সাথে পত্রযোগাযোগ করতে থাকেন। তাছাড়াও মক্কা মুকাররমায় তাদের সাথে সাক্ষাৎও হত। মিসর ও আরব বিশ্বের অবস্থা ক্রমান্বয়ে অবনতি হতে থাকলে তিনি পরিস্থিতি অবগত হয়ে দীর্ঘ এক নিবন্ধ লেখেন যা ছোট এক পুস্তিকার আকার ধারণ করে। ردة و لا ابابكر لها (ধর্মান্তর ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে, অথচ তার মোকাবেলায় কোন আবু বকর নেই) শীর্ষক এ পুস্তিকা সিরিয়ার যুব সমাজের চেতনা জাগ্রত করলে তাঁরা লক্ষাধিক কপি প্রকাশ করে এবং হজ্জের সময়ে মিনা ও আরাফাতে বন্টন করে দেয়। তাছাড়া তাঁর আরেকটি পুস্তিকা إسمعوها صريحة مني أيها العرب (হে আরব! আমার নিকট থেকে পরিষ্কার শুনে রাখুন) লক্ষাধিক কপি ছেপে বন্টন করা হয়। ইংল্যান্ডে যেসব মিসরী যুবক পড়াশোনা করত, তারা 'আল বা'ছুল ইসলামি' পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলো কপি করে ব্যক্তিগত পত্রের আকারে মিসর ও সিরিয়ায় প্রেরণ করত।[৯০]

সত্য ও সাহসী সাংবাদিকতা চর্চাকারী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র , রাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৫২ সালের পর থেকে খৃষ্টান ও ইহুদীদের নানামুখী চক্রান্তের বিষ ও ভয়াল থাবা গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপ-আমেরিকা তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। এ রকম চরম নাজুক পরিস্থিতি সত্ত্বেও আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও আরব জাতীয়তাবদের বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি আরব জাতীয়তাবদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করে প্রতিনিয়ত লেখতে থাকেন। এ সময়ে আরবী মাসিক পত্রিকা 'আল-বা'ছুল ইসলামি' অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সাহসী সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করে মিসরের জামাল আবদুন নাসেরের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লেখতে থাকেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাহসী সাংবাদিকতা চর্চা ও আরবী মাসিক পত্রিকা 'আল-বা'ছুল ইসলামি'র অসাধারণ ভূমিকায় ভীত হয়ে জামাল আবদুন নাসেরের সরকার আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর কলম বন্ধ করতে ও 'আল-বা'ছুল ইসলামি' পত্রিকার ক্ষুরধার উপস্থাপনা স্তব্ধ করতে নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুনলেন। ষড়যন্ত্রকে সফল করতে তাঁরা কৌশল হিসেবে একটি ইসলামি সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। উদ্দেশ্য ছিল মিসর সরকারের বিরুদ্ধে সম্মেলনে উপস্থিত আলিম উলামাদের মুখ ও কলম যে কোন উপায়ে বন্ধ করা। আর জামাল আবদুন নাসেরের বিরুদ্ধে যেসব ভুল ধারণা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিল, তা বন্ধ করা। তাই মিসরের 'মু'তামারে ইসলামি' একটি সম্মেলন করতে চায়। এর সেক্রেটারী ছিলেন আনওয়ার সাদাত। এ জন্য মিসরের রাষ্ট্রদূত নিজেই ভারতে এসে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে দাওয়াতপত্র পৌঁছে দেন।

[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮-২১০।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর মু'তামারুল ইসলামির নাম পরিবর্তন করে 'মাজমাউল বুহুইছল ইসলামিয়্যা' রাখা হয়। তাওফীক আবীযা ছিলেন তার সেক্রেটারী। তাওফীক আবীযা চিন্তা করলেন যে, ভারতে তো একমাত্র আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রখ্যাত আলিম ও চিন্তাবিদ নন। আমরা অন্যান্য মাদরাসার আলিমদেরকে সরাসরি দাওয়াত দিয়ে জামাল আবদুন নাসেরের কীর্তিসমূহ সম্পর্কে পরিচিত করাই না কেন? সে মতে 'মাজমাইল বুহুছের' নামে মিসরে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব আবুল হাসান আলী আন্-নদভীকে বললেন[৯১] আপনি অংশ গ্রহণ করুন এবং আপনি যাকে নির্বাচিত করবেন তাঁকেও দাওয়াত দিন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী স্পষ্ট ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তাওফীক আবীযা কয়েকজন আলিমকে সরাসরি দাওয়াত দেন।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান ও কঠোর আচরণ ছিল মিসর সরকার ও সরকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। মিসর সরকার উলামায়ে কেরাম এবং দীনী দাওয়াত ও জিহাদের কর্মীদের সাথে যে আচরণ করেছিল, আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর এ আচরণ ছিল তারই প্রতিক্রিয়া। জামাল আবদুন নাসের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ইখওয়ানের নেতাদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করতে শুরু করে। সত্যের বাণী বুলন্দ করার দায়ে জেলখানায় তাদের সাথে ঠিক সেই আচরণ করে, ইসরাইল সরকার আরব যুবকদের সাথে যে আচরণ করেছিল এবং করছে, হিটলারের সময়ে জার্মানীতে নির্যাতনের যেসব পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল, সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর বোন আমীনা কুতুবের উপরও মিসর সরকার তা প্রয়োগ করে। এসব অনেক ব্যথা ও বড় বেদনার কথা অনেক বিস্তৃত কাহিনী । এ মত পরিবেশ পরিস্থিতিতে মিসর সরকারের দাওয়াত কবুল করার অর্থ দাঁড়াত তার সকল অন্যায় অবিচারসমূহের প্রতি মৌন সমর্থন জানানোর নামান্তর। যা আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর মত আল্লাহ প্রেমিক, ইসলাম দরদী ও মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারকের পক্ষে কখনোও সম্ভব নয়।[৯২]

সমাজতন্ত্র, আরব জাতীয়তাবাদ ও মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরোধিতা প্রেক্ষিত আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাংবাদিকতা চর্চা

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সমাজতন্ত্র, আরব জাতীয়তাবাদ ও মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরোধিতা করে অব্যাহত ভাবে সাংবাদিকতা চর্চা চালিয়ে যান। তাছাড়াও ভারত থেকে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সম্পাদনায় প্রকাশিত আরবী পত্রিকা 'আল বা'ছুল ইসলামি' ইসলাম বিদ্বেষী সমাজতন্ত্র, আরব জাতীয়তাবাদ ও মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরুদ্ধে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। মিসরের নাসের সরকারের বিরুদ্ধে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর কঠোর সমালোচনা ও তীব্র বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে। ফলে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ভূমিকার জন্য ভারতেই বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে থাকে। বলা হতে থাকে- অন্য একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন?

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যাওয়া এবং 'আল বা'ছুল ইসলামি' পত্রিকার বিরোধীতামূলক অনন্য ভূমিকা পালন করার কারণ হলো; আরব বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অবগত হওয়ার ফলে এই বিরোধীতা। প্রকৃত পক্ষে এ বিরোধী ও সমালোচনা কোন ব্যক্তি বিশেষ কিংবা গোষ্ঠী বিশেষের একক ব্যাপার ছিল না। এ ছিল নবুওতে মুহাম্মাদীর প্রতি বিদ্রোহ এবং ইসলাম থেকে কার্যতঃ বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়। হযরত মাওলানা নদভীর ভূমিকার জন্য ভারতেই বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে থাকে। বলা হতে থাকে- অন্য একটি দেশের অভ্যন্তরীণ

---

[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন? কিন্তু বস্তুতঃ এটি কোন বিশেষ দেশের একক ব্যাপার ছিল না। ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মচ্যুতি ও ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটতে থাকবে; অথচ তার প্রতিবাদও করা হবে না? ধর্ম সর্বজনীন কোন একক দেশের নয়। এ সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন ধর্মের পক্ষে কোন কথা বলা হবে না? আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর নিকট তা কোনমতেই গ্রহণ যোগ্য ছিল না। তাই তিনি "প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরোধিতা কেন" শীর্ষক এক নিবন্ধে এ ব্যাপারে সাবলিল ভাষায় চুলছেড়া ব্যাখ্যা দেন। নেদায়ে মিল্লাত পত্রিকার ৪ আগষ্ট, ১৯৬৭ সংখ্যায় এ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন- 'আমি আমার কর্মপন্থার জন্য কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ কিংবা ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন বোধ করি না। তবে কতিপয় ভুল ধারণার

নিরসন করতে চাই।' আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন[৯৩] 'প্রেসিডেন্ট নাসেরের সাথে আমার বিরোধিতার মূল কারণ হলো তিনি বর্তমানে আরব জাতীয়তাবদের প্রধান প্রবক্তা। আর এটি হলো পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ দর্শনের আরবীয় সংস্করণ। আমি এটিকে বিশ্বব্যাপী ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামি সর্বজনীনতার বিরোধী ও পরিপন্থী বলে মনে করি। এ জন্যই আমার এ বিরোধীতা ও সমালোচনা করা। সিরিয়ার বার্থ পার্টির কয়েকজন নেতা ও ইরাকের কতিপয় জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী ও কলামিষ্ট এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট নাসেরের চেয়েও কট্টর। তারা আরব জাতীয়তাবাদকে একটি দর্শন হিসেবে এবং ইসলামের সমান্তরাল একটি ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তাছাড়াও আমি তাদেরকে আরব জাহান ও আরব জাতির নতুন প্রজন্মের জন্য শুধুমাত্র অতিমাত্রায় বিপজ্জনকই মনে করি না; বরং আরব জাতীয়তাবদের প্রবক্তা প্রেসিডেন্ট নাসের আরব জাহানের গতি প্রকৃতি, চিন্তাধারা, রুচি ও জীবনবোধের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে সমাজতন্ত্রের ধারা চালু করতে চাচ্ছেন, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আরব ভূমিতে চলতে থাকবে। তুরস্কের কামাল পাশা ব্যতীত কোন ইসলামি দেশ বা নেতা এত ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেনি। তিনি বস্তুবাদ ও ধর্মহীনতার দিকে আরব জাতিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।

কিন্তু আমাদের ভারতের অনেক আলিম আরব বিশ্বের বর্তমান পরিবর্তনসমূহের ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে তেমন উদ্বেগ প্রকাশ করছেন না। অথচ খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নই মিসরের বর্তমান পরিবর্তনকে সমাজতন্ত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই এটি প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের আরব সংস্করণ। সমাজতন্ত্রের আকারে এখন প্রথম পর্যায় অতিক্রম করছে। মসজিদ ও মাদরাসাগুলোকে সোশালিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হচ্ছে। ফলে গত দশ বারো বছর ধরে নতুন প্রজন্মকে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, আর যেখানেই বা যে দেশেই এমন অবস্থা হোক না কেন তা খুবই বিজপজ্জনক। কিন্তু এটি এমন এক পবিত্র ভূমিতে সংঘটিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র সত্তা যেখানকার মাটির সাথে মিশে আছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরেরা যদি বায়তুল্লাহর তওয়াফ বাদ দিয়ে মস্কোর উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে ও ক্রেমলিনের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে, তাহলে মুসলমান মাত্রেরই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা।'[৯৪]

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন 'আমার জন্য দুর্ভাগ্য হোক কিংবা সৌভাগ্য, আমি আরব বিশ্বের দুর্বলতা ও সমস্যা সম্পর্কে পত্যক্ষভাবে জানবার সুযোগ লাভ করেছি, যা আমাদের ভারতের অনেক আলেমের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি প্রথমবারের মত আরবভূমিতে গিয়েছি, ১৯৪৭ সালে। কিন্তু আরব ভূমিতে পা রাখবার আগে থেকেই সেখানকার রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে এত পরিষ্কার ধারণা অর্জন করেছি যে, আমি আরব দেশগুলোতে কখনই নিজেকে অপরিচিত বা একাকীত্ব অনুভব করিনি। এরপর আমি বার বার আরব দেশগুলোতে সফর করেছি। আরবরাও উদারতা বশতঃ আমাকে তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে মন্তব্য, পর্যালোচনা, সমালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের সুযোগ দিয়েছে।'

---

[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১২।

[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন 'সমাজতন্ত্র ও আরব জাতীয়তাবাদ মতবাদের প্রবক্তা এইসব বিপ্লবী নেতা ও একনায়কদের কারণে আরব বিশ্বের বিশেষ করে মিসর, ইরাক, সিরিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও সুদানের জনগণ মানসিক যাতনার শিকার হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে এ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত এমনটি আর কখনোই হয়নি। এখন আরব বিশ্ব এক চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে এসে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। যদি বর্তমান বিপ্লবী নেতৃত্বসমূহ খোদা না করুন ক্ষমাতায় বসে কোন উপায়ে সফলতা লাভ করে, তাহলে আরব বিশ্ব ইসলাম থেকে এত দূরে সরে যাবে যে, পুনরায় তাঁকে ইসলামের দিকে আনার জন্য কোন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মুজাদ্দিদের প্রয়োজন পড়বে। তাই বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি কোন সত্যপ্রিয় সচেতন ব্যক্তির পক্ষে কখনোও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।'[৯৫]

মুসলিম জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক পরাধীনতা ও তা দূরীকরণে সাংবাদিকতা চর্চার প্রয়োজনীয়তা

সাংবাদিকতা চর্চার প্রাণ পুরুষ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন সত্য প্রকাশে সাহসী পুরুষ তিনি মুসলিম উম্মাহ সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গল কামনায় তাঁর সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন। তিনি মুসলিম জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক পরাধীনতা কি এবং তা কিভাবে দূর করে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন জাতিসত্ত্বা হিসেবে বিশ্বের মাঝে মাথা উচু করে সম্মান ও মর্যাদার সাথে থাকতে হয় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেন, কোন দেশকে সামগ্রিকভাবে পরাধীন করে রাখার জন্য শুধু সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও কর্তৃত্ব এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র ও যুদ্ধনীতি যথেষ্ট নয়, বরং এ জন্য প্রয়োজন হল সেখানকার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় শক্তির ব্যবস্থাপনায় মানসিকভাবে প্রভাবিত করতে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। যা পাশ্চাত্য সম্প্রদায় তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই তারা প্রাচ্যকে পরাধীন করে রাখার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করেছে সবার আগে। আর তাঁরা তাঁদের এ বুদ্ধিবৃত্তিক নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করার জন্য প্রাচ্যের কিছু সংখ্যককে এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে। আর প্রাচ্যের কম সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদই পাশ্চাত্যের এ চিন্তা প্রসূত কার্যকরী সুক্ষ্ম কৌশল উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।[৯৬]

ইউরোপ-আমেরিকা তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করার জন্য প্রাচ্যের কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে ইউরোপ-আমেরিকাতে অবস্থান করার সুযোগ দিয়েছে। তাঁরা এ সব বুদ্ধিজীবীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন চালানোর জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করছে। ফলে তারা তাদের পূর্ণ মেধাকে এমনসব গ্রন্থ রচনা করার ক্ষেত্রে ব্যয় করছে যেগুলো স্পষ্টভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত করা হয়নি। এটিও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চালাকি, এ ক্ষেত্রে তাদের বিচক্ষণতাপূর্ণ চিন্তা হল, যদি সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয় তাহলে একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে যাবে। তাই তাদের কৌশলপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, ঐ প্রাচ্যবিদদের দিয়ে গ্রন্থ রচনা করা হবে যাদেরকে পাঠক সহসায় বিশ্বাস করবে এবং তাদের রচিত গ্রন্থে কৌশলপূর্ণ এমন সব যুক্তি উপস্থাপন করা হবে যাতে সেগুলো পড়ার সাথে সাথে কুর'আন, হাদীস, ইসলামি আইন, দর্শন ও সর্বোপরি ইসলামি সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। যে ব্যক্তিই তাদের রচিত গ্রন্থসমূহ পড়বে তার অনুভূতি এমন হবে যে, আমরা তো খুব নিম্ন মানের জীবনযাপন করছি। আমরাতো সেকেলে আমাদের তেমন কোন অতীত গৌরব নেয়। আর না আছে আমাদের উন্নত জীবন ব্যবস্থা যা উন্নত ভোগ বিলাসিতার জীবনে নিয়ে যেতে পারবে। যেমন বইয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে-অনেক দেরিতে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করা হয়েছিল; অনেক দেরিতে

---

[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।
[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল যা উচিৎ হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন মানুষের মনে এ কথা সৃষ্টি হবে যে, আলিম 'উলামা ও পথিকৃৎগণ এসব ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করেননি। তারা আসলে বিজ্ঞ ছিল না।[৯৭]

তাই দেখা এই সব বই পড়ে মুসলিম বিশ্বের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর মাঝে হীনমন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ তারা যে সমস্ত বইপুস্তক পড়ছে তার অধিকাংশই ফ্রান্স বা ইংরেজী ভাষায় রচিত এবং পাশ্চাত্যের সেই কুট কৌশলপূর্ণ চিন্তাধারার আলোকে রচিত। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন যদিও ভারতীয় উপ-মহাদেশে এ সব বইয়ের প্রচলন কম কিন্তু ফ্রান্সের অধীন মরক্কো, আলজেরিয়া, লিবিয়ার ত্রিপলী ইত্যাদি এলাকায় ফ্রেন্স ভাষায় পাশ্চাত্য কুট কৌশলপূর্ণ চিন্তাধারার আলোকে রচিত সাহিত্যসমূহ পড়ানো হয় যা মুসলমানদের জন্য আত্মহননের নামান্তর।[৯৮]

এহেন চরম নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজ সংস্কারক, লেখক, গবেষক ও সাংবাদিকদের যা করণীয় তা হচ্ছে মুসলমানদের হীনমন্যতা দূর করা। আর শিক্ষিত সমাজ থেকে হীনমন্যতা দূর করার জন্য প্রয়োজন উচ্চ চিন্তাচেতনা ও বিচক্ষণতার আলোকে গ্রন্থ রচনা করা, প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখা ও নিয়মিত সেমিনার সিম্পোজিয়াম করা। মুসলমানদের মধ্যে ঐ সকল বই-পুস্তক পড়ার প্রচলন করতে হবে যা তাদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা দান করে; যাতে তথাকথিত উন্নত বিশ্বের ত্রুটিগুলো তাদের নিকট বিকশিত হয়; হকের বিরুদ্ধে, সত্যের বিরুদ্ধে ও মানবতার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে তার বর্ণনা সংবলিত বইসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে এবং পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও পেপার পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখতে হবে। আর ঐ সকল ইংরেজী বই-পুস্তক পড়তে হবে যা পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা ও নেতৃত্বের সমালোচনায় লেখা হয়েছে।[৯৯]

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অগ্রগতিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা

আমরা জানি বা বলা হয়ে থাকে যে, সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতা প্রধানত তিনটি কাজ করে থাকে। প্রথমতঃ সংবাদপত্র তথ্য সরবরাহ করে, দ্বিতীয়তঃ সংবাদপত্র আমাদের বিনোদন দেয় এবং তৃতীয়তঃ সংবাদপত্র জনগণকে 'শিক্ষিত' করে তোলে।

সংবাদপত্রের অপর যে দু'টি কাজ, অর্থাৎ তথ্য সরবরাহ করা, আরও সহজ করে বলতে গেলে আমাদের নানা বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রাখা এবং আমাদের বিনোদন দেয়া, এগুলোর ঔচিত্য কর্তব্য সম্পর্কে সম্ভবত আমাদের কারো সন্দেহ নেই। আমরা প্রায় সকলেই গণমাধ্যমের কাছে এই দু'টি বিষয় কমবেশি আশা করি ও তা পেয়েও থাকি। যে দেশে গণমাধ্যম যত স্বাধীন, গণমাধ্যমের কাছে নাগরিকদের আশাও সেই পরিমাণে বেশি হয়ে থাকে।[১০০] সংবাদপত্রকে যে 'ফোর্থ এস্টেট' বলা হয়, সে কি কেবলই কথার কথা? না তা নয়। সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতা তথা গণমাধ্যমের সমাজের প্রতি কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেই কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা থেকেই সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অগ্রগতিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। সংবাদপত্র গণমানুষের চাহিদা, দাবী ও আশা-আকাঙ্খার প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

---

[৯৭] নয়া খুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

[৯৯] মৌলবী মুহাম্মদ রমাযান মিয়া, খুতবাত-এ 'আলী মিয়া র. ৬ষ্ঠ. খ., পৃ. ৪০৩-৪০৬।

[১০০] গীতিয়ারা নাসরিন, মফিজুর রহমানবর্গ, গণমাধ্যম ও জনসমাজ, (ঢাকাঃ শ্রাবণী প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ২০০২ খৃ.), পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের ভাল-মন্দ, উন্নতি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য সংবাদপত্র সব সময় মানুষের পাশে দাড়িয়েছে।[১০১] সংবাদপত্র শুধুমাত্র সমাজের বিশেষ কোন শ্রেণী এেশার মানুষের কথা বলে না, বরং সমাজের সকল শ্রেণী এেশার মানুষের কথা বলে সংবাদপত্র। কারণ সকল শ্রেণী এেশার মানুষের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হয়েছে। সমাজের কল্যাণে প্রথমে সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার, অন্যায়, দুর্নীতি নিরসন করার জন্য প্রথমে সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা ও রুচি সম্পর্কে জানতে হবে। মোটকথা সংস্কার কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে সমাজের গতিপ্রকৃতি ও ধারণ ক্ষমতার উপর। বর্তমানের সমাজ জীবনকে যদি মূল্যায়ন করা হয় তাতে সমাজ জীবনের যে বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে তা হচ্ছে, অন্যায়ের প্রতি মানুষের অনুরাগ, পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে বর্তমানে সমাজ সংস্কার ও সংশোধনের আহ্বানে, আল্লাহভীতি ও সৎ জীবনযাপনের ডাকে এবং অশ্লীলতা ও পাপাচার বর্জনের চাপ প্রয়োগে সমাজের মানুষ অস্বস্তি বোধ করে। সমাজের এহেন বিকৃত রুচি ও পাপাচারমুখী প্রবণতা প্রতিরোধে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনিস্বীকার্য। সমাজের জঘন্য বিকৃত রুচি ও পাপাচারমুখী প্রবণতা উপেক্ষা করে, দেখে ও কিছু না দেখারভান করে বৃহত্তর সমাজ থেকে গা বাঁচিয়ে সমাজ দেশ ও জাতির কোন কল্যাণ করা যায় না।[১০২] 'ফোর্থ এস্টেট' হিসেবে সমাজ সংস্কার করে আদর্শ কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মানে সংবাদপত্রের যথাযথ ভূমিকা জনগণ আশা করে। সুতরাং সমাজ সংস্কার কাজে পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বেই চলমান সমাজব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। অধিকাংশ মানুষই যদি সংস্কারকে স্বাগত জানানোর পরিবর্তে সংস্কার বিমুখ হয় এবং সংস্কারের উদ্দেশ্যে গৃহিত প্রদক্ষেপসমূহকে মনে প্রাণে গ্রহণ না করে, তাহলে সংস্কারের উদ্দেশ্যে গৃহিত যত উদ্যোগই নেয়া হোক না কেন তাতে কোন সফলতা আসবে না, বলে আবুল হাসান আন্-নদভী মনে করেন।[১০৩]

সমাজ যদি সংস্কারকের বাস্তব পদক্ষেপকে স্বাগত জানায়; লেখক, সাহিত্যিক, রেডিও-টেলিভিশন, সংবাদপত্র তথা সকল প্রচার ও গণমাধ্যম যদি একযোগে প্রচেষ্টা চালায় ও সমাজের মানুষের পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অভিরুচি ও অনুভূতি-উপলব্ধির পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজ জীবনের সর্বত্র সততা, আল্লাহভীতি, ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি করা যায়; যাবতীয় প্রলোভন ও নৈতিকতার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করা যায়, তবেই সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ সফল হতে পারে।[১০৪] সমাজ তাঁর আশা, আকাঙ্খা ও বাসনার আলো দেখতে পারে। মানুষ তাঁর প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে জীবনের জয়গান গাইতে পারে।

যে জাতি সর্বপ্রকার যোগ্যতা ও সামর্থের অধিকারী এবং জাগতিক সম্পদে সমৃদ্ধ কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও সচেতনতার অভাবে ভালমন্দ ও পাপপূণ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না; শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করতে পারে না; অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে সুফল লাভে ব্যর্থ; নেতাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের হিসেব নিতে এবং জাতীয় অপরাধীদের শাস্তি দিতে সাহসী নয়; স্বার্থবাদীদের মিষ্টি কথায় সহজেই অভিভূত হয়, সে জাতি আস্থার যোগ্য নয় বলে আবুল হাসান আন্-নদভী মনে করেন। এমন আস্থাহীন জাতির প্রায়ই ধোঁকা খাওয়ার ও প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তারা পেশাদার, স্বার্থপর ও মুনাফিকদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। জাতির চেতনহীনতার সুযোগে তাদেরকে যা খুশী তা-ই করা যায়।[১০৫] এমন সব জাতির আত্মহননমূলক দুর্বলতাগুলো প্রত্যক্ষ করে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমকে আবশ্যই সমাজ, দেশ ও জাতিকে অবহিত করতে হবে, জাগাতে হবে তাদের মনোবল ও দিতে হবে সময় উপযোগী দিকনির্দেশনা।

---

[১০১] গীতিয়ারা নাসরিন, মফিজুর রহমানবর্গ, গণমাধ্যম ও জনসমাজ, পৃ. ১৭-১৮

[১০২] গীতিয়ারা নাসরিন, মফিজুর রহমানবর্গ, গণমাধ্যম ও জনসমাজ, পৃ. ১৭-১৮; তুহ্ফা-এ ইনসানিয়াত, ২য়. সং., পৃ. ২১১-২১৪।

[১০৩] গণমাধ্যম ও জনসমাজ, পৃ. ১৯-২০; খুতবাত-এ 'আলী মিয়া র., ৪র্থ. খ., পৃ. ১৩৫-১৩৯।

[১০৪] তুহ্ফা-এ ইনসানিয়াত, ২য়. সং., পৃ. ২১২-২১৩।

[১০৫] খুতবাত-এ 'আলী মিয়া র. ৪র্থ. খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আন্-নদভী মনে করেন, মুসলিম বিশ্বের চিন্তাদর্শনের যোগ্যতাকে যদি মানদণ্ডে বিচার করা হয় তাতে দেখা যায় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাবোধের অভাব অত্যন্ত প্রকট। তারা চেতনার একেবারে প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে। তারা শত্রু-মিত্র পার্থক্য করতে পারছে না। তাদের সুসম্পর্ক ও মিত্রতা প্রকৃত বন্ধুদের চেয়ে শত্রুদের সাথেই বেশী। তাদের ধর্মীয় ও নাগরিক চেতনা খুবই দুর্বল এবং রাজনৈতিক চেতনা শুন্যের কোঠায়। তাই তারা প্রভাবশালী ও স্বার্থপর জাতির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। খুব সহজেই তাদেরকে ইচ্ছে মত ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবহার করা হচ্ছে। আর তাদের সরকারগুলো প্রভাবশালী জাতি দ্বারা প্রভাবিত বলে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও প্রভাবশালী জাতির ইচ্ছা অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা দিয়ে থাকে।[১০৬] তাই দেখা যায়, বহু মুসলিম দেশ এমন আছে যেখানে জনগণের সঙ্গে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। সেখানে সাধারণ মানুষ কেবল পরিশ্রম করার জন্য এবং উঁচু শ্রেণীর মানুষ কেবল ভোগবিলাস ও আনন্দ-ফূর্তির জন্য বাঁচে। সেখানে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী হয় এবং হৃদয়হীন কর্মকাণ্ড ও বিবিধ অপরাধ সংঘটিত হয়। শরী'আতের বিধানসমূহকে পদদলিত করা হয়। এতদসত্ত্বেও সাধারণ জনগণ ও মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ এবং ক্রোধ পরিলক্ষিত হয় না।[১০৭] কারণ অত্যাচারের রোলার তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কি করা উচিৎ তার দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী বলেন, মুসলিম জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ও সঠিক চেতনা সৃষ্টি করা এবং সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক। আর এ সব কাজে গণজোয়ার সৃষ্টির জন্য সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে।

গণমত, গণজোয়াড় সৃষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তাবোধ তৈরি করাকেও আমরা সামাজিক অগ্রগতির একটা লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। এছাড়া সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সহায়ক কাজগুলো শনাক্ত করার জন্যও আমাদের হাতে থাকতে হবে দেশ বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রচুর তথ্য ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। কেবল মাত্র সংবাদপত্র ও স্বাধীন গণমাধ্যমই আমাদেরকে এসব অনায়াসে জোগান দিতে পারে। কোথায় উন্নতি অগ্রগতি ও প্রগতির পথ কীভাবে আরো প্রশস্ত হয়েছে বা বন্ধ হয়েছে, কোথায় মানবতা ও স্বাধীনতা ভূলণ্ঠিত হয়েছে, কোথায় সামাজিক বিপ্লব অথবা বিবর্তনের পথ কেন রুদ্ধ হয়েছে, নতুন সামাজিক চিন্তা-চেতনা কোথায় কেমনভাবে গৃহীত হয়েছে, সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি দেশে দেশে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন রূপ লাভ করেছে-এই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরে স্বাধীন সাহসী সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম। একই সঙ্গে সংবাদপত্র পাঠক-শ্রোতা-ও দর্শকদের জ্ঞান অর্জনের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে প্রভূত উপকার করতে পারে। সাধারণভাবে গণমাধ্যমের গ্রাহকদের জানার প্রবল আগ্রহ যেমন মিটতে পারে এই প্রক্রিয়ায়, তেমনি এতে নতুন তথ্য উপস্থাপন করে গণমাধ্যমও তার প্রচার বাড়ানোর সুযোগ পেতে পারে। সামাজিক অগ্রগতির জন্য এই প্রক্রিয়ার ইতিবাচক দিক হচ্ছে এই যে, এই সমস্ত নতুন তথ্য বিশেষ করে অনগ্রসর ও বঞ্চিত এলাকার মানুষদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে। এই সচেতন জনতাই তখন সামাজিক পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে উন্নয়নের পথে সামাজিক বিবর্তনের ধারাকে ত্বরান্বিত করবে।[১০৮]

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন ও উন্নয়নের ধারাকে আরো ত্বরান্বিত, গতিশীল ও স্থায়ীভাবে রূপ দিতে হলে মানুষের চেতনাবোধকে জাগ্রত করতে হবে। চেতানাবোধ সৃষ্টির জন্য স্থায়ী চেষ্টা ও প্রয়াস চালানো দরকার। তবে এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, শিক্ষার প্রচার ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আধিক্যের দ্বারা তাদের মধ্যে চেতনাবোধ আছে তা প্রমাণ করে না। তবে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার চেতনাবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে আবুল

---

[১০৬] মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?, পৃ. ৩২২-৩২৩।
[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।
[১০৮] মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?, পৃ. ৩২২-৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান আলী আন্-নদভী মনে করেন। তবে প্রতিটি সমাজ সংস্কারকদের ভালভাবে জানা দরকার যে, যে জাতির মধ্যে গভীর চিন্তাভাবনার স্বল্পতা রয়েছে সে জাতি আস্থার যোগ্য নয়; যদিও তাদের অধীনস্থ নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত অনুগত হয়। তাই যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা চেতনাহীন থেকে যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তারা স্বীয় স্বার্থের পরিপন্থি আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা যে কোন সময়ে শত বছরের শ্রম-সাধনাকে ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দিতে পারে নিজের অজান্তেই। যে জাতির চেতনাবোধ জাগেনি ও যাদের নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার এবং ভাল-মন্দ বোঝার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে খড়-কুটো কিংবা মাঠে পড়ে থাকা পাখনার মত যা বিভিন্ন দিক থেকে বাতাস ইচ্ছে মত এদিক থেকে ওদিকে এবং ওদিক থেকে এদিকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।[১০৯] সামাজিক ঘটনাবলি বা পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকতা চর্চার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-আধিক্যের কারণে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের সাহায্যে গণসচেতনতা ও চিন্তাশীলতার বিকাশ ঘটা সহজ হতে পারে। সামাজিক ইস্যুগুলো সম্পর্কে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে এগুলোর ব্যাপারে ইতিবাচক ও প্রগতিশীল আদর্শবাদী জনমত গঠনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে সাংবাদিকতা চর্চার। স্বাধীন সংবাদপত্রের পক্ষেই যথাসম্ভব অকপট হয়ে জনগণের পাশে দাঁড়ানো সহজ।[১১০]

সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের কাছে জনগণ সরাসরি সব সমস্যার সমাধান আশা করেন না, কিন্তু সমাধানের ব্যাপারে দ্রুত ও কার্যকর মতামত গঠনের জন্য তারা গণমাধ্যমের সহায়তা পেতে চান।তারা করতে থাকেন সংবাদপত্রে পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন। অবশ্য একটি সমাজে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে যদি কোন গণমাধ্যম অযৌক্তিক কুতর্কের মাধ্যমে কোন কিছু জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, তবে হিতে-বিপরীত ফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মনে রাখা দরকার যে, তাৎক্ষণিকভাবে জনগণের একাংশকে উত্তেজিত করে হয়ত কখনো কখনো ত্বরিত ফল লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী সুফল আনতে ব্যর্থ হয়। সংবাদপত্রের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে সংবাদপত্রকে জনগণের পরীক্ষিত বন্ধু হতে হবে। আসলে জনগণ মিডিয়াকে বিশ্বস্ত উপকারী বন্ধু হিসেবেই দেখতে চায়। জীবনের কোন বাঁকে বিপদ লুকিয়ে আছে, কোথায় পাওয়া যাবে সাফল্যের চাবিকাঠি, ইত্যকার জরুরি বিষয়গুলো তাঁরা সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম থেকেই জানার আশা করেন। বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহ ও দেশ সমূহের বিরুদ্ধে চারদিকে সংঘটিত ঘটনা ও বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত না থাকা রীতিমত মারাত্মক বিপদের লক্ষণ। এমন অজ্ঞ ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।[১১১]

লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার সাবেক সম্পাদক ডি লেন বলেছিলেন যে, তথ্য ফাঁস করে দিয়েই সংবাদপত্র বেঁচে থাকে। কথাটা অনেকাংশে ঠিক। তথ্য, বিশেষ করে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য যা জনগনের জানা উচিত, সেই তথ্য অন্যের নিকট যত গোপন তথ্যই হোক না কেন, সাংবাদিকের তা জানা থাকলে জনগণকে অবশ্যই তা জানানো দরকার। সামাজিক নিরাপত্তা ও অগ্রগতির স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, কুসংস্কার, কেলেংকারি ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। সামাজিক ব্যাধিকে গোপন করে কোন দিনই তার নিরাময় করা সম্ভব নয়। কাজেই সাংবাদিকদের তথা গণমাধ্যমের কর্মীদের তা অনবরত ফাঁস করে দিতে হবে এবং জানাতে হবে জনগণকে প্রকৃত সত্য বিষয় ও ঘটনা।[১১২] আবার বিষয়টির অন্যদিকও রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি এমন কোন তথ্য গণমাধ্যম কর্মীর হাতে এসে পড়ে যা প্রকাশ করলে দেশে দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে, তবে সে তথ্য প্রকাশের আগে কর্মীটিকে অবশ্যই দ্বিতীয় চিন্তা করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে হয়ত 'ধীরে চল' নীতির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তবে এখানে বলা দরকার যে, যদি গণমাধ্যম ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে

---

[১০৯] প্রাচ্যের উপহার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

[১১০] সাংবাদিকতা শিকড় থেকে শিখর, পৃ. ১০১-১০২।

[১১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩।

[১১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি সম্পর্কে ইতমধ্যেই জানাজানি হয়ে যায় বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে গণমাধ্যমের তা প্রকাশ করে দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। অন্যথায় পরে তা প্রকাশ করলে গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই সংবাদ মাধ্যমকে দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষার্থে সব সময় সর্তক থাকতে হবে।

তথ্য মানুষকে সাহস জোগায়। পারিপার্শ্বির্ক সম্পর্কে সম্যক অবহিত মানুষ নিজেকে কখনো একা ভাবে না। তার সমমনা মানুষগুলোর অস্তিত্বের কথা জেনে সে নিজেকে মনে মনে তাদের দলভুক্ত করে নেয়। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে এই তথ্য তাঁকে দিতে পারে স্বাধীন গণমাধ্যম। এই সমাজটাকে বদলানোর ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ রয়েছে তাঁরাও তাঁদের সমমনা মানুষের খবর পান গণমাধ্যম থেকেই। নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে কেবল পরিবেশের আংশিক চিত্রই উঠে আসতে পারে। কিন্তু সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম স্বাধীন থাকলে জনগণ পূর্ণ চিত্র পায়, তাঁদের মানসিক গঠন পুষ্ট হয়।[১১৩]

দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অগ্রগতি সাধনে সংবাদপত্র অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা এখনো এসব বিষয়ে সব দিক থেকেই পিছিয়ে রয়েছি। বিশেষ করে মুসলিম জাতি সামাজিক, রাজনৈতি, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথেও আমাদের অন্যতম বাধা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। এছাড়াও মুসলিম দেশসমূহের সুস্থ চিন্তা-চেতনার বিকাশ নানা কারণে বাধাগ্রস্ত থাকায় সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। কুসংস্কার, কুপমন্ডূকতা, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও বিশ্বাস, নিরক্ষরতা, দারিদ্র ও বেকারত্ব মুসলিম সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ফলে সমাজে গুরুতর স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। এই সব সমস্যা নিরসনে সাংবাদিকতা চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।[১১৪]

উপসংহার

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী ছিলেন একাধারে যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিম, আধ্যাত্মিক সাধক, সুসাহিত্যিক, গবেষক, চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক, কলামিষ্ট, পত্রিকার সম্পাদক, সমাজ সংস্কারক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধর্ম প্রচারক। তাঁর জীবনে অনুপম ও বিরল এমন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে যা সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি সংস্কার কাজের মিশন নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাবলীগ কার্য পরিচালনা করেছেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি আমৃত্যু ধর্ম প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত থেকে বিভিন্ন সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে সংকট মুকাবিলায় মুসলিম জাতির কি করণীয় সে বিষয়ে জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাঁর সূদুর প্রসারী পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্ত রিকতাপূর্ণ দা'ওয়াতী কার্যক্রম মুসলিম বিশ্বের সচেতনতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

---

[১১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৯

[১১৪] গণমাধ্যম ও জনসমাজ, পৃ. ১৮-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এক সময় মুসলিম জাতি শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা-আবিষ্কারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিল কিন্তু কুর'আন-সুন্নাহ তথা ইসলামের অনুসরণের পথ থেকে সরে গিয়ে মুসলমানগণ পৃথিবীতে বিভিন্নধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। পরবর্তীতে পরিবর্তনশীল বিশ্বপরিস্থিতির কারণে তাঁরা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের পথ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে। তাঁদের সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে নানাবিধ কুসংস্কার ও অনাচার জেঁকে বসেছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মুসলীম উম্মাহর মধ্যে কুর'আন-সুন্নাহর জ্ঞান চর্চার ও অনুশীলনের প্রধান মাধ্যম আরবী ভাষার জ্ঞান সম্প্রসারণে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে আরবী ভাষার উন্নতি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, প্রচার-প্রসার ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে আজীবন কাজ করেছেন। তাঁর মতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের কোন জাতীয়তা, দেশ, ভাষা-পরিভাষা, অঞ্চল কিংবা ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। কারণ আরবী ভাষা হলো কুর'আন-সুন্নাহর ভাষা। আর কুর'আন-সুন্নাহ হলো বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন সবার জন্য। তিনি ইসলামি দেশসমূহের শিক্ষাবিদ, আরবদেশসমূহের বুদ্ধিজীবী, ইসলামি পুনর্জাগরণের জন্য আন্দোলনরত ব্যক্তি ও দলসমূহের নেতৃবৃন্দের মাঝে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। কুর'আন-সুন্নাহর শিক্ষার অভাবে মুসলীম বিশ্ব আজ আস্থাহীন ও অবহেলিত জাতিতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর এ কারণেই তাঁদের মধ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, মুসলিম জাতির ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সমাজ ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। আবুল হাসান আলী আন্-নদভী মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে মুসলিম জাতির এরকম চরম নাজুক পরিস্থিতি অবলোকন করে বিচলিত হয়েছেন। মুসলিম বিশ্বের হতাশা ও অরাজক চরম পরিস্থিতির জন্য তিনি ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিপালনে উদাসীনতা, নৈতিক শিক্ষার বিমুখতা, অনুন্নত অনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা, জ্ঞানের নিম্নগামিতা, চিন্তার সংকীর্ণতা এবং সুস্থ সমাজের শূন্যতাঁকে দায়ী করেছেন। তাই আদর্শবাদী সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নিরলস-নিরন্তন আন্তরিকতাপূর্ণ কর্ম প্রচেষ্টা, তাঁর চিন্তা-চেতনা, উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ মাঠ-ময়দান থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের সহজ সরল বোধগম্য ভাষা ও উপস্থাপনা, গ্রহণযোগ্য যুক্তির অবতারণা, প্রকৃত সত্য ও নিরেট ব্যস্তবতার আলোচনা, সুক্ষ ও অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যাখ্যা, উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সরলতা ও পাণ্ডিত্যবোধ, সাহিত্য রসেভরপুর প্রাঞ্জল বর্ণনাভঙ্গি, ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি ও প্রকৃত ব্যস্তবতাঁকে সাহিত্যের ভাষায় প্রাণবন্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে পাঠকমহলকে তিনি যেভাবে ইসলামের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, তা এক কথায় অনুসরণ, অনুকরণ ও সর্বমহলে প্রশংসার যোগ্য। তাঁর লিখিত সাহিত্যসমূহে ফুটে উঠেছে সমসাময়িক ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে তাঁর চিন্তাধারার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য; 'ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত সমূহ; 'ইবাদতে সফলতা লাভের উপায়; জাতির জীবনে 'ইবাদতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না কেন?; প্রবৃত্তিপূজারী ও আল্লাহপ্রেমী জীবনধারার মধ্যে পার্থক্য; শির্ক ও কুসংস্কার পরিহার; 'আলিম সমাজের ভূমিকা; ইসলাম পরিপূর্ণ দীন ও স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতি; হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শরী'আত্ম প্রাণবন্ত ও চিরন্তন; সত্যিকারের মুসলিম 'ইলম, 'আকীদা ও 'আমলের সমন্বয়ে জীবন পরিচালিত করে থাকে; দীন সংরক্ষণে ধর্মীয় আত্মসম্মানবোধ আবশ্যক; মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় চিন্তায় আগ্রাসন; ইসলাম ও মুসলিম জাতির রক্ষায় জীবন্ত ব্যক্তির বিকল্প নেই; দীন সকল যুগে সক্রিয়, তবে কখনো কখনো দীনী কর্ম ও চেতনার মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়; মাযহাব ও তাহযীবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সর্বত্র; ইসলামের আধুনিকায়নে ইজতিহাদের গুরুত্ব; হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর (কুর'আন) শিক্ষানীতি; শরী'আতের পরিচয় ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা; তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মপরিশুদ্ধি; আত্মিক উন্নয়নে নবী-রাসূল কিংবা তাঁদের দিক-নির্দেশনা অনুসরণের বিকল্প নেই; বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় সংকট নিরসনে কতিপয় দিক নির্দেশনা; নাম সর্বস্ব কৃষ্টি-কালচার প্রতিরোধ করা প্রয়োজন; ইসলাম থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া সাধারণ কুফরতা থেকেও জঘন্য এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর মুক্তি লাভের উপায়; বর্তমান সময়ে রিসালাতের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাবলীসম্পন্ন জাতির অভাব এবং এর প্রতিকার; দা'ওয়াত দানে কর্মীর দায়িত্ব-কর্তব্য; অনৈসলামিক কর্যাবলী ও তা বর্জনে সমকালীন 'আলিমদের দায়িত্ব-কর্তব্য; 'ইবাদত ও রসম-রেওয়াজের মধ্যে পার্থক্য এবং দুই 'ইবাদতের ব্যাপারে মুসলমানগণের উদাসীনতা; দীনী শিক্ষা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি; বিশ্ববাসীর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি ইসলামের দশটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপহার এবং বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহর নীতির বিষয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো দিকনির্দেশনামূলক ভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে। তাঁর উপস্থাপিত ও নির্দেশিত এসব দিকনির্দেশনাবলী ও জ্ঞানগর্ব পরামর্শ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এগুলো কুর'আন, হাদীস, সীরাত, 'আকাইদ, ফিক্‌হ, ইতিহাস, ইসলামি সমাজ দর্শন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে যা আদর্শবাদী সুশীল সমাজ গঠন ও মুসলিম উম্মাহর অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে অপরিহার্য মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভী সুস্থ ও আদর্শবাদী সুশীল সমাজ বিনির্মানের জন্য সৎ, সত্যবাদী, কর্মনিষ্ঠ, সুস্থ বিবেক ও মনুষ্যত্ব সম্পন্ন, পরিশুদ্ধ চারিত্রিক গুণের অধিকারী, সুনীতিপরায়ণ, নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, উদার এবং জিতেন্দ্রিয়পরায়ণ গুণাবলী সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। আর এ রকম মানবিক ও মৌলিক গুণাবলীসম্পন্ন মানুষের সমন্বয়ে সুশীল সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটতে পারে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এরূপ সৎ ও প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পন্ন মানুষের অভাব অত্যন্ত প্রকট। মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য ও সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য সুনীতিপরায়ণ সুশীল সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মুসলিম জাতির ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সুশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে উন্নত চেতনাবোধ জাগ্রত করে অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে প্রায় দু'শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর আরবী ও উর্দু ভাষায় রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গ্রন্থরচনা, সাংবাদিকতা চর্চার ও বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে প্রকৃত সুশীল সমাজ ব্যবস্থার ভিত রূপায়নের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন। ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ ব্যস্তবায়নের উপরই নির্ভর করছে প্রকৃত সুশীল সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ন। সেই লক্ষ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর লিখিত গ্রন্থসমূহে ফুটে উঠেছে চারিত্রিক সংশোধন, সুশীল ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ার উপায় সমূহ; সামাজিক অবক্ষয় রোধে আত্মিক পবিত্রতা, শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা; প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণতি ও অন্যায়-অপরাধ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ; সমাজ সংস্কারে করণীয়; সমাজ বিনির্মাণে মুসলিম জাতির অসচেতনতা; সমাজ বিনির্মানে নারী-পুরুষ পরস্পর পরিপূরক; সামাজিক সমস্যার নিরসন ও উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার; ইসলামি সমাজব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠার পরিবেশ; দুর্নীতিসহ অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির প্রতিরোধ; সম্পদের সুষম বন্টন ও নীতিবোধ সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত; দ্রুত সম্পদশালী হওয়ার প্রবণতা সমাজে অশান্তির কারণ; মানুষকে মানুষরূপে মূল্যায়ন করা এবং গড়ে তোলা অপরিহার্য; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব-কর্তব্য; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিক চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্য; তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন অপরিহার্য; ছাত্র ও কর্মজীবনে সফলতা লাভের উপায়; শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পরামর্শ; সাহিত্যকে সংস্কার ও গঠনমূলক কাজে ব্যবহারের নির্দেশনা; মুসলিম জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক পরাধীনতা ও তা দূরীকরণে করণীয়; সাধারণ ও ধর্মনিষ্ঠ সরকারের স্বরূপ; ইসলামি সমাজ গঠনের উপাদান; জাতীয়তাবদের স্বরূপ উদঘাটন; জাতীয়তাবাদ ইসলামি দর্শনের অন্তরায়; উগ্র জাতীয়তাবাদেই সন্ত্রাসের বীজ নিহিত; সাংবাদিকতা চর্চার গুরুত্ব; সত্য ও সাহসী সাংবাদিকতা চর্চা সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার; তথ্যের অবাদ প্রবাহের গতি সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা; সমাজ সংস্কারে সংবাদপত্রের কার্যকর ভূমিকা ও আলিম সমাজের দায়িত্ব;

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে উন্নত চেতনাবোধ জাগ্রত করে মুসলিম জাতির ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সুশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে আবুল হাসান আলী আন্-নদভী প্রায় দু'শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে এইসব জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। ইসলামি চিন্তাচেতনার আলোকে সাহিত্য সংস্কার করার প্রয়াস চালিয়ে সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরে মানুষের মাঝে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার কাজে ব্রতী হয়েছেন। আরবী ভাষার উন্নয়নে তাঁকে একজন বিজ্ঞ আরবী ভাষাবিদ, সফল আরবী ভাষা-সাহিত্যের প্রচারক ও ইসলামি সাহিত্যের জনপ্রিয়তা লাভে দূরদর্শী পরিকল্পনাকারী হিসেবে বিশ্বের দরবারে নিজেকে প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর রচনাবলী 'আরবী, উর্দু, ফার্সী, ইংরেজী,

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রেন্স, হিন্দি, গুজরাটি, মালয়ী ও বাংলাসহ বিশ্বের প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সহজবোধ্য, সাবলীল ও প্রাণবন্ত রচনাবলী ও সাহিত্যকর্ম থেকে অফুরন্ত উপকার লাভ করতে থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর দিকনির্দেশনা, আদর্শবাদী সমাজ সংস্কারের চেতনা অনুসরণ-অনুকরণ করে ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় মুসলিম বিশ্বের অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে সৌদি আরব, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের অনেক দেশে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর অনুসারীগণ ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও তাঁর দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও চিন্তা-চেতনা প্রচার ও বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করছে। একটি আদর্শবাদী সুন্দর সভ্য টেকসই সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর পরিকল্পনা, চিন্তা-দর্শন, চেতনা ও দিকনির্দেশনা কার্যকরি ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাঁর চিন্তা-চেতনার আলোকে টেকসই সুশীল সমাজ বিনির্মানের জন্য কিছু সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলঃ

- আবুল হাসান আলী আন্-নদভী-র মত, প্রথিতযশা বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিকের পরিচয়, তাঁর সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন দিক ও সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন তা মানব সমাজকে অবহিত করা এবং তার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে, যা শুসভ্য সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে অবদান রাখবে।
- আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ একজন মহান জ্ঞান সাধক যে একই সাথে বহু ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চায় প্রসিদ্ধ লাভ করতে পারে তার বলিষ্ঠ উদাহরণ তুলে ধরে ভবিষৎ প্রজন্মকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে, যা আদর্শ, যুগোপযোগী ও মানবতাবাদী জাতি গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।
- বর্তমান সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে মানব জীবনের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর যুগোপযোগী চিন্ত াদর্শন, চেতনা ও আদর্শ তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে মিশ্রিত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। মানবজাতির জন্য তাঁর এ ফলপ্রসূ দর্শন ও দিকনির্দেশনাবলীকে সুবিন্যস্ত করে সংকলনের জন্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক গবেষণার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- তাঁর কর্মকাণ্ড, চিন্তা, চেতনা ও দর্শনের উপর উচ্চতর গবেষণার জন্য দেশে প্রচলিত গবেষণা কেন্দ্রের পাশাপাশি একটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা। যাতে এ কেন্দ্রের অধীনে মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেক দেশের যুব সমাজকে গবেষণায় উৎসাহ ও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
- তাঁর সম্পর্কে গবেষণাকৃত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও প্রতিবেদন বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সকল গণমাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে অবহিত করা যেতে পারে।
- তাঁর চিন্তা, চেতনা ও দর্শনের দ্রুত প্রচার-প্রসারের জন্য প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সমাজ সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- বিশ্বের প্রতিটি দেশে তাঁর শিক্ষা, অনুপম গুণাবলী, দিকনির্দেশনা ও পরামর্শের চিন্তাদর্শনের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও বিস্তারের জন্য সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা যেতে পারে।
- তাঁর শিক্ষা, দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও তাঁর চিন্তাধারার আলোকে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়ে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছে। বর্তমানেও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর চিন্তাধারার আলোকে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যা আদর্শবাদী সভ্য সুশীল টেকসই সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে অবদান রাখতে পারে।
- স্বশিক্ষায় শিক্ষিত করে চেতনাবোধ জাগ্রত করে যুব সমাজের চারিত্রিক মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে মুসলিম দেশ সমূহের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তাঁর রচিত বইগুলোকে সিলেবাসভুক্ত করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর সাহিত্য চর্চায় বহুবিধ সাহিত্যরূপের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাঁর জ্ঞান গরিমা ও সাহিত্যরসে ভরপুর এ ধরনের সমৃদ্ধ সাহিত্যের মর্ম-অর্থ উপলব্ধি ও সহজবোধ্য করার জন্য প্রত্যেক দেশের স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা যেতে পারে।
- সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন কুসংস্কার, সমস্যা, অনাচার ও সন্ত্রাস নির্মূলে তাঁর আদর্শ, শিক্ষা ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর রেখে যাওয়া অসংখ্য শিষ্যদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- তাঁর শিক্ষা, চিন্তা, চেতনা ও দর্শনের দ্রুত প্রচার-প্রসার ও লালন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মানের একটি গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনার জন্য মুসলিম বিশ্বের ধনী দেশগুলোর অর্থনৈতিক সহযোগীতায় একটি ফান্ড গঠন করা যা গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনায় সক্রিয় অবদান রাখবে।

যুগে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত মনীষী ও মহাপুরুষগণ মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তারা কোন বিশেষ জাতি বা অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত নন। তাঁদের চিন্তা-চেতনা, গবেষণা, আবিস্কার ও কর্মধারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। মহান মনীষী আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তা-চেতনা, কর্ম ও অবদান আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে উল্লেখিত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো যা উন্নত ও শৃঙ্খলা সমাজব্যবস্থার ভীতকে মজবুত করতে অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অতএব, আমাদের উচিৎ আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর চিন্তা-চেতনা, কর্মধারা, দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও অবদানসমূহকে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চলার পথের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা। তাহলেই আমরা সুন্দর, সুশীল, সুশৃঙ্খল, সুশান্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধশালী টেকসই মানবতাবাদী সমাজ এবং কল্যাণকর রাষ্ট্রের আশা পোষণ করতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের কর্ম প্রচেষ্টা ও আশা বাস্তবায়নে তওফীক দিন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী

১. আল-মুওসুয়া আল-'আরাবিয়া আল 'আলামিয়া, (রিয়াদঃ ১৯৮৬ খৃ.), ২৫তম খণ্ড।
২. বেলাল আবদুল হাই হাসানী নদভী, সাওয়ানেহ-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), (করাচিঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম নাযিমাবাদ, ২০০২ খৃ.)।
৩. আহমাদ আল্-ইছকান্দারী, আহমাদ আমীন, ফি তারিখিল আদাবিল আরবী, (বৈরুতঃ দারুল ইস'আয়িল উলূম, ১৯৯৪ খৃ.)।
৪. ড. মাহমুদ হাসান জাইনী, ফি আদাবিদ দাওয়াতিল ইসলামীয়্যাহ (মক্কাঃ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব, ১৪০২ হিজরী)
৫. ড. মুহাম্মদ বিন সাদ বিন হুসায়ন, আল-আদাব আল-হাদীছ, খ-১, (রিয়াদঃ ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খৃ.)।
৬. ড. মুহাম্মদ বিন সাদ বিন হুসায়ন, আল-আদাবুল-হাদীছ, (রিয়াদঃ ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খৃ.), ১ম খণ্ড।
৭. মাজাল্লাতুল জামি'য়াতিল ইসলামিয়্যাতি বিল মাদিনাতিল মুনাওয়ারাতি, সংখ্যাঃ ৪৯; মাজাল্লাতুল বা'য়াছিল ইসলামী, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, রমদান ও শাওয়াল মাস, ১৪০১ হি.।
৮. ইউসুফ কাওকান, আ'লামু আল-নাছর ওয়া আল-শি'র ফী আল-'আসর আল-'আরাবী আল-হাদীছ, ১ম. খণ্ড।
৯. ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, আল-আদাব আল-হাদীস, (রিয়াদঃ ১৪১৮ হি/১৯৯৭ খৃ.)।
১০. সায়্যিদ 'আব্দুর রাজ্জাক, মাফহুমুল ইসলামিয়্যাহ ফী আল-নাকদ আদাবী, (কায়রোঃ ১৯৯৭ খৃ.)।
১১. ড. আব্দুর রাহমান রাফাত বাশা, নাহু মাজহাবিল ইসলামী ফিল আদাবী ও নাকদী (লক্ষ্ণৌঃ আমানাতুল 'আম্মাতু লিননাদওয়াতিল আদাবিল ইসলামীল আলামিয়্যাহ, ১৯৮১ হি.)।
১২. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কাদিয়ানিয়াত (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবদ, ১৯৮১ খৃ.), ৪র্থ. সং.।
১৩. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, আন্নাবীউল খাতাম ওয়াদ্দীনুল কামিল (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী', ১৯৮৭ খৃ.)।
১৪. ড. শাওকী দাঈফ, তা'রীখ আল-আদাব আল-আরাবী, (আছর আল-জাহিলী), (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৬ খৃ.), ১ম খণ্ড, ৭ম. সং.।
১৫. ইবন মানজুর, লিসান আল-আরব (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, তা. বি.)।
১৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুন'ইম খাফাজী, ড. সালাহ উদ্দীন মুহাম্মদ আব্দুত তাওয়াব, আল হায়াতুল আদাবিয়্যাতু ফী আসরাই আল জাহিলীয়্যাত ওয়া সাদরীল ইসলাম (কায়রোঃ দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৮২ খৃ.)।
১৭. ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, (কায়রোঃ আল-মাতবা'আতু আল-বাহিয়্যা, তা.বি.)।
১৮. 'আবদুল বাসিত বদর, মুকাদ্দিমাতু কিতাবু নাজারাতি ফিল আদাবি লীল শাইখ আবিল হাসান 'আলী নদভী, (দামিস্কঃ দারুল কলম, ১৯৮৮ খৃ.)।
১৯. সায়্যিদ হামিদ আল-নাসসাজ ও সহযোগীবৃন্দ, আল-আদাব আল-'আরাবী আল-হাদীছ, (মিসরঃ আল-জামহুরিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.)।
২০. আবুল হাসান 'আলী নদভী, ফী-মাসিরাতিল হায়াতি, (দারুল কলমঃ দামিস্ক, ১৯৮৮ খৃ.)।
২১. সায়্যিদ হামিদ আল-নাসসাজ ও সহযোগীবৃন্দ, আল-আদাব আল-'আরাবী আল-হাদীছ, (মিসরঃ আল-

জামহুরিয়া, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.)।
২২. সায়্যিদ হামিদ আল-নাসসাজ ও সহযোগীবৃন্দ, আল-আদাব আল-'আরাবী আল-হাদীছ, (মিসরঃ আল-জামহুরিয়া, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.)।
২৩. ড. নজিব কিলানী, মাদখালুন ইলাল আদাবিল ইসলামী (কাতারঃ কিতাবুল উম্মাতি, ১৪০৭ হি.)।
২৪. মাজদী ওয়াহবা, মু'জামু মুসত্বালাহাতি আল আদাব, (বৈরুতঃ মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৭৪ খৃ.)।
২৫. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবি আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, (কায়রোঃ দারু আল-হিলাল, তা. বি.), ৪র্থ. খণ্ড।
২৬. ড. 'ইয আল-দীন ইসমা'ঈল, আল-আদাব ওয়া ফুনূনুহু, (দার আল-ফিকর আল-আরাবী, তা. বি.)।
২৭. ড. সায়য়িদ হামিদ আল-নাসসাজ ও সহযোগীবৃন্দ, আল-আদাব আল-'আরাবী আল-হাদীছ, (মিশরঃ ওয়াযারাতু আল-তারবিয়্যাহ ওয়া আল- তা'লীম, ১৯৯৭ খৃ.)।
২৮. ইউসুফ কাওকান, আ'লামু আল-নাছর ওয়া আল-শি'র ফী আল-'আসরি আল-'আরাবী আল-হাদীছ, (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৬ খৃ.), (১ম. খণ্ড)।
২৯. হান্না আল ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখি আল-'আদাব আল-'আরাবী, (বৈরুতঃ দার আল-জীল, ১৯৮৬ খৃ.)।
৩০. ইউসুফ কাওকান, আ'লামু আল-নাছর ওয়া আল-শি'র ফী আল-'আসর আল-'আরবী আল-হাদীছ, ৩য়. খণ্ড।

আবুল হাসান আলী আন্-নদভীর আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী

১. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কায়ফা দাখালাল 'আরাবু আততারীখা?, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.)।
২. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, 'আছিফা, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৭ খৃ.), ২য় সং.
৩. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, দাওরুল হাদীস ফী তাকবীনিল মুনাখিল ইসলামি ওয়া সিয়ানাতিহি (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৯ খৃ.), কারওয়ান-এ যিন্দিগী, ২য় খণ্ড।
৪. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আল-ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশতাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলীমীনা (বৈরুতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৮৫ খৃ.)।
৫. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আল-ইসলাম ওয়াল গারব, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৩ খৃ.)
৬. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আননাবীউল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল, আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, (লক্ষ্ণৌঃ ১৯৮৭ খৃ.)।
৭. আবুল হাসান 'আলী আল-নদভী, মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.)
৮. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আলইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশতাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসীলমীনা, (বৈরুতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৮৫ খৃ.)।
৯. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আননাবীউল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল' ইলমী, ১৯৮৭ খৃ.)।
১০. আবুল হাসান 'আলী আল-নদভী, মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি,(লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.)

Dhaka University Institutional Repository

১১. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আলইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশতাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসীলমীনা, (বৈরুতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৮৫ খৃ.)।
১২. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মানহাজুন আফদালু ফিল ইসলাহী, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, নাদওয়াতুল 'উলামা, তা. বি.)।
১৩. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, তাদহিয়্যাতু শাবাবিল 'আরাবি কানতরাতুন ইলা সা'আদাতিল বাশারিয়্যাহ, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.)।
১৪. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফুনা আনফুসাহুম, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.)।
১৫. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মাসউলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.)।
১৬. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল ইসলাম ওয়াল গারব, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৩ খৃ.)।
১৭. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আদ্দা'ওয়াতু ইলাল্লাহি হিমায়াতুল মুজতা'মা মিনাল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সিয়ানাতুদ্ দীন মিনাত তাহরীফি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.)।
১৮. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মাযা খাছিরাল 'আলামু বিইনহিতাতিল মুসুলমিন (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৫০ খৃ.)।
১৯. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মানহাজুন আফদালু ফিল ইসলাহী (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, নাদওয়াতুল 'উলামা, তা. বি.)।
২০. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, তাদহিয়্যাতু শাবাবিল 'আরাবি কানতরাতুন ইলা সা'আদাতিল বাশারিয়্যাহ (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.)।
২১. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফুনা আনফুসাহুম (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.)।
২২. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আহদীসুন সরীহাতুন মা'আ ইখওয়ানিনাল 'আরব ওয়াল মুসলিমীন, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, তা. বি.)।
২৩. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল-মদ ওয়াল জযর ফী তারীখিল ইসলামি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.)।
২৪. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মাসউলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.)।
২৫. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আল ইসলাম ওয়াল গারব, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৩ খৃ.)।
২৬. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল-ফাত্হু লিল্ 'আরাবিল মুসলিমীন (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯০ খৃ.)।
২৭. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, ইসমা'ঈ ইয়া মিসর! (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.)।
২৮. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আল-নাদবী, আন নুবুওয়ত ওয়াল আম্বিয়া'উ ফী-দাওয়িল কুর'আন (দামিশ্ক দারুল কলম, ২০০০ খৃ.), ৭ম. সং.।
২৯. আবুল হাসান নদভী, নাফহাতুল ঈমান, (মিসরঃ দারুস সাহ্ওয়া লিন্নশর ওযাত্ তাওযী, ১৯৯১ খৃ.), ১ম. সং.।
৩০. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আদ্দা'ওয়াতু ইলাল্লাহি হিমায়াতুল মুজতা'মা মিনাল

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলিয়্যাতি ওয়া সিয়ানাতুদ্ দীন মিনাত তাহরীফি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.)।

৩১. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মাযা খাছিরাল 'আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমিন, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৫০ খৃ.)।

৩২. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আল-নাদবী, আন নুবুওয়ত ওয়াল আম্বিয়া'উ ফী-দও'ইল কুর'আন, (দামিশ্কঃ দারুল কলম, ২০০০ খৃ.), ৭ম. সং.।

৩৩. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, দাওরুল হাদীস ফী তাকবীনিল মুনাখিল ইসলামি ওয়া সিয়ানাতিহি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইল্মী, ১৯৮৯ খৃ.)।

৩৪. আবুল হাসান নদভী, নাফহাতুল ঈমান, (মিসরঃ দারুস সাহ্ওয়া লিননশর ওয়াত্ তাওযী', ১৯৯১ খৃ.), ১ম. সং.।

৩৫. আবুল হাসান আলী আন্- নদভী, 'আছিফা, (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৭ খৃ.) ২য়. সং.।

৩৬. আবুল হাসান আলী আন্- নদভী, আন্নাবীউল খাতাম ওয়াদ্ দীনুল কামিল, (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৭ খৃ.)।

৩৭. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল ইমামুলল্লাযী লাম ইউওয়াফ্ফা হক্বাহু মিনাল ইনসাফি ওয়াল ই'তিরাফি, (লক্ষ্ণৌঃ আল মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৯ খৃ.)।

৩৮. আবুল হাসান 'আলী অল-হাসানী আন্-নদভী, ইলাল ইসলামি মিন জাদীদ, (লক্ষ্ণৌঃ-আল-মাজমা'উল ইসলামিল' ইলমী ১৪২৮ হিজরী)।

৩৯. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মানহাজুন আফদালু ফিল ইসলাহী, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, নাদওয়াতুল 'উলামা, তা.বি.)।

৪০. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কায়ফা দাখালাল 'আরাবু আততারীখা? (লক্ষ্ণৌঃ' আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী', ১৯৮০ খৃ.)।

৪১. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, তাদহীয়্যাতু শাবাবিল 'আরাবি কানতরাতুন ইলা সা'আদাতিল বাশারিয়্যা, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.)।

৪২. আবুল হাসান 'আলী-হাসানী আন-নদভী, কিস্সাতু কিতাবিন ইয়াহকীহা মু'আল্লিফুহু, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৩ খৃ.)।

৪৩. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল 'আরাবু ইয়াক্তাশিফুনা আনফুসাহুম, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.)।

৪৪. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কারিছাতুল 'আলমিল 'আরবী ওয়া আসবাবুল হাকীকিয়্যাতু (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯১ খৃ.)।

৪৫. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, ইসমা'ঈ ইয়া 'ঈরান, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, তা. বি.)।

৪৬. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আহদীসুন সরীহাতুন মা'আ ইখওয়ানিনাল 'আরব ওয়াল মুসলিমীন, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, তা. বি.)।

৪৭. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল-মদ ওয়াল জযর ফী তারীখিল ইসলামি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.)।

৪৮. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.)।

৪৯. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী অন-নদভী, মুখতারাতুম মিন আদাবিল 'আরাবী, (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান নাশর, ২০০৭ খৃ.), ১ম. খণ্ড।

Dhaka University Institutional Repository

৫০. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আল-ফাত্হু লিল্ 'আরাবিল মুসলিমীন, (লক্ষ্ণৌঃআল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯০ খৃ.)।
৫১. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, আদ্দা'ওয়াতু ইলাল্লাহি হিমায়াতুল মুজতামি' মিনাল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সিয়ানাতুদ্ দীন মিনাত তাহরীফি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮০ খৃ.)।
৫২. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আতফাল, (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান নশর, তা. বি.), ৩য়. খণ্ড।
৫৩. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল্ আতফাল, (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান নশর, তা. বি.) ৪র্থ. খণ্ড।
৫৪. আবুল হাসান 'আলী আল্-হাসানী আন-নাদবী, রাব্বানিয়্যাতুন লা রাহবানিয়্যাতুন, (লক্ষ্ণৌঃ আল্-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৬খৃ.)।
৫৫. আলী হাসান আলী আল্-নদভী, মাস'উলিয়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাতি আমামাল উমামি ওয়াল 'আলমি, (লখনৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৮ খৃ.)।
৫৬. আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, আত তাফসীরুশ সিয়াসী লিল্-ইসলাম ফী মেরাতি কিতাবাতি আল-উসতায আবী আ'লা মওদূদী ওয়া আশ্ শাহীদ সায়্যিদ কুতুব, (কুয়েতঃ 'দারুল কলম', ১৯৮৭ খৃ.) ৮ম. সং.।
৫৭. আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, রাসায়িলুল আ'লাম, (মিসরঃ দারুস সাহ্ওয়া লিন্নশর ওয়াত তাওযী', ১৯৯১ খৃ.)।
৫৮. আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাযহাব ও তামাদ্দুন, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৪০০ হি.)।
৫৯. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, আলইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশ্তাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলিমীনা, (বৈরুতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৮৫ খৃ.)।
৬০. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কাদিয়ানিয়াত, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবদ, ১৯৮১ খৃ.) ৪র্থ. সং.।
৬১. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী,তাযকীয়্যা ওয়া ইহ্সান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক, (লক্ষ্ণৌঃ 'মাকতাবা-এ দারুল 'উলূম', ১৩৯৯ হি.), ২য় সং.।
৬২. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তাযকীয়্যা ওয়া ইহসান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৮৯ খৃ.), ২য়. সং.।
৬৩. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, আত্তারীকু ইলাস সা'আদাতি ওয়াল কিয়াদাতি, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ২০০৩ খৃ.)।
৬৪. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, মুসলিম মামালিক মেঁ ইসলামিয়্যাত ওয়া মাগরিবিয়াত কী কাশ্মাকাশ, (বৈরুতেঃ দারুল ফিক্র, ১৯৬৫ খৃ.) ৩য়. সং.।
৬৫. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, আন্-নাবীউল খাতাম ওয়াদ্দীনুল কামিল, (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী', ১৯৮৭ খৃ.)।
৬৬. সামাহাতুশ্ শায়খ আবুল হাসান নদভী, দাওরুল ইসলামিল জযরামী ফী মাজালিল 'উলূমিল ইনসানিয়্যাত, (মিশর- দারুস সাহ্ওয়া লিননশর ওয়াত তাওযী', ১৯৮৮ খৃ.)।
৬৭. সামাহাতুশ্ শায়খ আবিল হাসান 'আলী আল-হাসানী নদভী, নাযরাত 'আলাল জামি'ইস্ সহীহি লিল্ ইমামিল বুখারী ওয়া মায়্যিযাতু আবওয়াবিহী ওয়া তারাজিমিহী, (রায়বেরেলীঃ লিইহ্য়া'ইল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা, ১৯৯২ খৃ.)।
৬৮. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ইসমা'ঈ ইয়া মিসর, (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী,

১৯৯০ খৃ.) আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম, ।
৬৯. সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, আলহিদারাতুল গারবিয়্যাতুল ওয়াফিদাতু ওয়া আছরুহা ফিলজায়লিল মুছাক্কাফি (দিল্লীঃ মাকতাবা-এ আবুল হাসান 'আলী, ২০০৪), ২য়. সং. ।
৭০. সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' (রায়বেরেলভীঃ 'আরাফাত ঘর, দায়েরায়ে শাহ 'আলামুল্লাহ্ (র), নাদওয়াতুল 'উলামার আরবী প্রেস, ১৯৭৩খৃ./ ১৩৯৩ হি.) ।
৭১. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ইসমা'ঈ ইয়া মিসর, (লক্ষ্ণৌঃ 'আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯০ খৃ.) ।
৭২. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী আল ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুশ্তাশরিকীনা ওয়াল বাহিসীনাল মুসলিমীনা, (বৈরুতঃ 'মু'আস্সাসাতুর রিসালা', ১৯৮৫ খৃ.) ।

উর্দু

১. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, হেজ্জায-এ মুকাদ্দাস আওর জাযীরাতুল 'আরব, (করাচীঃ মজলিম-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.) ।
২. আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী দু' হাফতে মাগরিব-এ আক্ছা মারাকেশ মেঁ, (লক্ষ্ণৌঃ 'মাকতাবা-এ ফেরদৌস', ১৯৭৬ খৃ.) ।
৩. আবুল হাসান 'আলী নদভী, নয়া তূফান আওর উস কা মুকাবালা, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮০ খৃ.) ।
৪. আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, হিন্দুস্তানী মুসলমান, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯২ খৃ.) ৩য়. সং. ।
৫. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, 'ইনসানী দুনইয়া পর মুসলমানুঁ কে 'উরুজ ওয়া যাওয়াল কা আসর' (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৫০ খৃ.) ।
৬. আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৭৮ খৃ.), ২য় সং. ।
৭. আসার-এ হাযের মেঁ দীন কী তাফ্হীম ওয়া তাশরীহ, (লক্ষ্ণৌঃ দারুল 'আরাফাত, ১৯৮০ খৃ.) ।
৮. আবুল হাসান আলী আন্- নদভী, মুসলিম মামালিক মেঁ ইসলামিয়্যাত ওয়া মাগরিবিয়াত কী কাশ্মাকাশ (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮১ খৃ.) ৩য়. সং. ।
৯. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, সীরাত-এ-সায়্যিদ আহমদ শহীদ (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯৪ খৃ.), ১ম খণ্ড, ৮ম সং. ।
১০. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিম-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৬ খৃ.), ৭ম সং।
১১. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হুসাইনী নদভী, 'ইসলাম কে মু'আশারাতী ওয়া খান্দানী নিযাম আওর মিল্লী তাখাস্সুস কী হেফাযত মেঁ খাওয়াতীন কা কেরদার', (লক্ষ্ণৌঃ 'আঞ্জুমান-এ খাওয়াতীন-এ ইসলাম', ১৯৯০ খৃ.)
১২. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হুসাইনী নদভী, আল-মুতাদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯৫ খৃ.), ৪র্থ. সং. ।
১৩. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ইসলাম আওর মাগরিব, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮৩ খৃ.)
১৪. সামাহাতুশ্ শায়খ আবুল হাসান নদভী, দাওরুল ইসলামিল জযরামী ফী মাজালিল 'উলূমিল ইনসানিয়্যাত,

Dhaka University Institutional Repository

(মিশরঃ দারুস সাহ্ওয়া লিননশর ওয়াত তাওযী', ১৯৮৮ খৃ.)।
১৫. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, সালাহুদ্দীন আয়্যুবী, (মিসরঃ 'দারুস সাহ্ওয়া লিন্নশর ওয়াত তাওযী, ১৯৯১ খৃ.), ১ম. সং.।
১৬. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, মুসলিম মামালিক মেঁ ইসলামিয়্যাত ওয়া মাগরিবিয়াত কী কাশ্মাকাশ, (বৈরুতেঃ দারুল ফিক্র, ১৯৬৫ খৃ.), ৩য়. সং.।
১৭. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হুসায়নী নদভী, আল-মুরতাদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া-নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৫ খৃ.)।
১৮. সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ভারত, ১৯৭৬ খৃ.)।
১৯. মাওলানা সায়্যিদ রাবি' হাসানী নদভী, মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৭ খৃ.)।
২০. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারনওয়ান-এ যিন্দিগী (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, তারিখ বিহীন), ১ম খণ্ড।
২১. মাওলানা মুহাম্মদ কাযিম নদভী, মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৩ খৃ.), ১ম. খণ্ড।
২২. মৌলভী মুহাম্মদ রমযান মিয়া, খুতবাত-এ 'আলী মিয়া (র.) (পাকিস্তানঃ দারুল ইশায়াত, করাচী, অক্টোবর, ২০০২ খৃ.), ১ম খণ্ড।
২৩. ড. মুহাম্মদ ইজাজ আল খাতিব, লামহাতুন ফিল মাকতাবাতি ওয়াল বাহছি ওয়াল মাছাদিরি, (বৈরুতঃ মুয়াসসাতুর রিসালা, ১৯৮৬ খৃ.), ১১তম সং.।
২৪. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, তা. বি.), ২য় খণ্ড।
২৫. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৮ খৃ.), ২য় সং.।
২৬. মাওলানা আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, দু হাফতে মাগরিব-এ আক্ছা মারাকেশ মেঁ, (লক্ষ্ণৌঃ মাকতাবা-এ ফেরদৌস, ১৯৭৬ খৃ.)
২৭. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তুহফা-এ ইনসানিয়াত, (হাদীসে মালাহাহ), (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত- এ ইসলাম, ১৯৯২ খৃ.), ২য় সং.।
২৮. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, হাদীস-এ পাকিস্তান, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.)।
২৯. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, হাদীস-এ পাকিস্তান।
৩০. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পনদরবী সদী হিজরী মাযী ওয়া হালকে আয়না মেঁঃ এক তাবসিরাহ, এক জা'ইযা এক পয়গাম, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯৮ খৃ.)।
৩১. মোহাম্মদ ইউছুফ, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভীর দীনি-দাওয়াত দর্শনঃ একটি ধর্মতাত্বিক, পর্যালোচনা (প্রবন্ধ)।
৩২. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, তা.বি., ৩য়. খণ্ড)।
৩৩. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮৭ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী (লক্ষ্ণৌঃ মাকতাবা-এ ইসলাম ২০০১ খৃ.),৭ম. খণ্ড।
৩৫. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, খুলাফা-এ আরবা'আ কী তারতীব-এ খিলাফত্ মেঁ কুদরত ওয়া হেকমত-এ এলাহী কী কারফরমা'ঈ আওর হযরত হুসায়ন (রা.) কে আকদাম মেঁ উম্মত কেলিয়ে রহনুমা'ঈ (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯১ খৃ.)।
৩৬. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, দীন-এ হক ওয়া দা'ওয়াত-এ ইসলাম (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯২ খৃ.)।
৩৭. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত -এ ইসলাম, তা.বি.)।
৩৮. মাওলানা মুহাম্মদ কাযিম নদভী, মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী , (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৩ খৃ.)।
৩৯. মৌলবী মুহাম্মদ রমযান মিয়া ছাহেব, খুতবাত-এ 'আলী মিয়া, (দারুল ইশা'আতঃ করাচী, ২০০২ খৃ.)।
৪০. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, হায়াত-এ 'আবদুল হাই র., (সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমিঃ দারুল 'আরাফাত, রায়বেরেলী, ভারতঃ ২০০৪ খৃ.)।
৪১. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, (লক্ষ্ণৌঃ মাকতাবা-এ ইসলাম, ২০০১ খৃ.), ৪র্থ খণ্ড।
৪২. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, দীন-এ হক ওয়া দা'ওয়াত-এ ইসলাম, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯২ খৃ.)।
৪৫. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, তা. বি.), ৭ম. খ.।
৪৬. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, তুহফা-এ দীন ওয়া দানেশ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮৭ খৃ.)।
৪৭. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কাদিয়ানিয়াত, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, ১৯৮১ খৃ.), ৪র্থ. সং.। আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম,
৪৮. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, নুকূশ-এ ইকবাল (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.), ৪র্থ সং।
৪৯. আবুল হাসান 'আলী নাদবী, মানসাব-এ নুবুওয়ত আওর উসকে 'আলী মাকাম-এ হামিলীন, (পাকিস্তানঃ উর্দু বাজার, লাহোর, ১৯৭৫ খৃ.)।
৫০. আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, দীন-এ হক ওয়া দা'ওয়াত-এ ইসলাম, (লক্ষ্ণৌঃ'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৯২ খৃ.)।
৫১. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, নুকূশ-এ ইকবাল, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯) ৪র্থ সং.।
৫২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী (র.), তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন পর ইসলামকে আছ্রাত ওয়া ইহ্সানাত (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৬ খৃ.)।
৫৩. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, মাগরিব সে কুস সাফ সাফ বাতেঁ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৪ খ.), ৫ম. সং.।
৫৪. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কুরআনী শিক্ষা', (লক্ষ্ণৌঃ জাম জাম পাবলিশার্স, ২০০৪ খৃ.)।

৫৫. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, আরকান-এ আরবা'আ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৭ খৃ.)

৫৬. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কাদিয়ানিয়াত, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাজিমাবাদ, ১৯৮১ খৃ.)।

৫৭. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী আল্-হাসানী আন্-নদভী, ইসলাম কা তা'আরুফ, (রায়বেরেলীঃ দার-এ 'আরাফাত, ২০০২খৃ.), ২য়. সং.।

৫৮. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নাদবী, উরুব্বা আমেরিকা ওয়া ইসরাঈল, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৭ খৃ.)।

৫৯. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, ইউরোপ, আমেরিকা আওর ইসরাঈল, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৯৭ খৃ.)।

৬০. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, দীন-এ ইসলাম আওর আওয়ালিন মুসলমানূঁ কী দূ মুতাযাদ্ তাসবীরেঁ, (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল 'ইলমী, ১৯৮৬ খৃ.)।

৬১. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হসান 'আলী নদভী, তুহ্ফা-এ কাশ্মীর (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৯২ খৃ.), ২য়. সং.।

৬২. আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, 'সুহবতে বে আহলে দিল', (লক্ষ্ণৌঃ 'কুতুব খানা আল ফুরকান', ১৯৯২ খৃ.)।

৬৩. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, পাজা সুরাগ-এ যিন্দিগী, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, ১৯৭৮ খৃ.)।

৬৪. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পুরানে চেরাগ, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, ১৯৭৫ খৃ.), ১ম. খণ্ড, ২য়. সং.।

৬৫. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পুরানে চেরাগ, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, ১৯৮১ খৃ.), ২য়. খণ্ড, ২য়. সং.।

৬৬. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯৪ খৃ.), ১ম. খণ্ড, ৮ম. সং.।

৬৭. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, সীরাত-এ সায়্যিদ আহমদ শহীদ, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯০ খৃ.), ২য়. খণ্ড।

৬৮. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদবী, শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার জীবন ও অর্জন, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯১ খৃ.)।

৬৯. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), হায়াত-এ'আবদুল হাই র., (রায়বেরেলীঃ দারুল 'আরাফাত, সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমী, ২০০৪ খৃ.)।

৭০. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, বাসা'ইর, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯৬খৃ.)।

৭১. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), যিকরি খায়র, লক্ষ্ণৌঃ 'মাকতাবা-এ ইসলাম', তা. বি.)।

৭২. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ ঈমান ওয়া 'আযীমত, (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম' ১৯৯৮ খৃ.)।

৭৩. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, (করাচীঃ 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৮ খৃ.)।

৭৪. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.), ১ম. খণ্ড, ২য়. সং.।

৭৫. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ

তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.), ২য়. খণ্ড।
৭৬. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.), ৩য়. খণ্ড।
৭৭. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮০ খৃ.), ৪র্থ. খণ্ড।
৭৮. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তারীখ-এ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৫ খৃ.), ৫ম. খণ্ড।
৭৯. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নযর মেঁ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.) ৩য়. সং.।
৮০. মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, নয়ে দুনিয়া (আমরীকা) মেঁ সাফ সাফ বাতেঁ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৮ খৃ.)।
৮১. মুফাক্কির-এ ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, 'আলম-এ 'আরবী কা আলামিয়্যাহ, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম তা. বি.)।
৮২. মুফাক্কির-এ ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, হাদীস-এ পাকিস্তান, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম তা. বি.)।
৮৩. লিসামাহাতিশ্ শায়খিন্ নাদবী রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী, আত্ তারিখু ইলাস্ সা'আদাতি ওয়াল কিয়াদাতি', (লক্ষ্ণৌঃ আল-মাজমা'উল ইসলামিল'ইলমী, ২০০৩ খৃ.)।
৮৪. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী, তুহ্ফা-এ দাক্কিন, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৫ খৃ.), ২য়. সং.।
৮৫. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী (র.), তুহ্ফা-এ দীন ওয়া দানেশ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৮৭ খৃ.)।
৮৬. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, নুবুওয়ত কা আসলী কারনামা, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯২ খৃ.)।
৮৭. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, মুসলমানান-এ হিন্দকে লিয়ে সহীহ রাহ-এ 'আমল, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯৭ খৃ.)।
৮৮. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, পন্দরবী সদী হিজরী মাযী ওয়া হালকে আয়না মেঁঃ এক তাবসিরাহ, এক জা'ইযা এক পয়গাম, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৯৮ খৃ.)।
৮৯. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী, নিশান-এ রাহ, (লক্ষ্ণৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮০ খৃ.), ৪র্থ. সং.।
৯০. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র.), (ভারতঃ পুনার 'উর্দু মারাঠী প্রকাশন', ১৯৮৯ খৃ.)।
৯১. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (র.) আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৭৯ খৃ.)।
৯২. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, তুহফা-এ ইনসানিয়াত, [تحفہ انسانیت] (হাদীসে মালাহাহ), (লক্ষ্ণৌঃ 'মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম', ১৯৯২ খৃ.), ২য়. সং.।
৯৩. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, মাকাতীব-এ হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (র.), (দিল্লীঃ 'কুতুব খানা আঞ্জুমানে তরাক্কী উর্দু' জামে' মসজিদ, তা. বি.)।
৯৪. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, হেজায-এ মুকাদ্দাস আওর জাযীরাতুল 'আরব', (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, নাযিমাবাদ, ১৯৭৯ খৃ.)।
৯৫. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, (করাচীঃ 'মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম', তা. বি.), ১ম. খণ্ড।
৯৬. মাওলানা মুহাম্মদ কাযিম নদভী, মাকালাত-এ মুফাক্কির-এ ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, (করাচীঃ মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ২০০৩), ১ম. খণ্ড।
৯৭. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নাদবী, নিশান-এ রাহ, (লখনৌঃ মজলিশ-এ তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-এ ইসলাম, ১৯৮০ খৃ.), ৪র্থ. সং.।
৯৮. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, কারওয়ান-এ যিন্দিগী, (লক্ষ্ণৌঃ মাকতাবা-এ ইসলাম, ২০০১ খৃ.), ৪র্থ. খণ্ড।

বাংলা

১. অলিউর রহমান, সাংবাদিকতা ধারণা ও কৌশল (ঢাকাঃ শ্রাবণ প্রকাশনী, রুম নং ২৮ (নিচতলা) ও ১৩২ (দোতলা), আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ২০০৭ খৃ.), পৃ.
২. অশোক মুখোপাধ্যায়, সংসদ সমার্থ শব্দকোষ (কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ২০০০ খৃ.), ২য় সং, পৃ.
৩. আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, দাওয়াত ও তাবলীগের অলৌকিক পদ্ধতি, অনুবাদঃ মাওলানা আবু তাহের রাহমানী, (ঢাকাঃ বাগদাদ লাইব্রেরী, ১৯৯৯ খৃ.)।
৪. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, মাযা খাছিরাল-'আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন অনুবাদকঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ২০০৮ খৃ.)।
৫. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কিসাসুন নাবিয়্যিন লিল্ আত্ফাল, (ঢাকাঃ আনোয়ারুল কুর'আন লিননশর, তা. বি.), ১ম. খণ্ড।
৬. আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নদভী, কিসাসুন নাবিয়্যিন লিল্ আত্ফাল, (ঢাকাঃ আনোয়ারুল কুর'আন লিননশর, তা. বি.), ২য়. খণ্ড।
৭. অনুবাদঃ 'আবদুর রহীম কিদওয়ী (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খৃ.)।
৮. ইসলামি বিশ্বকোষ (৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২খৃ., উর্দু ইনসাইক্লোপিডিয়া, লাহোর-১৯৬২ খৃ.।
৯. ইসলামি বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খৃ.), ৩য় খণ্ড।
১০. ইসলামের মূল স্তম্ভ তাওহীদ, আবদুল মতীন সালাফী, (ঢাকাঃ ফয়সল মুদ্রণালয়, ১৯৮৫ খৃ.)।
১১. কমলকুমার সান্যাল, সাহিত্য সংজ্ঞা ও সাহিত্য তত্ত্ব অভিধান, (কলিকাতাঃ ইন্ডিয়া বুক এক্সচেঞ্জ, ১৯৮১
১২. গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খৃ.)।
১৩. গীতিয়ারা নাসরিন, মফিজুর রহমানবর্গ, গণমাধ্যম ও জনসমাজ, (ঢাকাঃ শ্রাবণী প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ২০০২ খৃ.)।
১৪. ডা. শশি ভূষণ দাশ গুপ্ত, সাহিত্যের স্বরূপ, (ঢাকাঃ বৈশাখী পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজারঃ ১৯৯২ খৃ.)।
১৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীঃ জীবন ও কর্ম, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খৃ.)।
১৬. ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিষয় সাংবাদিকতা (কলকাতাঃ লিপিকা প্রকাশনী, ২০০৩ খৃ.), ৫ম সং, পৃ.
১৭. বাংলা একডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৩ খৃ.), ৫ম. সং.। খৃ.)।
১৮. দর্শন ও প্রগতি, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০ বর্ষঃ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৩।
১৯. শাহেদ জাহিদী, সাংবাদিকতা শিকড় থেকে শিখর, (ঢাকাঃ পলল প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট,

Dhaka University Institutional Repository

শাহবাগ, ২০০৯ খৃ.)।

২০. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?, অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ২০০২ খৃ.)।

২১. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, (১ম খণ্ড), মার্চ- ২০০৩।

২২. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, ঈমান যখন জাগলো, অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ২০০৫ খৃ.)।

২৩. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, অনুবাদঃ মাওলানা এ. এস. এম. ওমর আলী ও অন্যান্য। (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খৃ), ১ম খণ্ড।

২৪. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, আমার আম্মা, অনুবাদঃ আবু সাঈদ ওমর আলী, (ঢাকা-চট্টগ্রামঃ মজলিস-নাশরিয়াত-ই ইসলাম, ১৯৯৮ খৃ.)।

২৫. সাইয়িদ মাহবুব রিয্ভী, দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস, অনুবাদঃ আবুল ফাতাহ মোঃ ইয়াহইয়া ও মাওলানা মুশতাক আহমদ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খৃ.), ১ম ও ২য় খণ্ড।

২৬. সম্পাদনা পরিষদ, হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ, (ঢাকাঃ প্রকাশনা বিভাগ, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ১৯৯৫ খৃ.)।

২৭. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাচ্যের উপহার, অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ১৯৯৩ খৃ.)।

২৮. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, বিধ্বস্ত মানবতা, সংকলনেঃ মুজাহিদ (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩ খৃ.)।

২৯. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ইসলামী জীবন বিধান অনুবাদঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৪ খৃ.)।

৩০. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খৃ.)।

৩১. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খৃ.)।

৩২. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ইসলামি জীবন বিধান,অনুবাদ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৪ খৃ.)। ২১৬. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ধর্ম ও কৃষ্টি, অনুবাদঃ মাওলানা লিয়াকত আলী, (ঢাকাঃ কাসেমিয়া লাইব্রেরী, মিরপুর, ১৯৯৫ খৃ.)।

৩৩. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.), সুহবতে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (র.) অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খৃ.)।

৩৪. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলিম বিশ্বে ইসলামি আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খৃ.)।

৩৫. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহমত, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর, ২০০২ খৃ.), ৩য়. সং.।

৩৬. সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আল-হাসানী আন্-নদভী, 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' অনুবাদকঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, 'ঈমান যখন জাগলো', (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স , ৩৮, বাংলাবাজার, ১৪২৮ হি.)।

৩৭. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকাঃ বারকো প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৯৭৫ খৃ.)।

৩৮. সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২খৃ.), ১ম. খ.।

৩৯. মাওলানা আবুবকর সিদ্দীক, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন, (ঢাকাঃ

Dhaka University Institutional Repository

খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৪ খৃ.)।
৪০. মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, (ঢাকাঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২ খৃ.)।
৪১. মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. স্মারক গ্রন্থ (আল্-ইরফান পাবলিকেশন্সঃ ১১ বাংলাবাজার, ঢাকাঃ ২০১০ খৃ.)
৪২. মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ জীবন ও কর্ম, (ঢাকাঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২ খৃ.)।
৪৩. মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ স্মারক গ্রন্থ, (ঢাকাঃ আল্-ইরফান পাবলিকেশন্স, ১১ বাংলাবাজারঃ ২০১০ খৃ.)।
৪৪. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (২য় সংস্করণ), ঢাকাঃ ইসলালিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ খৃ.।
৪৫. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, 'পা-জা সুরা-গে যিন্দেগী' অনুবাদঃ আবু তাহের মিছবাহ, শিরোনামঃ যা 'তালিবে 'ইল্মের জীবন পথের পাথেয়' (ঢাকাঃ 'দারুল কলম আশরাফাবাদ', কামরাঙ্গীরচর, ১৪২৩ হি./২০০২খৃ.)।
৪৬. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হাসানী নদভী, 'প্রাচ্যের উপহার' অনুবাদঃ আবু সঈদ মুহাম্মদ উমর আলী, হাফেজ আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইসমাঈল ইউসুফ, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ২০০৮ খৃ.)। ১ম. খণ্ড।
৪৭. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, যথাশব্দ (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৩ খৃ.)

ইংরেজী

1. Ahuja, B. N. & Chhabra S.S., A Concise Course in Reporting for Newspapers-Magazines- Radio& The TV (Delhi: Surjeet Publications, 1990 AD)
2. A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, Sixth edition.
3. Carl Warrent, Modern News Reporting (3rd edition) (New York: Harper & Row Publishers, 1995 AD)
4. David B. Guralink, Webster's New World Dictionary (New Delhi: Oxford & IBH Publishing co. Pvt. Ltd., T.B)
5. David Wainwright, Journalism Made Simple (Kolkata: Rupa & Co. 1983)
6. J. A. Cuddon, The Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (England : Penguin Books Ltd., Wrights Lane, London w8 5TZ, 1999 AD), p.462-463
7. Kamat, M.V. (New Delhi: Professional Journalism, Vikas Publishing House Private Limited, 1993), P.
8. Melvin Mencher, News Reporting and Writing (7th edition), (New York: Mc Graw-Hill, 1997 AD)
9. Munir Baalbaki, Al- Mawrid A modern English Arabic Dictionary (Lebanon: Dar El- Ilm Lil – Malayen, Beirut, 1990) Edition 14.

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা

১. The Dhaka University Arabic Journal, Editor: Nazir Ahmed, Joune, 2001. Volume-6, No-7,

২. আর-রা'ইদ (পত্রিকা), ৪১ বর্ষ, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ সংখ্যা, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্সাতুস্ সাহাফা ওয়ান্ নশর, ২০০০ খৃ.)।

৩. আযীয বরনী, 'আলমী সাহরা, সংখ্যা ৫২, নয়া দিল্লী, ৩০ এপ্রিল, ২০০৭ খৃ.।

৪. আযীয বরনী, 'আলমী সাহরা, সংখ্যা ৫২, নয়া দিল্লী, ৩০ এপ্রিল-২০০৭, পৃ. ১৫; আর-রা'ঈদ (পত্রিকা)।

৫. উর্দু বুক রিভিও (মাসিক), নতুন দিল্লী, ৫ম. খণ্ড, ৫১-৫২ সংখ্যা, জানু-ফেব্রুয়ারী ২০০০খৃ., আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম,।

৬. গীতিয়ারা নাসরিন, মফিজুর রহমানবর্গ, গণমাধ্যম ও জনসমাজ, তুহ্ফা-এ ইনসানিয়াত, ২য়. সং.।

৭. মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী, বিশ শতকের সর্বশেষ বিশ্ববরেণ্য ইসলামি প্রতিভা, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, (বাংলাদেশঃ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা, ১৭ জানুয়ারী-২০০০ খৃ.)।

৮. শামসুল হক নদভী (সম্পাদক), তা'মীর-এ হায়াত (পত্রিকা), Vol. No. 43, Issue No. 22, লক্ষ্ণৌ, ২৫ সেপ্টেম্বর- ২০০৬।

৯. সা'ঈদ 'আযমী নদভী ও ওয়াজিহ রশীদ নাদবী, আল-বা'সুল ইসলামি, (পত্রিকা), (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান্ নশর, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৭ খৃ.)।

১০. সা'ঈদ 'আযমী নদভী ও ওয়াজিহ রশীদ নদভী, আল-বা'সুল ইসলামি, (পত্রিকা), (লক্ষ্ণৌঃ মু'আস্সাসাতুস সাহাফা ওয়ান্ নশর, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৭ খৃ.)।

ইন্টারনেট

1. httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manujacturers_id=34&products_id=950 Accessed on 12-05-2008.
2. JavascripttpopupWindow('httpt//kitaabun.com/shopping3/popup_image.php?pID=1) Accessed on 03-05-2008.
3. httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manujacturers_id=34&products_id=956 Accessed on 12-03-2007.
4. httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manujacturers_id=34&products_id=950 Accessed on 12-05-2008.
5. ttpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products id=776& osCsid=140e3ccc9b650c6054b373f7c8fb312 Accessed on 12-06-07
6. httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=776&osCsid=140e3ccc9b6560c6054b373f7c8fb312 Accessed on 12-06-07
7. httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&osCsid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07
8. httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&osCsid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07
9. httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&osCsid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07

Dhaka University Institutional Repository

10. httt//Kitaabun.com/shopping3/prduct_info.php?manufacturers_id=34&products
11. httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&os Csid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07
12. httpt//kitaabun.com/shopping3/product_info.php?manufacturers_id=1187&os Csid=10aed6a301cec2f820bf65a813d6e446 Accessed on 12-06-07